কায়চিকিৎসা

Practice of Medicines



কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের
সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ও অধ্যাপক।
"আয়ুর্ব্বেদ" ও "আয়ুর্বিবজ্ঞান" মাসিক পত্রদ্বয়ের সম্পাদক।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।
মালদহ চাঁচোলের ভূতপূর্ব্ব রাজবৈদ্য—

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন

প্রণীত।

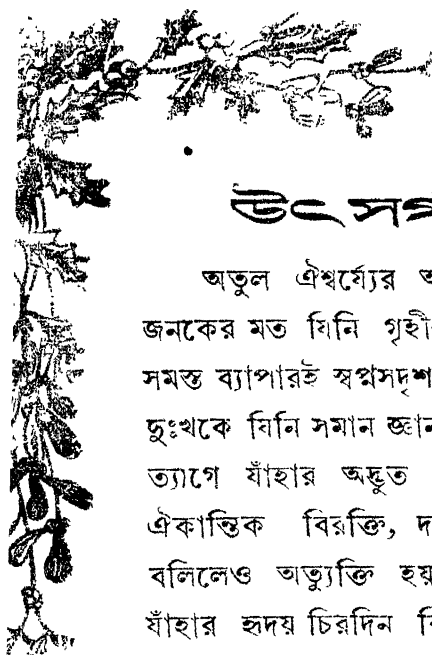
কলিকাতা

১৩৩৪—৩০শে আষাঢ়

প্রকাশক—
শ্রীমণীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
৭৬নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীরসিকলাল পান
গোবৰ্দ্ধন প্রেস,
২০৯ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা বুকডিপো লিমিটেড
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
ও
প্রকাশকের নিকট ৭৬নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



উৎসর্গ পত্র

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও রাজর্ষি জনকের মত যিনি গৃহী-সন্ন্যাসী, নশ্বর জগতে সমস্ত ব্যাপারই স্বপ্নসদৃশ মনে করিয়া সুখ ও দুঃখকে যিনি সমান জ্ঞান করিতে পারিয়াছেন, ত্যাগে যাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা, ভোগে যাঁহার ঐকান্তিক বিরক্তি, দানে যাঁহাকে কল্পতরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, পরদুঃখ নিবারণে যাঁহার হৃদয় চিরদিন বিগলিত হইয়া থাকে, সনাতন ধর্ম্মরক্ষায় তথা সতীধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য যিনি সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টাশীল, শাশ্বত আয়ুর্ব্বেদের যিনি চিরহিতৈষী বন্ধু, সেই পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমার পরম পূজ্য

মালদহ-চাঁচোলের মহামান্য রাজা

শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী

বাহাদুরের পবিত্র নামে

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

চির অনুগৃহীত—

শ্রীসত্যচরণ সেন

বিজ্ঞাপন।

প্রধানতঃ "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজে"র চরম পরীক্ষার ছাত্রদিগকে কায়চিকিৎসাক্রমোপদেশ দিবার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল। উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "আয়ুর্ব্বেদ" নামক মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে ইহা বাহির করা হয়। "আয়ুর্ব্বেদ" বন্ধ হওয়ার পর "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" নামক মাসিক পত্রেও ইহার কিয়দংশ বাহির করা হইয়াছিল। সেই সকল উপদেশেরই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এই পুস্তক বাহির করা হইল।

মহর্ষি পুনর্ব্বসু ও মহর্ষি সুশ্রুত তাঁহাদের রচিত চরক ও সুশ্রুতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার রোগ নিবারণের জন্য কোনো কথাই পরিত্যাগ করেন নাই। মহানুভব চক্রপাণি দত্ত মহর্ষি পুনর্ব্বসুর চরক অবলম্বন করিয়াই চক্রদত্তের প্রণয়ন করেন। ভাবমিশ্র চরক ও সুশ্রুত উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া "ভাবপ্রকাশ" নামক এক অপূর্ব্ব পুস্তক আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমার এই "কায়চিকিৎসা"য় উল্লিখিত গ্রন্থগুলির উপদিষ্ট চিকিৎসাক্রম এবং ঔষধাবলীর প্রতিধ্বনি করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই, প্রত্যেক ঔষধের গুণ-পরিচয় জানিবার জন্য চরক ও সুশ্রুতের দ্রব্যবিজ্ঞানের পৃষ্ঠা না উল্টাইয়া যাহাতে প্রত্যেক ঔষধের সহিতই উহা জানিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।

প্রত্যেক ঔষধের সহিত উহার উপাদানগুলির গুণ-পরিচয় সম্বলিত পুস্তক এরূপভাবে ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই সংগ্রহ করেন নাই। তদ্ভিন্ন কোন্ কোন্ রোগের কোন কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ ঔষধ প্রয়োগ

করা উচিত এবং কেন ইহা প্রয়োগ করা আবশ্যক—যথাসম্ভব সে সকল কথারও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এককথায় এই গ্রন্থ ঋষি-রচিত গ্রন্থগুলিরই অন্যবিধ সংস্করণ হইলেও ইহার সম্পাদন-কার্য্য নূতনভাবেই করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রত্যেক রোগের জন্য শাস্ত্রে যে সকল ঔষধ-প্রয়োগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আমাদের বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত অনেক নূতন ঔষধের কথাও এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি। সেই ঔষধগুলি আমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষিত অথচ অল্প ব্যয়সাধ্য। সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষরূপ ফলই পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্দ্দিকাসি এবং শ্লেষ্মজজ্বরে "স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস", বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বরে "বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশে"র নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করিলে ঐ সকল ঔষধের ফল দেখিয়া প্রয়োগ-কর্ত্তাকে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারা যাইবে না। ডাক্তারেরা ম্যালেরিয়ার জ্বরমগ্নে যেরূপ "কুইনাইনে"র প্রয়োগে কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন, আমাদের ঘরের "বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ"ও বলিতে কি, সেইরূপই ফলপ্রদ। ম্যালেরিয়ায় আমাদের দেশে প্রতিদিন দশ হাজার করিয়া লোক ক্ষয় হইতেছে, এই দুর্দ্দিনে পল্লী-চিকিৎসকদিগকে আমাদের এই ঔষধটি ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

প্রত্যেক ঔষধের গুণ-পরিচয় বলিবার সময় একই দ্রব্যের গুণ পরিচয় পুনঃ পুনঃ বলিলে পুস্তকখানি অতিশয় বৃহদাকার হইয়া পড়ে, সেইজন্য যে ঔষধটির কথা যে রোগের জন্য বলা হইয়াছে, সেখানে সেই দ্রব্যটির যতটুকু পরিচয় আবশ্যক, তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনেক স্থলে ঐ সকল দ্রব্যের মিশ্রণের ফলও যথাসম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা ভিন্ন হয়তো আরও অনেক কথা বলা উচিত ছিল, অথবা অনেক বিষয়ে আমার ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। কোনো চিকিৎসক দয়া করিয়া আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি-গুলির উল্লেখ করিয়া আমাকে জানাইলে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে সে গুলির সংশোধন করিতেও প্রয়াস পাইব।

আয়ুর্ব্বেদ যখন ইহা বাহির করা হয়, তখন হইতেই পুস্তকাকারে ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বহু ব্যক্তি বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং শীঘ্র ইহা পাইবার জন্যও অনেকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছেন, সেই জন্য "ক্রিমি" পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া আপাততঃ ইহা বাহির করা হইল। প্রেসে মুদ্রণকার্য্য দ্রুত চলিতেছে, ইহার শেষাংশ বা সম্পূর্ণ পুস্তক আগামী শারদীয়া পূজার পূর্ব্বেই বাহির করিতে পারা যাইবে আশা করা যায়। ইতি

কলিকাতা
১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার
সন ১৩৩৪ সাল,
২রা শ্রাবণ।

শ্রীসত্য চরণ সেন

শেষার্দ্ধের বিজ্ঞাপন

সাধারণের আগ্রহাতিশয্যে বর্ত্তমান বর্ষের ২রা শ্রাবণ যখন এই গ্রন্থ ক্রমি পর্য্যন্ত বাহির করা হয়, তখন গত শারদীয়া পূজার পূর্ব্বেই ইহা শেষ করিব বলিয়া ছিলাম. কিন্তু প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের দোষে, দ্বিতীয়তঃ আমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় কয়েক মাস বিলম্বে ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইল, এজন্য গ্রাহকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। সম্পুর্ণ পুস্তক বাহির করিয়া আজি যে তাঁহাদের হস্তে ইহা প্রদান করিতে পারিলাম, এজন্য আমি পরম স্বস্তি অনুভব করিতেছি।

আমার এই পুস্তক কি উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহা প্রথম বারের বিজ্ঞাপনেই ব্যক্ত করিয়াছি, সুতরাং আর কিছু বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে হয়।

অনেকেই প্রথমাংশ বাহির হইবা মাত্র ইহার গ্রাহক হইয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার মনে হয়, তাঁহারা গ্রাহক হইয়া শেষার্দ্ধ পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ পত্র না পাঠাইলে পুস্তকখানি শেষ করিতে আরও বিলম্ব হইয়া পড়িত।

তাড়াতাড়ি বাহির করিবার জন্য অনেক ক্রটীই রহিয়া গিয়াছে,— অনেক কথা বলিব মনে করিয়াও বলিতে পারি নাই, অনেক কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু ক্রমশঃই দেরী হইয়া যাইতেছে বলিয়া সে সকলও ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে সে সকল কথা বিশেষ করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল। নিবেদন ইতি

আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্য নিকেতন,
২০ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।
৫ চৈত্র, ১৩৩৪

শ্রীসত্যচরণ সেন

সূচীপত্র

প্লেগ—

টাইফয়েড জ্বর—

প্লীহা ও যকৃত—

অতীসার—

শেষার্দ্ধের সূচীপত্র।

কাস—

হিক্কা ও শ্বাস—

স্বরভেদ—

অরোচক—

ছর্দ্দি বা বমন—

তৃষ্ণা—

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস—

বাতব্যাধি—

আমবাত—

শূল চিকিৎসা—

উদাবর্ত্ত ও আনাহ—

গুল্মরোগ—

অম্লপিত্ত—

হাম ও বসন্ত—

বাতরক্ত

স্ত্রীরোগ—

গর্ভিণী রোগ

মঙ্গলাচরণম্ ।

যন্নামস্মৃতিকীর্ত্তনশ্রুতিগুণৈর্দুর্দ্দান্তরুগ্‌দানবা
দূরং যান্তি নিজাশ্রয়াতুরজনাৎ সন্ত্রস্তশত্রুপমাঃ ॥
দেবেন্দ্রাদিবিবন্দিতাঙ্ঘ্রিকমলং তন্দেবদেবং শিবং
ধ্যাত্বা নম্রশিরঃ প্রণম্য চ ময়া গ্রন্থোঽয়মারভ্যতে ॥

গ্রন্থস্য প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধাঃ।

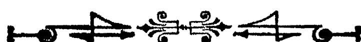
তন্ত্রাণি বৃদ্ধভিষজাং বিবিধানি সম্যগ্
আলোচ্য সিদ্ধতমভেষজযোগমত্র।
সংগৃহ্যতে ব্যবহৃতং সততং হি যদ্ যদ্
রোগানুসারবিধিনা ভিষজাং কৃতেঽদ্য।



গ্রন্থকারস্য প্রার্থনা।

অজ্ঞানতো বা ভ্রমতঃ প্রমাদাৎ
কিম্বাত্র দোষো যদি কশ্চিদস্তি।
বুধাঃ স্বভাবানুগুণানুকম্পা-
গুণৈঃ স শোধ্যঃ সদসদ্বিধিজ্ঞাঃ॥

কায়-চিকিৎসা।



জ্বর—Fever.

জ্বর কি ও কেন হয়?—অবিধি আহার-বিহারাদি দ্বার' বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে। তথায় আমরসকে, দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেহে যে তাপ উৎপন্ন করে—তাহাই জ্বর। অগ্নি বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত হয় বলিয়া জ্বর হইলে শরীরের ত্বক উষ্ণ হইয়া থাকে।

পরীক্ষা—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার পরীক্ষা নানাপ্রকার। প্রধানতঃ নিদানোক্ত লক্ষণগুলি মিলাইয়া এবং নাড়ী পরীক্ষা করিয়া এই জ্বর কোন্ শ্রেণীর তাহা নির্ণয় করিতে হয়।

পাশ্চাত্য মত—পাশ্চাত্য মতে এ সব কিছু করিতে হয় না. স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ থার্ম্মোমিটারে উঠিলেই তাঁহারা জ্বর হইয়াছে বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে এ দেশের মানুষের গাত্রের উত্তাপ সাধারণতঃ ৯৬·৫ ডিগ্রি হইতে ৯৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত। এই হিসাবে ডাক্তারেরা এই দেশবাসীর শরীরের উত্তাপ ৯৭ ডিগ্রি ধরিয়া লন। বিলাতবাসীগণের শারীরিক উত্তাপ সাধারণতঃ ৯৮·৪। যাহা হউক স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা থার্ম্মোমিটারে অধিক উঠিলেই ডাক্তারেরা জ্বর হইয়াছে স্থির করিয়া লন।

পাশ্চাত্য মতে জ্বরের শ্রেণী বিভাগ—এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ জ্বরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, প্রথম শ্রেণী—**ছোঁয়াচে বা সংক্রামক জ্বর** (Specific or Infectious fever)। তাঁহাদের মতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি। ঐ জীবাণুগুলির দেহ হইতে এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া মানুষের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। মস্তিষ্কের যে স্থানে তাপ উৎপন্ন করিবার কেন্দ্র, জীবাণু-দেহ হইতে উৎপন্ন বিষ—রক্তের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ কেন্দ্র উত্তেজিত করে এবং তাহারই ফলে জ্বর উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী—**প্রদাহ জনিত জ্বর** বা Inflammatory fever। ইহাও কয়েক প্রকার জীবাণুর শরীর হইতে একপ্রকার বিষ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া মনুষ্য দেহে জ্বর উপস্থিত করে।

তৃতীয় শ্রেণী—মস্তিষ্ক কিম্বা স্নায়ুমণ্ডলী হইতে এই জ্বর উপস্থিত হয়। যেমন মস্তিষ্কের শিরা ছিন্ন হইলে অথবা মস্তিষ্কে টিউমার (Tumour) বা মেনিনজাইটিস্ হইলে জ্বর উপস্থিত হয়। উত্তাপের তারতম্য অনুসারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই সকল জ্বরকে আরও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা যে জ্বর প্রাতঃকালে ৯৯ হইতে ১০১ ডিগ্রি পর্য্যন্ত এবং বৈকালে ১০২ বা তাহাপেক্ষা আরও ২।৪ পয়েণ্ট বেশী হয়, তাহাকে Slight কিম্বা Moderate fever অর্থাৎ সামান্য জ্বর বলা হয়। যদি জ্বর প্রাতঃকালে ১০১ হইতে ১০৩ এবং বৈকালে ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে, তাহা হইলে উহার নাম High কিম্বা Severe কিম্বা Pyrexia বা অধিক জ্বর বলা হয়। আর যে জ্বর ১০৫ ডিগ্রিরও উপর, ইংরাজীতে তাহার নাম Hyper-Pyrexia (হাইপার পাইরেক্সিয়া)।

পাশ্চাত্য মতে জ্বরের আরও সংজ্ঞা নির্ণয়—যে জ্বর প্রাতঃকালে ১০২ অথবা ১০৩ ডিগ্রির নীচে নামে এবং বৈকালে

১০৪ ডিগ্রি থাকে, সেরূপ জ্বরের নাম Continuous fever বা **অবিরাম জ্বর**। যে জর প্রাতঃকালে বৈকাল অপেক্ষা ২ বা ২½ ডিগ্রি কমিয়া যায়, যেমন বৈকালে ১০৪.৫ ডিগ্রি হয় এবং প্রাতঃকালে ১০২.৫ বা ১০২ ডিগ্রিতে নামিয়া যায়, তাহার নাম Remittent fever বা **স্বল্প বিরাম জ্বর**। আর যে জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং পুনরায় আসে, তাহার নাম Intermittent fever বা **সবিরাম জ্বর**।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বরের সংখ্যা নির্ণয়।—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বায়ু, পিত্ত ও কফ লইয়া জ্বরের শ্রেণী বিভাগ। ইহা আট ভাগে বিভক্ত। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ।

বাতিক জ্বর—এই জ্বরে বেগের বিষমতা অর্থাৎ কখন কম কখন বেশী, কখন এক সময়ে, কখন অন্য সময়ে জ্বর হওয়া, কম্প, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা, নিদ্রা-নাশ, হাঁচি না হওয়া, শরীরের রুক্ষতা, মস্তক বক্ষঃস্থল ও শরীরে বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের কাঠিন্য, কোষ্ঠপ্রদেশে শূলবৎ বেদনা এবং হাই-উঠা লক্ষণগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক জ্বর—নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকার পাক, জ্বরবেগের প্রাবল্য, অতিসার, ঘর্ম্মোদ্গম, প্রলাপ, মুখের তিক্ততা, দাহ, মূর্চ্ছা, মত্ততা, তৃষ্ণা, ভ্রম এবং মল মূত্র ও চক্ষুর পীতবর্ণতা—এই জ্বরে উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিক জ্বর—শরীর আর্দ্র বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত বোধ হওয়া, আলস্য, মুখের মধুরতা, মূত্র, পুরীষ ও চক্ষুর শ্বেতবর্ণতা, অঙ্গের স্তব্ধতা, সদ্যোভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অন্নে অনভিলাষ, জরবেগের অল্পতা, গাত্রের নাত্যুষ্ণতা, বমন, অঙ্গের অবসাদ, অপরিপাক, শরীরে ভার বোধ, শীতানুভূতি, বমনের ইচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, মুখ এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব, অরুচি এবং কাস—এই জ্বরে উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতপৈত্তিক জ্বর—তৃষ্ণা, মূৰ্চ্ছা, গাত্র ঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তক বেদনা—কণ্ঠ ও মুখশোষ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা ও হাইউঠা—এই জ্বরে হইয়া থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর—শরীর আর্দ্র বস্ত্রবৎ প্রতীতি, পর্ব্বভেদ, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম, সন্তাপ, জ্বরের মধ্য বেগ—এই জ্বরে হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর—মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও পিত্ত দ্বারা তিক্ত, তন্দ্রা, মূৰ্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্মুহু দাহ, মুহুর্মুহু শীত—এই জ্বরে উপস্থিত হয়।

সন্নিপাত জ্বর—ক্ষণে ক্ষণে দাহ; ক্ষণে ক্ষণে শীত, অস্থি, সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ, ঘোলাটে রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত বা অতি কুটিল, কর্ণদ্বয় নানা প্রকার শব্দ ও বেদনা বিশিষ্ট, কণ্ঠ যেন ধান্যাদির শূয়া দ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং গোজিহ্বার মত খরস্পর্শ, অঙ্গ সকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত বা পিত্তের অল্পোদগীরণ, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে বেদনা, দীর্ঘকালান্তে মল মূত্র ও ঘর্ম্মের অতি অল্প নির্গম, শরীরের নাতি কৃশত্ব, কণ্ঠদেশে সর্ব্বদাই অব্যক্ত শব্দ, শরীরে শ্যাব ও রক্তবর্ণ গোলাকার দাগ উৎপন্ন হওয়া, কথা বলিতে না পারা বা অল্প বলিতে পারা, স্রোত সকলের পাক, উদরের গুরুতা এবং দোষ সকলের বহু বিলম্বে পাক—এই জ্বরে উপস্থিত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত এবং কফের অল্পতা এবং আধিক্য অনুসারে—এই সান্নিপাত জ্বর আবার ত্রয়োদশ প্রকার।

অভিন্যাস সন্নিপাত জ্বর।—বায়ু, পিত্ত এবং কফ—এই দোষত্রয় মিলিত হইয়া বক্ষঃস্থলস্থ স্রোত সমূহে প্রবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মনকে আশ্রয় করিয়া এই জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে

চক্ষু ও কর্ণের দর্শন ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। রোগী গন্ধ বা স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না বা শারীরিক কোনো চেষ্টাও করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বদা মস্তক সঞ্চালন, কুন্থন ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, এবং সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব করে। ইহা অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, এই জ্বরে রোগী কদাচিৎ রক্ষা পাইতে পারে।

চিকিৎসা—কষায় প্রয়োগ ছাড়া জ্বরে শাস্ত্রকারগণ দেড় শতেরও অধিক ঔষধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই দেড় শত ঔষধই যে সকল জ্বরের সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইবে এবং তাহার ফল সকলস্থলেই শুভ হইবে—এমন কথা কিছুই নাই। অবশ্য শাস্ত্রকারগণ ঐ দেড়শত ঔষধের মধ্যে জ্বরের শ্রেণী বিভাগ করিয়া ঔষধগুলির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ইহাও সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এত জটিলভাবে সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ যে, তাহা দ্বারা সুষ্ঠু উপলব্ধি হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, জ্বর হইয়াছে, জ্বরের যে সকল উপসর্গ সে সকল রহিয়াছে, অথচ তাহার সহিত অন্য রোগ আসিয়া জুটিয়াছে, যেমন শোথ, পাণ্ডু, উদরাময়, অরোচক ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে জ্বরাধিকারের ঔষধগুলি জ্বরে ব্যবস্থা করিতে হয়—এই ধারণা রাখিয়া শুধু সেই সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। এই জন্যই Practical শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। এই Practical শিক্ষা শুধু গ্রন্থ পড়িয়া হইবার উপায় নাই।

জ্বর চিকিৎসার ক্রম—

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

জ্বরিতং ষড়তেঽতীতে লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতম্।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তম্॥

অর্থাৎ জ্বরের ছয়দিন অতীত হইলে সপ্তম দিবসে রোগীকে লঘু অন্ন

(যবাগু প্রভৃতি) ভোজন করাইয়া অষ্টম দিবসে পাচন বা শমন কষায় ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু

সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামেনৌষধমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ সপ্তাহের পর আমরসের সম্যক পরিপাক না হইলে পাচন এবং নিরাম অবস্থায় (আম সম্যক পরিপাক হইলে) শমন ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি আমরসের পরিপাক না হয়, তবে পাচন কি শমন—কোন প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করিবে না, কারণ আমরসের অপক্ক অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহা পরিপাক না হইয়া জ্বরের বেগ আরও বৃদ্ধি করে।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রের ঐ উক্তি মান্য করিয়া চলিলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। যেমন প্লেগ, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, যেমন ম্যালেরিয়ার উৎকট অবস্থা। এ সব জ্বরে যদি শাস্ত্রের ঐ কথা সিদ্ধান্ত করিয়া ৬ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ না করা যায়, তাহা হইলে রোগীর তাহার মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইবার কথা। অবশ্য সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ এ সকল কথা চিন্তা করিয়া এ সম্বন্ধে নিষ্পত্তিও করিয়া দিয়াছেন—

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে ॥

অর্থাৎ রস-চিকিৎসা বিষয়ে দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল—ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক এখনকার দিনে জ্বর হইলে সাত দিন পর্য্যন্ত কোনো ঔষধ না দিয়া ফেলিয়া রাখার বড় একটা রীতি নাই।

প্রাথমিক চিকিৎসা—জ্বর উৎপত্তির কারণে আমরা দেখিতে পাই,—

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষাহ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরাদ্যঃ স্যু রসানুগাঃ॥

অর্থাৎ অমিত আহার ও বিহারাদির ফলে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে, তথায় আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা আমদোষ শান্তির জন্য জ্বরাধিকারের ঔষধ ছাড়া অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তরুণ জ্বরে অনিষ্ট না হইয়া শুভফলই হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়

'রামবাণ' নামক অগ্নিমান্দ্য অধিকারের ঔষধটির প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। আট প্রকার জ্বরের মধ্যে যে প্রকারের জ্বরই হউক না, সকলেরই মূলে বাতাদি দোষ যখন সমাশ্রিত, তখন সেই দোষ-নিবারক রামবাণ প্রয়োগে কোনো অনিষ্টেরই কারণ দেখা যায় না। এমন অবস্থায় ঔষধ না দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? এজন্য তরুণ জ্বরের সকল অবস্থায় দু' এক দিন জ্বর ভোগের পরই অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত **রামবাণ** সমস্ত দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফলই পাওয়া যাইবে। উহার অনুপান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে! যথা বায়ু জন্য জ্বরে চিনি ভিজান জল, পিত্ত জন্য জ্বরে সেঁকা পটোলের রস, শ্লেষ্মা জন্য জ্বরে তুলসী পাতার রস, বিল্বপত্রের রস, আদার রস ইত্যাদি।

তরুণজ্বরের প্রথমে—সকলপ্রকার তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় কেবল বিল্বপত্রের রস গরম করিয়া গেঁজলা বা ফেনা বাদ দিয়া, শীতল হইলে একটু মধু মিশাইয়া সেবন করান মন্দ ব্যবস্থা নহে, ইহাতে অনেক সময় বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

হিঙ্গুলেশ্বর—২।১দিন রামবান প্রয়োগের পর রোগের অবস্থা বুঝিয়া অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। শাস্ত্রকারগণ বাতিক জ্বরে **হিঙ্গুলেশ্বর** ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু এই হিঙ্গুলেশ্বর শুধু বাতিক

জ্বর ভিন্ন অন্য জ্বরে যে প্রয়োগ করিবে না—এমন কথা নাই। হিঙ্গুলেশ্বরের উপাদান গুলিতে আমরা অবগত হই, হিঙ্গুল, পিঁপুল, ও মিঠা বিষ সমান ভাগে লইয়া জল দ্বারা মাড়িয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। এখন দেখা যাউক এই কয়টী উপাদানের গুণ কি?

হিঙ্গুলের গুণ—

তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যাৎ নেত্রামযঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাস কণ্ডূজ্বরকামলাশ্চ প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥

অর্থাৎ শোধিত হিঙ্গুল – তিক্ত, কষায়, কটু, নেত্ররোগনিবারক, কফ পিত্তবিনাশক ও বিষঘ্ন। ইহা দ্বারা হৃল্লাস, কণ্ডূ, জ্বর, কামলা, প্লীহা ও আমবাত প্রশমিত হয়।

পিঁপুলের গুণ—

পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ॥
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্।
কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃ প্লীহা শূলামমারুতান্॥

অর্থাৎ পিপ্পলী—অগ্নি দীপ্তিকারক, বলকারক পাকে মিষ্ট রস, রসায়ন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু ও রেচক। শ্বাস, কাস, উদরাময় জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, শূল ও আমবাত—এই সমুদয় রোগে ইহা হিতকর।

অমৃত বা মিঠা বিষের গুণ—

নেপালশৃঙ্গী নৈপালী হন্তি সা কফজান্ গদান্।
বাতজান্ নিখিলাংশ্চাপি সন্নিপাতোদ্ভবং জ্বরম্॥
আমবাতং মহাঘোরং হৃদ্রোগমপি দারুণম্॥

এই মিঠাবিষের অন্য নাম নেপালশৃঙ্গী বা নৈপাল। নেপাল রাজ্যে

এবং তন্নিকটবর্ত্তী হিমালয় পর্ব্বতে ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহা সেবনে বাতজ ব্যাধি সকল এবং সান্নিপাতিক জ্বর, আমবাত ও হৃদরোগের শান্তি হয়।

উপাদানগুলির মিশ্রণে গুণ—আমরা হিঙ্গুলেশ্বরের যে তিনটি দ্রব্য পাইতেছি, সেই তিনটির ১মটি প্রধানতঃ কফপিত্ত প্রশমক, ২য়টি প্রধানতঃ বাতশ্লেষ্মনাশক এবং তৃতীয়টি ত্রিদোষনাশক। এ অবস্থায় শাস্ত্রকারগণ হিঙ্গুলেশ্বরকে বাতিক জ্বরের ঔষধ বলিয়া যাইলেও সকল প্রকার জ্বরেই অবস্থা বিবেচনায় এ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। তরুণ জ্বরে ২।১ দিন রামবাণ প্রয়োগের পর এই হিঙ্গুলেশ্বর—দোষের প্রকোপ বিবেচনায় উপযুক্ত অনুপানের ব্যবস্থা-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে শুভ ফলই পাওয়া যাইবে।

অনুপান—সাধারণতঃ কোনো দুইটী দোষের মিশ্রণে জ্বর উৎপত্তি হয়। যেমন বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক পিত্তশ্লৈষ্মিক ইত্যাদি। যেখানে পিত্তের প্রকোপ অধিক, যেখানে সিউলির পাতার রস, গুলঞ্চের রস, সেঁকা পটোলের রস—মন্দ অনুপান নহে। যেখানে শ্লেষ্মার আধিক্য, সেখানে পানের রস, তুলসী পাতার রস, আদার রস,—উত্তম ব্যবস্থা।

বাতিক জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বরের অনুপান মধু সহ, চিনি ভিজান জল সহ। তবে বাতিক জ্বর খুব কমই হয় এবং বাতিক জ্বর হইলে সে রোগীর চিকিৎসার ভারও আমরা কমই পাইয়া থাকি, সুতরাং সেজন্য বড় বেশী ভাবিতে হইবে না।

হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগে বিচার—তবে সকল প্রকার জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগের একটা আপত্তি আছে যে, হিঙ্গুলেশ্বরের ২য় উপাদান শুষ্ক পিপ্পলী—একটু পিত্তবর্দ্ধক। * আর্দ্র পিপ্পলীও কফপ্রদ, কিন্তু ঔষধে আর্দ্র পিপ্পলী তো প্রয়োগের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং চিন্তাও নাই।

---

* আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিণী॥

মৃত্যুঞ্জয় রস—যাহা হউক যেখানে পিত্তের প্রকোপ বর্ত্তমান, সেখানে রামবাণ দেওয়ার পর হিঙ্গুলেশ্বরের ব্যবস্থা নাই করা হইল। সেখানে ব্যবস্থা কর—**মৃত্যুঞ্জয় রস**। এই মৃত্যুঞ্জয়েও পিপ্পলী আছে, কিন্তু হিঙ্গুলেশ্বরে পিপ্পলীর ভাগ এক তৃতীয়াংশ এবং মৃত্যুঞ্জয়ে পিপ্পলীর ভাগ সাত ভাগের এক ভাগ, এজন্য ইহাতেও পিত্তবর্দ্ধক শুষ্ক পিপ্পলী থাকিলেও পিত্তজনিত জ্বরে ইহা দ্বারা কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

মৃত্যুঞ্জয়ের উপাদান—

বিষস্যৈকস্তথা ভাগোমরিচঃ পিপ্পলীকণঃ।
গন্ধকস্য তথা ভাগো ভাগঃ স্যাৎ টঙ্গনস্য বৈ॥
সর্ব্বত্র সমভাগঃ স্যাৎ দ্বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ।
জম্বীরস্য রসেনাত্র হিঙ্গুলং ভাবয়েদ্ভিষক্॥

অর্থাৎ মিঠা বিষ বা অমৃত, মরিচ, পিঁপুল, গন্ধক, সোহাগার খই——সমান ভাগ এবং হিঙ্গুল (লেবুর রসে হিঙ্গুলকে ভাবনা দিয়া লইবে) ২ ভাগ—একত্র মিশাইয়া জল দ্বারা বাটিয়া মুগ প্রমাণ বটি করিবে।

এখন দেখা যাউক—এই উপাদানগুলির গুণ কি ?

বিষ বা অমৃতের গুণে আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি—ইহা ত্রিদোষনাশক।

মরিচের গুণ—

মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপণং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষং শ্বাসশূলক্রিমীন্ হরেৎ॥

অর্থাৎ মরিচ,—কটু, তীক্ষ্ণ, দীপণ, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণ, পিত্তকারক ও রূক্ষ। ইহা সেবনে শ্বাস, শূল ও ক্রিমী দূর হয়।

পিঁপুলের গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—এক কথায় ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক।

গন্ধকের গুণ * —

গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডূবীসর্পজন্তুজিৎ॥
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহকফবাতান্ রসায়নম্ ॥

অর্থাৎ গন্ধক—কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তকর, কটুপাক ও ক্রিমিঘ্ন। ইহা সেবনে কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাতজ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে এবং ইহা রসায়ন।

টঙ্গনের গুণ—

টঙ্গনোঽগ্নিকরো রূক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ।

অর্থাৎ টঙ্গন—অগ্নিকারক, রূক্ষ, কফঘ্ন ও বায়ুপিত্তজনক।

হিঙ্গুলের গুণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ পিত্ত-নাশক।

মৃত্যুঞ্জয়ের অনুপান—এ অবস্থায় এই ঔষধের উপাদান গুলির মিশ্রণে প্রধানতঃ সর্ব্বপ্রকার জ্বরই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে অবস্থা বিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা করা চাই। শাস্ত্রই সে অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন,—

মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে।
দধ্যুদকানুপানেন বাতজ্বরনিবর্হণঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে।
জম্বীররসযোগেন অজীর্ণজ্বরনাশনঃ।
অজাজীগুড়সংযুক্তা বিষমজ্বরনাশনঃ।

---

* গন্ধককে অবশ্যই নিম্নলিখিত ভাবে শোধন করিয়া লইতে হইবে, যথা,—লৌহ পাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। তপ্তে তপ্তে তৎ সমানং ক্ষিপেদ্ গন্ধকজং রজঃ। বিদ্রুতং গন্ধকং জ্ঞাত্বা দুগ্ধ মধ্যে বিনিক্ষিপেৎ ৮

অর্থাৎ মধুসহ সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর, দধির মাত অনুপানে বাতজ-জ্বর, আদার রসে সান্নিপাতিক জ্বর, জম্বীর রসে অজীর্ণ জনিত জ্বর, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও পুরাতন গুড়সহ অনুপানে বিষম জ্বর নষ্ট হয়। অতএব ২।৩ দিন জ্বর ভোগের পর যদি এই মৃত্যুঞ্জয় দিবসে ২।৩ বার করিয়া নবজ্বরের সকল অবস্থায় রোগীকে ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা জ্বরবেগ যে কমিয়া থাকে—তাহা সুনিশ্চিত।

কালমৃত্যুঞ্জয়—এই মৃত্যুঞ্জয়ে কেহ কেহ হিঙ্গুলের পরিবর্ত্তে কজ্জলী প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। আমরা নিজেরাও হিঙ্গুলের পরিবর্ত্তে কজ্জলী দিয়া 'শূলপাণি'নামে **কালমৃত্যুঞ্জয়** অনেক স্থলেই ব্যবস্থা করিয়া থাকি এবং তরুণজ্বরে ডাক্তারদের ফিবার মিকশ্চারের মত তদ্বারা যথেষ্ট সুফলও পাইয়া থাকি। শাস্ত্রও সে বিধি দিয়াছেন, যথা—

"রসশ্চেৎ সমভাগঃ স্যাৎ হিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা।"

'পঞ্চানন রস'—নামে যে ঔষধটি ভৈষজ্য রত্নাবলীর 'মধ্য-জ্বরাদৌ'—চিকিৎসায় লিখিত, সে ঔষধটি সাধারণ তরুণ জ্বরে ১ সপ্তাহ পরে বিকৃতি অবস্থার কোনো লক্ষণ না ঘটিলে ডাক্তারদের ফিবার-মিকশ্চারের মত ব্যবস্থা করা যায়। ইহার উপাদান :—

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যেন্দ্র রক্তং রবিঃ।
পক্ষৌ সাগরলোচনং শশীযুতং ভাগোর্কহসংখ্যান্বিতঃ॥

অর্থাৎ বিষ, ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, হিঙ্গুল ৩ তোলা এবং তাম্র ১ তোলা। আকন্দমূলের রসে মর্দ্দন। ১ রতি প্রমাণ বটী।

এই পঞ্চানন রস সেবনে প্রবল জ্বর মগ্ন হইয়া থাকে এবং জ্বরের মগ্নাবস্থায় ২।৩ বার সেবনের ব্যবস্থা করিলে ২।৩ দিনে জ্বর বন্ধ হইয়া থাকে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির গুণ—ডাক্তারী কুইনাইন সেবনে যেমন শরীর গরম হয়, পঞ্চানন রস সেবনেও সেইরূপ শরীর গরম হইয়া থাকে, কারণ ইহা অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য ঔষধ। ইহার উপাদানগুলির মধ্যে বিষ—ত্রিদোষ নাশক, মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক, গন্ধক—উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তঘ্ন, হিঙ্গুল—কফ-পিত্তবিনাশক এবং তাম্র—সাধারণতঃ কফ-পিত্ত নাশক *। ফল কথা, পঞ্চানন রসের সকল উপাদানই উগ্রবীর্য্যকারক, এজন্য এই ঔষধ সেবনের পর রোগী গরম বোধ করিলে টাট্‌কা মিছরির জল (মিছরি নেকড়ার পুঁটুলিতে ১০।১৫ মিনিট শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলেই তাহাকে টাট্‌কা মিছরির জল বলা যায়) পান করিবার ব্যবস্থা করা মন্দ নহে।

কফকেতু—শ্লেষ্মা প্রধান জ্বরে '**কফকেতু**' নামক ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ। উহার উপাদান—

টঙ্গনং মাগধী শঙ্খ বৎসনাভং সমংসমম্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্ ভাবনাত্রয়ম্॥

অর্থাৎ সোহাগা, পিঁপুল, শঙ্খভস্ম ও বিষ † এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিশাইয়া আদার রসে তিন বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ করিবে।

---

* তাম্রং কষায়ং মধুরং সতিক্ত-
মম্লঞ্চ পাকে কটুসারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং
তদ্রোপণং স্যাল্লঘুলেখনঞ্চ॥
পাণ্ডূদরার্শো জ্বরকুষ্ঠ-কাস
শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি,
প্রাহুর্বুধা বৃংহণমল্পমেতৎ॥

* † এখন 'বৎসনাভ' বিষের স্থলে 'অমৃতই' ব্যবহৃত হয়।

উপাদান গুলির গুণ—সোহাগার গুণ—কফঘ্ন, পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক, বিষ—ত্রিদোষ নাশক। শঙ্খভষ্ম—প্রধানতঃ শ্লেষ্মঘ্ন। কাজেই এই ঔষধ কফপ্রধান রোগে বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ জ্বরে সাধারণ ব্যবস্থা—যেখানে শ্লেষ্মা লইয়া জ্বর উৎপন্ন হয়, সেখানে দিবসে ২ বার করিয়া লাল বা কাল মৃত্যুঞ্জয় এবং একবার করিয়া কফকেতুর ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কফকেতুর অনুপান আদার রস ও মধু।

স্বচ্ছন্দভৈরব—পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং বাতশ্লৈষ্মিক নবজ্বরে আর একটি ঔষধ অনেকেই ব্যবস্থা করেন, তাহার নাম **স্বচ্ছন্দ ভৈরব।** ইহা সকল প্রকার নবজ্বরেই প্রয়োগ করা যায়। নবজ্বর ভিন্ন বিষম জ্বরেও অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেক বড় ঔষধ অপেক্ষাও ইহাতে সুফল হইয়া থাকে। ইহার উপাদান গুলি এই,—

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃতগন্ধকাম্
জাতীফলস্য ভাগার্দ্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্।
সর্ব্বার্দ্ধং পিপ্পলীচূর্ণং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি দ্রোণপুষ্পীরসেন বা।

অর্থাৎ পারদ ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, জাতীফল ॥০ ভাগ এবং পিঁপুল চূর্ণ সর্ব্ব সমষ্টির অর্দ্ধেক। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জল দ্বারা বাটিয়া ১ রতি বা ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—পানের রস, আদার রস বা ঘলঘসিয়া পাতার রস।

উপাদানগুলির গুণ—এখন দেখা যাউক ইহার উপাদান গুলিতে আমরা কোন্ কোন্ রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা জানিতে

পারিতেছি। প্রথমতঃ পারদ—বাতপিত্ত-কফোদ্ভূত সর্ব্বরোগ বিনাশক*। গন্ধক—একটু পিত্তকর কিন্তু রসায়ন। বিষ—বাতজ এবং সান্নিপাতিক জ্বরে উপকারক।

জাতীফল—

জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্।
নিহন্তি মুখবৈরস্যং মলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমি কাস-বমি-শ্বাস-শোষ-পীনস-হৃদ্রুজঃ।

অর্থাৎ—জায়ফল তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণ, রোচক, লঘু, কটু, দীপন, গ্রাহী ও স্বরপরিষ্কারক। জায়ফল ব্যবহার করিলে বায়ু, শ্লেষ্মা, মলের দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ ক্রিমি, শ্বাস, বমি, কাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

পিঁপুলের গুণ—ইহা প্রধানতঃ দীপন ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ঃ—এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, 'স্বচ্ছন্দ ভৈরবের' পারদ উপাদানে বাত-পিত্ত-কফ, গন্ধকে বলক্ষয়ের অপচয়, জাতীফলে বাতশ্লেষ্মা এবং পিঁপুলেও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এ ঔষধটিকে বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক নবজ্বরে প্রয়োগ করিবার কোনও বাধাই নাই। আমরা এ ঔষধ এরূপ অবস্থায় দিবসে ৩ বার করিয়া আদার রস, তুলসীর রস বা পানের রস অনুপানে ব্যবস্থা করিয়া অনেক সময় জ্বরবেগ কমাইয়া দিয়াছি; ২।৩ দিন ব্যবহার করানর পর জ্বর একেবারে ছাড়িয়াও গিয়াছে—এরূপ ফলও পাইয়াছি।

সৌভাগ্য বটী।—বাতশ্লৈষ্মিক এবং বাতপৈত্তিক নবজ্বরে **সৌভাগ্য বটী**—নামক আর একটি ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

---

* বাতপিত্ত কফোদ্ভূতান রোগান সর্ব্বান জয়েদ ধ্রুবম্।

আমরা এ ঔষধটি সৌভাগ্য চিন্তামণি নামে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার উপাদান

সৌভাগ্যামৃতজীরপঞ্চলবণ-ব্যোষাভয়াক্ষামলা।
নিশ্চন্দ্রাভ্রকশুদ্ধগন্ধকরসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ।
নিগুণ্ডীযুগভৃঙ্গরাজকবৃষাপামার্গপত্রোল্লসৎ।
প্রত্যেকস্বরসেন সিদ্ধ বটিকা হন্তি ত্রিদোষোদয়ম্।

অর্থাৎ সোহাগার খই, অমৃত, জীরা, সৈন্ধব, করকচ, বিট, সচল, সাম্ভার, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অভ্র, গন্ধক ও পারদ। প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া নিসিন্দা পত্র, সেফালি পত্র, ভৃঙ্গরাজ, বাসক ও আপাঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিবে। শাস্ত্রকার এ ঔষধ ২ রতি বটি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ ঔষধের বটি করিনা, ভাবনা গুলি দেওয়ার পর আমরা এ ঔষধ আর্দ্র অবস্থাতেই রাখিয়া দিই এবং রোগীকে দিবার সময় আর্দ্র অবস্থাতেই বড়ী পাকাইয়া দিই।

উপাদান গুলির পরিচয়—ইহার উপাদান গুলির মধ্যে সোহাগার গুণ, কফঘ্ন, অমৃতের গুণ ত্রিদোষজ জ্বরঘ্ন—

জীরার গুণ—

জ্বরঘ্নং পাচনং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যং কফাহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান গুল্মছর্দ্দ্যতিসারহৃৎ।

অর্থাৎ—ইহা জ্বরঘ্ন, পাচক, বৃষ্য, বল্য, রুচিপ্রদ, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর, বায়ুজনিত আধ্মান, গুল্ম, ছর্দ্দি ও অতিসার নাশক।

সৈন্ধব—

সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ॥

অর্থাৎ সৈন্ধবলবণ স্বাদু, অগ্নিদীপক, পাচন, লঘু, স্নিগ্ধ, রোচক, শীতল, বলকারক, সূক্ষ্ম, চক্ষের উপকারক ও ত্রিদোষ নাশক।

করকচ—সামুদ্রিক লবণের নাম করকচ লবণ। ইহার গুণ—

সামুদ্রং মধুরং পাকে সতিক্তং মধুরং গুরু।
নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ॥
শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তিক্তমরুক্ষং নাতি শীতলম্॥

অর্থাৎ—ইহা পাকে মধুর, ঈষৎ তিক্ত রস বিশিষ্ট অবিদাহী, কফবর্দ্ধক, বায়ু নাশক, তিক্ত, অরুক্ষ ও নাতিশীতোষ্ণ।

বিটলবণের গুণ—

বিড়ং সক্ষারমূর্দ্ধাধঃ কফবাতানুলোমনম্।
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রূচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভ হৃদ্রুগগৌরবশূলনুৎ॥

অর্থাৎ—বিটলবণ ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, দীপন, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, রোচক ও ব্যবায়ী। ইহা কফ ও বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ ইহা সেবনে কফ উর্দ্ধদিকে ও বায়ু অধোদিকে নিসঃরিত হয়। বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ ও শরীরের ভারত্ব ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

সচল লবণের গুণ—

রুচকং রোচনম্ভেদি দীপনম্পাচনম্পরম্।
সস্নেহং বাতনুন্নাতি পিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহ শূলজিৎ।

অর্থাৎ—সচল লবণ—রুচক, ভেদক, অগ্নি দীপ্তিকারক, উৎকৃষ্ট পাচক, স্নেহ বিশিষ্ট, বায়ু নাশক, বিশদ, লঘু, সূক্ষ্ম, উদ্গারশুদ্ধিকারক, অধিক পিত্তবর্দ্ধক নহে ও বিবন্ধ, আনাহ এবং শূলরোগে হিতকর।

সাম্ভার লবণ—

—লঘু বাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্।
তীক্ষ্ণংব্যবায়ি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ॥

অর্থাৎ—ইহা বায়ূনাশক লঘু, অত্যুষ্ণ, ভেদি, পিত্তজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণ ব্যবায়ি ও অভিষ্যন্দী। ইহা পাকে কটু রস।

শুঁঠের গুণ—

শুণ্ঠী রুচ্যাম বাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাত বিবন্ধনুৎ।
বৃষ্যা স্বর্য্যা বমি শ্বাস-শূল-কাসহৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদশোথার্শ-আনাহোদর মারুতান্।
আগ্নেয় গুণভূয়স্ত্বাৎ তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ।

অর্থাৎ—ইহা রুচিকারক, আমবাত নাশক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক, বলকারক, সর, বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শ, আনাহ, উদররোগ ও বায়ু নাশ করে।

পিঁপুল বাতশ্লেষ্মনাশক।

মরিচ—

মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাস শূল ক্রিমীন্ হরেৎ।

অর্থাৎ—মরিচ কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, দীপন, বায়ু শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণ, পিত্তকারক ও রুক্ষ। ইহা সেবনে শ্বাস, শূল ও ক্রিমি নিবারিত হয়।

হরীতকী—

স্বাদ্বতিক্ত কষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃত্তু সা।
কটুতিক্ত কষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্ছিা বা।

অর্থাৎ—হরীতকী—স্বাদু, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্ত ও কফনাশ করে। কটু, তিক্ত, কষায় ও কটু ও অম্লরস থাকাতে পিত্তকারক, কিন্তু কখনও বায়ুজনক নহে।*

আমলকী—

হন্তিবাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ।
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ।

অর্থাৎ—অম্লরস জন্য ইহা বায়ুনাশক, মধুর ও শীতল বলিয়া পিত্ত-নাশক এবং রুক্ষ ও কষায় বলিয়া কফনাশক। অতএব ইহা ত্রিদোষ নাশক।

বহেড়া—

বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্॥
রুক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং ক্রিমিবৈস্বর্য্যনাশনম্।
বিভীতমজ্জা তৃটচ্ছর্দ্দি কফবাতহরো লঘুঃ।

অর্থাৎ—ইহা কষায়, পাকে স্বাদু, কফপিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, কাসনাশক, রুক্ষ, কেশ ও চক্ষের হিতকর, ক্রিমি-নাশক ও স্বরদোষ নিবারক। ইহার মজ্জা—তৃষ্ণা, বমন, কফ ও বায়ু-নাশক।

অভ্র—

অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুস্করং ধাতু বিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণ-মেহ-কুষ্ঠ-প্লীহোদর-গ্রন্থিবিষ-ক্রিমীংশ্চ।

---

* হরীতকী সাত জাতীয়। দ্রব্যগুণ পুস্তকে ইহাদের সমস্ত পরিচয় বর্ণিত আছে। আমরা যে টুকু দরকার মাত্র, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি।

অর্থাৎ অভ্র—কষায়, মধুর, শীতবীর্য্য আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষ প্রশমক, ক্রিমিনাশক ও বিষঘ্ন। ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদরী ও গ্রন্থী রোগ—ইহা সেবনে প্রশমিত হয়।

গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

পারদ—ত্রিদোষনাশক।

সুতরাং **'সৌভাগ্যবটী বা সৌভাগ্যচিন্তামণিতে'** আমরা যে সকল উপাদান পাইলাম, তাহার সবগুলিই প্রায় ত্রিদোষ-নাশক, কোনো কোনোটি শ্লেষ্মার পক্ষে অধিক হিতকর। এ অবস্থায় নবজ্বরে শ্লেষ্মা বা রসের প্রকোপে এই ঔষধে যে সুফলেরই কথা—তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা এই ঔষধটী এরূপ অবস্থায় দিবসে ২।৩ বার তুলসীর পাতার রস ও মধু অনুপানে সেবন করাইয়া সকল ক্ষেত্রেই সুফল পাইয়াছি। ডাক্তারদের ফিবার মিকশ্চার অনেক সময় ইহার নিকট পরাজিত হয়—ইহাও দেখা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ইহা অধিক ফলপ্রদ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ২ বার করিয়া এই ঔষধ ও ১ বার করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বা উপদ্রবের অবস্থা বুঝিয়া যথোপযুক্ত অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা মন্দ নহে।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে কর্ত্তব্য।—বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের চিকিৎসা খুবই কঠিন। এ জ্বরে জোর করিয়া চিকিৎসা করা চলে না, জোর করিলেই চিকিৎসককে ঠকিতে হইবে, সেইজন্য রোগীর বাড়ীর লোক ব্যস্ত হইলেও চিকিৎসক বিশেষ ধীরতাসহ রোগীর উপদ্রব সকল দূর করিয়া যাইবেন মাত্র, বিশেষ জোর করিবেন না।

কষায় প্রয়োগ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। কাস, শ্বাস, তন্দ্রা পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ১ সপ্তাহের পর 'দশমূল পাচন' প্রয়োগ করা মন্দ নহে, ইহাতে জ্বরবেগও ক্রমশঃ কমিয়া থাকে এবং ঐ

সকল উপদ্রবের উপশম হয়। দশমূল * প্রয়োগের ২।৩ দিন পরে 'চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন' † প্রয়োগ করিলে আরও ফল পাওয়া যায়।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল থাকিলে ‡ ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ পাচন প্রয়োগে আরও শুভফল পাওয়া যায়।

* দশমূল—

বিল্ব শ্যোণাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা
দীপনং কফ বাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্
বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।

অর্থাৎ বেলছাল, সোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারি, ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া।

† চতুর্দ্দশাঙ্গ—

চিরজ্বরে বাত কফোল্বণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূল মিশ্রঃ।
কিরাত তিক্তাদিগণঃ প্রয়োজ্য, শুদ্ধ্যার্থনে বা ত্রিবৃতা বিমিশ্রঃ।

অর্থাৎ দশমূলের সমস্ত দ্রব্য এবং চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, ও শুঁঠ একত্র মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া। যদি দাস্ত করাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে চারি আনা তেউড়ির গুঁড়া মিশাইবে।

‡ ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ—

† ভূনিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাব্দ,
তিক্তেন্দ্রবীজ ধনিকেভ কণাকষায়ঃ।

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুল,—মিলিত ২ তোলা। জল আধসের, শেষ আধপোয়া।

"অষ্টাঙ্গ অবলেহ"—বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে কফ নিঃসরণের মহৌষধ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের প্রথমাবস্থা হইতেই বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া আছে বুঝিলে ইহা প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

ইহার উপাদান

কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসচ্চ কারবী।

অর্থাৎ কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা।

এখন দেখা যাউক,

ইহাদের গুণগুলি কি?

কটফল—

কটফলঃ স্তুবরঃ স্তিক্তঃ কটুর্ব্বাত কফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাস প্রমেহার্শঃ কাসকণ্ঠাময়ারুচি ॥

অর্থাৎ ইহা কষায়, তিক্ত ও কটু। ইহার প্রয়োগে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, কাস, কণ্ঠরোগ এবং অরুচি নষ্ট হয়।

কুড়—

কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলতিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্র বীসর্প-কাসকুষ্ঠমরুৎ কফান্ ॥

ইহা উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক তিক্ত ও লঘু। ইহার প্রয়োগে বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নষ্ট করে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—

শৃঙ্গীকষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্।
শ্বাসোর্দ্ধ বাত তৃট্ কাস-হিক্কারুচি বমান্ হরেৎ ॥

ইহা কষায়, তিক্ত, উষ্ণ। ইহার প্রয়োগে কফ, বায়ু, ক্ষয়রোগ, জ্বর, শ্বাস, ঊর্দ্ধগ বায়ু, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা অরুচি ও বমি নিবারিত হয়।

শুঁঠ প্রধানতঃ পাচক এবং বায়ু ও বিবন্ধনাশক। পিঁপুল—বাত-শ্লেষ্মানাশক। মরিচ—বাতশ্লেষ্মানাশক।

দুরালভা—

কফমেদো মদভ্রান্তি পিত্তাসৃক্ কুষ্ঠকাসজিৎ।
তৃষ্ণাবিসর্প বাতাস্র-বমি জ্বর হরঃস্মৃতঃ॥

অর্থাৎ ইহার দ্বারা কফ, মেদোরোগ, মদ, ভ্রমরোগ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বর নিবারিত হয়।

কৃষ্ণজীরা—

জ্বরঘ্নং পাচনং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান গুল্ম ছর্দ্যতিসার হৃৎ॥

অর্থাৎ—ইহা জ্বরঘ্ন, পাচক, বৃষ্য, বল্য, রুচিপ্রদ, চক্ষুষ্য বায়ুজন্য আধ্মান, গুল্ম, বমন ও অতিসার নষ্ট করে।

এখন প্রমাণিত হইল—ইহার সকল দ্রব্যগুলিই জ্বরঘ্ন এবং বাতশ্লেষ্মা নাশক। অতএব ইহার প্রয়োগে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে বুকে সর্দ্দি বসা প্রভৃতি উপদ্রব তো নষ্ট করেই, তা' ছাড়া ইহা দ্বারা জ্বরবেগ ও বমি কমিয়া থাকে।

অষ্টাঙ্গ অবলেহের প্রয়োগ বিধিঃ—অষ্টাঙ্গ অবলেহের সকল দ্রব্য গুলি সমানভাগে মিশাইয়া—এক আনা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার মধুর সহিত অবলেহার্থ প্রদান করিতে হয়।

অনুপান।—বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে উর্দ্ধগত শ্লেষ্মা নষ্টের জন্য উষ্ণ স্বেদাদি প্রয়োগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় অষ্টাঙ্গ অবলেহের অনুপান মধু না দিয়া আদার রস দেওয়াই ব্যবস্থা,কারণ স্বেদাদি কার্য্য সাধারণতঃ উষ্ণ এবং মধু উষ্ণ ক্রিয়ার বিরোধী।

সন্নিপাতানন্দ ভৈরব।—বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে আমরা

"সন্নিপাতানন্দ ভৈরব" নামে যে আর একপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করি, ইহা শুধু বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে নহে, সান্নিপাতিক জ্বরেও ইহার ব্যবহার চলে।

ইহার উপাদান—হিঙ্গুল, অমৃত, শুঁঠ, সোহাগা, জৈত্রী—সমভাগ, পিঁপুল ২ ভাগ। গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন। ১ রতি বটী। অনুপান আদার রস। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের সকল অবস্থায় এই ঔষধ সমস্ত দিনে ২।৩ বার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে জলপটির ব্যবস্থাঃ— বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে যদি জ্বরের বেগ অধিক হয়, তাহা হইলে কপালে শীতল জলের পটি দিতে আরম্ভ কবিবে। খুব বেশী জ্বর বাড়িতেছে বুঝিলে এবং উহার ফলে মস্তিষ্কে রক্তের ক্রিয়া অধিক লক্ষিত হইতেছে বুঝিলে, মাথায় বরফ দেওয়ার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এখনকার দিনে ডাক্তারেরা 'আইসব্যাগ' সাহায্যে যে বরফ প্রদানের ব্যবস্থা করেন, বরফ দিতে হইলে তাহার প্রয়োগ মন্দ নহে। বরফ না পাওয়া গেলে, নিসাদল—জলে ভিজাইয়া সেই জলপটি প্রদানেও বরফেরই মত ফল পাওয়া যায়। জ্বরবেগ কমিতেছে দেখিলে কিন্তু জলপটি বা বরফের ব্যবস্থা কদাপি করিতে নাই, তাহাতে হঠাৎ জ্বর খুব কমিয়া গিয়া হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে, ডাক্তারেরা থার্ম্মোমিটার প্রয়োগে ১০২ ডিগ্রীর নীচে জ্বর দেখিলে যে আর বরফ বা জলপটির ব্যবস্থা করেন না, তাহাই ঠিক ব্যবস্থা।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে আরও ব্যবস্থা—এই জ্বরে বুকের সর্দ্দি উঠাইবার জন্য বুকে ও পিঠে আদার রস ও পুরাতন ঘৃতের মালিশ করিবার ব্যবস্থা করিবে। ফ্ল্যানেল দ্বারা গরম জলের ফোমেণ্টেসনও উত্তম ব্যবস্থা।

বিকারের কথা—এই জ্বরে বিকার উপস্থিত সহজেই ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ এই জ্বর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্বরের বেগ প্রথম

হইতেই বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই জ্বরের ভবিষ্যৎ—বিকার অনিবার্য্য। সেই বিকার অবস্থায় উপদ্রব সকল দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। **'সন্নিপাতানন্দ ভৈরব' 'বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব'** এবং **মকরধ্বজ ও মৃগনাভি মিশাইয়া এইরূপ অবস্থায়** প্রদান করিবার আবশ্যক হয়। **বেতাল রস** এ ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেতাল রসের উপাদান—

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব হরিতালং সমাংশিকম্।
মর্দ্দয়েচ্ছিলয়া তাবদ্ যাবজ্জায়তে কজ্জ্বলম্॥

অর্থাৎ—রস, গন্ধক, বিষ, মরিচও হরিতাল। জল দিয়া মর্দ্দন। ১ রতি বটি।

পারদের গুণ ত্রিদোষ নাশক, গন্ধক—বলক্ষয়ের অপচায়ক, বিষ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক, মরিচ—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

হরিতাল—

তদজীর্ণং জ্বরং হন্তি কান্তি পুষ্টি বলপ্রদম্। *

অর্থাৎ—ইহা অজীর্ণ, ও জ্বর নিবারক এবং ইহা কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক।

উপাদান গুলির গুণ—ইহার সকল উপাদান গুলিই জ্বর নাশক, তদ্ভিন্ন উপরোক্ত দ্রব্য গুলির মিশ্রণে ইহার সংজ্ঞাকারক এবং ঘর্ম্ম ও মোহ নিবারক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। যেখানে সংজ্ঞানাশ এবং

হরিতালের নানাবিধি গুণ আছে যথা।

* হরিতালং কটুস্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্।
কণ্ডূকুষ্ঠাস্য রোগাস্র কফপিত্তক চ ব্রণান্॥

ইত্যাদি, কিন্তু এখানে যতটুকু দরকার তাহাই বলা হইয়াছে।

ঘর্ম্ম ও মোহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান, সেখানে ইহার প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অনুপান আদার রস ও মধু। ইহা শুধু বাতশ্লৈষ্মিক ক্ষেত্রে নহে, সান্নিপাতিক ক্ষেত্রেও উপরি লিখিত উপদ্রব গুলি নিবারণের জন্য এ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

অঘোর নৃসিংহ রস—বাতশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক বিকারের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অঘোর নৃসিংহের উপাদান।—

ভাগৈকং মৃততাম্রস্য দ্বিভাগং মৃত লৌহকম্।
ত্রিভাগং মৃত বঙ্গঞ্চ চতুর্ভাগ মৃতাভ্রকম্॥
মাক্ষিকং রস গন্ধৌ চ তথা শুদ্ধা মনঃশিলা।
চত্বার্য্যেতানি তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেব চ।
গরলং চাভ্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটুশ্চাভ্র তুল্যকঃ॥
এতৎ সর্ব্ব সমং দেয়ং বিষমাখ্যং তথৈবচ।
এতৎ সর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকূটকম্॥
মাৎস্য মাহিষ মায়ূর মাষ্টি পিত্তৈর্ব্বিভাবয়েৎ।
চিত্রকস্য দ্রবেণৈব প্রত্যেকং যামমাত্রকম্॥
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা শোষয়েদাতপেততঃ।
দাপয়েদ্ বটিকামেকাং পয়ঃপেটি রসেন চ॥

তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪

ভাগ শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক ৪ ভাগ কুঁচিলা ৩০ ভাগ ও অমৃত ১২০ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ুর ও শূকর—ইহাদের প্রত্যেকের পিত্তে এবং চিতার রসে যথাক্রমে এক প্রহর করিয়া ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটি করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত এই বটিকা বিকারের চরম অবস্থায় প্রযোজ্য।

উপাদান গুলির গুণ—

তাম্র—সাধারণতঃ কফপিত্ত নাশক।

লৌহ—

লৌহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ॥
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃ প্লীহ পাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহ ক্রিমীন্ কুষ্ঠং———

অর্থাৎ লৌহ তিক্ত, সারক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃ, স্থাপক, লেখন, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ পিত্তনাশক ও বিষঘ্ন। ইহা সেবনে শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদরোগ, মেহ, ক্রিমি, ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

বঙ্গ—

বঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহকফ ক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক॥

অর্থাৎ বঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, ঈষৎ পিত্তকর ও চক্ষের হিতকর। ইহা সেবনে ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, পুষ্টি ও দেহের সুস্থতা সম্পাদিত হয়।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। * স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষ নাশক। পারদ—ত্রিদোষনাশক। গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

মনঃশিলা--

মনঃশিলা গুরুবর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস কাসভুতবিষাস্রনূৎ ॥

অর্থাৎ মনঃশিলাঃ গুরু, বর্ণকর,সারক, উষ্ণ,লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন ও শ্বাসাদি রোগ নাশক।

কৃষ্ণসর্প বিষ—

দীপনং কুরুতে সদ্যো বাড়বাগ্নি সমোপমম্।
সন্নিপাত প্রতীকার প্রভাব প্রভুরুচ্যতে ॥

অর্থাৎ শোধিত কৃষ্ণসর্প বিষ ত্রিদোষ নাশক।

শুঁঠ—প্রধানতঃ পাচক ও বায়ু ও বিবন্ধ নাশক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। মরিচ—বাত শ্লেষ্ম নাশক। কুঁচিলা—জ্বরঘ্ন। অমৃত—ত্রিদোষ নাশক।

রোহিত মৎসের পিত্ত—	সর্ব্বং পিত্তমপস্মার
মহিষ পিত্ত—	কুষ্ঠ দুষ্ট ব্রণাপহম্।
ময়ুর পিত্ত—	চক্ষুষ্যং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণঃ
শূকর পিত্ত—	মুন্মাদক্রিমিনাশম্ ॥

* মাক্ষিকং মধুরং তিক্তং স্বর্য্যং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক কুষ্ঠ পাণ্ডু মেহবিষোদরম্।
অর্শং শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষক্ষ নিযচ্ছতি ॥

চতার রস—

—গ্রহণী কুষ্ঠ শোণার্শঃ ক্রিমী কাস নুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃ শ্লেষ্ম পিত্তহৃৎ॥

অর্থাৎ ইহা সেবনে গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, কাস, বাত শ্লেষ্মা, বাতার্শ ও পিত্তাশ্লেষ্মা নষ্ট হইয়া থাকে।

উপাদান গুলির গুন।—অতএব দেখা যাইতেছে ইহার অধিকাংশ উপাদানই বাতশ্লেষ্মানাশক, আবার অনেক গুলি ত্রিদোষ নাশক। বাতশ্লৈষ্মিক বিকারে যখন রোগী হিমাঙ্গ প্রায় হইয়া থাকে, যখন আর অন্য ঔষধ দিয়া কোন ফললাভের আশা থাকে না, ইন্দ্রিয় সকল অবশপ্রায় হইয়া থাকে, চৈতন্য রহিত এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে অনুমিত হয়—এই ত্রিদোষনাশক পরম তেজস্কর ঔষধ তখনই প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত কাল,—তাহার পূর্ব্বে এ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

এই ঔষধের অনুপান।—এই ঔষধ ডাবের জলসহ প্রয়োগ করিতে হয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঔষধ সেবনের পর রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে এই ঔষধের প্রভাবে সে গরম অনুভব করিতে থাকে, সেই সময় অল্প অল্প মাত্রায় ডাবের জল পুনঃ পুনঃ প্রদান করা উচিত। এই ঔষধে যদি মুমূর্ষু প্রায় রোগীর চেতনার সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে অন্য ঔষধের প্রয়োগ বৃথা, সে রোগীর আর জীবনের আশা করা যায় না।

এই ঔষধ ভিন্ন এই ধরণের আরও একটী ঔষধ এইরূপ ক্ষেত্রে বৈদ্যগণ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহার নাম **সুচিকাভরণ রস।** বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক বিকারে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ হিম হইলে, চৈতন্য অপগত হইলে, নাড়ী ছাড়িয়া যাইবার মত হইলে, এক কথায় যখন

আর জীবনের আশা থাকে না—তখন এই ঔষধটি ব্যবহার করিতে হয়।

সূচিকাভরণ রসের উপাদান—

রস গন্ধক নাগঞ্চ বিষং স্থাবর জঙ্গনম।
মাৎস্য বারাহ মায়ুরচ্ছাগ পিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সান্নিপাত কুলান্তকঃ।

অর্থক—রস, গন্ধক, সীসক, বিষ ও কৃষ্ণসর্প বিষ। সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া রোহিত মৎস্যের পিত্ত, শূকরের পিত্ত, ময়ূরের পিত্ত ও ছাগপিত্ত—এই চারি পিত্ত দ্বারা ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিবে। সরিষার মত বটী। অনুপান আদাররস। শাস্ত্রকার এই ঔষধের অনুপান আদার রস বলিলেও অনেকে ডাবের জল সহ এই ঔষধের ব্যবস্থা করেন. এই ঔষধ সেবন করাইয়া মস্তকে শীতল জল প্রদান ও অন্যান্য শৈত্য ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

উপাদান গুলির গুণ—

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

সীসক—

সতিক্তো মধুরো নাগো মৃতো ভবতি রোগহা।
আয়ুঃ কান্তি বীর্য্য বৃদ্ধিং কুরুতে সেবনাৎ সদা॥
নাগস্তু নাগশততুল্য বলং দদাতি
ব্যাধিঞ্চ নাশয়তি জীবন মাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি
মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্তত সেবিত সঃ॥

অর্থাৎ—ইহা তিক্ত, মধুর আয়ুবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বলবীর্য্যকর অগ্নিদীপ্তিকারক, কামোৎপাদক ও বিবিধ রোগনাশক।

কাঠ বিষ—ত্রিদোষ নাশক।

কৃষ্ণসর্প বিষ—ত্রিদোষ নাশক।

এই দুইটি ঔষধের প্রয়োগ।—অঘোর নৃসিংহ রস বা সূচিকাভরণ ঔষধের প্রয়োগ খুব সাবধানে করা আবশ্যক। এই দুইটি ঔষধে মুমূর্ষু প্রায় অনেক রোগী মৃত্যুমুখ হইতে যেমন রক্ষা পাইতে পারে, সেইরূপ চিকিৎসকের অসাবধানতা বশতঃ অসময়ে এই দুইটী ঔষধের প্রয়োগ করিলে রোগীর জীবন নষ্ট হওয়াও সম্ভব। এখনকার অনেক চিকিৎসক এই জন্য বিষঘটিত ঔষধের ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগের অবস্থায়—

মকরধ্বজ—১ রতি

মৃগনাভি—১ রতি

শোধিত কুঁচিলা—¼ রতি

একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া প্রস্তুত করিয়া এবং প্রয়োজন মত এক ঘণ্টা, অর্দ্ধ ঘণ্টা—এমন কি ১৫ মিনিট অন্তরও ইহা শেষ অবস্থায় সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

ঘর্ম্মোপদ্রব থাকিলে।—যখন ঘর্ম্মের উপদ্রব বেশী থাকে, তখন ঐ দ্রব্য গুলির সহিত ½ রতি করিয়া প্রবাল ভস্মের মিশ্রণ উত্তম ব্যবস্থা। কারণ প্রবাল ভস্মের মত ঘর্ম্ম নিবারক ঔষধ আর নাই।

বিকারে অন্য ব্যবস্থা।—বিকার শব্দের অর্থ বিকৃতি এবং সেই বিকৃতির ফলে বায়ুর আধিক্যই অধিক অনুভূত হয়। এজন্য বিকার অবস্থায় বায়ুর অনুলোমক ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় এইরূপ বিকৃতি অবস্থায় বাতব্যাধি অধিকারের অনেক প্রকার যোগ ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। যেমন **ত্রৈলোক্য চিন্তামণি**। ইহার উপাদান হীরক, স্বর্ণ মুক্তাভস্ম প্রত্যেক ১ ভাগ,

লোহ ৩ ভাগ এবং অভ্র ও রসসিন্দুর প্রত্যেক দ্রব্য ৪ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন। ১ রতি বটি, ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই ঔষধের উপাদানের গুণাবলী বাতব্যাধি অধিকারে বলা যাইবে।

মহালক্ষ্মী বিলাস নামক ঔষধটিও অবস্থা বিবেচনায় জ্বর বিকারে ব্যবহার করা যায়। ইহা রসায়ন অধিকারের ঔষধ এবং ত্রিদোষনাশক মহৌষধ। ইহার পরিচয় উপযুক্ত স্থানে দেওয়া যাইবে। শ্লেষ্মাজন্য জ্বরে অথবা যে জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য বর্ত্তমান এবং তজ্জনিত শিরঃযন্ত্রণা প্রবল,—সেইরূপ অবস্থায় **মহালক্ষ্মী বিলাস** বিশেষ ফলপ্রদ।

সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা।—সকল প্রকার জ্বরের মধ্যে সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসাই বিশেষ কঠিন। সান্নিপাত জ্বরকেই সাধারণ কথায় বিকার বলিয়া থাকে। এই সন্নিপাত জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার। ইহার মধ্যে এখনকার দিনে ডাক্তারেরা যাহাকে টাইফয়েডজ্বর বলিয়া থাকেন, তাহার সহিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত পিত্তোল্বণ ও হীনবাতকফ সন্নিপাতের কতকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাতে—

রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃষ্ণা বল ক্ষয়ঃ।
মূর্চ্ছা চেতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি।

চরক, চিকিৎসিত স্থান—৫৭।

অর্থাৎ—রক্তভেদ, রক্তমূত্র, দাহ, স্বেদ, তৃষ্ণা, বলক্ষয় ও অতিশয় মূর্চ্ছা—এইগুলি হইয়া থাকে। টাইফয়েডকে সন্নিপাত জ্বরের মধ্যে না ফেলিয়া জ্বরাতিসারের সান্নিপাতিক অবস্থার নামান্তর বলাই ঠিক। তবে জ্বরাতিসারের সান্নিপাতিক অবস্থার শ্রেণীবিভাগে পিত্তোল্বন ও

হীনবাতকফ সন্নিপাত ধরিতে হইবে। তাহার চিকিৎসার কথা পরে বলিব। আপাততঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সন্নিপাতের চিকিৎসার আলোচনা করা যাউক।

সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসার সাধারণ সূত্র—ত্রিদোষের মধ্যে ক্ষীণ দোষের বৃদ্ধি ও উদ্ধতদোষের হ্রাস করিতে হইবে আর ত্রিদোষের সমতা দৃষ্ট হইলে প্রথমে কফ, পরে পিত্ত ও শেষে বায়ুর চিকিৎসা করিতে হইবে। কফ ও বায়ুর চিকিৎসার তুল্যতা থাকায় কফের চিকিৎসা করিলেই বায়ুর চিকিৎসা আনুসঙ্গিক করা হয়। সন্নিপাতে কফ-চিকিৎসার প্রধান উপকরণ স্বেদ। বায়ু ও কফোদ্ভব চিকিৎসাতেই স্বেদের আবশ্যক, কিন্তু কফে রুক্ষ স্বেদ ও বাতে স্নিগ্ধস্বেদ উপযোগী। সন্নিপাতের চিকিৎসায় রুক্ষ স্বেদই বিধেয়।

সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতু ক্ষমঃ।
প্রয়োগা বহবঃ সান্ত সবিষা নির্ব্বিষা অপি।
বহ্ন্যুষ্মাণং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তিতে।

অর্থাৎ—সন্নিপাতে মনুষ্যের শরীর জলময় হয়, সুতরাং স্বেদ ক্রিয়া ব্যতীত কে তাহা শোষণ করিবে? সন্নিপাত জ্বরে সবিষ ও নির্বিষ বহুবিধ বিষ প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু স্বেদ ক্রিয়া ব্যতীত প্রায়ই তাহাদের বীর্য্যে ফল দর্শে না।

স্বেদ দিবার প্রণালী এইরূপ—কতকগুলি বালুকা ভাজিয়া ও কাঁজিতে ভিজাইয়া এরণ্ড পত্রে জড়াইয়া সর্ব্বশরীরে স্বেদ দিবে। সকল প্রকার সন্নিপাতেই সর্ব্বাঙ্গে বেদনার আধিক্য হয়; এই স্বেদ প্রদানে শ্লেষ্মার প্রশমন ত হয়ই, বেদনারও বিশেষ উপকার ঘটিয়া থাকে।

ঔষধের ব্যবস্থা—এই রোগের প্রথমাবস্থায় আমাদের জ্বরের **সন্নিপাতানন্দ ভৈরব** নামক যে ঔষধটির কথা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে বলিয়াছি, আদার রস ও মধু সহ দিবসে তিনবার করিয়া উহা সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সৌভাগ্য চিন্তামণিও ফলপ্রদ। **সৌভাগ্য চিন্তামণি ১ বার দিয়া** ২ বার **সন্নিপাতানন্দ ভৈরব** প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঘর্ম্ম এবং মোহ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে **বেতাল রস**—আদার রস ও মধু সহ একবার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। কফ তুলিবার জন্য **অষ্টাঙ্গ অবলেহ** উত্তম ব্যবস্থা। **কস্তূরী ভৈরব আদার রস** সহ অবস্থা বিবেচনায় দিবসে ২।৩ বার ব্যবস্থা করিতেও পারা যায়।

কস্তূরী ভৈরবের উপদান—

হিঙ্গুল, অমৃত, সোহাগারখই, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও কস্তূরী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। জল দ্বারা মর্দ্দন, ১ রতি বটি, অনুপান আদার রস।

এইরোগে বুকে শ্লেষ্মা বেশী ভাবে বসিয়া আছে বুঝিলে পুরাতন ঘৃত ও আমড়া পোড়াইয়া তাহার শাঁস সহ মালিশ করিবে এবং আকন্দ পত্রের স্বেদ দিবে। স্বেদ প্রদানের পর গরম কাপড় দ্বারা বক্ষঃস্থল বিশেষভাবে বাঁধিয়া রাখিবে।

মহর্ষি চরকের উপদেশ ও বিচার—চরক বলিয়াছেন,—সন্নিপাত জ্বরে স্বেদের দ্বারা কফ প্রশমনের ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বেদের সহিত তিক্তাদিগণ মিশ্রিত ত্রিদোষনাশক যোগ সর্কল পান করাইলেই পিত্তের চিকিৎসা করা হয়, যেমন চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন। কফ ও পিত্ত দূর হইলে যদি দেখা যায় যে, বায়ুর প্রাধান্য আছে, তবে বায়ুর চিকিৎসা করিবে। যেমন রোগী অস্থিচর্ম্মাবিশিষ্ট

অথচ উদারাধ্মান বর্ত্তমান, এরূপ স্থলে **মহা নারায়ণ তৈলাদি** বায়ুনাশক যোগ সকল প্রয়োগ করিতে বাধা নাই।

বাতশ্লৈষ্মিক বিকারের চিকিৎসার মত বিবেচনা পূর্ব্বক সন্নিপাতেরও চিকিৎসা করিতে হয়।

অত্যন্ত তন্দ্রা থাকিলে—সৈন্ধব, সজিনা বীজ, সর্ষপ ও কুড়, ছাগ মূত্রে পিষিয়া লইয়া নস্য প্রদান করিবে। **নস্য ভৈরব** নামক ঔষধটি প্রস্তুত করিয়া তাহার নস্য প্রদানও এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

নস্য ভৈরবের উপাদান।—রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, চিতামূল, সোহাগার খই, খর্পর ও ত্রিকটু—সমানভাগে লইয়া আকন্দের আঠার সহিত একদিন মর্দ্দনান্তর বটিকা করিয়া রাখিতে হয় এবং আকন্দের আঠা সহ ইহা ঘর্ষণ করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে তন্দ্রার ত উপশম হয়ই, ইহা দ্বারা ত্রিদোষেরও শান্তি হইয়া থাকে।

কুলবধূ নস্যটিও সন্নিপাত জ্বরনাশক। **ইহার উপাদান**

শুদ্ধ সূতং মৃতং নাগং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
তুত্থকং তুল্যতুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
রসৈশ্চোত্তর বারুণ্যাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্য মাত্রেণ দারুণম্।

অর্থাৎ—পারদ, সীসক, তাম্র, মনঃশিলা ও তুঁতে—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া রাখালশসার রসে একদিন বাটিয়া ছোলার ন্যায় বটী করিবে। ইহা ঘসিয়া নস্য প্রদান করিলে সন্নিপাত জ্বর নিবৃত্তি হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোগ আরোগ্যের জন্য উপদ্রব দূর করিতে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। এজন্য সান্নিপাতিক অবস্থায় যে সকল উপদ্রব হইয়া থাকে, তাহা দূরীকরণের উপায় বলা যাইতেছে।

তন্দ্রা অপনোদনের জন্য—

সৈন্ধবং শ্বেত মরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেবচ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টং নস্যং তন্দ্রা নিবারণং॥

সৈন্ধব, সজিনাবীজ, শ্বেত সর্ষপ ও কুড়—এই সকল দ্রব্য একত্র লইয়া ছাগমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া নস্য প্রদান করিবে।

সংজ্ঞা সঞ্চারের জন্য অঞ্জন প্রদান হিতকর।

শিরীষবীজং গোমূত্রে কৃষ্ণা মরিচ সৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

অর্থাৎ—শিরীষের বীজ, গোমূত্র, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসোন, মনঃশিলা ও বচ—এই দ্রব্যগুলি একত্র পিষিয়া লইয়া অঞ্জন দিবে।

মোহ নিবারণের জন্য—

অঞ্জনং সম্যাগারব্ধং মধু সিন্ধু শিলোষণৈঃ।
প্রমোহদ্রোহি ভবতি ভাষিতং দণ্ডপাণিনা

অর্থাৎ—মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ—একত্র বাটিয়া অঞ্জন দিলে মোহ নষ্ট হয়।

সান্নিপাতিক রোগীর যদি ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য—

সূতং বিষঞ্চ মরিচং তুত্থকং নরসারকম্।
চূর্ণিতং স্বরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং ধূর্ত্তপত্ররসনোয়োঃ॥
সন্নিপাত কৃতে মোহে মূর্দ্ধ্নি লিম্পেৎ পদোপরি।
অস্থিব্যথা স্বনেনৈব লেপং কুর্য্যাৎ পদোপরি॥

অর্থাৎ—পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ, তুঁতে ও নিশাদল—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ধুতুরা পাতা ও রসোনের স্বরস দ্বারা মর্দ্দন করতঃ মস্তকে ও পদদ্বয়ের উপরি প্রলেপ দিবে। ইহাতে

সন্নিপাত জন্য মূর্চ্ছার প্রতীকার হয় এবং অস্থিবেদনা ও কর্ণে শব্দ বোধ হইলে পদোপরি লেপনেই নিরাময় হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা নিবারণের জন্য—

সিদ্ধমামলকং পিষ্ট্বা দ্রাক্ষয়া সহ মেলয়েৎ।
বিশ্বভেষজ সংযুক্তং মধুনা সহ লেহয়েৎ॥

অর্থাৎ সিদ্ধ আমলকী পেষণ করিয়া দ্রাক্ষা ও শুঁঠের সহিত মিলাইয়া লেহন করিবে, ইহাতে মূর্চ্ছা ভিন্ন শ্বাস, কাস, অরুচিও নষ্ট হয়।

সন্নিপাত জ্বরে উদরাধ্মান থাকিলে—

কোলং কুলত্থাঃ সুরদারুরাস্না মাষাতসী-তৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্লমুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ॥

অর্থাৎ কুলের আঁটীর শাঁস, কুলত্থকলাই, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, তিসী, তৈলবিশিষ্ট ফল, কুড়, বচ, শুল্‌ফা ও যবচূর্ণ—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাত রোগ নষ্ট হয়। সন্নিপাতে বায়ুর প্রাবল্যে উদরাধ্মান নিবারণের জন্যও এই যোগের ব্যবস্থা করিবে।

সন্নিপাতে কর্ণমূলে শোথ হইলে—সজিনার ছাল ও শ্বেত সর্ষপের কল্ক কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে। যথা—

শিগ্রুরাজিকয়োঃ কল্কং কর্ণমূলে প্রলেপয়েৎ।
কর্ণমূলভবঃ শোথ স্তেন লেপেন শাম্যতি॥

কিম্বা—

অশিশির জল পরিমৃদিতং মরিচকণাজীরসিন্ধুজং ত্বরিতম্।
নস্যং বিধিসেবিতং ননু কর্ণ করুণনাশকৃদ্গদিতম্॥

অর্থাৎ—মরিচ, পিপুল, জীরা ও সৈন্ধব সমভাগে মিশাইয়া উষ্ণ জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে কর্ণমূলগত শোথ নষ্ট হয়।

বিষম জ্বর চিকিৎসা।

যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎশীতোষ্ণাভ্যাং তথৈবচ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ সঃ বিষমঃ স্মৃতঃ॥

যে জ্বরের কাল অনিয়ত, শীত ও উষ্ণতার নিয়ম রহিত এবং বিষম বেগ অর্থাৎ কখন অতিশয় বেগ কখন বা অল্প বেগ হয়, তাহাকে বিষম জ্বর বলে।

সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক—বিষম জ্বর পাঁচ ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে সাত দিন কিম্বা দশদিন অথবা দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে যে জ্বরভোগ করে, তাহার নাম সন্তত।

সৌভাগ্য চিন্তামণি।—বাতশ্লৈষ্মিকজ্বরে যে "**সৌভাগ্য চিন্তামণি**" প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে, এরূপ বিষমজ্বরে, সেই ঔষধটী তুলসীর পাতার রস ও মধু অনুপানে সমস্ত দিনে ২।৩ বার সেবন করাইলে ২।৩ দিনে জ্বরমগ্ন হইয়া থাকে। তাহার পর মগ্নাবস্থায় "**বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ**" নামক ঔষধটি ব্যবস্থা করিবে।

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশের উপাদান—

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেবচ।
লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা॥
স্বর্ণমভ্রং গৈরিকঞ্চ টঙ্গনং রৌপ্যমেবচ।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ।
জম্বীর তুলসা চিত্র বিজয়া তিন্তিড়ী রসৈঃ।
এভির্দ্দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্জ্জনে খল্লগহ্বরে।
চর্ণমাত্রাং বটীং কৃত্বাচ্ছায়া শুষ্কান্ত কারয়েৎ॥

অর্থাৎ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণ-মাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা স্বর্ণ, অভ্র, গেরিমাটি, সোহাগা ও রূপা।

সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া জম্বীর রস, তুলসীর পাতার রস, চিতার রস, সিদ্ধি পাতার রস ও তেঁতুল পাতার রস দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া ছোলার ন্যায় বটি করিবে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

তাম্র—কফ ও পিত্তজনক।

হিঙ্গুল—কফ ও পিত্তনাশক।

হরিতাল—

হরিতালং হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠ মৃত্যু জ্বরাপহম্।

ইহা সেবনে কুষ্ঠ, অকালমৃত্যু ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

লৌহ—কফ পিত্তনাশক।

বঙ্গ—পুষ্টিজনক।

স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষনাশক।

খর্পর—

খর্পরং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডুনাং নাশনং পরমং মতম্।

অর্থাৎ খর্পর—কটু, ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, কষায়, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্তঘ্ন, বিষঘ্ন, কণ্ডু ও কুষ্ঠাদি নাশক।

মনঃশিলা—কফনাশক।

স্বর্ণ—

কষায় তিক্ত মধুরং সুবর্ণং গুরু লেখনম্।
হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি॥
আয়ুর্মেধা বয়ঃ স্থৈর্য্য বাগ্‌বিশুদ্ধি স্মৃতি প্রদম্।
নিহন্তি ক্ষয়মুন্মাদং বিকারাং শ্চোপদং শিকান্॥

অর্থাৎ—স্বর্ণ—কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, শান্তি প্রদায়ক, বিষঘ্ন ও পবিত্র।

অভ্র—ত্রিদোষনাশক।

গেরিমাটি—

গৈরিকং দ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্।
চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্র কফ হিক্কাবিষাপহম॥

অর্থাৎ—গেরিমাটি—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য, দাহ-শান্তিকর, পিত্তঘ্ন, রক্তদোষ নিবারক, কফনাশক, হিক্কা প্রতিষেধক ও বিষঘ্ন।

সোহাগা—বায়ুপিত্তজনক।

রৌপ্য—

রৌপ্যং শীতং কষায়ঞ্চ স্বাদুপাক রসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ॥
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ রৌপ্য—শীতল, কষায়, মধুর, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রশমক ও প্রমেহাদি রোগ নাশক।

উপাদান গুলির গুণ।—এখন দেখা যাইতেছে, ইহার অধিকাংশ দ্রব্যই ত্রিদোষনাশক। কতকগুলি পুষ্টিজনক। ইহার ভাবনা-দ্রব্যগুলির মধ্যে জম্বীর—কফ নিবারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। তুলসী—কফ ও বায়ুনাশক। চিতা—বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মানাশক। সিদ্ধি—কফনাশক ও তিন্তিড়ী পত্র—বাতনাশক। এই ঔষধে হরিতাল থাকায় আশু জ্বর বন্ধ হইয়া থাকে এবং অন্যান্য দ্রব্যগুলির মিশ্রণে জ্বরের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

এই বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ ভিন্ন আমরা আর এক

প্রকার বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ ব্যবহার করিয়া থাকি; সেটির উপাদান উপরিলিখিত বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ অপেক্ষা অনেক কম, অল্প ব্যয়সাধ্য এবং কার্য্যেও লিখিতটি অপেক্ষা কম ফলপ্রদ নহে। ইহার উপাদান—

রস ২ তোলা
গন্ধক ২ তোলা
শুঁঠ ১ তোলা
সোহাগার খই ১ তোলা
হরিতাল ১ তোলা
অমৃত ১ তোলা

তিন দিবস ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটী। অনুপান পিপুলের গুঁড়া ও মধু। সন্তত জ্বরের মগ্নাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

ম্যালেরিয়া।—এখন ম্যালেরিয়া বলিয়া যে জ্বর আমাদের দেশে প্রবল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, এই ম্যালেরিয়া জ্বর আয়ুর্ব্বেদের বিষমজ্বরের অন্তর্গত। ম্যালেরিয়ার শ্রেণী বিভাগে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সন্তত জ্বরের ডাক্তারি নাম Remittent fever। সততজ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার উপস্থিত হয়, ডাক্তারিতে তাহার নাম Double quotidian * যে জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে একবার হয়—তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক, ইহার ইংরাজী নাম quotidian †। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ১ এক দিবস পরে যে জ্বর হয়, তাহার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম তৃতীয়ক;

---

* অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবনুবর্ত্ততে।

† অন্যেদ্যুষ্কস্তহোরাত্রাদেককালং প্রবর্ত্ততে।

ইংরাজী নাম Tertian এবং চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর যে জ্বর হয়—তাহার নাম চাতুর্থক, ইহার ইংরাজী নাম quartan (‡) আর একপ্রকার বিষমজ্বর আছে—তাহার নাম চাতুর্থক-বিপর্যায়, ইহা মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি ও অন্তে থাকে না §।

যাহাহউক সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, সেই দোষের চিকিৎসা করাই উপযুক্ত ব্যবস্থা।

বিষমজ্বরে কষায় প্রয়োগ।—সকল প্রকার বিষম-জ্বরেই কষায় প্রয়োগ অতি উত্তম ব্যবস্থা। পল্তা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি ও কটকী—ইহাদের ক্বাথে সন্ততজ্বর, নিমছাল, পলতা, ত্রিফলা, কিসমিস, মুথা ও কুটজছাল—ইহাদের ক্বাথে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ—ইহাদের ক্বাথে তৃতীয়ক জ্বর; গুলঞ্চ, আমলকী ও মুথা—ইহাদের ক্বাথ পানে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। পীত বেড়েলার মূল এবং শুণ্ঠী—ইহাদের ক্বাথ—পানে শীত, কম্প, ও দাহ সমন্বিত বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে টোটকা ঔষধ।

তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক জ্বর নিবারণের জন্য অনেক সময় দেখা গিয়াছে, টোটকা-চিকিৎসায় শীঘ্র ফল দর্শিয়াছে। সেগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে—

রবিবারে আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লাল রঙ্গের সূতাদ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয়।

কাঁকড়ার গর্ত্তের মৃত্তিকা দ্বারা কপালে তিলক ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়।

‡ তৃতীয়ক স্তৃতীয়েহহ্নি চতুর্থেহহ্নি চতুর্থকঃ।

§ সমধ্যে জ্বরয়ত্যহ্নী স্বাদ্যন্তে চ বিমুঞ্চতি।

কর্ণের ময়লা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তিলতৈলসহ দগ্ধ করতঃ কজ্জল প্রস্তুত করিবে, ঐ কজ্জল দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন দিলে **ত্র্যাহিক জ্বর** নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দ কিম্বা শ্বেত করবীর মূল অশ্বিনী নক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া তণ্ডুল জল সহ বাটিয়া সেবনে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রস নাসিকা দ্বারা টানিলে **চাতুর্থক জ্বর** নষ্ট হয়।

জীর্ণজ্বর* ।

ডাক্তারেরা সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বরকেই ম্যালেরিয়া আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ বিষমজ্বরে দ্বাদশ দিবসের পরে যে জ্বর অল্প বেগের সহিত শরীরে অবস্থিতি করে, তাহাকে জীর্ণজ্বর সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার জ্বরের মধ্যে বাতবলাসক জ্বর বিশেষ কষ্টসাধ্য। বাতবলাসক জ্বরে শোথ ও প্রত্যহ অল্প বেগের সহিত জ্বর হয়, শরীর রুক্ষ ও স্তব্ধের ন্যায় বোধ হয় এবং কফের আধিক্য থাকে।

জীর্ণজ্বরে কষায় প্রয়োগ।—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ—ইহাদের ক্বাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা জীর্ণজ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর। পিঁপুল চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পঞ্চমূলীর ক্বাথ পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফের উপশম হয়।

তিনপ্রকার ভার্গ্যাদি পাচনই জীর্ণজ্বরে উপকারী।

* যো দ্বাদশেভ্যো দিবসেভ্যে ঊর্দ্ধং দোষত্রয়েভ্যো দ্বিগুণেভ্য ঊর্দ্ধং।
নৃণাং তনৌ তিষ্ঠতি মন্দবেগো ভিষগ্ভিরুক্তো জ্বর এষ জীর্ণঃ॥

সর্ব্বাপেক্ষা "বৃহদ্ভা র্গ্যাদিঃ"তে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। *

নিদিগ্ধিকাদিঃ ও দার্ব্বাদি পাচন ২টিও জীর্ণজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। +

---

* স্বপ্ল ভার্গ্যাদি—

ভার্গ্যাব্দপর্পটক ধান্য যবাসবিশ্ব ভূনিম্ব কুষ্ঠ কণা সিংহ্যমৃতাকষায়ঃ।

অর্থাৎ ক্ষেতপাপড়া, ধনে, দুরাল ভা, শুঁঠ, বামনহাটী, মুথা, চিরতা, কুড়, পিঁপুল বৃহতী ও গুলঞ্চ।

মধ্যভার্গ্যাদি—

ভার্গ্যাব্দ পর্পট পুষ্কর শৃঙ্গবের পথ্যা কণাহ্ব দশমূল কৃতঃ কষায়ঃ।

অর্থাৎ বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাঁপড়া, কুড়, শুঁঠ, পিঁপুল, হরীতকী ও দশমূল।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি—

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটো মুস্তকং কণা।

অমৃতা দশমূলঞ্চ নাগরং ক্বাথয়েদ ভিষক॥

অর্থাৎ—বামুনহাটী, হরীতকী, কটকী, কুড়, ক্ষেৎপাঁপড়া, মুথা, পিঁপুল, গুলঞ্চ দশমূল ও শুঁঠ।

† নিধিগ্ধিকাদিঃ—

নিদিগ্ধিকা নাগরকামৃতানাং ক্বাথং পিবেন্ মিশ্রিত পিপ্পলীকম্।

অর্থাৎ—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ। পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হয়।

দার্ব্বাদিঃ—দার্ব্বী কলিঙ্গ মঞ্জিষ্ঠা ব্যাঘ্রী দারু গুড়ূচিকাঃ।

ভূধাত্রী পর্পটঃ শ্যামা তগরং করিপিপ্পলী।

ক্ষুদ্রা নিম্বো ঘনং ব্যাধি র্নাগরং পদ্মকং শঠী।

রামাটরুষঃ সরলং ত্রায়মানাস্থি সন্ধিকম্।

ভূনিম্বারুষ্করং পাঠা কুশ কটুক রোহিণী।

মাগধী ধান্যকং চেতি ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ॥

অর্থাৎ—দারুহরিদ্রা' ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বক্টকারী, দেবদারু, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাঁপড়া শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজপিঁপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাকস, সরলকাষ্ঠ, বলালতা, হাড়ভাঙ্গা, চিরতা, ভেলা, আকনাদি, কুশমূল, কটকী, পিঁপুল ও ধনে। প্রক্ষেপ মধু।

জীর্ণজ্বরের আনুষঙ্গিক উপসর্গ—জীর্ণজ্বরে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকে এবং দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, এই জন্য এই জ্বরে এমন ঔষধ সকল প্রয়োগ করা উচিত—যে সকল পুষ্টিকারক অথচ প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারক।

জীর্ণজ্বরে প্রাতে জ্বরাশনি লৌহ—পানের রস ও মধু অনুপানে, **মধ্যাহ্নে অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত সৈন্ধবাদি চূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি** অগ্নিবৃদ্ধিকর কোনো একটি ঔষধ এবং **সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবায়স লৌহ**—প্রয়োজন বুঝিয়া নবায়স লৌহের সহিত ১ রতি মকরধ্বজ মিশাইয়া কুলেখাড়ার রস ও মধু অনুপানে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

জ্বরাশনি রসের উপাদান—

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণং সমং লৌহং তৎ সমং চূর্ণমভ্রকম্।
লৌহেচ লৌহদণ্ডেচ নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ।
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূত তুল্যকম্

অর্থাৎ—পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ, বিষ ও তাম্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। সর্ব্বসমান লৌহ এবং লৌহের সমান অভ্র। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহখলে লৌহ দণ্ডে নিসিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পারদের সমান পরিমাণ মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া ১ রতি পরিমিত বটি করিবে।

উপাদান গুলির গুণ।—এখন দেখা যাউক ইহাদের উপাদান গুলির গুণ কি?

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

---

* সৈন্ধবাদি চূর্ণ ও হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণের উপাদান অগ্নিমান্দ্য অধিকারে বলা যাইবে।

গন্ধক- ক্রিমিঘ্ন, কফঘ্ন, জ্বরনাশক ও রসায়ন।

সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষ নাশক।

বিষ—কফ ও বাতঘ্ন।

তাম্র—কফ ও পিত্ত নাশক, পাণ্ডু, উদরী, অর্শ, জ্বর প্রভৃতি নিবারক।

লৌহ—কফ-পিত্তনাশক। প্লীহা, শোথ প্রভৃতি নিবারক।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক।

নিসিন্দিপাতার রস—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

"জ্বরাশনিতে" উপকার না পাইলে "**জ্বরান্তক রস**" প্রযুজ্য। ইহার উপাদান।

ভাস্করো গন্ধকঃ সর্ব্বো দেবী বিহঙ্গ তীক্ষ্ণকম্।
শোণিতং গগনঞ্চৈব পুষ্পাকঞ্চ মহেশ্বরম্॥
ভূনিম্বাদি গণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া।

অর্থাৎ—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গের (এই পাচনের কথা সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসায় বলা হইয়াছে) ক্বাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

ইহাদের উপাদানগুলির মধ্যে—

তাম্র—পাণ্ডু, উদরী, অর্শ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারক।

গন্ধক—জ্বর নাশক।

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা—কফ-পিত্ত বিসর্প-ব্রণ নাশিনা।

স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষ নাশক, ক্ষয় নিবারক।

হিঙ্গুল—কফ পিত্ত নাশক, জ্বরঘ্ন।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

রসাঞ্জন—

রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম বিষনেত্র বিকার নুৎ।

অর্থাৎ ইহা কটু তিক্ত রসবিশিষ্ট, বিষদোষ ও নেত্ররোগ নিবারক প্রভৃতি গুণসমন্বিত।

স্বর্ণ—বলকারক ও ক্ষয় নিবারক।

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ কষায়—ত্রিদোষনাশক।

এই জ্বরান্তক রস—চাতুর্থক, তৃতীয়ক, সন্তত, আমজ্বর প্রভৃতি জ্বরে বিশেষ কার্য্যকরী।

'জ্বরারি অভ্র'—নামক আর একটী ঔষধ বিষম ও জীর্ণজ্বরে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ইহার উপাদান গুলি—

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চেতি সমং সমম্।
দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতম্॥
জলেন বটিকাং কুর্য্যাদ যথা দোষানুপানতঃ॥

অর্থাৎ—অভ্র, তামা, পারদ, গন্ধক ও বিষ—ইহাদের প্রত্যেকটি ১ ভাগ, ধুতুরা বীজ ২ ভাগ এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ—এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত পাঁচভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র জল সহ বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে।

উপাদানগুলির গুণ—

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। তাম্র—জ্বরঘ্ন। পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—জ্বরঘ্ন। বিষ—কফ-বাতঘ্ন।

ধুতুরাবীজ—

ধূস্তূরো মদবর্ণাগ্নি বাতকৃজ্জ্বর কুষ্ঠনুৎ।

অর্থাৎ ইহা মাদক, বর্ণোৎপাদক, অগ্নিকারক, বায়ুজনক, জ্বর ও কুষ্ঠ বিনাশক।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক। পিপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক। মরিচ—শ্লেষ্মা নাশক।

চন্দনাদি লৌহ নামক আর একটি ঔষধ বিষম ও জীর্ণ জ্বরে ব্যবস্থেয়।

ইহার উপাদান—

রক্তচন্দন হ্রীবের পাঠোশীর কণাশিবঃ।
নাগরোৎপল ধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতঃ।
লৌহো নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, শুঁদিমূল, আমলকী, মুথা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকটি ১ ভাগ এবং লৌহ ১২ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র জল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ করিবে।

রক্তচন্দন—

রক্তং শীতং গুরু স্বাদু ছর্দ্দি তৃষ্ণাস্র পিত্তহৃৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণ বিষাপহম্॥

রক্তচন্দন—শীতল, গুরু, স্বাদু, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক ও বলকর; ইহা ব্যবহারে বমন, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষদোষ নষ্ট হয়।

বালা—

বালকং শীতলং রুক্ষং লঘুদীপন পাচনম্।
হৃল্লাসারুচি বিসর্প-হৃদোগামাতিসারজিৎ।

ইহা শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন ও পাচক। হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প হৃদ্রোগ ও আমাতিসারে ইহা ব্যবস্থেয়।

আকনাদি—

হন্তিশূল জ্বরচ্ছর্দ্দি কুষ্ঠাতিসার হৃদ্রুজঃ।

দাহ কণ্ডূবিষশ্বাস-ক্রিমি গুল্ম গরব্রণান্॥

শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষজ রোগ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম ও বিষব্রণে ইহা ব্যবস্থেয়।

বেণার মূল—

মধুরং জ্বরহৃদ্বান্তি মদনুৎ কফপিত্তহৃৎ।

তৃষ্ণাস্র বিষ-বীসর্প দাহ কৃচ্ছ্র ব্রণাপহম্।

জ্বর, মদ, তৃষ্ণা, বীসর্প, প্রবল দাহ ও ব্রণরোগে প্রয়োজ্য।

পিপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

হরীতকী ত্রিদোষ নাশক।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক।

শুঁদিমুল—

কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্।

অর্থাৎ—ইহা, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুর, আহ্লাদজনক ও শীতল।

আমলকী—ত্রিদোষ নাশক।

মুথা—

মুস্তং কটু হিমং গ্রাহী তিক্তং দীপন পাচনম।

কষায়ং কফপিত্তাস্র-তৃড়্ জ্বরারুচি জন্তুনুৎ॥

ইহা কটু, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, দীপক, কষায় ও পাচক। কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার ও ক্রিমি প্রভৃতিতে ইহা প্রযুজ্য।

চিতামুল—

রুক্ষোষ্ণা গ্রহণী কুষ্ঠ শোথার্শঃ-ক্রিমিকাসনুৎ।

বাতশ্লেষ্ম হরো গ্রাহী বাতার্শঃ শ্লেষ্মপিত্তহৃৎ॥

ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্ম, বাতার্শঃ ও পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট করে।

বিড়ঙ্গ—

শূলাধ্মানোদর শ্লেষ্ম-ক্রিমিবাত বিবন্ধনুৎ।

শূল, আধ্মান, উদর রোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু ও মলবদ্ধতা নিবারণ করে।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।—সকল প্রকার বিষম ও জীর্ণজ্বরে **সর্ব্বজ্বরহর লৌহ** হিতকর। ইহা ২ প্রকার: স্বল্প ও বৃহৎ। ১টির উপাদানই নিম্নে বলা যাইতেছে,—

সর্ব্বজ্বরহর লৌহম্।—

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষ্যং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ।
কিরাততিক্তকং বালং কটুকী কণ্টকারিকা।
শোভাঞ্জনস্য বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম॥
লৌহতুল্যং গৃহীত্বাতু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক।

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপুল, পিঁপুলমূল, বেণার মূল, দেবদারু, চিরতা, বালা, কটকী, কণ্টকারী, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব—ইহাদের প্রত্যেকটি ।• আনা ও লৌহ ৫ তোলা। জল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি বটি।

চিতামূল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—বাতপিত্ত নাশক। শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। মরিচ—বাতশ্লেষ্মা নাশক। বিড়ঙ্গ—ক্রিমি ও বায়ু নাশক। মুথা—জ্বরঘ্ন।

গজপিঁপুল

গজকৃষ্ণা কটুর্বাত শ্লেষ্মনুদ্ বহ্নিবর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসার শ্বাস কণ্ঠাময় ক্রিমীন॥

ইহা কটু, বাতশ্লেষ্মা নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ। অতীসার, শ্বাস, কুষ্ঠ রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি নিবারণ করে।

পিঁপুল মূল—

রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্
আনাহ প্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাসক্ষয়াপহম্।

ইহা রুক্ষ, পিত্তকর, ভেদি, কফ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় নিবারক।

বেণার মূল—জ্বরঘ্ন।

দেবদারু—

বিবন্ধাধ্মান শোথাম তন্দ্রা হিক্কা জ্বরাস্রজিৎ।
প্রমেহ পীনস শ্লেষ্ম কাস কণ্ডু সমীরনুৎ।

বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু নাশ করে।

সন্নিপাত জ্বর শ্বাস কফ পিত্তাস্র দাহনুৎ।
কাস শোথ তৃষা কুষ্ঠ জ্বরব্রণ ক্রিমি প্রণুৎ॥

ইহা সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস, কফ, রক্তপিত্ত, দাহ, কাস, শোথ, কুষ্ঠ জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

বালা—পাচক।

কতকা—

ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা।

প্রমেহ শ্বাস কাসাস্র দাহ কুষ্ঠ ক্রিমি প্রণুৎ॥

ইহা ভেদক, দীপক, হৃদ্য, কফ, পিত্তজ্বর নাশক, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি বিনাশক।

কণ্টকারী—

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।

রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান্।

নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব পীড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্।

কণ্টকারী—সর, তিক্ত, কটু, দীপন, লঘু, রুক্ষ,উষ্ণ ও পাচক। কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বপীড়া ও হৃদরোগে ব্যবস্থেয়।

সজিনা বীজ—

শোভাঞ্জন ফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।

শূল কুষ্ঠ ক্ষয়শ্বাস গুল্ম হৃদ্দীপনং পরম্॥

ইহা স্বাদু, কষায়,-কফপিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপ্তিকারক। শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

যষ্টিমধু—

যষ্টি হিমা গুরুঃস্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।

সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যাপিত্তানিলাস্রজিৎ।

ব্রণশোথবিষচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা।

শোষ দাহারুচিঘ্নীচ কাসনাশু বিনাশয়েৎ॥

যষ্টিমধু—শীতল, গুরু, মিষ্ট, চক্ষুর হিতকারী, বলকর, বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কেশের পক্ষে হিতকর ও স্বরের

উৎকৃষ্টতা সম্পাদক। ইহা সেবনে ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি, ক্ষয়রোগ, বাতপিত্ত, শোষ, দাহ, অরুচি ও কাস প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রযব—

ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহী কটু শীতলম্।
তিক্তং দাহহরং হন্তি রক্তপিত্তং প্রবাহিকাম্॥
জ্বরাতিসার রক্তার্শঃ কৃমি বীসর্প কুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলস্র বাতাস্র শ্লেষ্মশূলজিৎ॥

ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, কটু, তিক্ত, শীতল, অগ্নিকারক, দাহনাশক। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত, প্রবাহিকা, জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ, কৃমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শোবলী, বায়ু, রক্তদোষ, শ্লেষ্মা ও শূলরোগ নষ্ট হয়।

বৃঃ সর্ব্বজ্বর হরলৌহ।—

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্।
তোলকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গ মুস্তকন্তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বে চ চিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক॥
গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥

লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিঁপুল, পিঁপুলমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ তোলা। সমস্তদ্রব্য একত্র আদার রসে বাটিয়া ২ রতি বটি করিবে। অনুপান আদার রস।

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ—আর এক প্রকার আছে, তাহাতে হরিতাল মিশ্রিত থাকায় অবস্থা বিবেচনায় বেশী কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সেটী এই—

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তারতালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিন সপ্তকম্॥
কারবেল্ল রসেনাপি দশমূল রসেনচ।
পর্পটস্য কষায়েণ ক্বাথেন ত্রৈফলেনচ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লীরসেনচ।
কাকমাচী রসেনৈব নিগু‌র্ণ্ড্যাঃ স্বরসেনচ।
পুনর্ণবার্দ্রকাম্ভোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ॥
রক্তিকাদ্বিক্রমেণৈব বটিংকাং কারয়েদ্ভিষক॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও শোধিত হরিতাল—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা ও কান্তলৌহ ৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া করলাপাতার রস, দশমূলের ক্বাথ, ক্ষেৎ-পাপ্ড়ার ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, গুলঞ্চের ক্বাথ, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপাতার রস, পুনর্ণবার রস ও আদার রস—এই কয়টি দ্রব্যের এক একটির রস দ্বারা ৭ দিন করিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান পিঁপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরেই ইহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

শ্রীজয়মঙ্গল রস—জীর্ণ জ্বরের প্রবল অবস্থায় ব্যবস্থেয়। মেদোগত, মাংসগত, অস্থিগত মজ্জাগত—সকল প্রকার জীর্ণ জ্বরেই এই ঔষধ অমৃত তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে।

জয়মঙ্গল রসের উপাদান—

হিঙ্গুল সম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্গনং তথা।
তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণ ভস্মকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্য ভস্মাপি তৎ সমম্॥
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কনকদ্রবৈঃ।
শেফালীদলজৈশ্চাপি দশমূল রসেন চ॥
কিরাততিক্তক ক্বাথৈস্ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতাবটী॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ এবং গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক সৈন্ধব ও মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকটি ॥০ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ॥০ তোলা, রৌপ্য ।০ আনা,—সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতুরা পাতার রস, শেফালিকা পাতার রস, দশমূলের ক্বাথ ও চিরতার ক্বাথে ক্রমান্বয়ে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে।

পারদ—ত্রিদোষনাশক। গন্ধক—কফঘ্ন ও বায়ুনাশক। সোহাগা—কফঘ্ন। তাম্র—কফপিত্ত নাশক। বঙ্গ—পুষ্টিকর। স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষনাশক। সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক। স্বর্ণ—পুষ্টিকারক। লৌহ—কফপিত্ত নাশক। রৌপ্য—বায়ু ও পিত্ত প্রশমক। ধুতুরা পাতার রস—জ্বর নাশক।

শেফালিকা পত্রের রস—শেফালী কটুতিক্তোষ্ণা বিষম জ্বরনাশিনী।

দশমূল—বাতশ্লেষ্ম জ্বর নাশক।

চিরতা—

কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকোলঘুঃ।
সন্নিপাত জ্বরশ্বাস-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ।
কাসশোথতৃষা কুষ্ঠ জ্বরব্রণক্রিমি প্রনুৎ॥

চিরতা—সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্ত ও লঘু। সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস, কফ, রক্তপিত্ত, দাহ, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

বিষম জ্বরে—সুদর্শন চূর্ণ, জ্বর ভৈরব চূর্ণ জ্বরনাগ ময়ুর চূর্ণ নামক তিনটি চূর্ণ ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আমি একটী রোগীর কথা জানি, তাহার জ্বর নানা প্রকার ঔষধে আরোগ্য করিতে পারা যায় নাই,—শেষে—সুদর্শন চূর্ণ—৩।৪ দিন মাত্র সেবনে তাহার জ্বর বন্ধ হয়। নিম্নে তিন প্রকার চূর্ণের কথাই লিখিত হইতেছে,—

সুদর্শন চূর্ণম্—

কালীয়কস্তু রজনী দেবদারু বচা ঘনম্।
অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম্॥
ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বং গ্রন্থিকং বালকংশঠী।
পৌষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা॥
শিগ্রুৎপলংসেন্দ্রযবং বরীদার্ব্বী সুচন্দনম্।
পদ্মকং সরলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রীকা স্থিরা॥
যমান্যতিবিষা বিল্বং মরিচং গন্ধপত্রকম্।
ধাত্রী গুড়ূচী কটুকং সচিত্রক পটোলকম্॥
কলসী চৈব সর্ব্বানি সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্ব দ্রব্যস্থ সার্দ্ধস্তু কৈরাতং সংপ্রকল্পয়েৎ॥

কৃষ্ণঅগুরু, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুথা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বলাডুমুর, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, পিঁপুল মূল, বালা, শঠী, কুড়, পিঁপুল, মুর্ব্বা, কুড়চির ছাল, যষ্টিমধু, সজিনা, সুঁদীমূল, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চ, কট্‌কী, চিতা, পল্‌তা, চাকুলে, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং চূর্ণ সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরতা। একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে রোগীর বয়স ও বলের পরিমাণ বিবেচনায় ৪ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান গরম জল।

জ্বর ভৈরব চূর্ণম্‌—

নাগরং ত্রায়মাণাচ পিচুমর্দ্দং দুরালভা।
পথ্যা মুস্তং বচা দারু ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী শতাবরী ॥
পর্পটং পিপ্পলীমূলং বিশালা পুষ্করং শঠী।
মূর্ব্বা কৃষ্ণা হরিদ্রে দ্বে লোধ্রচন্দন মুস্তকম্‌ ॥
কুটজস্য ফলং বল্কং যষ্টিমধুক চিত্রকম্‌।
শোভাঞ্জনং বলা চাতিবিষাচ কটুরোহিণী ॥
মূষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপর্ণিকা।
মরিচং চামৃতা বিল্বং বালং পঙ্কস্থ পর্পটী ॥
তেজপত্রং ত্বচং ধাত্রী পৃশ্নিপর্ণী পটোলকম্‌।
গন্ধকং পারদং লৌহমভ্রকঞ্চ মনঃশিলা ॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
তদর্দ্ধং প্রক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং ভূনিম্ব সম্ভবম্‌ ॥

শুঁঠ, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু,

কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেৎপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসার মূল, কুড়, শঠী, মুর্ব্বা, পিঁপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলী, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনা, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপানি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলছাল, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে পল্‌তা, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা—এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদয় চূর্ণের সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরতা। মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা। অনুপান গরম জল।

জ্বর নাগময়ূর চূর্ণম্—

লৌহাভ্রটঙ্গনং তাম্রং তালকং বঙ্গমেবচ।
শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ শিগ্রুবীজং ফলত্রিকম্॥
চন্দনাতিবিষা পাঠা বচাচ রজনীদ্বয়ম্।
উশীরং চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ সপটোলকম্॥
জীবকর্ষভকাজাজ্যস্তালীশং বংশলোচনা।
কণ্টকার্য্যাঃ ফলং মূলং শঠী পত্র কটুত্রয়ম্॥
গুড়ুচী সত্ত্বধন্যাকং কটুকা ক্ষেত্রপর্পটী॥
মুস্তকং বালকং বিল্বং যষ্টিমধু সমংসমম্॥
ভাগাচ্চতুর্গুণং দেয়ং কৃষ্ণজীরস্য চূর্ণকম্।
তৎসমং তালপুষ্পঞ্চ চূর্ণং দণ্ডোৎপলাভবম্॥
কৈরাতং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলা-ভবম্॥

লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র হরিতাল, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনা-বীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, দেবদারু, পল্‌তা, জীবক,

ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালিশপত্র, বংশলোচন কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধনে, কট্‌কী, ক্ষেৎপাঁপড়া, মুথা, বালা, বেলছাল ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৪ তোলা, তালজটাক্ষার ৪ তোলা, থুলকুড়ি চূর্ণ ৪ তোলা, চিরতা চূর্ণ ৪ তোলা ও সিদ্ধি চূর্ণ ৪ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশাইবে। মাত্রা এক হইতে দুই মাষা। এই ঔষধের অনুপান শীতল জল। ইহার উষ্ণ জল অনুপান নিষিদ্ধ।

এই তিন প্রকার চূর্ণ ঔষধ কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রযুজ্য ?—এই তিন প্রকার চূর্ণ ঔষধের মধ্যে প্রথমটি বিষম জ্বরের প্লীহা, যকৃত, কামলা প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে, ২য়টি অগ্নিমান্দ্য ও শোথ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকিলে এবং ৩য়টি চাতুর্থক বিষম-জ্বরে বিশেষ উপকারক। তিন প্রকার চূর্ণই প্রাতঃকালে সেবনের ব্যবস্থা দিতে হয়।

চাতুর্থক বিষমজ্বরে যদি বমন করাইয়া রোগ প্রশমনের আবশ্যকতা বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটি প্রয়োগ করিতে হয়।

চাতুর্থকারি রস।—

হরিতালং শিলাতুত্থং শঙ্খচূর্ণঞ্চ গন্ধকম্।
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে কুমারী রস সংযুক্তম্॥
শরাব সংপুটেকৃত্বা দত্ত্বাগজপুটং পচেৎ
কুমারিকা রসেনৈব বল্লমাত্রা বটী কৃতা॥

হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, শঙ্খ চূর্ণ ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তাহার পর ঘৃতকুমারীর রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। অগ্রে

ঘোল পান করাইয়া তৎপরে মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতসহ এই ঔষধ সেবন করাইলে বমন হইয়া চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

রাত্রিকালের বিষম জ্বর নিবারণের জন্য— যে বিষমজ্বর কেবল রাত্রিকালেই হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধটি হিতকর।

বিশ্বেশ্বর রস—

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্রসে।
অশ্বত্থজে ত্র্যহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে ॥
নিদিগ্ধিকারসে কাকমাচিকায়া রসে তথা।
দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ ॥
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

পারদ, খর্পর ও গন্ধক—সমভাগে লইয়া অশ্বত্থমূল, বদরী বৃক্ষের মূল, কণ্টকারী ও কাকমাচী—ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ বা ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। এই ঔষধ প্রাতে ও বৈকালে—২ বার সেব্য।

বিষম জ্বরের চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য।— সকল প্রকার বিষম জ্বরেই রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। **সুদর্শন চূর্ণ** যে সকল প্রকার বিষম জ্বরেই বিশেষ হিতকর বলা হইয়াছে, তাহার কারণ উহাতে চিরতার পরিমাণ অধিক থাকায় উহা সেবনে সহজেই কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

পাণ্ডু, শোথ, প্রভৃতি উপদ্রবে।—বিষম জ্বরে প্লীহা, যকৃত, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান থাকিলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু জীর্ণজ্বরে যদি রোগী অধিক দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ প্রয়োগ করিবে

না, কারণ তাহার ফলে রোগীর অধিকতর বলক্ষয় হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ।—বিষম জ্বরে কামলা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ অরোচক, গ্রহণী, আমদোষ, কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার প্রভৃতি উপদ্রবের কতকগুলি বা দুই একটি বর্ত্তমান থাকিলে **পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ**—অন্যান্য ঔষধের সহিত একবার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যেখানে অতিসার দোষ বর্ত্তমান, সর্ব্বাপেক্ষা বিষম জ্বরের সেইরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। টায়ফয়েড জ্বরের আরোগ্যকালের পরেও যখন জ্বর কিছুতেই যাইতেছে না, তখন এই ঔষধের ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যায়। বাতপিত্ত কফোদ্ভূত জ্বর আরোগ্যের ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

বিষম জ্বরান্তক লৌহের উপাদান।—

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্।
পর্পটী রসবৎ পাচ্য সূতাঙ্ঘ্রি হেম ভস্মকম্॥
লৌহ তাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্॥
মুক্তাশঙ্খং শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্।
মুক্তাগৃহেচ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং কণা হিঙ্গু সসৈন্ধবম্॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া পর্প টীর ন্যায় পাক করিবে, তৎপরে ঐ পর্প টী চূর্ণ করিয়া উহার সহিত

স্বর্ণ ।০ চারি আনা. লৌহ, তাম্র ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা এবং বঙ্গ, গেরিমাটি ও প্রবাল—ইহাদের প্রত্যেকটি ॥০ আধতোলা এবং মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তিভস্ম ইহাদের প্রত্যেকটী ।০ চারিআনা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জল দ্বারা বাটিয়া গোলাকার করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। তাহার পরে একখানি ঝিনুকের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া অপর একখানি ঝিনুক দ্বারা আবৃত করিয়া বস্ত্রসংযুক্ত মৃত্তিকার লেপ দিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে পুট পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান পানের রস মধু।

উপাদান গুলির গুণ।—পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফঘ্ন ও বায়ু নাশক। স্বর্ণ—পুষ্টি কারক। লৌহ—কফপিত্ত নাশক। তাম্র—কফপিত্ত নাশক। বঙ্গ—পুষ্টিকর। গেরিমাটি—কফ ও পিত্ত প্রশমক। প্রবাল—শীতবীর্য্য, মধুর, কষায়, চক্ষুষ্য, লেখন, সারক ও বিষনাশক। মুক্তা—বল্য ও পুষ্টিকারক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। শঙ্খ—ত্রিদোষ নাশক। শুক্তিভস্ম—পুষ্টিকারক

জ্বরে অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে। জ্বরের সহিত অন্যান্য রোগের উপদ্রব থাকিলে জ্বর চিকিৎসার সহিত উপদ্রব সকলেরও চিকিৎসা করিতে হইবে। যেমন জ্বরের সহিত যদি শ্বাসোপদ্রব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে হিক্কাশ্বাস অধিকারের, **পিপ্পল্যাদি লৌহ**—পিপুল চূর্ণ ও মধু অনুপানে অথবা—

মকরধ্বজ—বহেড়ার আঁটির শাঁস ও মধু অনুপানে কিম্বা **বৃহত্যাদি** নামক পাচনটি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরের সহিত শ্বাস উপদ্রবে বৃহত্যাদি পাচন—

সিংহী ব্যাঘ্রীতাম্রমূলীপটোলীশৃঙ্গীভার্গীপুষ্করংরোহিণী চ।
সাকং শঠ্যা শৈলমল্যাশ্চবীজং শ্বাসং হন্যাৎ সন্নিপাতে দশাঙ্গম্॥

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পল্‌তা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটি, কুড়, কটকী, শঠী, শৈলমলীর বীজ - এই দশাঙ্গ ক্বাথ শ্বাসোপদ্রব নিবারক।

জ্বরের সহিত বমন উপদ্রবে।—যদি জ্বরের সহিত বমন উপদ্রব থাকে, তাহা হইলে গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল অবস্থায় মধু সহ সেবন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

জ্বরের সহিত অতিসার উপদ্রবে—

বৎসাদনী বৎসকবারিবাহ বিশ্বম্ভরা নিম্ববিষাঃ সবিম্বাঃ।
জ্বরেঽতিসারং ত্বরিতং জয়ন্তি বিশ্বামৃতা বৎসক বারিবাহাঃ॥

গুলঞ্চ, কুড়চির ছাল, মুতা, চিরতা, নিমছাল, আতইচ ও তেলাকুচা —ইহাদের ক্বাথ অথবা শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চির ছাল ও মুতা—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে অতিসার উপদ্রবের ত্বরায় শান্তি হয়।

মল বিবন্ধ থাকিলে—

পথ্যারগ্বধ তিক্তা ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্।
জীর্ণ জ্বরে বিবন্ধে দত্তাদাশ্বেব বিড়ং গ্রহঃ শাম্যেৎ॥

অর্থাৎ হরীতকী, সোঁদাল আঠা, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী— ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

জ্বরে মূর্চ্ছোপদ্রব থাকিলে—

আর্দ্রকস্য রসৈর্নস্যং মূর্চ্ছায়ামাচরেন্নরঃ।
অঞ্জনস্য প্রযুঞ্জীত মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ॥
শীতাম্বুসাক্ষিসেকঃ সুরভির্ধূপঃ সুগন্ধি পুষ্পাঞ্চ।
মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমলকদলীদলস্পর্শঃ॥

অর্থাৎ আদার রসের নস্য এবং সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা ও মরিচ চূর্ণ—এই দ্রব্য তিনটি মধুর সহিত মিশাইয়া তাহার অঞ্জন দিবে। আর চক্ষুতে শীতল জলসেক, সুরভি, ধুপপ্রদান, সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ,

মৃদু মৃদু তালবৃন্ত ব্যজন ও কচি কদলীপত্র স্পর্শ—মূর্চ্ছোপাদনে প্রশস্ত।

জ্বরে হিক্কা নিবারণের জন্য—

নীরেণ সিন্ধূত্থরজোঽতি সূক্ষ্মং নস্যঞ্চ ন্যূনং
বিনিহন্তি হিক্কাম্।
শুণ্ঠী হঠাদ্বাবা সিতয়া সমেতা ধূপোঽথবা
হিঙ্গুসমুদ্ভবশ্চ ॥

অর্থাৎ জলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণ অথবা চিনির সহিত শুণ্ঠ চূর্ণের নস্য কিম্বা নাসিকায় হিঙ্গুর ধূম গ্রহণ করিবে।

জ্বরে কাসোপদ্রবে—

কাসেকণা কণামূলং কলিদ্রুম ফলং রজঃ।
স বিশ্বভেষজং হিন্তান্মধুন বা বৃষা রসম্॥

অর্থাৎ পিঁপুল, পিঁপুল মূল, বহেড়া ও শুঁঠ—ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন কিম্বা বাসকের রস মধুর সহিত পান করিলে কাসোপদ্রব নিবারি তহয়।

কাসোপদ্রবে রসৌষধি।—জ্বরের সহিত কাসোপদ্রব থাকিলে, কাস রোগ অধিকারোক্ত **চন্দ্রামৃত রস, শৃঙ্গারাভ্র, মহালক্ষ্মীবিলাস** প্রভৃতির ব্যবস্থা একবার করিয়া করিতে হয়। (ঐ ঔষধগুলির পরিচয় যথাস্থানে লিখিত হইবে)

জ্বরের সহিত প্লীহার বিবৃদ্ধিতে।—জ্বরের সহিত প্লীহা বিবৃদ্ধ হইলে **লোকনাথ রস, অভয়া লবণ** এবং প্লীহা অধিকারোক্ত অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। সে সব পরিচয় যথাস্থানে বলা হইবে।

যকৃত বিবৃদ্ধি হইলে—যকৃদ্রোগাধিকারোক্ত **নবায়স**

লৌহ, রোহিতক লৌহ, ধন্বন্তরি লৌহ প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

আগন্তুজ জ্বর চিকিৎসা।—ঘৃত পান ও ঘৃত মর্দ্দন দ্বারা অভিঘাত জ্বর নষ্ট হয়। ক্ষত ও ব্রণযুক্ত ব্যক্তির জ্বরে ক্ষত ও ব্রণ রোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। ঔষধিগন্ধজ ও বিষোৎপন্ন জ্বরে পিত্তঘ্ন ও বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে।

অভিচার ও অভিশাপোৎপন্ন জ্বর—হোমাদি দ্বারা এবং উৎপাত ও গ্রহপীড়া জন্য জ্বর দান ও স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা প্রতিকার করিবে। কাম, শোক, ও ভয়জনিত জ্বরে রোগীর হর্ষজনক ক্রিয়া করিবে। ক্রোধজনিত জ্বর—কামোদ্রেকে এবং কাম জন্য জ্বর ক্রোধোদয়ে উপশমিত হয়। ভয় ও শোকজনিত জ্বর কামোদ্রেকে উপশমিত হয়। ভূতাবেশজনিত জ্বরে ভূতবিদ্যার নিয়মানুসারে বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন ক্রিয়া করিবে। মানসিক জ্বরে মনের শান্তিজনক ক্রিয়া করিবে।

পথ্যাপথ্য বিধি—

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

আমাশয়স্থ দোষ অপক্ক অন্নরসের সহিত সংযুক্ত হইয়া দৈহিক মার্গ সকল রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে, এজন্য জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য।

দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন পাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্ময়েন্মলান্॥

পীড়া অল্পদোষ বিশিষ্ট হইলে লঙ্ঘন ও পাচন এবং প্রভূত দোষ বিশিষ্ট হইলে শোধন অর্থাৎ বিরেচনাদি ব্যবস্থেয়। শোধন ক্রিয়া দ্বারা মল সকল একেবারে নির্ম্মূল অর্থাৎ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। কিন্তু

প্রাণাবিরোধিণা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রম ॥

অর্থাৎ রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন করাইবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত রোগীর লঙ্ঘন করিবার শক্তি থাকে, সেই পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করাইবে, তাহার অধিক অর্থাৎ বলক্ষয়কর লঙ্ঘন অনুচিত।

নিউমোনিয়া।

অবস্থার সাধারণ পরিচয়—ডাক্তারেরা নিউমোনিয়া বলিয়া যে একটা রোগের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের সান্নিপাতিক জ্বরেরই অন্তর্গত। সান্নিপাতিক জ্বরের সহিত ফুসফুস্ দূষিত হওয়া নিউমোনিয়ার প্রধান লক্ষণ। পীড়ার প্রবল অবস্থায় ফুসফুস্ পচিয়াও গিয়া থাকে। ফুসফুস দূষিত হইলে শুষ্ক কুল গোলা জলের মত এক প্রকার তরল শ্লেষ্মা বমন-উপদ্রব দেখা যায়। আর পচিয়া গেলে দুর্গন্ধ যুক্ত দুগ্ধের সরের মত অথবা পুঁজের মত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এই পীড়ায় আক্রান্ত রোগীর বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেও বেদনা অনুভূতি হয় এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার সময় রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। গাঢ় গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গম এই রোগের স্বাভাবিক চিহ্ন। কখনও কখনও শ্লেষ্মার সহিত রক্তও দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১০২ বার নাড়ীর স্পন্দন হইয়া থাকে। থার্ম্মোমিটারে ১০৩ হইতে ১০৪, কাহারো কাহারো ১০৫।১০৬ পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠিয়া থাকে। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক প্রভৃতির এই পীড়া হইলে অতি কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—এই রোগে সন্নিপাত জ্বরে যে সকল চিকিৎসা-বিধি বলা হইয়াছে তাহাই কর্ত্তব্য। বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘৃতের বা

তার্পিণ ও কর্পূরের মালিশ এবং যখন যে উপদ্রব পরিলক্ষিত হইবে, সেই সকল উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যে ফোমেণ্টেসনের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থাও বিধেয়। সকল রোগেই মূল রোগের সহিত যে সকল বিশেষ উপদ্রব লক্ষিত হইবে, সেই সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে, কারণ অনেক সময় বিশেষ কোনো উপদ্রব এমন ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সেই উপদ্রবের আশু প্রতীকার না করিলে তাহার জন্য প্রাণনাশ হওয়াও অসম্ভব নহে।

সন্নিপাত জ্বরোক্ত যে পাচন গুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঔষধ ভিন্ন সে সকল পাচনের ব্যবস্থাও অবস্থা বিবেচনায় করিতে হইবে। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ঔষধ অপেক্ষা পাচনে বেশী ফল পাওয়া যায়।

প্লেগ।

ইহাও সান্নিপাতিক জ্বরের অন্তর্গত। প্লেগ,—নামটি ইংরাজী, কিন্তু এখনকার দিনে ইহাও নিউমোনিয়ার মত বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছে।

এই প্লেগ অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। ভারতের কত লোককে যে ইহা শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায় প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। কোনোরূপে প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া গেলে দশম এবং দ্বাদশ দিবসে প্রাণনাশের ভয় থাকে। কোনোরূপে ১৪ দিন উত্তীর্ণ হইলে সে রোগীর বাঁচিবার আশা করা যায়।

ডাক্তারি মতে প্লেগের সংখ্যা।—ডাক্তারি মতে

প্লেগ ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) লসিকাগ্রন্থি সম্বন্ধীয় বা বিউবোনিক প্লেগ (২) সেপ্টিসিমিক প্লেগ (৩) নিউমোনিক বা ফুসফুস প্রাদাহিক প্লেগ (৪) টন্সিলার প্লেগ (৫) ঔদরীয় প্লেগ ও (৬) ,জলাতঙ্ক লক্ষণ যুক্ত প্লেগ। বিউবোনিক প্লেগে সাধারণতঃ জ্বর প্রকাশের ২য় বা ৩য় দিবসে রোগী কুঁচকী ও বগলে বেদনা অনুভব করে এবং ঐ সমস্ত স্থানের পৈশিক গ্রন্থি সকল বাড়িয়া উঠে ও বেদনা যুক্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রীবা দেশীয় সন্ধিগুলি আক্রান্ত হওয়ায় প্রদাহ যুক্ত গ্রন্থিগুলির চারি দিকে শোথ প্রকাশ পায়। সকল প্রকার প্লেগ রোগীর মধ্যে বিউবোনিক প্লেগই শতকরা ৮০ হইতে ৯০ জনের হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সান্নিপাতিক জ্বরে যে সকল ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, অবস্থা বিবেচনায় সেই সকল ঔষধই আয়ুর্ব্বেদ মতে প্লেগে ব্যবস্থেয়। শোথ বা গ্রন্থিস্ফীতির উপর আদা ও আতপ চাউল সমানভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। গেরিমাটি, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, বচ ও শ্বেতসর্ষপ কাঁজিতে বাটিয়াও প্রলেপ দেওয়া যায়। রোগ যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে মসিনা বাটিয়া ঘৃতে মাখাইয়া গরম করিয়া বারম্বার প্রলেপ দিয়া শীঘ্র পাকাইয়া লইয়া শস্ত্র প্রয়োগ বিধেয়। অবস্থা বিবেচনায় জলৌকা বসাইয়া রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থাও মন্দ নহে।

এই পীড়ার প্রবলাবস্থায় ধমনী স্পন্দন ১০০ হইতে ১৪০ বা ততোধিক বারও লক্ষিত হয়, শ্বাসক্রিয়াও বাড়িতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা ৪০ হইতে ৬০ বার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

পীড়ায় প্রবলাবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ এবং দেহ শীতল হইয়া পড়িলে, **মকরধ্বজ** ১ রতি **মৃগনাভি** ১ রতি এবং **কর্পূর** ১ রতি একত্র মধু ও পানের রস সহ অর্দ্ধ ঘণ্টা—আবশ্যক হইলে ১৫ মিনিট অন্তর ৩।৪ বার সেবন করান ভাল। **মূত্ররোধ বা**

প্রস্রাব ত্যাগে যন্ত্রণা অনুভব হইলে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা করিলে ফল পাওয়া যায়—

বেণার মূল
গোক্ষুর বীজ
দুরালভা
শসার বীজ
কাঁকুড় বীজ
কাবাব চিনি
বরুণ ছাল

প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা। দেড় পোয়া শীতল জলে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর একটু একটু করিয়া পান করিতে দিবে।

এই রোগের চিকিৎসা বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা হওয়া উচিত। বিশেষতঃ ইহা অতি সংক্রামক ব্যাধি, এজন্য এই রোগ হইবা মাত্র রাজদ্বারে সংবাদ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

টাইফয়েড জর

ডাক্তারি ও কবিরাজীমত।—ইংরাজী মতে ইহার নানাপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে স্লো-ফিবার বলেন, কেহ বা শরৎকালে ইহার প্রকোপ বেশী হয় বলিয়া ইহাকে অটমন্যাল ফিবার বলেন। কেহ কেহ এণ্টারিক বা গ্যাষ্ট্রিক জ্বরও ইহার নাম নির্দ্দেশ করেন। যিনি যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু ইহাকে সান্নিপাতিক জ্বরের অন্তর্ভুক্তই মনে করিয়া থাকি।

এই জ্বরে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দি জনিত প্রদাহ হয়, হৃৎপিণ্ডের আভ্যন্তরিক টিস্যু খারাপ হইয়া যায়।

এই জ্বরে স্বাভাবিক মল প্রায়ই হয় না, অনেক স্থলে তরল ভেদ হইতে থাকে।

রোগের অবস্থা—এই জ্বরে প্রথম সপ্তাহে জ্বর কম থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে জ্বর ক্রমেই বাড়িতে থাকে, জ্ঞানের অভাব ঘটে, সর্ব্বদাই যেন তন্দ্রাবিজড়িত হইতে হয়। জিহ্বা এ সময় শুষ্ক ও লোহিতবর্ণ থাকে। ভুলবকা, চীৎকার করা,—সজোরে হাত পা ছোড়া দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আরম্ভ হয়। অতীসার দোষও ২য় সপ্তাহেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৩য় সপ্তাহেও কোন উপসর্গ কমে না, অনেক সময় বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়, কখনো কখনো প্রস্রাব আদৌ হয় না এবং মূত্রাশয় ফুলিয়া উঠে।

এইরূপে তিন সপ্তাহ অতীত হওয়ার পর চতুর্থ সপ্তাহ হইতে রোগীর অবস্থা ভাল বোধ হয়। ত্রিশ দিনের পর আরোগ্য কাল ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে—২ মাস—২॥০ মাস পর্য্যন্তও টাইফয়েড জ্বরাক্রান্ত রোগী ভুগিয়া থাকে। একবার আরোগ্য হওয়ার পর পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও ইহাতে খুব বেশী। এইজন্য এই রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবার দরকার হয়।

এই জ্বরে শারীরিক উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত। এই জ্বরে শারীরিক উত্তাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—টায়ফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় ধৈর্য্য অবলম্বন বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। এই জ্বরে জোর করিলেই চিকিৎসককে ঠকিতে

হইবে। অতীসার দোষ প্রবল থাকিলে **কনকসুন্দর রস**, **বজ্রক্ষারের** সহিত **মকরধ্বজ** মিশাইয়া, **আনন্দভৈরব রস** প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। "কনকসুন্দর ও আনন্দভৈরবের উপাদান গুলির পরিচয় জ্বরাতিসার ক্ষেত্রে বলা যাইবে। সন্নিপাত জ্বরের অন্যান্য ঔষধও অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। অতীসার নিবারণের জন্য জায়ফল ঘসিয়া তলপেটে ও নাভির চারিপার্শ্বে প্রলেপ দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা। প্রস্রাব করাইবার জন্য হিমসাগরের পাতার রস—বজ্রক্ষারের সহিত প্রয়োগ করিলে সুফল দর্শে। এই রোগে নানাপ্রকার উপদ্রব হয়, সুতরাং উপদ্রব নিবারণের জন্য সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃৎ।

প্লীহা ও যকৃৎ—জ্বরের দুইটি আনুসঙ্গিক রোগ। জ্বরে বেশীদিন ভুগিলেই প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপ অবস্থায় কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া জ্বর, কালা জ্বর বা বিষম জ্বরের সহিত এই প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি দেখিলে ইতঃপূর্ব্বে জ্বর নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধ বলা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন প্লীহা ও যকৃদধিকারোক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

লোকনাথ রস—জীর্ণ জ্বরের সহিত প্লীহার বিবৃদ্ধিতে ব্যবস্থা করিবে।

লোকনাথ রসের উপাদান—

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব মর্দ্দয়েৎ॥

রসত্রিগুণ লৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্।
বরাটিকায়া ভস্মাথ পারদ ত্রিগুণং কুরু ॥
নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদ্ যত্নতো ভিষক্।
পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকটি ১ তোলা করিয়া লইয়া কজ্জলী করিবে, তাহার পর উহার সহিত ১ তোলা অভ্র মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে, তাহার পর লৌহ, তাম্র ও কড়িভস্ম ইহাদের প্রত্যেকটি ৩ তোলা করিয়া লইয়া উহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মাড়িয়া গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে।

অনুপান—

মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়াং বা হরীতকীম্।
অজাজ্জীং বা গুড়েনৈব ভক্ষয়েদনুপানতঃ ॥

মধু ও পিপুল চূর্ণ অথবা পুরাতন গুড় ও হরীতকী অথবা পুরাতন গুড় ও জীরা চূর্ণ † অনুপানে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

পারদ—বাতপিত্ত কফ নাশক।

গন্ধক—কফবাতঘ্ন।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক এবং প্লীহা প্রভৃতি বিনাশক।

লৌহ—কফপিত্ত নাশক ও প্লীহঘ্ন।

তাম্র—কফপিত্তঘ্ন।

কড়িভস্ম—আগ্নেয়।

† শাস্ত্রকার "লোকনাথ রসে"র অন্যতম অনুপান পুরাতন গুড় ও জীরাচূর্ণ ব্যবস্থা করিলেও জীরাচূর্ণ অনুপানে মলবদ্ধতা দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ জীরার প্রধান গুণ অতীসার নাশক। এজন্য এ অনুপানটীর ব্যবহার না করাই ভাল।

আর এক প্রকার "লোকনাথ রস" আছে, তাহার উপাদান—

রসগন্ধৌ সমৌকৃত্বা মর্দ্দয়েদর্দ্ধ যামকম্।
রসতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং দ্বিগুণং লৌহ তাম্রকম্॥

তাম্রস্য দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দ্দক সমুদ্ভবম্।
নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দ্দয়েদতিনির্জনে॥

ততো লঘুপুটং দত্ত্বা সুপীতং গ্রাহয়েত্তথা।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্দকদ্রবৈঃ খদিরত্বগ্ রসং পিবেৎ॥

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা, একত্র ৪ দণ্ড মর্দ্দন করিয়া তাহার পর অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের রস দ্বারা এক প্রহর বাটিয়া লঘুপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস, ইহা সেবনান্তে খদির মিশ্রিত জল পান করিতে হয়।

পারদ—ত্রিদোষ প্রশমক।

গন্ধক—কফবাতঘ্ন।

অভ্র ত্রিদোষঘ্ন।

লৌহ—কফপিত্তঘ্ন।

তাম্র—কফপিত্তঘ্ন।

কড়িভস্ম—আগ্নেয়।

উপরোক্ত দুইটি ঔষধের উপাদানও যেরূপ একপ্রকার, সেইরূপ ঔষধ দুইটিও সমগুণ বিশিষ্ট, সুতরাং ঐ দুইটির কোন একটি ব্যবস্থা করিলেই প্লীহার বিবৃদ্ধিতে সুফল পাওয়া যায়।

কেহ কেহ উপরোক্ত দুই প্রকার "লোকনাথ রসে"র একটিও ব্যবহার না করিয়া বৃহল্লোকনাথ রস ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বৃহল্লোকনাথ রসের উপাদান—

শুদ্ধ সূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে কুর্য্যাচ্চ কজ্জলম্।
সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা॥
ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ॥
সূতান্নবগুণং দেয়ং বরাটী সম্ভবং রজঃ॥
কাকমাচী রসেনৈব সর্ব্বং তদ্ গোলকী কৃতম্।
ততো গজপুটে পাচং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে, তাহার পর উহার সহিত এক তোলা অভ্র মিশাইয়া, ঘৃত কুমারীর রস দ্বারা মাড়িয়া তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা মিশাইয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলাকার করিবে; তাহার পর গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, অনুপান মধু। অনেকে এই ঔষধ পানের রস ও মধু দিয়াও ব্যবস্থা করেন।

যে কয় প্রকার "লোকনাথ রসে"র কথা বলা হইল—ইহারা যে কেবলই প্লীহানাশক তাহা নহে, পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণের ফলে ইহাদের সকল গুলিই জ্বরঘ্ন। বিষম জ্বরে পাণ্ডুকামলা প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও এ কয়টীর কোন একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। তবে এ ঔষধগুলি সর্ব্বাপেক্ষা শিশুশরীরে অধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

"মাণকাদি গুড়িকা" জ্বরের সহিত প্লীহার বিবৃদ্ধিতে বিশেষ কার্য্যকারী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠ পরিষ্কারের

প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 'মাণকাদি গুড়ি' প্রয়োগে সে উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধি হইয়া থাকে।

"মাণকাদি গুড়িকা" দুই প্রকার, স্বল্প ও বৃহৎ। নিম্নে দুইটিরই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

স্বল্পমাণকাদি গুড়িকা—

মাণমার্গামৃতা বাসা স্থিরা সৈন্ধব চিত্রকম্।
নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥
বিড়সৌবর্চ্চলক্ষার পিপ্পল্যশ্চাপি কার্ষিকাঃ।
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্যাঢ়কে পচেৎ॥
সান্দ্রীভূতে গুড়ী কুর্য্যাদ দত্ত্বা ত্রিপল মাক্ষিকম্।

পুরাতন মাণকচু, আপাংভস্ম, গুলঞ্চ, বাসক মূলের ছাল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁঠ ও তালজটা ভস্ম—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং বিটলবণ, সচল লবণ, যবক্ষার ও পিঁপুল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইয়া ২৪ তোলা মধু মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ৷।০ তোলা।

ইহার উপাদান গুলির কার্য্য কি—

মাণ—

মাণকঃ শোথ হৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্ত হরো লঘুঃ।

মাণ—শোথ নাশক, শীতল, রক্তপিত্ত শান্তিকর ও লঘু।

আপাংমূল—

অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপন স্তিক্তকঃ কটুঃ।
পাচনোরোচনশ্ছর্দ্দি কফ মেদোঽনিলাপহঃ॥
নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মার্শঃ কণ্ডু শূলোদরাপচীঃ।

অর্থাৎ—অপামার্গ—সর, তীক্ষ্ণ, দীপক, তিক্ত, কটু, পাচক ও রোচক। ইহার দ্বারা বমন, কফ, মেদোরোগ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শ, কণ্ডু, শূল, উদর রোগ ও অপচী উপশমিত হয়।

গুলঞ্চ—

দোষত্রয়াম্ তৃড় দাহমেহকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্।
কামলাকুষ্ঠবাতাস্রজ্বর ক্রিমিবমীন হরেৎ॥
প্রমেহ শ্বাস কাশার্শঃ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ বাতনুৎ॥

অর্থাৎ—আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, প্রবল হৃদ্রোগ ও বায়ু রোগে শান্তি কারক।

বাসক মূলের ছাল—

বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ।
তিক্তস্তবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিনুৎ॥
শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠ ক্ষয়াপহঃ॥

বাসক—বায়ূকারক, স্বরশোধক, তিক্ত, কষায়, হৃদ্য, লঘু ও ও শীতল। কফবৃদ্ধি, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা রোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগে উপকারী।

শালপাণি—

শালপর্ণীগরচ্ছর্দ্দি জ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ।
শোষদোষ ত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী॥
তিক্তা বিষহরী স্বাদুঃ ক্ষতকাস ক্রিমিপ্রণুৎ

অর্থাৎ—ইহা পুষ্টিকর, রসায়ন, তিক্ত, বিষঘ্ন, স্বাদু ও ত্রিদোষনাশক বমন, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, ক্ষত, কাস ও ক্রিমি রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষ নাশক।

চিতামূল—

চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণো গ্রহণী-কুষ্ঠ-শোথার্শঃ-ক্রিমি কাসনুৎ॥
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃ শ্লেষ্ম পিত্তনুৎ।

অর্থাৎ চিতা—পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও গ্রাহী। গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ ও পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট করিয়া থাকে।

শুঁঠ—কফ ও নাশক।

তালজটা ভস্ম—আগ্নেয়।

বিটলবণ—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।

সচললবণ—ভেদক, বায়ূ নাশক ও অগ্নিদীপ্তি কারক।

যবক্ষার—

যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ।
নিহন্তি শূল বাতাম-শ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্॥
পাণ্ড্বর্শো গ্রহণা গুল্মানাহ প্লীহহৃদাময়ান্॥

অর্থাৎ—যবক্ষার—লঘু; স্নিগ্ধ; অতি সূক্ষ্ম, অগ্নিকর। ইহা শূল, বায়ু, আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। প্লীহায় বিশেষ কার্য্যকারী।

গোমূত্র—

প্লীহোদর শ্বাসকাসশোষবর্চ্চো গ্রহাপহম।
শূল গুল্মরুজানাহ-কামলা পাণ্ডুরোগ হৃৎ॥

অর্থাৎ—গোমূত্র সেবনে প্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, কাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডু রোগ নিবারিত হয়।

বৃহন্মাণ কাদি গুড়িকা—

মাণমার্গ স্থিরা বহ্নি স্নুহ্নী নাগর সৈন্ধবম্।
তালরঙ্গং ক্রিমিঘ্নঞ্চ হবুষং চবিকা বচা॥
বিড সৌবর্চ্চল ক্ষার পিপ্পলীশরপুঙ্খকম্।
জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষকদ্বয়ম্।
সার্দ্ধাঢ়কে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্ব সুচূর্ণিতম্।
সান্দ্রীভূতে ক্ষিপে দেষাং চূর্ণকং কর্ষ সম্মিতম্॥
অজাজী ত্র্যষণ হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শঠী।
ত্রিবৃদ্দন্তী বিশালাচ দত্ত্বা ত্রিপল মাক্ষিকম্॥

পুরাতন মাণকচু, আপাংমূলভস্ম, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটা, ভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ (অভাবে ধনে) চই, বচ, বিটলবণ, যবক্ষার, পিঁপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধামাদারের মূল,—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৪ তোলা এবং গোমুত্র ২৪ সের। সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড়, শঠী, তেউড়ী, দন্তীমূল, ও রাখালশসার মূল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত ২৪ তোলা মধু মিশাইবে।

মাণকচু—শোথ নাশক।

চিতামূল—ত্রিদোষনাশক।

সিজমূল—

সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলামাষ্ঠীলিকাধ্মান কফগুল্মোদরা নিলান্॥

উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শঃশোথমেদোহশ্মপাণ্ডুতাঃ।
ব্রণশোথজ্বরপ্লীহবিষদূষী বিষং হরেৎ ॥

অর্থাৎ ইহা তীক্ষ্ণ বিরেচক, অগ্নিদীপক, কটুরস ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলিকা, উদরধ্মান, কফ, গুল্ম, জঠর, বায়ু, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণশোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ বিনাশক।

শুঁঠ—কফ ও বাতঘ্ন।

সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষঘ্ন।

তালজটাভস্ম—আগ্নেয়।

বিড়ঙ্গ—

"শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্মক্রিমিবাতবিবন্ধনুৎ"।

শূল, আধ্মান, উদর রোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু ও মলবদ্ধতা নিবারণ করে।

হবুষ—

হবুষাদীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদর সমীরার্শো-গ্রহণী গুল্ম শূলহৃৎ ॥

অর্থাৎ—ইহা অগ্নির উদ্দীপক, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায় ও গুরু। ইহা পিত্ত, উদররোগ, বায়ু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূল রোগ নষ্ট করে।

চই—

রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফ বাতোদরাপহম্।
আনাহ প্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাস ক্ষয়াপহম্ ॥
* * * বিশেষাগুদজাপহম্।

ইহা রুক্ষ, পিত্তকর, ভেদি, কফ, বায়ু, উদর রোগ, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা অর্শ নাশক।

বচ—

বিবন্ধাধ্মান শূলঘ্নী শকৃন্মূত্র বিশোধিনা
অপস্মার কফোন্মাদ-ভূতজন্তু নিলান হরেৎ ॥

অর্থাৎ—বিবন্ধ, আধ্মান, কফ জন্ত উন্মাদ, অপস্মার ও শূল রোগে ইহা হিতকর। ইহা সেবনে মল মূত্র বিশুদ্ধ ও ভূতাদি ভয় দূরীভূত হয়।

বিটলবণ—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।

যবক্ষার—প্লীহা নাশক।

পিঁপুল—প্লীহা নাশক।

শরপুঙ্খ—

শরপুঙ্খো যকৃৎ প্লীহ গুল্ম ব্রণ বিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র শ্বাসজ্বর হরোলঘুঃ ॥

ইহা প্রয়োগে যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হয়।

জীরা—জরঘ্ন ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

পালিধামাদারেমূল—

পারিভদ্রোঽনিল শ্লেষ্ম শোথ মেদঃ ক্রিমি প্রনুৎ।

অর্থাৎ—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, শোথ, মেদারোগ ও ক্রিমিনাশক।

গোমূত্র—প্লীহানাশক।

কৃষ্ণজীরা—জরঘ্ন।

শুঁঠ—বায়ু ও বিবন্ধনাশক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

হিং—

হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাস নুৎ।
শূলগুল্মোদরানাহ ক্রিমিঘ্নং পিত্ত বর্দ্ধনম্।
স্ত্রীপুষ্প জননং বল্যং মূর্চ্ছাপস্মার হৃৎপরম্ ॥

অর্থাৎ—হিঙ্গু—উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক। তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ ও ক্রিমি, মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগ নষ্ট হয়।

যমানী—

যমানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনীচ তথা তিক্তা পিত্তলা বান্তি শূলহৃৎ॥
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ গুল্ম প্লীহ ক্রিমি প্রণুৎ॥

ইহা পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ,উষ্ণ, কটু, লঘু ও অগ্নির উদ্দীপক, তিক্ত, পিত্তকারক, বমি ও শূল নাশক। বাতশ্লেষ্মা, উদররোগ, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি নষ্ট করিয়া থাকে।

কুড়—

হন্তি বাতাস্র বীসর্প কাসকুষ্ঠ মরুৎ কফান্।

অর্থাৎ—ইহা দ্বারা বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নষ্ট হয়।

শটী—

কর্চ্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এবচ।
সুগন্ধীঃ কটুপাকস্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ॥
উষ্ণোলঘুঃ হরেচ্ছ্বাসঃ গুল্মবাত কফক্রিমীন্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখজাড্যনুৎ॥

অর্থাৎ ইহা অগ্নিরদ্দীপক, রোচক, কটু, তিক্ত, সুগন্ধি, উষ্ণ ও লঘু। কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা ইহা সেবনে নষ্ট হইয়া থাকে।

তেউড়ী—তেউড়ী দ্বিবিধ, শ্বেতা ও শ্যামা। শ্যামা ত্রিবৃৎ সাধারণতঃ ব্যবস্থা করা উচিত নয়, কারণ উহার বিরেচনশক্তি অতি

তীক্ষ্ণ। আমরা নিম্নে শ্যামা ত্রিবৃৎ যে সকল অবস্থায় প্রযুক্ত তাহাই লিখিতেছি।

শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচিনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরনুৎ।
রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্ম পিত্তশোথোদরাপহা॥

অর্থাৎ ইহা রেচক, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ু নাশক ও রুক্ষ। ইহার দ্বারা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, পৈত্তিক শোথ ও উদর রোগ নিবারিত হয়।

দন্তীমূল—

দন্তীদ্বয়ং + সরংপাকে রসে চ কটুদীপনম্।
গুদাঙ্কুরাশ্ম শূলার্শঃ কণ্ডূ কুষ্ঠ বিদাহনুৎ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র কফশোথোদর ক্রিমীন্।

দুই প্রকার দন্তীই বাতাদি নিঃসারক। পাকে ও রসে কটু, অগ্নিদীপ্তিকারক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ। অর্শঃ, আম শূল, রক্তদোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, দাহ, রক্তপিত্ত, কফ, শোথ, উদর রোগ ও ক্রিমি রোগে প্রযুজ্য।

রাখালশসার মূল—

গবাদনীদ্বয়স্তিক্তং পাকে কটুসরং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্তককফ প্লীহোদরাপহম্॥
শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠগুল্মগ্রন্থিব্রণ প্রণুৎ।
প্রমেহ মূঢ় গর্ভাম-গণ্ডাময় বিষাপহম্॥

অর্থাৎ দ্বিবিধ ইন্দ্র বারুণীই তিক্ত রস, কটু বিপাক, সারক, লঘু ও উষ্ণবীর্য্য। কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, মেহ, মূঢ়গর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড ও বিষদোষে প্রযুজ্য।

"অর্ক লবণ"—নামক ঔষধটি প্লীহা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা

+ দন্তী দুইপ্রকার, লঘু দন্তী ও বৃহদ্ দন্তী।

করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। **ইহার উপাদান—আকন্দ পত্র ও সৈন্ধব লবণ। সমান ভাগ। অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া দধির মাত্ অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা দিতে হয়।** মাত্রা /০ এক আনা।

কয়েকটি যোগ।—(১) তাল জটাভস্ম এক আনা মাত্রায় লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত প্লীহা রোগে সেবনের ব্যবস্থা দিলেও উপকার হইয়া থাকে। (২) চিতার মূল বাটিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিয়া পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া একবার করিয়া প্লীহার রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা দিলে অনেক স্থলে ২।৩ দিনে প্লীহা সারিয়া গিয়াছে দেখা গিয়াছে। (৩) শিশুদিগের প্লীহায় **"গুড় পিপ্পলী"** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **'গুড়পিপ্পলীর** উপাদান—

বিড়ঙ্গ ত্র্যূষণং কুষ্ঠং হিঙ্গুল'বণ পঞ্চকম্।
ত্রিক্ষারং ফেনকং বহ্নিঃ শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥
তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্য চ।
অপামার্গস্য চিঞ্চায়াশ্চূর্ণানি চিক্কণানি চ॥
সর্ব্বচূর্ণং সমং দেয়ং চূর্ণমত্র কণোদ্ভবম্।
এতস্মাদ্ দ্বিগুণাচ্চূর্ণাৎ পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ।
মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাকে মোদকানুপকল্পয়েৎ॥
ভক্ষয়েদুষ্ণ তোয়েন প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্।
যকৃতং পঞ্চ গুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্॥

(১) অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেন্নরঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহাগুল্মোদরাপহম্।
(২) তালপুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।
(৩) চিত্রকস্য মূলং পিষ্টা কৃত্বাতু বটিকাত্রয়ম্।
কদলীপক্ক মধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহ নাশনম্॥

জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চবিধং তথা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা শ্রেষ্ঠা বালানাং গুড়পিপ্পলী॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিঁপুল মরিচ, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিঁপুল, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাঁটা ভস্ম, আপাংভস্ম ও তেঁতুল ছাল ভস্ম—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা ও পিঁপুল চূর্ণ ২২ তোলা এবং পুরাতন ইক্ষু গুড় ৮৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা দুই আনা হইতে অর্দ্ধতোলা। অনুপান উষ্ণজল।

এখন দেখা যাউক ইহার উপাদানগুলিতে আমরা কি কি গুণ প্রাপ্ত হইতেছি—

বিড়ঙ্গ—শ্লেষ্মা, ক্রিমি ও মলবদ্ধ নিবারক।
শুঁঠ—কফ, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।
পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।
কুড়—বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রশমক।
হিং—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

পঞ্চলবণ—

সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক।
সচল—বায়ু নাশক, রোচক, ভেদক।
বিড়—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।
সামুদ্র—বায়ু নাশক।
সাম্ভার—বায়ু নাশক।
যবক্ষার—প্লীহঘ্ন।

সাচিক্ষার—

স্বর্জ্জিকাল্প গুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্ম শূলহৃৎ।

সর্জ্জিকাক্ষারের গুণ যবক্ষার অপেক্ষা মৃদু কিন্তু ইহা গুল্ম ও শূলরোগ বিশেষ উপকার করে।

সোহাগা—অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফঘ্ন ও বায়ু পিত্তজনক।

সমুদ্রফেনা—প্লীহানাশক, কফ প্রশমক।

চিতামূল—ত্রিদোষঘ্ন।

গজপিঁপুল—

গজকৃষ্ণা কটুর্বাত শ্লেষ্মহৃদ্বহ্নিবর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসার শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন্॥

ইহা কটু, বাতশ্লেষ্ম নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ। অতিসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি রোগে ব্যবস্থেয়।

কৃষ্ণজীরা—জ্বরঘ্ন।

তালজটাভস্ম— } প্লীহানাশক এবং দীপক
কুমড়ার ডাঁটা ভস্ম } প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আপাংভস্ম—দীপক, সারক।

তেঁতুল ছালভস্ম—শূলঘ্ন।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন, বিশেষতঃ প্লীহায় সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী।

এই "গুড় পিপ্পলী" নামক ঔষধটি শিশুদিগের প্লীহা এবং জীর্ণজ্বরে সত্য সত্যই মহৌষধ। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগেও জীর্ণ জ্বর ছাড়াইতে পারা যায় নাই, সে অবস্থায় "গুড়পিপ্পলী"র ব্যবস্থায় অল্পদিনেই সুফল হইয়াছে। শিশুদিগের দুর্জ্জয় প্লীহা এই পরম কল্যাণকর মহৌষধ সেবনে অল্প দিনেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

শিশুদিগের প্লীহায় যেমন গুড়পিপ্পলী, বয়স্কদিগের জন্য সেইরূপ "**অভয়ালবণে**"র ব্যবস্থা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয়

চিকিৎসকদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। সকল প্রকার প্লীহা এবং জীর্ণ জ্বরে ইহার মত আর একটিও ঔষধ নাই।

অভয়ালবণ প্রস্তুতের নিয়ম—

পারিভদ্র পলাশার্ক স্নুহ্যপামার্গ চিত্রকান্।
বরুণাগ্নিমন্থ বস্থ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
পূতিকাস্ফোত কুটজ কোষাতক্যঃ পুনর্ণবা।
সমূলপত্রশাখাশ্চ খোদয়িত্বা উদূখলে॥
তিলনাল প্রদীপ্তাগ্নি সুদগ্ধং ভস্ম শীতলম্॥
ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বাতু ন্যসেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নবে॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্কেন স্রাবয়িত্বা বিচক্ষণঃ॥
প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধঞ্চ হরীতকীম্।
তুল্যাম্বুভাগং গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
কিঞ্চিৎসবাষ্পা সান্দ্রে চ সম্যক সিদ্ধেঽবতারিতে।
অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু যমানী পৌষ্করং শঠী॥
এতৈরর্দ্ধ পলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।
অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥
ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমান্ অনুপানং যথাহিতম্।
যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ॥
যকৃৎ প্লীহোদরানাহ গুল্মাষ্ঠিলাগ্নিসাদজিৎ।
হন্যাচ্ছিরোঽর্ত্তি হৃদ্রোগং শর্করাশ্মরীনাশনং॥

পালিধা মাদারের ছাল, পলাশ ছাল, আকন্দ, সিজের ছাল, আপাং, চিতামূল বরুণছাল, গণিয়ারি ছাল, শ্বেত পুনর্ণবা, গোক্ষুর, বৃহতী;

কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্ণবা—এই দ্রব্য গুলি উদূখলে কুটিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখবন্ধ করিয়া তিলনালের কাষ্ঠে জ্বাল দিবে। তাহার পর ভস্ম হইলে উহা হইতে /২ দুই সের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর উপরে স্থাপন পূর্ব্বক উহাতে সৈন্ধব লবণ /২ দুই সের, হরীতকী /১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড় ও শঠী—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। অনুপান গরম জল।

ইহার উপাদান গুলির গুণ

পালিধাছালের ক্ষার—ইহা বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক, শোথ নিবারক, বলকর, সারক, প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

পলাশের ছালের ক্ষার—ইহা অগ্নিদীপ্তিকারক, সারক ও বলঃ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আকন্দক্ষার—বায়ু নাশক, প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নিবারক।

সিজের ছালের ক্ষার—রেচক,—অগ্নির উদ্দীপক, জ্বর ও প্লীহা নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আপাং ক্ষার—দীপক, সারক, পাচক গুণবিশিষ্ট।

চিতামূলের ক্ষার—বাতশ্লেষ্মানাশক, পিত্তশ্লেষ্মা প্রশমক ও অগ্নি কারক।

বরুণছালের ক্ষার—ভেদক, আগ্নর উদ্দীপক।

গণিয়ারিছালের ক্ষার—শোথ ও পাণ্ডু নাশক।

শ্বেত পুনর্ণবার ক্ষার—কফ নাশক, পিত্ত নিবারক।

গোক্ষুরের ক্ষার—দীপক, শুক্রজনক, বস্তিশোধক ও বায়ু প্রশমক।

বৃহতীর ক্ষার—জ্বর নাশক, শূল নিবারক, শ্লেষ্ম প্রশমক।

কণ্টকারীর ক্ষার—কাস, শ্বাস, জ্বর ও হৃদ্রোগ নিবারক।

নাটার ক্ষার—জ্বর নিবারক।

হাফরমালীর ক্ষার—ভগ্ন ও ক্ষত নিবারক।

কুড়চির ছালের ক্ষার—অগ্নির উদ্দীপক, জ্বর, আমদোষ প্রভৃতি নাশক।

ঘোষালতার ক্ষার—পাণ্ডুনাশক, ক্ষুধার উদ্রেক কারক।

পুনর্ণবার ক্ষার—কফ নাশক, পিত্ত নিবারক প্রভৃতি।

সৈন্ধব লবণ—অগ্ন্যুদ্দীপক, বলকারক ও ত্রিদোষ প্রশমক।

হরীতকী—বিষম জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি নিবারক, ত্রিদোষ নাশক।

গোমুত্র—

গোমূত্রং কটুতীক্ষোষ্ণং ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্।
লঘ্বগ্নি দীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফ বাতহৃৎ॥
শূল গুল্মোদরানাহ কণ্ড্বক্ষি মুখরোগজিৎ।
কিলাসগদবাতাম বস্তিরুক্কুষ্ঠ নাশনম্॥
কাসশ্বাসাপহং শোথকামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ॥

অন্যচ্চ—

প্লীহোদর শ্বাসকাস শোথবর্চ্চোগ্রহাপহম্।
শূলগুল্মরুজানাহ-কামলা পাণ্ডুরোগহৃৎ॥

অর্থাৎ গোমূত্র—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্ষারগুণযুক্ত, তিক্ত, কষায়, লঘু,

† ক্ষারের গুণ—ক্ষার মাত্রেই অগ্নিকারক, গুল্ম ও শূল নিবারক। তদ্ভিন্ন যে যে দ্রব্যের ক্ষার প্রস্তুত করা হয়, সেই সেই ক্ষারে সেই সেই দ্রব্যের গুণ নিহিত থাকে।

অগ্নিদীপ্তিকারক, স্মরণশক্তি বৰ্দ্ধক, পিত্ত, কফ ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। ইহা ব্যবহারে শূল, গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ, কণ্ডূ, নেত্ররোগ, কিলাস, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, আনাহ, শোথ, কামলা ও পাণ্ডু রোগ প্রশমিত হয়।

গোমূত্র সেবনে প্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, কাস, শোথ, মলরোধ, শূল, গুল্ম, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণজীরা - জ্বরঘ্ন, পাচক, শুক্রবৰ্দ্ধক, বলকারক, কফনাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

শুঁঠ—জ্বর, শূল, কাস ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি নিবারক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক, অগ্নির উদ্দীপক, প্লীহা নাশক ও রসায়ন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক, দীপন, শূল ও ক্রিমি প্রভৃতি নিবারক।

হিং—পাচক, বাতশ্লেষ্মা, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি নিবারক।

যমানী—পাচক, শূলনাশক, বাতশ্লেষ্মা নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক প্রভৃতি।

কুড়—বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নাশক।

শটী—

—কুষ্ঠার্শো ব্রণ কাসনুৎ।
উষ্ণোলঘুঃর্হরেচ্ছ্বাসং গুল্ম বাতকফ ক্রিমীন্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখজাড্যনুৎ।

ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নষ্ট করে।

যেখানে প্লীহার অবস্থা অতিশয় ভীষণ হইয়া থাকে, স্মরণ রাখিতে হইবে, সেখানে এই "অভয়ালবণ"ই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্য যে সকল

ঔষধই ব্যবস্থা করা হউক না কেন, একবার করিয়া "অভয়া লবণ" ব্যবস্থা করা একান্তই দরকার।

চিত্রকাদি লৌহ নামক প্লীহানাশক ঔষধটি সাধারণ প্লীহা-জ্বরে ব্যবস্থা করিয়াও আমরা সুফল দর্শিতে দেখিয়াছি। **চিত্রকাদি লৌহের** উপাদান গুলি এই—

চিত্রকং নাগরং বাসা গুড়ূচী শালপর্ণিকা।
তালপুষ্পমপামার্গো মাণকং কার্ষিকত্রয়ম্।
লৌহমভ্রকণাতাম্রং ক্ষারকো লবণানি চ॥
পৃথক কর্ষাংশমেতেষাং চূর্ণমেকত্র চিক্কণম্।
চতুঃ প্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা॥
সিদ্ধ শীতং সমুদ্ধৃত্য মাক্ষিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ।
চিত্রকাদিরয়ং লৌহো গুল্ম প্লীহোদরাময়ম্॥
যকৃতং গ্রহণীং হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুদভ্রংশং প্রবাহিকাম্॥

চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটা ভস্ম, আপাং-মূল ভস্ম ও পুরাতন মানকচু—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৬ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, পিঁপুল, তাম্র, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ /৬ ছয় সের গোমূত্রে মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিয়া পাক শেষ হইলে ১৬ তোলা মধু নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবনে গুল্ম, প্লীহা, উদরী ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

উপাদান গুলির গুণ—চিতামূল—গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ ও পিত্তশ্লেষ্মা নাশক।

শুঁঠ—পাচক, কফ ও বায়ুনাশক, শ্বাস, শূল ও কফ প্রভৃতি নিবারক।

বাসকমূল—শ্লেষ্মঘ্ন।

গুলঞ্চ—আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শ ও বায়ু নাশক।

শালপাণি—পুষ্টিকারক, রসায়ন ও ত্রিদোষ নাশক।

তালজটা ভস্ম—দীপক।

আপাংমূল ভস্ম—সর, তীক্ষ্ণ, দীপক, পাচক ও রোচক।

পুরাতন মাণকচু—শোথনাশক, শীতল, রক্তপিত্ত শান্তিকর।

লৌহ—শূল, শোথ, প্লীহা ও মেহ প্রভৃতি নিবারক।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক, প্লীহা ও উদরী প্রভৃতি নিবারক।

পিঁপুল—প্লীহা নাশক, বাতশ্লেষ্মঘ্ন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

তাম্র—পাণ্ডু, উদরী, অর্শ, জ্বর, কাস, শ্বাস, ক্ষয় প্রভৃতি নিবারক।

যবক্ষার—শূল, বায়ু আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস প্রভৃতি নিবারক।

পঞ্চলবণ—

সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক।

সচল—বায়ু নাশক, ভেদক, উদ্গার শুদ্ধি কারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

বিড়—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।

সামুদ্র—বায়ু নাশক কিন্তু কফবর্দ্ধক।

সাম্ভার—বায়ু নাশক, ভেদক ও পিত্তবর্দ্ধক।

গোমূত্র—শূল, গুল্ম ও উদর প্রভৃতি রোগ নাশক।

"রোহিতক লৌহম্" নামক এক প্রকার ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াও অনেক সময় প্লীহা ও যকৃৎ রোগে শুভফল পাওয়া যায়।

উহার উপাদান ;—

রোহিতক সমাযুক্তং ত্রিকত্রয় যুতঃস্তয়ঃ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়॥

রোহিতক ছাল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতামূল—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ১০ তোলা। একত্র জল দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী।

রোহিতক—প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম প্রভৃতি নিবারক।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক।

পিপুল—প্লীহা নাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

বিড়ঙ্গ—শ্লেষ্ম নাশক।

মুথা—জ্বরঘ্ন, অতিসার নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

চিতামূল—প্লীহা নাশক; বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মা প্রভৃতি নিবারক।

প্লীহার বিবৃদ্ধি অবস্থায় প্রাতে "অভয়ালবণ, বৈকালে "রোহিতকলৌহের" ব্যবস্থা—অবস্থা বিবেচনায় মন্দ নহে। অনেক সময় জীর্ণ ক্ষেত্রে ইহার সহিত একবার করিয়া **মহা মৃত্যুঞ্জয় লৌহ"** বা **"সর্ব্বেশ্বর লৌহ"** ব্যবস্থা করিলে জীর্ণ জ্বর ও প্লীহা-যকৃতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে।

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহম্‌—

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং তথা।
গন্ধস্য দ্বিগুণং লৌহং মৃততাম্রং চতুর্গুণম্‌॥
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং বিড়ং বরাটী শঙ্খভস্মকম্‌।
চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা॥
রোহিতং ত্রিবৃতা চিঞ্চা বিশালা ধলমর্কটম্‌।
অপামার্গ তারলগুমল্লিকা চ নিশাদ্বয়ম্‌॥
প্রিয়ঙ্গিন্দ্র যবং পথ্যাচাজমোদা যমানিকা।
ভুখকং শরপুঙ্খা চ যকৃন্মর্দ্দো রসাঞ্জনম্‌॥

প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্দ্রক দ্রবৈঃ।
গুড়ূচ্যাঃস্বরসেনাপি মধুনঃ কুড়বার্দ্ধকম্॥
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জাষ্ট প্রমিতাং পুনঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া উহার সহিত অভ্র ১ তোলা. লৌহ ও ২ তোলা, তাম্র ৪ তোলা এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিং, কট্‌কী, রোহিতক ছাল, তেউড়ী, তেঁতুল ছাল ভস্ম, রাখালশসার মূল, ধল আঁকড়ার মূল, আপাংভস্ম, তালজটা ভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতে, শরপুঙ্খ, রোহিতক ছাল ও রসাঞ্জন—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ১৬ তোলা মধু দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক ৮ রতি বটি করিবে। দোষানুযায়ী অনুপান সহ প্রযুজ্য।

দ্রব্যগুলির গুণ পরিচয়—নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—সারক, বায়ুনাশক ও কফঘ্ন। লৌহ—কফপিত্ত নাশক। তাম্র—কফপিত্তনাশক। যবক্ষার—শূলঘ্ন, বায়ুর অনুলোমক। সাচিক্ষার—বায়ুর অনুলোলক। সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। বিট—কফ ও বায়ুর অনুলোমক। কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম—আগ্নেয়। চিতামূল—বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মা প্রশমক। মনঃশিলা—কফনাশক। হরিতাল—জ্বরনাশক। হিং—পাচক, বাতশ্লেষ্মা নিবারক। কটকী—ভেদক। রোহিতকছাল—প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক। তেউড়ী—রেচক, বায়ুনাশক, জ্বর ও শোথ নিবারক। তেঁতুলছাল ভস্ম—শূলঘ্ন। রাখাল শসার মূল—দীপন।

শ্বেতআঁকড়ার মূল—

অঙ্কোটকঃকটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তু বরোলঘুঃ।
রেচনঃ ক্রিমি শূলাম শোথগ্রহ বিষাপহঃ॥
বিসর্প কফপিত্তাস্র মূষিকাহি বিষাপহঃ॥

ইহা কটু তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধোষ্ণ, কষায়, লঘু, রেচক ও বিষঘ্ন। ক্রিমি, শূল, আম, শোথ, গ্রহপীড়ন, বিসর্প ও কফজ রক্তপিত্ত রোগে ইহা ব্যবস্থেয়। ইহা দ্বারা সর্প ও মূষিকের বিষ নষ্ট হয়।

আপাংভস্ম—দীপক, সারক। ভালজটা ভস্ম—আগ্নেয়।

অম্লবেতস—

অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্;
হৃদ্রোগ শূল গুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্॥
রুক্ষং বিণ্মূত্র দোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্ত নাশনম্।
হিক্কানাহারুচিশ্বাসং কাসাজীর্ণ বমি প্রণুৎ॥
কফ বাতাময়ধ্বংসি * * * * *

ইহা অতিশয় অম্লযুক্ত, ভেদক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, রোমাঞ্চকারক ও রুক্ষ। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, মূত্রদোষ, মলদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ; অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফজ রোগ ও বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

হরিদ্রা—

হরিদ্রা কটুকা তিক্তারুক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যোত্বগদোষ মেহাস্র শোথপাণ্ডু ব্রণাপহা॥

ইহা কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ ও বর্ণজনক। ইহা ব্যবহারে কফ পিত্ত, ত্বকের দোষ, মেহ, রক্ত দোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ নষ্ট হয়।

দারুহরিদ্রা—

এষোষ্ণা কটুকা তিক্তা নেত্রকর্ণাস্য রোগনুৎ
মেহ কণ্ডূ বিসর্পঘ্নী ত্বগদোষ ব্রণনাশিনী ॥
বিষঘ্নী স্বেদনী পিত্তকফশোথবিনাশিনী ॥

ইহা উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, বিষঘ্ন, স্বেদজনক ও কফপিত্ত নাশক। ইহা ব্যবহারে নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, মেহ, কণ্ডু, বিসর্প, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ ও শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গু—

প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিল পিত্তনুৎ।
রক্তাতিযোগদৌর্গন্ধ্য স্বেদদাহজ্বরাপহা ॥
বান্তি ভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্রজাড্য বিনাশিনী।
গুল্ম তৃড়্ বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্‌গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা ॥

প্রিয়ঙ্গু—শীতল, তিক্ত, কষায়, বাতপিত্তনাশক। অতিশয় রক্তক্ষরণ, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমি, ভ্রম, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষজ রোগ ও মেহ রোগ ইহা ব্যবহারে নষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্রযব—

ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহী কটু শীতলম্।
তিক্তং দাহহরং হন্তি রক্তপিত্তং প্রবাহিকাম্ ॥
জ্বরাতিসার রক্তার্শঃ কৃমি বীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলস্র বাতাস্র শ্লেষ্মশূলজিৎ ॥

ইহা ত্রিদোষ নাশক, সংগ্রাহী, কটু, তিক্ত, শীতল, অগ্নির উদ্দীপক ও দাহনাশক। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত, প্রবাহিকা জ্বর, অতীসার, রক্তার্শঃ, কৃমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শোবলী, বায়ু, রক্তদোষ, শ্লেষ্মা ও শূলরোগ নষ্ট হয়।

হরীতকী—ত্রিদোষনাশক।

বনযমানী—

অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ॥
নেত্রামর় কফচ্ছর্দ্দি হিক্কা বস্তিরুজো হরেৎ।

বনযমানী—কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, বাতশ্লেষ্ম নাশক, উষ্ণ, বিদাহী হৃদ্য, বলকারক, ও লঘু এবং নেত্ররোগ, কফ, বমন, হিক্কা ও বস্তিরোগ নিবারণ করে।

যমানী—

যমানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা বান্তি শূলহৃৎ॥
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ গুল্ম প্লীহ ক্রিমি প্রনূৎ॥

ইহা পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নির উদ্দীপক, তিক্ত, পিত্তকারক, বমি ও শূল নাশক। বাতশ্লেষ্মা, উদররোগ, আনাহ, গুল্ম প্লীহা ও ক্রিমিরোগে ব্যবস্থেয়।

তুঁতে—

তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘুঃ।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ॥
বিষাশ্ম কুষ্ঠকণ্ডূঘ্নং ভিষগভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।

ইহা—কটু, কষায়, ক্ষারবৎ, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদক, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্তঘ্ন, কণ্ড প্রশমক, বিষঘ্ন, কুষ্ঠ নিবারক ও ক্রিমিনাশক।

শরপুঙ্খ—

শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহগুল্মব্রণবিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্রশ্বাসজ্বর হরো লঘুঃ॥

ইহা যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বর নাশক। ইহা তিক্তকষায় ও লঘু।

রসাঞ্জন—

রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম বিষনেত্র বিকারনুৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥

রসাঞ্জন—কটু, উষ্ণ, তিক্ত ও সারক। ইহা ঘনীভূত শ্লেষ্মা প্রভৃতি দুরীভূত করে এবং বিষ, নেত্ররোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

সর্ব্বেশ্বর লৌহম্—

শুদ্ধ সূতং পলং গন্ধং দ্বিপলন্তু লতাভ্রকম্।
ত্রিপলং মৃততাম্রঞ্চ পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিম্॥
জৈপালং চিত্রকং মাণং শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্।
গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং ত্রিবৃতা খরমঞ্জরী।
দণ্ডোৎপলা বৃশ্চিকালী কুলিশং নাগদন্তিকা।
সূর্য্যাবর্ত্তঞ্চ সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ।
ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেৎ শুভেঽহনি॥

পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া উহার সহিত অভ্র ১৬ তোলা, তাম্র ২৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা এবং জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল, ঘেঁটকোল, পিঁপুলমূল, হরীতকী, আমলকী, ড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, আপাং, থুলকুড়ি

শাক, বিছাটীমূল, হাড়জোড়া নাগদন্তী ও হুড়হুড়ে—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া আদার রসে মাড়িয়া উহার সহিত লৌহচূর্ণ ২৪ তোলা মিশাইয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। এই চূর্ণ ৬ রতি পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেব্য।

নিম্নে ইহার **উপাদান গুলির গুণ-পরিচয়** দেওয়া যাইতেছে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—বলক্ষয়ের অপচয়কারক। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। তাম্র—কফ পিত্ত নাশক। স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষ নাশক।

জয়পাল—

জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ।

জয়পাল—গুরু, স্নিগ্ধ, অতিশয় রেচক, ও পিত্তশ্লেষ্ম নাশক।

চিতামূল—বাতশ্লেষ্ম ও পিত্তশ্লেষ্মা নাশক।

পুরাতন মান কচু—

মাণকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ।

ইহা শোথনাশক, শীতল, রক্তপিত্ত শান্তিকর ও লঘু।

ওল—

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডূকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃ কৃন্তনো লঘুঃ,
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহাগুল্ম বিনাশনঃ।

শূরণ অর্থাৎ ওল অগ্নিদীপ্তিকারক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডূকারক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রোচক, কফার্শোনাশক, লঘু, অর্শ রোগীর অতি সুপথ্য, প্লীহা এবং গুল্ম নাশক।

ঘেঁটকোল—

ঘণ্টাকর্ণো ঘণ্টকশ্চ জ্বরশ্লেষ্ম ক্রিমিপ্রনুৎ।

ঘণ্টাকর্ণ বা ঘণ্টক—জ্বর নিবারক, শ্লেষ্মঘ্ন ও ক্রিমিনাশক।

পিঁপুলমূল—

দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু।
রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্॥
আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাস ক্ষয়াপহম্

পিঁপুলমূল—অগ্নির দীপ্তিকারক, কটু, উষ্ণ, পাচক, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক। ইহা সেবনে কফ, বায়ু, উদররোগ, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয়রোগ দূর হয়।

হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফ পিত্ত প্রশমক। শুঁঠ—পাচক, বায়ু ও বিবন্ধনাশক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মা প্রশমক। তেউড়ীমূল—রেচক, বায়ুনাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। আপাং—বায়ুনাশক, শূল ও উদররোগ প্রভৃতি নিবারক। থুলকুড়ি—শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারক।

বিছাটিমূল—

কটুী তিক্তা বৃশ্চিকালী হৃদবক্ত্রপরিশোধিনী।
বলকৃদ্রক্ত পিত্তঘ্না কাসশ্বাস প্রণাশিনী॥
বিষঘ্নী রোচনী বহ্নিমান্দ্যনূজ্বর নাশিনী।

বিছাটি কটু, তিক্ত, হৃদয় বিশোধক, মুখ পরিষ্কারক, বলকর, বিষঘ্নী ও রুচিপ্রদ। রক্তপিত্ত, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর নিবারণ করে।

হাড় জোড়া—

অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্।
উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিঘ্নশ্চ দুর্ণামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ॥

ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, অস্থিসংযোজক, উষ্ণ, সর, ক্রিমিঘ্ন, অর্শো-নাশক, চক্ষুরোগে উপকারক।

নাগদন্তী—কফ পিত্তনাশক;

হুড়্হুড়ে—

স্থবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ।

অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, পাকে স্বাদু, সর, গুরু, কটু, ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, পিত্তজনক নহে। ইহা দ্বারা বিষ্টম্ভ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়।

লৌহ—প্লীহা, অর্শ প্রভৃতি নিবারক।

সকল প্রকার প্লীহা ও যকৃতেই পাণ্ডুরোগোক্ত "নবায়স লৌহ" বিশেষ উপকারী। শিশুদিগের পক্ষে "নবায়স লৌহ" অপেক্ষা "নবায়স মণ্ডূরে" আরও অধিক ফল পাওয়া যায়। "নবায়স মণ্ডূরের" প্রস্তুত প্রণালী "নবায়স লৌহে"রই অনুরূপ, কেবল মাত্র লৌহের পরিবর্ত্তে "মণ্ডূর" দিলেই "নবায়স মণ্ডূর" প্রস্তুত হইল।

"নবায়স লৌহে"র উপাদান—

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ।

নবায়োরজসোভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা। জল দ্বারা মাড়িয়া ৪।৫ রতি বটী।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু প্রশমক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মানাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্মানাশক। হরিতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলা—ত্রিদোষনাশক। বহেড়া—বাতপিত্তনাশক। চিতা—বাতশ্লেষ্ম ও পিত্তশ্লেষ্ম প্রশমক। মুথা—জ্বরঘ্ন। বিড়ঙ্গ—বায়ু ও মলবদ্ধতানাশক। লৌহ—কফ পিত্তনাশক।

রোগের অবস্থা বিবেচনায় এই "নবায়স লৌহ" বা "নবায়স মণ্ডুরে"র সহিত এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা ১ রতি "মকরধ্বজ" মিশাইয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, ইহাতে আর শুভ ফল পাওয়া যায়।

অনুপান—এই "নবায়স লৌহ" বা নবায়স মণ্ডুরের" অনুপান কুলেখাড়ার রস মধু।

যকৃদরি লৌহ—যকৃৎ বিবৃদ্ধির অমোঘ ঔষধ। আমরা সকল স্থলেই এই "যকৃদরি লৌহ" ব্যবহারের মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফল পাইয়াছি।

ইহার উপাদান—

দ্বিকর্ষং লৌহ চূর্ণস্য গগনস্য পলার্দ্ধকম্।
কর্ষং শুদ্ধং মৃতংতাম্রং লিম্পকাজ্ঝ্রি ত্বচঃ পলম্॥
মৃগাজিনভস্ম পলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
নবগুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতি লেবুর মূলের ছাল চূর্ণ ৮ তোলা, ও মৃগচর্ম্ম ভস্ম ৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র জল দ্বারা মাড়িয়া ৯ রতি প্রমাণ বটী।

লৌহ—প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি নিবারক। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। তাম্র—পাণ্ডু, উদরী, জ্বর প্রভৃতি নিবারক। মৃগচর্ম্মভস্ম—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

সকল প্রকার দ্রাবক ঔষধে দারুণ প্লীহা-

যকৃতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েক প্রকার দ্রাবক ঔষধের কথা বলা যাইতেছে।

মহাদ্রাবকো রসঃ—

যবক্ষারস্য ভাগৌ দ্বৌ স্ফটিকারে স্ত্রয়ো মতাঃ।
একীকৃত্য প্রপিষ্যাপি মূত্রৈর্ব্বৎসতরী ভবৈঃ॥
শুষ্কং কৃত্বা ক্ষিপেৎ পাত্রে সৈসকে বস্ত্র লেপিতে।
অন্য সীসক পাত্রন্তু দ্বিমুখং মেলয়েদ্ বুধঃ॥
বৃদ্ধ বৈদ্যোপদেশেন পচেৎ পাত্রস্থমৌষধম্।
ততো জ্বাল ধৃতঃ স্থাপ্যং পাত্রান্তং লভতে রসম্॥
ততো রসং বিনিষ্কৃষ্য স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধ ভাজনে।
লবঙ্গেন বটিং খাদেদথবা মৃত তাম্রকৈঃ॥

যবক্ষার ২ ভাগ, এবং ফটকিরি ৩ ভাগ একত্র বৎসরীর মূত্রে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বস্ত্রলিপ্ত সীসক পাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উপরিভাগে অন্য একটী অধোমুখী সীসক পাত্র স্থাপন করিয়া উভয়ের মুখ রুদ্ধ করিবে। তাহার পর অগ্নিসন্তাপে জ্বাল দিয়া পাত্রস্থ রস গ্রহণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ লবঙ্গচূর্ণ বা জারিত তাম্রসহ সেব্য। মাত্রা ১ রতি।

অন্যবিধ মহাদ্রাবকম্।

বৃষশ্চিত্রমপামার্গশ্চিঞ্চা কুষ্মাণ্ড নাড়িকা।
স্নূহীতালস্য পুষ্পঞ্চ বর্ষাভুর্বেতসং তথা॥
এতেষাং ক্ষারমাহৃত্য লিম্পক স্বরসেন চ।
ক্ষালয়িত্বা ক্ষারতোয়ং বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য গ্রাহ্যং তদ্দ্রবণোচিতম্।
এতস্য দ্বিপলং গ্রাহ্যং যবক্ষার পলদ্বয়ম্॥

স্ফটিকারি পলঞ্চৈব নরসারপলং তথা।
পলার্দ্ধং সৈন্ধবং গ্রাহ্যঃ টঙ্গনং তোলকদ্বয়ম্ ॥
কাসীসং তোলকঞ্চৈব মুদ্রাশঙ্খঞ্চ তোলকম্।
দারুমোচং কর্ষকঞ্চ তোলং সমুদ্রফেনকম্ ॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য বকযন্ত্রেণ সাধয়েৎ।
মহাদ্রাবকমেতদ্ধি যোজ্যঞ্চ রসজারণে ॥
হন্তি গুল্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎ প্লীহোদরাণিচ ॥

বাসক, চিতামূল, আপাং, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল তালজটা, পুনর্ণবা ও বেতসবৃক্ষ—সমস্ত দ্রব্যের ক্ষার পাতিলেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তাহার পর ঐ শুষ্ক ক্ষার ১৬ তোলা, যবক্ষার (সোরা) ১৬ তোলা, ফটকিরী ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সোহাগার খই, ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকোবিষ ২ তোলা এবং সমুদ্রফেন ১ তোলা, সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে।

শঙ্খদ্রাবকঃ—

অর্কঃ স্নুহী তথা চিঞ্চা তিলারগ্বধচিত্রকম্।
অপামার্গ ভস্মসমং বস্ত্রপূতং জলং হরেৎ ॥
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ তত্তু তাবল্লবণতাং গতম্।
লবণেন সমৌ গ্রাহ্যৌ দ্বৌ ক্ষারৌ টঙ্গনং তথা ॥
সমুদ্রফেনং গোদন্তং কাসীসং সোরকা তথা।
দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলঙ্গরসেন চ ॥
কাচকুপ্যান্তু সপ্তাহং বাসয়েদম্লযোগতঃ।
শঙ্খচূর্ণ পলং দত্ত্বা বারুণী যন্ত্রমুদ্ধরেৎ ॥

সর্ব্বধাতূন হরেচ্ছীঘ্রং বরাটী শঙ্খকাদিকান্।
রোগানামুদরাদিনাং সদ্যোনাশকরঃ পরঃ॥

আকন্দছাল, সিজমূল, তেঁতুলছাল, তিলকাষ্ঠ, সোঁদালছাল. চিতা ও আপাং—এই সমস্ত দ্রব্যের ভস্ম সমানভাগে লইয়া জলের সহিত মিশাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর ক্ষারজল যে পর্য্যন্ত লবণত্ব প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তুত লবণ ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্ত হরিতাল, হীরাকস ও সোরা—এই দ্রব্য গুলির প্রত্যেকটি ২ তোলা এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৪ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া টাবা লেবুর রসের সহিত কাচকুপীর মধ্যে পুরিয়া এবং সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিবে। তাহার পর উহার সহিত শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা মিশাইয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে।

অন্যবিধ শঙ্খদ্রাবকো রসঃ—

যোগিণী ভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ।
পশ্চাদ্ যন্ত্রঞ্চ কর্ত্তব্যমেবাহ পরমেশ্বরী॥
রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া॥
শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং সর্জিকাক্ষার টঙ্গনম্।
সমঞ্চ পঞ্চলবণং স্ফটিফারী নিশাদলঃ॥
কাচ্যকূপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা বারুণী যন্ত্রমুদ্ধরেৎ।

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, কটকিরি ও নিশাদল—সমস্ত দ্রব্য সমানভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক কাচকুপীতে নিক্ষেপ করিয়া বারুণী যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা।

এই দ্রাবক এবং সকল প্রকার দ্রাবকই কিছু আহার না করিয়া সেবন করিতে নাই; আহারান্তে সেবন করাই বিধি।

মহাশঙ্খ দ্রাবকঃ—

চিঞ্চাশ্বত্থঃ স্নুহীহ্যর্কোঽপামার্গশ্চ হি পঞ্চম্।
পৃথগ্ ভস্মজলং কৃত্বা তুদ্ধৃত্য লবণানি চ;
টঙ্গনঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জং লবণ পঞ্চকম্।
রামঠং তালকঞ্চৈব লবঙ্গং নরসাদরম্॥
জাতীফলঞ্চ গোদন্তং তাপ্যং গন্ধরসং তথা।
বিষং সমুদ্রফেনঞ্চ সোহরা স্ফটিকারিকা॥
শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভিচূর্ণং পাষাণ সম্ভবম্।
মনঃশিলা চ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
ভাব্যান্তে বেতস রসৈঃ কাচকূপ্যাং ক্ষিপেত্ততঃ।
অত্র দ্রব্যঞ্চ তদ্ দত্ত্বা উষ্ণস্থানেচ ধারয়েৎ॥
বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্তাবৎ যাবৎ স্যাৎ সপ্তবাসরম্।
পশ্চান্মন্দাগ্নিনা দেয়ং বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ॥
কাচকুপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ।
গুঞ্জৈকং পূর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥

তেঁতুল ছাল, অশ্বত্থ ছাল, সিজের ছাল, আকন্দ ছাল, ও আপাং— ইহাদের এক একটি দ্রব্যের ভস্ম দ্বারা ক্ষার জল প্রস্তুত করিয়া অগ্নিসন্তাপে পৃথক পৃথক লবণ প্রস্তুত করিবে। তাহার পর ঐ সকল লবণের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং তাহাদের সহিত সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জাতীফল,* গোদন্ত হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফটকিরী, শঙ্খ-

চূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনঃশিলা ও হীরাকস—ইহাদের প্রত্যেকটির ১ তোলা মিশাইয়া বেতসের রসে ভাবনা দিয়া কাচকুপীতে নিক্ষেপ করিয়া ৭ দিন বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিবে, তাহার পর মন্দাগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা ১ রতি, অনুপান —পান।

শিগ্রু প্রলেপ।—সজিনার ছাল ও রাই সর্ষপ একত্র সমান ভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্লীহায় প্রলেপ দিলে প্লীহা এবং প্লীহোদরের উপকার হয়।

গোমূত্রের স্বেদ প্লীহা এবং প্লীহোদরে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ইহা পান করিলে আরও শুভ ফল দর্শে।

রোহিতক প্রলেপ।—রোহিতক ছাল গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃতে উপকার দর্শে।

প্লীহা ও যকৃতে কয়েকটি কথা—প্লীহা ও যকৃতে রোগীর প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুরাতন গুড় ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে অথবা বিটলবণ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া রাত্রে শয়ন কালে সেবনের ব্যবস্থা করিয়লে প্রত্যহ কোষ্ঠ উত্তম-রূপ পরিষ্কার হয়, এজন্য প্লীহা ও যকৃতের উপশম হইয়া থাকে।

প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠ পরিস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিন্তু **জীর্ণ প্লীহা রোগে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না,** কারণ যদি উদরাময় আসিয়া পড়ে তাহা হইলে রোগীর আর আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। উদরাময় উপস্থিত হইলে "পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ"—যাহা বিষম জ্বরাধিকারে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

প্লীহা অধিক বর্দ্ধিত হইলে নাসিকা এবং দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব

হয়, কখনো কখনো রক্তবমন বা রক্তভেদও হইতে থাকে। এই অবস্থা অতিশয় ভয়প্রদ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর আরোগ্যের আশা অতি অল্প।

প্লীহার বিবৃদ্ধিতে মুখে ক্ষত হইলে—এইরূপ অবস্থায় বাবলাছাল, বকুল ছাল, জামছাল, গাবছাল, ও পেয়ারার পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ফটকিরির চূর্ণ মিশাইয়া গরম গরম সেই জল দ্বারা কবল করিলে উপকার দর্শে। মুখরোগের **খদিরাদি বটিকা** এই অবস্থায় উপকারক।

প্লীহা স্থানে বেদনা নিবারণের জন্য—বন আদা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। যে গোমূত্রের স্বেদের কথা পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও এইরূপ বেদনায় হিতকর।

কয়েকটি ব্যবস্থা—ভাবমিশ্র বলেন,—উৎকৃষ্ট পাকা আমের রস মধু সংযোগে সেবন করিলে প্লীহারোগ প্রশমিত হয়। শিমুলপুষ্প সুসিদ্ধ করিয়া একরাত্রি পর্য্যুসিত করিয়া রাইসর্ষপ চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে প্লীহা প্রশমিত হয়। যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, পিঁপুল এবং নাটাকরঞ্জের মূল মিলিত দুই তোলা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে প্লীহা-যকৃতে উপকার দর্শে।

অনেক মহর্ষি বর্দ্ধিত প্লীহায় ঘৃত পানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু জ্বর থাকিলে সে ব্যবস্থা কখনই সমীচীন নহে। যেখানে শুধু প্লীহা এবং সেই প্লীহা বহুদিনের হইয়াছে, সেই স্থানে ঘৃতপানে উপকার দর্শে। সেই গুলির মধ্যে **চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত, চিত্রক ঘৃত** ও রোহিতক ঘৃত প্রসিদ্ধ। নিম্নে উহাদিগের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃতম্‌—

পিপ্পলী চিত্রকান্মূলং পিষ্ট্বা সম্যগ্‌ বিপাচয়েৎ।
ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহম্‌॥

গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী ও চিতামূল সমান ভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

পিপ্পলী চূর্ণম্‌—

পিপ্পলী কল্ক সংযুক্তং ঘৃতংক্ষীর চতুর্গুণম্‌।
পচেৎ প্লীহাগ্নি সাদাদি যকৃদ্‌রোগ হরং পরম॥

গব্যঘৃত /৪ সের কল্কার্থ পিঁপুল /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

চিত্রকঘৃতম্‌—

চিত্রকস্থ তুলাক্কাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আরনালং তদ্‌ দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্‌॥
পঞ্চকোলকতালীশ ক্ষারৈর্লবণ সংযুতৈঃ।
দ্বিজীরক নিশা যুগ্মৈর্মরিচং তক্র দাপয়েৎ॥

গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ সমভাগে মিলিত /১ সের। কল্ক পাকার্থ জল ১৬ সের। ক্কাথার্থ চিতামূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ১৬ সের। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

পথ্যাপথ্য।—প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে পথ্যাপথ্য জীর্ণ জ্বরের মত।

জ্বরাতিসার।

জ্বরাতিসার একটি স্বতন্ত্র রোগ নহে,—পিত্ত জ্বরে পিত্তজ অতিসার কিম্বা অতিসার রোগে যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সমতা হেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতিসার কহে। জ্বর ও অতিসারের উৎপত্তির কারণ মিলিত ভাবে উপস্থিত হইলেই জ্বরাতিসার হয়। এই মিলিত রোগের চিকিৎসাবিধি স্বতন্ত্র বলিয়াই ইহাকে স্বতন্ত্র অধিকার-ভুক্ত করা হইয়াছে।

জ্বর ও অতিসার দুইটি রোগের মিলনের ফলে এই রোগ উপস্থিত হয় বলিয়া যদি উভয় অধিকারোক্ত ঔষধ মিলাইয়া ইহার চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে রোগের উপশম না হইয়া বিপরীত হইয়া থাকে। কারণ—দুইটি রোগের চিকিৎসা-বিধিই পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ জ্বরনাশক ঔষধ মাত্রেই প্রায় ভেদক এবং অতিসার নাশক ঔষধ মাত্রেই প্রায় ধারক। এরূপ অবস্থায় জ্বরাতিসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ ব্যবহারে অতিসার বৃদ্ধি ও অতিসার নাশক ঔষধ ব্যবহারে জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসার রোগীকে প্রথমতঃ লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিয়া পাচক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। লঙ্ঘন জ্বরেও হিতকর, অতিসারেও হিতজনক, সুতরাং জ্বরাতিসারের রোগীর পক্ষে প্রথমতঃ লঙ্ঘন প্রদান একান্তই আবশ্যক।

অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত "**রামবাণ রস**" যাহা তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জ্বরাতিসারে সেই "রামবাণের" ব্যবস্থা করা প্রথমাবস্থায় মন্দ নহে। মুথার ক্বাথ ও চিনি বা মুথার রস ও মধু অনুপানে এই "রামবাণ রস" দিবসে ২ বার করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। "রামবাণ রসে"র ফলশ্রুতিতে আমরা অবগত হই,—

"মাসমাত্রমনুপানযোগতঃ সত্বঃ এব জঠরাগ্নি দীপনঃ।" অর্থাৎ ইহা যোগ্য অনুপানে সেবন করিলে জঠরাগ্নির উদ্দীপক হইয়া থাকে। জ্বর এবং অতিসার উভয় রোগেই জঠরাগ্নির উদ্দীপক ঔষধ ব্যবহার অবশ্যই কর্ত্তব্য। সে অবস্থায় রস প্রয়োগ করিলে এইরূপ ব্যবস্থাই সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। মুথার রস—দীপক, পাচক, তদ্ভিন্ন ইহা জ্বর ও অতিসার নিবারক যথা—

মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপন পাচনম্।
কষায়ং কফপিত্তাস্রজ্বরাতিসার জন্তুহৃৎ॥

এইজন্য মুথার রস বা মুথার ক্বাথ অনুপান অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

জ্বরাতিসারের প্রথমাবস্থায় সমস্ত দিনে একবার কি দুইবার করিয়া "রামবাণ" প্রয়োগ ও একবার করিয়া ধনে ১ তোলা ও শুঁঠ ১ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিনে ২।৩ বারে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পীড়া উপশমিত না হইলে "হ্রীবেরাদি" নামক পাচনটির ব্যবস্থা করিবে উহার দ্রব্যগুলি এই—

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত বিল্ব নাগর ধান্যকৈঃ।

অর্থাৎ বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধনে—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে পাচ আনা ওজন। জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া। সমস্ত দিনে ২।৩ বারে সেব্য।

বালা—

বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপন পাচনম্।
হৃল্লাসারুচি বীসর্প হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ॥

অর্থাৎ ইহা শীতল, রুক্ষ, দীপন ও পাচক; হৃল্লাস অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ ও আমাতিসার রোগে ব্যবস্থেয়।

আতইচ—

বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপন হরেৎ।
জীর্ণ জ্বরাতিসারাম-পিত্তকাস কফ ক্রিমীন্॥

অর্থাৎ ইহা উষ্ণ, কটু, তিক্ত, পাচক ও দীপ্তিকারক। জীর্ণ জ্বর, অতিসার, আম, পিত্ত কাস, কফ ও ক্রিমি নাশ করে।

মুথা—দীপক, পাচক, জ্বর এবং অতিসার নাশক।

বেলশুঁঠ—

বিল্বপেশা লঘুর্বল্যা গ্রাহিণী কফনাশিনী।
প্রবাহিকামতীসারং নিহন্যাদ গ্রহণীমপি॥

লঘু অর্থাৎ, ইহা বলকর, গ্রাহী ও কফঘ্ন। প্রবাহিকা, অতীসার ও গ্রহণী রোগে প্রযুজ্য।

শুঁঠ—পাচক, বায়ুনাশক প্রভৃতি।

ধনে—

ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহী স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাস-কাসকার্শ্য ক্রিমিপ্রণুৎ॥

অর্থাৎ ইহা কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলনাশক, মূত্রকারক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, পাকে মিষ্টরস ও ত্রিদোষনাশক। তৃষ্ণা, দাহ, বমি, কাস, কৃশতা ও ক্রিমিনাশক।

নাগরাদি ক্বাথ ও এইরূপ প্রথমাবস্থায় উপকারী। ইহার দ্রব্যগুলি—

নাগরাতিবিষামুস্ত ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ
সর্ব্বজ্বরহর ক্বাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥

শুঁঠ আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, চিরতা ও ইন্দ্রযব—প্রত্যেক দ্রব্য ।৴১০ সাড়ে পাঁচ আনা। জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, সমস্ত দিনে ২।৩ বারে সেব্য।

শুণ্ঠী দশমূলের কাথও জ্বরাতীসারের প্রথম অবস্থায় ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। দশমূলের ক্বাথে দুই আনা, শুণ্ঠী চূর্ণ মিশ্রিত করিলেই শুণ্ঠী দশমূল প্রস্তুত হইল।

চক্রদত্তে জ্বরাতীসারে পাচন চিকিৎসাই প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখনকার দিনে পাচন চিকিৎসা কেহ বড় একটা করিতে চাহেন না, কিন্তু পাচনের দ্বারা জ্বরাতীসারের চিকিৎসা করিলে সত্য সত্যই অনেক সময় রস চিকিৎসা অপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়।

যাহা হউক পাচন চিকিৎসা দ্বারা যদি উপকার প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাহা হইলে **কনকসুন্দর রস, গগনসুন্দর রস, কনকপ্রভা বটী** ইহাদের কোনো একটী বা ২টী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি ঔষধই বেশী প্রচলিত। নিম্নে সকলগুলিরই উপাদান লিখিত হইতেছে—

কনকসুন্দরো রসঃ—

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্গনং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিঁপুল, সোহাগা, বিষ ও ধুতুরাবীজ। প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র রসে এক প্রহর মাড়িয়া ছোলার ন্যায় বটি করিবে। মুথার রস, জীরা ভাজার গুঁড়া, দাড়িমের

রস বা আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু অনুপানে এই ঔষধ ২ বেলা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এই ঔষধের দ্রব্য গুলির গুণ-পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

হিঙ্গুল—পিত্তপ্রশমক।

মরিচ—দীপন, বায়ু এবং শ্লেষ্মা নামক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

গন্ধক—কফ ও বাতজ ব্যাধি এবং অন্যান্য রোগ আরোগ্যকর গুণবিশিষ্ট।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

সোহাগা—অগ্নিকারক ও কফঘ্ন।

বিষ—ত্রিদোষ নাশক।

ধুতুরাবীজ—অগ্নিকারক, মূত্রবর্দ্ধক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

সিদ্ধি –

ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহমদবাগ্বহ্নিমার্দ্ধিনী॥
মদনোদ্দীপনী নিদ্রাজননী হর্ষদায়িনী।
ধনুস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচীঞ্চ মদাত্যয়ম্॥
প্রবৃত্তিং রজসো বহ্বীং হন্ত্যপত্য প্রসূতিকৃৎ॥

সিদ্ধি—কফ নাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তকারক, মোহকারক, মাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক ও হর্ষদায়ক। ধনুষ্টঙ্কার, জলত্রাস, বিসূচিকা, মদাত্যয় ও অধিক রজঃ-প্রবৃত্তি নিবারণ করে। সিদ্ধি সেবনে জরায়ু-শৈথিল্য নিবারিত হওয়াতে প্রসব-বাধা দূরীভূত হয়।

গগন সুন্দরো রসঃ—

টঙ্গনং দরদং গন্ধমভ্রকঞ্চ সমং সমম্।
ভুণ্ডিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্

দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসর্জ্জস্য বল্কলম্।
বিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জ্বরাতীসার মুল্বণম্ ॥

সোহাগা, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র—সমস্ত দ্রব্য সমভাগ। ক্ষীরুইয়ের* রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান শ্বেতধূনা চূর্ণ ২ রতি ও মধু।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে সোহাগা—অগ্নিকারক, হিঙ্গুল—পিত্ত-প্রশমক, গন্ধক—কফ ও বাতঘ্ন এবং অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। ক্ষীরুই† মল মূত্রাদির নিঃসরকী।

কনক প্রভা বটী।

স্বুবর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং কণা টঙ্গনকং বিষঞ্চ।
গন্ধং জয়াম্ভিদ্দিবসং বিমর্দ্দ্য গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ ॥

ধুতরাবীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিঁপুল, সোহাগা, বিষ ও গন্ধক,—সমস্ত দ্রব্য সমভাগ। সিদ্ধিরপাতার রসে একদিন মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান দাড়িমের রস, শ্বেত ধূনা প্রভৃতি। ইহার উপদান গুলির মধ্যে—

ধুতুরা বীজ—অগ্নিকারক।

মরিচ—দীপন।

গোয়ালিয়া লতা—কফ ও বাত নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

পিপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

* ক্ষীরুই—দুঞ্চিকোষ্ণা গুরু রুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী।
স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমুত্রমলাপহা ॥
মৃদু বিষ্টম্ভিণী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রিমিপ্রনূৎ।

ইহা উষ্ণ, গুরু, বায়ু জনক, গর্ভসংস্থাপক, স্বাদু, দুগ্ধ বিশিষ্ঠ, কটু, মৃদু, লবণ রস বিশিষ্ট, বিষ্টম্ভী ও বল কারক। ইহা সেবনে মল-মূত্রাদি নিঃসৃত হয় এবং কফ, কুষ্ঠ, ও ক্রিমি রোগ আরোগ্য হয়।

সোহাগা—কফঘ্ন ও অগ্নির দীপক।

বিষ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—কফবাতঘ্ন।

সিদ্ধি—পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

আনন্দ ভৈরব—নামক ঔষধটিও জ্বরাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধের উপাদান—

দরদং মরিচং টঙ্গমমৃতং মাগধী সমম্।
শ্লক্ষ্ণ পিষ্টন্তু গুঞ্জৈকং রসমানন্দ ভৈরবম্॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ ও পিঁপুল। সমস্ত দ্রব্য সমভাগ; জল দ্বারা মর্দ্দন, ১ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান আতপ চাউল ধোয়া জল, কুড়্‌চিমূলের ছাল চূর্ণ ও মধু প্রভৃতি। জ্বরাতিসারের সকল অবস্থায় এই ঔষধটি সমস্ত দিনে ২।৩ বার ব্যবহার করান যায়; জ্বরাতিসারে ইহা আমাদের পরীক্ষিত ফলপ্রদ ঔষধ।

জ্বরাতীসারের অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ফল না পাইলে **ব্যোষাদি চূর্ণ** নামক ঔষধটি ব্যবস্থা করিবে। ইহার উপাদান—

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বভূনিম্বমার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণাং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমম্॥
শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং তত্তুল্যা বৎসক ত্বচঃ।
সর্ব্বমেকত্র সংযুজ্য পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥

সর্ব্বচূর্ণ সমং কুটজমূলবল্কল চূর্ণং মিলিত চূর্ণং অনুরূপং চতুর্গুণেন তণ্ডুলজলেন পিবেৎ।

শুঠ পিঁপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ। ইহাদের প্রত্যেক টির চূর্ণ ১ তোলা এবং কুড়চি মূলের ছাল চূর্ণ ১২ তোলা, সমুদয়

একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা। অনুপান চাউল ধোয়া জল। ২ বেলা সেব্য।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

শুঁঠ—পাচক, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।

পিপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্মনাশক।

ইন্দ্রযব—

ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্।
তিক্তং দাহহরং হন্তি রক্তপিত্তং প্রবাহিকাম্॥
জ্বরাতিসার রক্তার্শঃ কৃমিবীসর্প কুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলস্র বাতাস্র শ্লেষ্মশূলজিৎ॥

ইহা ত্রিদোষ নাশক, সংগ্রাহী, কটু, তিক্ত, শীতল, অগ্ন্যুদ্দীপক ও দাহনাশক। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত, প্রবাহিকা, জ্বর, অতীসার, রক্তার্শঃ, ক্রমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শোবলী, বায়ু, রক্তদোষ, শ্লেষ্মা ও শূল রোগ নষ্ট হয়।

নিমছাল—

নিম্বঃ রুক্ষোকটুর্ভেদী কটুপাকোঽগ্নি বাতনুৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্ কাস জ্বরারুচি ক্রিমি প্রণুৎ॥
ব্রণ পিত্ত কফচ্ছর্দ্দি কুষ্ঠ হৃল্লাস মেহনুৎ॥

অর্থাৎ ইহা রুক্ষ, কটু, ভেদী, পাকেও কটু, অগ্নিবাত নাশক ও শ্রমশান্তিকারক। তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহ রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

চিরতা—জ্বর নাশক।

ভৃঙ্গরাজ—

ভৃঙ্গার কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক।

চিতামূল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। কট্‌কী—ভেদক দীপক। আকনাদি—জ্বর ও অতীসার নাশক। দারুহরিদ্রা—কফপিত্ত নাশক। আতইচ—জ্বর ও অতীসার নাশক।

জ্বরাতিসারে যদি মলের সহিত রক্ত দেখা দেয়, তাহা হইলে **কলিঙ্গাদি গুড়িকা ও বৃহৎকুটজাবলেহ** এই দুইটি ঔষধের একটি ব্যবস্থা করিবে। ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান নিম্নে লিখিত হইতেছে—

কলিঙ্গাদি গুড়িকা—

কলিঙ্গ বিল্ব নিম্বাম্র কপিত্থং সরসাঞ্জনম্।
লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কটফলং শুকনাসিকাম্॥
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকম্।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষ সম্মিতান্॥
ছায়া শুকান্ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতিসার শান্তয়ে।
রক্ত প্রসাধনা হ্যেতে শূলাতিসার নাশনাঃ॥

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, নিমছাল, আমপত্র, কয়েদ বেলের পত্র, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কটফল, শোনাছাল লোধ, মোচরস, শঙ্খচূর্ণ, ধাইফুল ও বটের ঝুরি—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া আতপ তণ্ডুলের জলে পিষিয়া লইয়া দুই আনা পরিমাণে বটিকা করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

ইন্দ্রযব—ত্রিদোষ নাশক, বিশেষতঃ জ্বর ও অতীসার নাশক। বেলশুঁঠ—প্রবাহিকা ও অতীসার নাশক। নিমছাল—জ্বর নাশক।

আম্রপত্র—আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্ত বিনাশনম্। অর্থাৎ আম্রের পল্লব রুচিকারক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

কয়েদবেলের পত্র—বায়ু পিত্ত নাশক। রসাঞ্জন—ঘনীভূত শ্লেষ্মা নাশক। লাক্ষা—কফজ ও পৈত্তিক পীড়া সমস্তের উপকারক। হরিদ্রা—কফ পিত্ত বিনাশক ও রক্তদোষ প্রভৃতি নিবারক। দারুহরিদ্রা—কফপিত্ত নাশক। বালা—আমাতিসার নাশক, দীপন ও পাচক কট্‌ফল—জ্বর নাশক।

শোণাছাল—

শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ।
গ্রাহী তিক্তোঽনিল শ্লেষ্ম পিত্তকাস প্রণাশনঃ॥

ইহা অগ্নির উদ্দীপক, পাকে কটু, আস্বাদে কষায়, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক।

লোধ্র—

লোধ্রোগ্রাহী লঘুঃশীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্‌ জ্বরাতীসার শোথহৃৎ॥

ইহা গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত নাশক ও কষায়। রক্তপিত্ত, জ্বর, অতীসার ও শোথ রোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

মোচরস—

মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারাম-কফ পিত্তাস্র দাহনুৎ॥

ইহা শীতল, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বলকারক ও কষায়। ইহা সেবনে প্রবাহিকা, অতীসার, আম, শ্লৈষ্মিক, রক্তপিত্ত ও দাহ প্রশমিত হয়।

শঙ্খচূর্ণ—বাত শ্লেষ্মা ও শূল নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

ধাইফুল—

ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃত্তুবরা লঘুঃ ;
তৃষ্ণাতীসার পিত্তাস্র-বিষ ক্রিমিবিসর্পজিৎ ॥

ইহা কটু, শীতল, মাদক, কষায় ও লঘু। তৃষ্ণা, অতীসার, রক্তপিত্ত, বিষ, ক্রিমি ও বীসর্প রোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

বটের ঝুরি—শীতবীর্য্য, ধারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

বৃহৎকুটজাবলেহ—

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা পলবিংশতিম্ ॥
দত্ত্বা পক্ত্বা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ।
পাঠা সমঙ্গা বিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা ॥
দাড়িমাতিবিষা লোধ্রং শাল্মলাবেষ্ট সর্জ্জকম্।
রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা ॥
প্রত্যেনমেষাং কর্ষাংশংনিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
শীতে চ মধুনাস্তত্রকুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ ॥

কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ১২॥০ সের চিনি মিশাইয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ ঘন হইলে আকনাদি মূল, বরাহ ক্রান্তা, বেলশুঁঠ ধাইফুল, মুথা, দাড়িমফলের খোসা, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধুনা, রসাঞ্জন, ধনে, বেণার মূল ও বালা—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া লোহদর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া, পাক শেষ হইলে নামাইবে, তাহার পর শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু মিশাইয়া রাখিবে।

কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ।
তিক্তঃ সংগ্রাহকঃ প্রোক্ত স্তগ্‌দোষ জ্বর নাশনঃ॥
অর্শোঽতিসার পিত্তাস্র কফ তৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥

ইহা কটু, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কষায়, শীতল, তিক্ত ও সংগ্রাহী। অর্শঃ, অতিসার রক্তপিত্ত, কফজ তৃষ্ণা, ত্বগ্‌দোষ, জ্বর, আম ও কুষ্ঠ নাশক।

চিনি—

ভবেৎ পুষ্পাসিতা শীতা রক্তপিত্ত হরী লঘুঃ।

চিনি—শীতল, রক্তপিত্ত নাশক ও লঘু।

আকনাদিমূল—

পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ।
তিক্তা রুচিকরীচাম্লা ভগ্নসন্ধানকারিণী॥
হন্তি শূল জ্বরচ্ছর্দ্দি কুষ্ঠাতীসার হৃদ্রুজঃ।
দাহ কুণ্ডূ বিষশ্বাস ক্রিমি গুল্মগরব্রণান্‌॥

ইহা উষ্ণ, কটু, তীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক লঘু, তিক্ত, অরুচি নিবারক, অম্লাস্বাদ ও ভগ্নসন্ধানকারক। শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডূ, বিষজ রোগ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম ও বিষ-ব্রণ রোগে আকনাদি ব্যবস্থেয়।

সমঙ্গা শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্‌ বিনাশয়েৎ॥

ইহা শীতল, তিক্ত, কষায়, কফপিত্তঘ্ন। রক্তপিত্ত, অতীসার এবং যোনিরোগে ইহা উপকারক।

বেলশুঁঠ—অতীসারনাশক। ধাইফুল—অতীসার নাশক। মুথা—জ্বর ও অতীসার নাশক।

দাড়িম ফলে খোসা—ত্রিদোষনাশক।

আতইচ—জ্বর এবং অতীসার নাশক। মোচরস—অতিসার নাশক।

শ্বেত ধুনা—

রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্রস্বেদবীসর্প জ্বরব্রণ বিপাদিকাঃ।
গ্রহভগ্নাগ্নি দগ্ধাশ্রী শূলাতিসার নাশনঃ॥

ইহা শীতল, গুরু, তিক্ত, কষায় ও গ্রাহী। বাতাদি দোষ, রক্তদোষ, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহ, ভগ্নরোগ অগ্নিদগ্ধ, শূল ও অতিসার রোগে ইহা হিতকর.

রসাঞ্জন—শ্লেষ্মানাশক।

ধনে—

ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদুপাকে ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণা-দাহ বমিশ্বাস-কাসকার্শ্য ক্রিমি প্রণুৎ॥

ইহা কষায় রস, স্নিগ্ধ, বলনাশক, মূত্রকারক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, পাকে মিষ্টরস ও ত্রিদোষনাশক, তৃষ্ণা, দাহ, বমি শ্বাস, কাস, কৃশতা ও ক্রিমিরোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

বেণার মূল—জ্বরনাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। বালা—দীপক, পাচক এবং আমাতিসার প্রশমক।

মতান্তরে বৃহৎ কুটজাবলেহ।

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা প্রস্থকং পচেৎ ॥
ততো লেহে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
লবঙ্গং জীরকং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্ ॥
এলাপাঠাত্বচং শৃঙ্গী জাতীফল মধুরিকাঃ।
শত্রুকাতিবিষাক্ষারং কাকোলীচ রসাঞ্জনম্ ॥
শাল্মলী বেষ্টকং যষ্টি-সমঙ্গা রক্তচন্দনম্।
বটশুঙ্গং খদিরঞ্চ জম্বাম্রপল্লবং তথা ॥
এষামক্ষ সমং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক।
সিদ্ধেঽবতারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং ন্যসেৎ ॥

কুড়চি মূলের ছাল ১৷৷০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সেই ক্বাথে ৴২ সের চিনি মিশাইয়া পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে উহার সহিত লবঙ্গ, জীরা, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, বড় এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জায়ফল, মৌরি, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাঁকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের ঝুরি, খদির, জামপত্র ও আমপত্র—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া দর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে উহাতে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিবে।

কুড়চি মূলের ছাল—জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি নাশক। চিনি—রক্তরোধক।

লবঙ্গ—

লবঙ্গং কটূকং তিক্তং লঘুনেত্রহিতং হিমম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ॥
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
কাসঃ শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্॥

ইহা কটু, তিক্ত, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতল, দীপন, পাচক ও রোধক। কফ, পিত্ত,রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগে আশু উপকার করে।

জীরা—

জীরক তৃতয়ং রুক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয় বিশুদ্ধিকৃৎ॥
জ্বরঘ্নং পাচনং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান গুল্মছর্দ্যতিসার হৃৎ॥

তিন প্রকার জীরাই রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহী, পিত্তকর, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, জরায়ুশোধক, জ্বরঘ্ন, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর। বায়ুজনিত উদরাধ্মান, গুল্ম, বমন ও অতীসার রোগে ইহা হিতকর।

মুথা—জ্বর ও অতিসার নাশক। ধাইফুল—অতিসার নাশক। বেলশুঁঠ অতিসার নাশক।

বড়এলাইচ—

স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্ম পিত্তাস্রকণ্ডূশ্বাসতৃষাপহা॥
হৃল্লাস বিষবস্ত্যাস্য-শিরোরুগ্ বমি কাসনুৎ॥

ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণ। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মা,

রক্তপিত্ত, কণ্ডূ, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ, কাস, বমি, মুখরোগ ও শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

আকনাদি—জ্বর ও অতিসার নাশক।

দারুচিনি—

উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিল পিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বর্ণ্যা মুখশোষ তৃষাপহা॥

দারুচিনি স্বাদু, তিক্ত, সুগন্ধি, শুক্রজনক, ও শারীরিক বর্ণসাধক; বায়ু, পিত্ত, মুখশোষ ও তৃষ্ণা ইহা দ্বারা বিদূরিত হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—জ্বর নাশক।

জায়ফল—

জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
কটুকং দীপনং গ্রাহী স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্॥
নিহন্তি মুখ-বৈরস্যং মলদৌর্গন্ধ্য কৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমিকাসবমিশ্বাসশোষপীনসহৃদ্রুজঃ॥

ইহা তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণ, রোচক, লঘু, কটু, দীপন, গ্রাহী ও স্বর পরিষ্কারক। ইহা ব্যবহারে বায়ু, শ্লেষ্মা, মলের দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

মৌরি—

শত পুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্মব্রণশূলাক্ষি রোগহৃৎ॥
মিশ্রেয়ো তদ্‌গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্‌ যোনিশূলনুৎ।
অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্‌ক্রিমিশূল হৃৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাবনী কাস-বমি শ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥

শুল্‌ফা—লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণ, জ্বরঘ্ন,

বায়ুদমনকারী, শ্লেষ্মনাশক এবং ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নাশক; মৌরির গুণও ইহারই মত, অধিকন্তু ইহা যোনিশূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধ, ক্রিমি ও শূলরোগ নাশক। মৌরি-রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক, হৃদ্য এবং কাস, বমি, শ্লেষ্ম ও বায়ুনাশক।

ইন্দ্রযব—জ্বর ও অতিসার নাশক। আইচ—জ্বর ও অতিসার নাশক।

কাঁকোলী—

কাকোলী যুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরুং।
বৃংহণং বাতদাহাস্রপিত্তশোষজ্বরাপহম্॥

অর্থাৎ কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, মধুর রস, গুরু ও পুষ্টিকারক।

রসাঞ্জন—শ্লেষ্মা নাশক।

মোচরস—অতিসার নাশক।

যষ্টিমধু—বমি, তৃষ্ণা ও ক্ষয় প্রভৃতি নিবারিত হয়। বরাহক্রান্তা—কফ পিত্তঘ্ন।

রক্তচন্দন—জ্বর ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবারক, অতিসার নাশক।

বটের ঝুরি—কফপিত্ত প্রশমক।

খদির—

খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচি প্রণুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ ক্রিমিমেহজ্বর ব্রণান্॥
শ্বিত্র শোথামপিত্তাস্র পাণ্ডুকুষ্ঠ কফাময়ান্।
বহ্নিমান্দ্যমতিসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

খদির—শীতল, তিক্ত ও দন্তের উপকারক। ইহা সেবনে কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদোরোগ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আম,

রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফজ রোগ সমস্ত, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদর প্রশমিত হয়।

জামপত্র—রক্তপিত্ত নাশক, দাহশান্তি কর প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আমপত্র—কফপিত্তঘ্ন।

জ্বরাতিসারে কর্ত্তব্য।—জ্বরাতিসারে প্রথমতঃ মলরোধের চেষ্টা করিতে নাই, কারণ তাহাতে কোষ্ঠসঞ্চিত মল রুদ্ধ হওয়ায় জ্বরের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উৎকট রোগ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল স্থলে অতিসারের প্রাবল্য বশতঃ হঠাৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে সকল স্থলে স্থলে মল রোধের চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। **কলিঙ্গাদি গুড়িকা** এবং **কুটজাবলেহের** কথা যাহা বলা হইল, তাহা মলরোধক ঔষধ, রোগীর অবস্থা বিবেচনায় উহা প্রয়োগ করিবে। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে অতিসারোক্ত ঔষধ সকলও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।-প্রথমতঃ উপবাস দেওয়া যে হিতকর সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার পর দাড়িমাদি অম্ল দ্রব্যের সহ পেয়া সেবন করিতে দিবে। **উৎপল ষষ্ঠক** সাধিত খইয়ের মণ্ডও দোষের পরিপাক হইলে সেবন করান যাইতে পারে। চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, শুঁঠ ও নিলোৎপল—এইগুলিকে "উৎপল ষষ্ঠক" বলে, উহাতে দাড়িমের রস প্রক্ষেপ দিয়া অম্লভাবাপন্ন করা উচিত।

ছানার জল—জ্বরাতিসারে উত্তম পানীয়। এখনকার পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই পানীয়ের বিশেষ পক্ষপাতী। আমাদের মতেও জ্বরাতিসার রোগীকে অন্য পথ্য না দিয়া একমাত্র ছানার জল ব্যবস্থা করাই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। ফুটন্ত গরম দুগ্ধে পাতি বা কাগজী লেবুর রস প্রদান করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই ছানার জল প্রস্তুত হয়। আমাদের মতে প্রথম হইতেই এইরূপ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পীড়ার হ্রাস হইলে

যবাগূ বা বার্লি এবং শটীর পালো প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরে জ্বরাতিসারের রোগমুক্ত ব্যক্তিকে পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, বেগুন, ডুমুর, ঠোঁটে কলা প্রভৃতির তরকারি, গন্ধভাদুলের ঝোল, মউরোলা, কই, শিঙ্গী, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

অতীসার—Diarrhœa.

কারণ।—রস, রক্ত, মল, মূত্র, স্বেদ, মেদঃ, কফ ও পিত্ত প্রভৃতি শারীরিক জলীয় ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে রোগে জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে এবং বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া উহা অধোমার্গ দ্বারা নিঃসরিত হয়, তাহাকে অতীসার বলে। অতীসার ছয় ভাগে বিভক্ত। বাতজ, কফজ, শোকজ এবং আমজ। সকল প্রকার অতীসারেই সর্ব্বাগ্রে পরিপাকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পর অন্য ব্যবস্থা করিবে।

আমাতিসার।—আমাতীসারে মলের, দুর্গন্ধ,উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, বেদনার সহিত মলের রুদ্ধতা, উদরে শূলবিদ্ধ সদৃশ বেদনা, এবং মল অল্প অল্প নির্গত হয়। পক্কাতীসারে ইহার বিপরীত লক্ষণ হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন আমাতীসারে অপক্ক মল জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয় ও পক্ক মল ভাসিতে থাকে। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক অতিসার রোগীর চিকিৎসা করিবেন।

অপক্ক অতিসারে কর্ত্তব্য।—অতীসারের অপক্ক অবস্থায় কখনই ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন না। কারণ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে দোষ সকল রুদ্ধ হইয়া দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী, অর্শঃ ভগন্দর, শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম, প্রমেহ,

উদর এবং জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, বাতপিত্তাত্মক, ক্ষীণধাতু ব্যক্তি এবং যাহার অতিশয় মল নিঃসরণ হইতেছে—তাহাকে ধারক ঔষধ প্রয়োগ না করিলে সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অতিসারে অল্প অল্প মল নিঃসৃত হইলে।— যে অতিসাররোগীর বিবদ্ধমল অল্প অল্প পরিমাণে বারম্বার নিঃসৃত হইতেছে এবং উদরে শূলবৎ বেদনা উপস্থিত হইতেছে, তাহাকে হরিতকী চারি আনা ও পিঁপুল চারি আনা একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

একটি যোগ।—শুঁঠ, আতইচ ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ॥৶১০ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেইক্কাথ কিম্বা ধনে এক তোলা ও শুঁঠ এক তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া—এই ক্কাথ পান করাইলে পিপাসা, অতীসার ও বেদনা নষ্ট হইয়া আম পরিপাক ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

পিপাসায়।—পিপাসিত অতীসার রোগীকে বালা অথবা শুঁঠ কিম্বা মুথা ও ক্ষেৎপাঁপড়া কিম্বা মুথা ও বালা—ইহাদের যে কোনো একটি দ্রব্য চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

খৈচূর্ণ ও ঔষধের সহিত পাক করা মণ্ড, পেয়া ও মসূর যূষ অতীসার রোগে হিতকর।

অতীসারে আম পরিপাক হইলে।—অতীসার রোগে যখন দেখা যাইবে যে, আমের পরিপাক হইয়াছে কিন্তু পুনঃ পুনঃ মল নিঃসৃত হইতেছে—সেই সময় বিলম্ব না করিয়াই ধারক ঔষধ প্রদান করিবে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি পাচন ও যোগের কথা প্রথমতঃ বলা যাইতেছে।

কঙ্কটাদিঃ—

কঙ্কটদাড়িম জম্বু শৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্।
জলধর নাগর সহিতং গঙ্গামপি বেগিণীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুথা ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ।১৫ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সমস্ত দিনে দুইবারে এই ক্বাথ সেবনে বেগবান অতীসারও নষ্ট হয়।

কাঁচড়া পত্র—

কঙ্কটং তিক্তকং রক্তপিত্তানিল হরং লঘু।

ইহা তিক্ত, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বায়ু নাশক ও লঘু।

দাড়িমপত্র—ত্রিদোষ নাশক ও গ্রাহী।

জাম পত্র—রক্তরোধক।

পানিফল পত্র—

শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরুবৃষ্যং কষায়কম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্ম-প্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

ইহা শীতবীর্য্য, কষায়, মধুররস, গুরু, পুষ্টিকর, ধারক, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফকারক। ইহা পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নাশক।

বালা—আমাতীসার নাশক। শুঁঠ—পাচক, মলের সংগ্রহকারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

অতীসারে রক্তদোষ থাকিলে কুটজাদি পাচন হিতকর। ইহার উপাদান গুলি—

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকীবিল্ববালকম্।
লোধ্রচন্দন পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ॥

ইন্দ্রযব, দাড়িম ফলের খোসা, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি—প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু মিশাইয়া ২ বারে সেব্য।

ইহার উপাদান গুলির গুন—

ইন্দ্রযব—জ্বর, অতীসার, রক্তপিত্ত, রক্তার্শ প্রভৃতি নাশক। দাড়িম্ব ফলের খোসা—গ্রাহী। ধাইফুল অতীসার নাশক। বেলশুঠ—অতীসার নাশক। বালা আমাতীসার নাশক।

লোধ্র—

লোধ্রোগ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্‌জ্বরাতীসার শোথহৃৎ॥

লোধ—গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত নাশক ও কষায়; রক্তপিত্ত, রক্তগত জ্বর, অতীসার ও শোথরোগে ইহা ব্যবহারে উপকার হয়।

রক্তচন্দন—রক্তরোধক। আকনাদি—অতীসার নাশক।

বৎসকাদি পাচনটিও অতীসারের সহিত রক্তদোষ থাকিলে প্রযুজ্য। ইহার উপাদান গুলি—

সবৎসকঃ সাতিবিষশ্চ বিল্বঃ সোদীচ্যমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। ২ বারে সমস্ত দিনে সেব্য।

রস প্রয়োগ সম্বন্ধে যে **আনন্দ ভৈরবের** কথা জ্বরাতিসার-চিকিৎসায় বলা হইয়াছে, সকল প্রকার অতীসার নিবারণের জন্যও সেই ঔষধের ব্যবস্থা সমস্ত দিনে ২ বার চাউল ধোয়া জল কিম্বা ইন্দ্রযব চূর্ণ, কুড়চি মূলের ছাল চূর্ণ ও মধুর সহিত ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার

দর্শে। **জাতীফল রস, অভয় নৃসিংহ রস** নামক ঔষধ দুইটিও বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে,—

জাতীফল রস—

পারদাভ্রক সিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গনম্॥
ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈবচ।
বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীবল্ক জীরকম্॥
এতানি সমভাগানি নিঃক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়াস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণিতম্॥
গুঞ্জাফল প্রমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক।
একাং কুটজমূলত্বক কষায়েণ প্রয়োজয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, রসসিন্দুর গন্ধক, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরা বীজ, সোহাগা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, মুথা, হরীতকী, আম্রবীজ, বেলশুঁঠ শালবীজ, দাড়িম ফলের ছাল ও জীরা—এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া সিদ্ধি পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান কুড়চি মুলের ছালের ক্বাথ।

এখন দেখা যাউক ইহার উপাদান গুলির গুণ কি?

পারদ—বাতপিত্তকফোদ্ভূত সর্ব্ব রোগ বিনাশক। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

রস সিন্দুর।—

পারদঃ ক্রিমি কুষ্টঘ্নো জয়দো দৃষ্টিকৃৎসরঃ।
মৃত্যুহৃচ্চ মহাবীর্য্যো যোগবাহী জ্বরাপহঃ॥

স্মৃত্যোজোরূপদো বৃষ্যো বুদ্ধিকৃদ্ ধাতুবর্দ্ধনঃ।
ষণ্ডত্বনাশনঃ শূরঃ খেচরঃ সিদ্ধিদঃ পরঃ॥
পারদঃ সকল রোগহা স্মৃতঃ।
ষড়্রসো নিখিল যোগবাহকঃ॥
পঞ্চভূতময় এবকীর্ত্তিতঃ।
স্তেনতদ্ গুণগণৈ র্বিরাজতে॥
যস্য রোগস্য যো যোগেস্তেনৈব সহ যোজিতঃ।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জর বাজিনাম্॥

রসসিন্দুর ক্রিমিঘ্ন, কুষ্ঠনাশক, স্বাস্থ্যপ্রদ, দৃষ্টির বলবর্দ্ধক, সারক, অকালমৃত্যু নিবারক, বীর্য্যবান, জ্বরঘ্ন, বৃষ্য, পাণ্ডুরোগ নাশক এবং উপযুক্ত ক্বাথাদির সহিত সেবনে সর্ব্বব্যাধি বিনাশক।

গন্ধক—রসায়ন ও বায়ু নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। জাতীফল—গ্রাহী। ইন্দ্রযব—জ্বর ও অতীসার নাশক। ধুতুরাবীজ—অগ্নিকারক। সোহাগা—অগ্নিকারক ও অতীসার নাশক। শুঁঠ—সংগ্রাহী। পিঁপুল—অগ্নিদীপ্তিকারক। মরিচ—দীপন, বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক। মুথা—অতীসার নাশক। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক।

আম্রবীজ—

আম্রবীজং কষায়ংস্যাচ্ছর্দ্যতীসার নাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয় দাহনুৎ॥

আম্রবীজ কষায়, ঈষৎ অম্ল ও মধুর। ইহার দ্বারা অতীসার প্রভৃতি রোগ উপশমিত ও হৃদয়ের দাহ নিবারিত হয়।

বেলশুঁঠ—অতীসার নাশক। শালবীজ—কফঘ্ন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। দাড়িম ফলের ছাল—ত্রিদোষনাশক কিন্তু গ্রাহী। জীরা—অতীসার নাশক।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইহার উপাদান গুলির অধিকাংশই অতীসার নিবারক, কতকগুলি বায়ুনাশক এবং কতকগুলি কফঘ্ন, সুতরাং এই ঔষধে প্রবল অতীসার রোগ উপশমিত হইয়া থাকে। রোগের অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত দিনে এই ঔষধ ২।৩ বারও ব্যবহার করান যায়।

অভয় নৃসিংহ রস—

দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্গনং সমম্।
গন্ধকঞ্চাভ্রকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধসূতকম্॥
মণ্ডূকং সর্ব্বতুল্যং স্যান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুক দ্রবৈঃ।
একৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীরকং মধুনা সহ॥

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জীরা, সোহাগা, গন্ধক, অভ্র ও পারদ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি সমান ভাগ এবং সর্ব্ব সমান অহিফেন। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিয়া জীরাচূর্ণ ও মধু অনুপানে সেবন করাইবে।

নিম্নে ইহার উপাদান গুলির গুণ পরিচয় লিখিত হইতেছে—

হিঙ্গুল—পিত্তনাশক। বিষ—ত্রিদোষ নাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—অগ্নিকারক। মরিচ—গ্রাহী। জীরা—অতীসার নাশক। সোহাগা—অতিসার নাশক। গন্ধক—বায়ুনাশক। অভ্র—ত্রিদোষ নাশক। পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

অহিফেন—

আফুকং শোষনং গ্রাহী শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্।
আক্ষেপশমনং নিদ্রাজননং মদকারিচ॥
স্বেদনং বেদনাহৃচ্চ মূত্রাতীসারনূৎ পরম্।
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিতস্রুতি বারণম্॥

অহিফেন—শোষক, আক্ষেপ নিবারক, নিদ্রাকারক, মাদক, স্বেদ-জনক ও বেদনা নাশক। ইহার দ্বারা মূত্রাতীসার, কাস, শ্বাস, অতীসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত **শঙ্খবটী, মহাশঙ্খ বটী, অগ্নিকুমার, লবঙ্গাদি বটী** এবং গ্রহণী অধিকারোক্ত **শ্রীনৃপতিবল্লভ, পীযূষবল্লী, মহাভ্রবটী, মহা-গন্ধক** প্রভৃতি ঔষধ গুলিও অবস্থা বিবেচনায় অতীসারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সে সকল ঔষধের উপাদানের পরিচয় যথোপযুক্ত অধিকারে বলা যাইবে।

ফট্‌কিরির চারিগুণ সোরা মিশাইয়া অগ্নি উত্তাপে যে **বজ্রক্ষার** প্রস্তুত করা হয়, অতীসার চিকিৎসার সময় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের সহিত একবার করিয়া ইহার ব্যবহার করান ভাল। ইহার মল রোধক শক্তিও আছে, তা' ছাড়া ইহার প্রধান গুণ মূত্রকারক, এজন্য অতীসারে স্বভাবতঃ যে মূত্রাল্পতা উপস্থিত হইয়া থাকে, বজ্রক্ষারের প্রয়োগে সে আশঙ্কা তিরোহিত হয়।

ভুবনেশ্বর নামক ঔষধটি অতিসারের সাধারণ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া সকল স্থলেই শুভফল পাইয়াছি। ইহার উপাদান গুলি এই—

সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁঠ, ঝুল—সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী। অনুপান চাউল ধোয়া জল। দিবসে ২।৩ বার সেবন করান যায়।

পাকের বটী নামে আমরা আর একটী ঔষধ সাধারণ অতিসারে ব্যবহার করিয়া থাকি। এ ঔষটি আমাদের নিজেদের। ইহার উপাদান মাত্র চারিখানি। নিম্নে উহা লিখিত হইতেছে।

মুথা, লবঙ্গ, যমানী, বিটলবণ, সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগ। চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া বটিকা পাকাইবার মত অবস্থায় নামাইয়া ৩।৪ রতি

পরিমিত বটী করিয়া রাখিবে। অনুপান শীতল জল। সমস্ত দিনে ২।৩টি বটিকা সেবনেই সাধারণ অতিসার আরোগ্য হইয়া থাকে।

অম্ল বা অজীর্ণ রোগীর যদি অতিসার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দেখা গিয়াছে, অতিসারে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা গ্রহণী অধিকারের **চিত্রকাদি গুড়িতে** অধিক ফল পাওয়া যায়।

ইহার উপাদান গুলি—

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।

চিতামূল, পিঁপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী, চৈ—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। ছোলঙ্গলেবু বা দাড়িমের রসে বাটিয়া ৫।৬ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। আমরা ছোলঙ্গ লেবুর রসেই এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহাদের গুণ পরিচয়—

চিতা—পাচক, অগ্নিকারক ও গ্রহণী নাশক। পিঁপুলমূল—অগ্নি-দীপ্তিকর ও পাচক। যবক্ষার ও সাচিক্ষার—অগ্নিকারক।

পঞ্চলবণ—

সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। সচল—আগ্নেয়। বিড়—দীপন। সামুদ্র—বায়ু নাশক। সাম্ভার—বায়ু নাশক।

ত্রিকটু—

শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—আগ্নেয়। মরিচ—গ্রাহী।

হিং—

হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসহৃৎ।
শূল গুল্মোদরানাহ ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥
স্ত্রী পুষ্পজননং বল্যং মূর্চ্ছাপস্মার হৃৎপরম্।

হিং—উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, ক্রিমি, মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়।

বন যমান'—আগ্নেয়। চই—আগ্নেয় ও পাচক। ছোলঙ্গ লেবুর রস—আগ্নেয়।

প্রবল অতিসারে **অহিফেন বটীকা** নামক ঔষধটি বিশেষ কার্য্যকারী। যদি শীঘ্র অতিসারের মল রোধ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই ঔষধের এক বটিকা সেবন করান উত্তম ব্যবস্থা। ইহার উপাদান—

অহিফেন ও পিণ্ডখর্জ্জুর। উভয়ের পরিমাণ সমান। উভয়ে মিলাইয়া ১ রতি মাত্রায় জলের সহিত সেব্য।

শার্দ্দ্লৈকাঙ্কিক নামক আমরা আর একটি ঔষধের গুণ-পরিচয় সংপ্রতি অবগত হইয়া উহা বহুস্থলে ব্যবহার করিয়াছি এবং সকল স্থলেই আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। এই ঔষধটির প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লেখা যাইতেছে—

পুদিনা শাক /০ এক ছটাক
চিনি /॥০ সের
ঘোল ৵০ পোয়া
জল /১ সের

পাক শেষ হইলে গোলাপ বা কেওরার আরক ১০।১২ ফোঁটা মিশাইয়া একটি বোতলে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২।৩ ফোঁটা মাত্র। শীতল জল মিশাইয়া সমস্ত দিনে ২।৩ বার সেব্য। ইহা সেবনে মধুরাস্বাদ যুক্ত। অতীসারের সামান্য অবস্থায় ইহা প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রবল অতীসারে—আমলকী বাটিয়া রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে

বৃত্তাকারে আলি দিয়া আলির মধ্যভাগ আদার রস দ্বারা পূর্ণ করিলে বা কাঁজির সহিত আমের ছাল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা জাতীফল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রক্তাতিসারে **নারায়ণ চূর্ণ, কুটজাষ্টক ও কুটজ-লেহ**—বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নে তিনটি ঔষধেরই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নারায়ণ চূর্ণ—

গুড়ূচী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলং তথা।
বিল্বঞ্চাতি বিষাঞ্চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্॥
শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপিচ॥
গুড়েন মধুনাবাপি লেহয়েদ্ ভিষজাংবরঃ।

গুলঞ্চ, বিদ্ধড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, কুড়চি ছাল চূর্ণ সর্ব্ব সমান। সমস্ত দ্রব্য মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান ইক্ষু গুড় ও মধু।

এই ঔষধের উপাদান গুলির গুণ-পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

গুলঞ্চ—

গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী।
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণালঘ্বী বল্যাগ্নি দীপনী॥
দোষত্রয়াম্ তৃড়্দাহ মেহ কাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্।
কামলা কুষ্ঠ বাতাস্র জ্বর ক্রিমিন্ বমীন্‌হরেৎ॥
প্রমেহ শ্বাসকাশার্শঃ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ বাতনূৎ॥

গুড়ূচী—মধুর, তিক্ত, পাকে স্বাদুরস বিশিষ্ট, রসায়ন, গ্রাহী, কষায়, উষ্ণ, লঘু, বলকারক, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষ নাশক। আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, কাস, অর্শঃ, প্রবল হৃদ্রোগ ও বায়ুরোগে ব্যবস্থেয়।

বিদ্ধড়ক—

রসায়নো বৃদ্ধদারঃ শোথবাতাম বাতজিৎ।
কাসশ্বাস জ্বরহরো বল্যঃ পিচ্ছিল এব চ॥

ইহা রসায়ন, বায়ুনাশক, বলকর ও পিচ্ছিল। শোথ, আমবাত, কাস, শ্বাস ও জ্বর রোগে প্রয়োজ্য।

ইন্দ্রযব—অতীসার নাশক। বেলশুঁঠ—অতীসারনাশক। আতইচ—অতীসার নাশক।

ভৃঙ্গরাজ—

ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
কেশ্যস্ত্বচ্যঃ ক্রিমি শ্বাস-কাস শোথাম পাণ্ডুনুৎ॥
দন্ত্যোঽহরি রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠ নেত্র শিরোঽর্ত্তিনুৎ॥

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, কেশ, ত্বক ও দন্তের হিতকর, রসায়ন ও বল্য। ক্রিমি শ্বাস, কাস, শোথ, আমজ রোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়ায় প্রযুজ্য।

শুঁঠ—গ্রাহী। সিদ্ধিপত্র—গ্রাহী। কুড়চি—অতীসার নাশক।

কুটজাষ্টকঃ—

তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ সংক্ষুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত।
তস্মিন্ স্বপূতে পলসং মিতানি শ্লক্ষ্ণানি পিষ্টাসহ শাল্মলেন॥
পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তান্ বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্।
প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেত্তু তাবদ্দাব্বী প্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ॥

পিতস্তসৌ কালবিদা জনেন মণ্ডেন বাজাপয়সাথ বাপি।
নিহন্তি সর্ব্বন্তুতিসারমুগ্রং কৃষ্ণং সিতং লোহিতপীতকং বা॥

কুড়চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সের লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া এবং পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে তাহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া লইবে। সকল প্রকার অতিসারে ইহা উত্তম ঔষধ। মাত্রা।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির গুণ-পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

কুড়চির ছাল—অতিসার নাশক। মুথা—গ্রাহী। বেলশুঁঠ—অতিসার নাশক। ধাইফুল—অতিসার নাশক।

কুটজলেহ—

কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথ পুনরায় পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে সচল লবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা—ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মধুর সহিত সেব্য।

ইহার উপাদানগুলির পরিচয়—

কুড়চি—অতিসার নাশক। সচললবণ—আগ্নেয়। যবক্ষার—বায়ু নাশক। বিটলবণ—দীপন। সৈন্ধব—ত্রিদোষনাশক। পিপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। ধাইফুল—অতিসার নাশক। ইন্দ্রযব—সংগ্রাহী। জীরা—পাচক ও সংগ্রাহী।

এই সকল ঔষধ ভিন্ন ইহার পর গ্রহণী রোগে যে সমস্ত রসৌষধির কথা বলা যাইবে, অতিসার রোগেও অবস্থা বিবেচনায় সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়—ইহা স্বয়ং শিববাক্য। যথা—

গ্রহণ্যাং যে রসাঃ প্রোক্তোস্তেঽতিসারে নিয়োজিতাঃ।
হন্যুঃ সর্ব্বমতীসারং শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ॥

অতিসার রোগে স্নান, তৈলাদিমর্দ্দন, জলাবগাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নিসন্তাপ প্রভৃতি বর্জ্জনীয়।

অতিসারে পথ্য।—অতিসারের অপক্ক অবস্থায় উপবাসই হিতকর। তবে রোগী যদি অতিশয় দুর্ব্বল হয়—তাহা হইলে বার্লি, শঠির পালো প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে। পক্কাতিসারে পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, মসূর দালের যূষ, ডুমুর, ঠোটেকলা, গন্ধভাদুলে, পটোল, বেগুন প্রভৃতির তরকারি, মউরোলা, শিঙ্গি, কই, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি হিতকর।

প্রবাহিকা।*

প্রবাহিকা কি?—প্রবাহিকা অতীসারের প্রকার ভেদ মাত্র; অতিশয় বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে অধোদেশে সঞ্চালিত করে। এজন্য অতিশয় কুন্থনের সহিত পুনঃ পুনঃ অল্প মল সংযুক্ত কফ গুহ্যদ্বার দিয়া নিঃসরিত হয়।

প্রকার ভেদ।—বাতজ প্রবাহিকা রোগে বেদনার সহিত, পিত্তজ প্রবাহিকা রোগে দাহের সহিত, কফজ প্রবাহিকা রোগে কফের

* প্রবাহিকাকে ইংরাজীতে White Flux (হোয়াইট ফ্লাক্স) বলে। রক্তজ প্রবাহিকার নাম Dysentry (ডিসেন্ট্রি)

সহিত এবং রক্তজ প্রবাহিকা রোগে রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হয়। রুক্ষ দ্রব্য দ্বারা বাতজ, স্নেহ সেবন দ্বারা কফজ এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্তজ ও রক্তজ প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা বিধি।—প্রবাহিকার চিকিৎসাবিধি সাধারণতঃ অতীসার রোগীর ন্যায়, তদ্ভিন্ন ইহার জন্যও কতকগুলি স্বতন্ত্র যোগের ব্যবস্থা আছে। নিম্নে সে সকলের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বেলশুঁঠ, পুরাতন গুড়, লোধ, তিল তৈল এবং মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া লেহন করিলে প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় উপকার দর্শে।

কচি তেঁতুল চারার মূল ৵০ দুই আনা মাত্রায় ঘোলের সহিত বাটিয়া সমস্ত দিনে ৩।৪ বার সেবন করান প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় প্রশস্ত।

আমরুলের রস ২ তোলা মাত্রায় অথবা ২ তোলা তেঁতুল চারার কচি পাতা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ পান করা হিতকর।

প্রথমাবস্থায় জোলাপ।—আমাদের মতে প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় এরণ্ড তৈলের জোলাপ দেওয়া বিশেষ হিতকর। এরূপ ব্যবস্থায় সঞ্চিত মলরাশি নির্গত হইয়া গেলে আপনা আপনি রোগের উপশম হইয়া থাকে। তাহার পর মল রোধের আবশ্যকতা বুঝিয়া অতীসারোক্ত ধারক ঔষধ সকলের ব্যবস্থা করিবে। শ্বেতধুনা চূর্ণ অর্দ্ধ আনা ও চিনি অর্দ্ধ আনা একত্র মিশাইয়া প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার প্রবাহিকার মল নিঃসরণের পর ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে এইরূপ সময়ে নিম্নলিখিত পাচনটির ব্যবস্থায় শীঘ্র রোগ মুক্তি হইয়া থাকে।

কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা, মোচরস, বেলশুঁঠ, আতইচ ও

দাড়িমের খোসা—প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা, জল ./॥০ সের শেষ ৵০ পোয়া। ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

উদরের বেদনায়।—প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় উদরের বেদনা নিবৃত্তির জন্য তার্পিন তৈল উদরের উপরিদেশে মালিশ করিবে।

প্রবাহিকার রক্তমিশ্রিত থাকিলে।—আয়াপানের পাতার রস, দাড়িমের পাতার রস বা কুড়চির ক্বাথ সেবন হিতজনক। কুকসিমের পাতার রস ও চিনি মিশাইয়া সেবনেও বিশেষ উপকার দর্শে। কুকসিমার পাতার রস শুধু রক্তামাশয় কেন, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়েই উপযোগী। রক্তামাশয়ে কাঁটান’টের শিকড় মাত্র ২।৩ রতি, গোলমরিচ ২॥০টা—আতপচাল ধোয়া জল সহ মাড়িয়া বড়ি পাকাইয়া দিবসে ২ বার করিয়া সেবন করিতে দিলে সত্বর উপকার দর্শে।

ছাগদুগ্ধ—জামপাতা সহ সিদ্ধ করিয়া অথবা সার বিশিষ্ট দধি ও মধু অথবা তাম্র পাত্রে সিদ্ধ করা ছাগদুগ্ধ ও মধু সেবনে সকল প্রকার প্রবাহিকা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগ—Cronic-Diarrhœa.

গ্রহণী রোগ উৎপত্তির কারণ।—গ্রহণী নাড়ী অর্থাৎ পাকাশয় দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী রোগ। অতিসার রোগ আরোগ্য হওয়ার পরে অগ্নির প্রদীপ্তি হইতে না হইতেই কুপথ্য সেবনে জঠরাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করার ফলে অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে অধিকতর দূষিত করার জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগে সাধারণ কর্ত্তব্য।—অগ্নিদ্বারা গ্রহণীর বল বৃদ্ধি হয়, এজন্য অগ্নিকে গ্রহণী বলা যায় এবং অগ্নি দূষিত হইলে গ্রহণী নাড়ীও দূষিত হইয়া থাকে, এজন্য গ্রহণী রোগে অগ্নির বিরোধী ক্রিয়া পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

উপরে যে আমরা অতিসার আরোগ্যের পর কুপথ্যের জন্য গ্রহণী রোগ উৎপন্নের কথা বলিয়াছি, অনেক সময় অন্যকারণে সেরূপ না হইয়াও এই রোগ উৎপন্ন হয়। যাহাহউক অপক্ক আহারীয় রস দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হইলে গ্রহণী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঔষধের ব্যবস্থা।—গ্রহণী রোগেও লঙ্ঘন, পাচন এবং বিরেচন দ্বারা আমাশয় বিশুদ্ধ করিয়া পঞ্চকোল দ্বারা প্রস্তুত পেয়াদি লঘু আহার এবং অগ্নিদীপক ঔষধ সকলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শুঁঠ, মুথা, আতইচ ও গুলঞ্চ প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা, জল ⁄॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া—এই ক্বাথ অথবা ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুথা, শুঁঠ, বেড়েলা, শালপানি চাকুলে ও বেলশুঁঠ—সমস্ত দ্রব্য মিলিত ১ তোলা, জল ⁄॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, ইহাদিগের ক্বাথ গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থায় পান করাইলে আমদোষের পরিপাক হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থায় অতীসার চিকিৎসায় যে **চিত্রকাদি-গুড়ির কথা** বলা হইয়াছে, তাহা সেবন অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ইহা আমপাচক ও অগ্নির উদ্দীপক। প্রাতে ও বৈকালে ২বার করিয়া শীতল জল অনুপানে ঐ ঔষধের ব্যবস্থা করা ভাল।

বাতজ গ্রহণী রোগে—উদরাধ্মান ও শূলবৎ বেদনা থাকিলে **শালপর্ণাদি কষায়** নামক পাচনটি—চিত্রকাদি গুড়ি ভিন্ন সেবনের ব্যবস্থা করিবে—ইহার উপাদান গুলি—

শালপর্ণী বলা-বিল্ব-ধান্যশুণ্ঠীকৃতঃ শৃতঃ।

শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ। প্রত্যেক, দ্রব্য ।/১০ আনা, জল ⁄॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া।

পৈত্তিক গ্রহণী রোগে—গুহশূল ও অন্যান্য উপদ্রব নিবৃত্তির জন্য **তিক্তাদি কষায়টী** ব্যবস্থা করিবে ইহার উপাদান,—

তিক্তা মহৌষধরসাঞ্জনধাতকীভিঃ
পথ্যেন্দ্রবীজঘনকৌটজভঙ্গুরাভিঃ॥

কট্‌কী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুথা, কুড়চির ছাল ও আতইচ,—মিলিত ২ তোলা, জল ⁄॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া।

কফজ গ্রহণী রোগে—কোষ্ঠদেশে শূল জন্মাইলে **কলিঙ্গাদি চূর্ণের** ব্যবস্থা হিতকর। ইহার উপাদান—

কলিঙ্গীহিঙ্গ্বতিবিষাবচাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ।

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, আতইচ, বচ, সৌবর্চ্চল লবণ ও হরীতকী,—ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেব্য।

গ্রহণী রোগে পাচন, বমন বা বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ করার পর অগ্নির উদ্দীপক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। **চিত্রকাদি গুড়িকা** অগ্নির উদ্দীপক ঔষধ। জ্বরে যে অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত রামবাণ প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে, সেই **রামবাণও** গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থায় মহৌষধ। রামবাণের উপাদান গুলির পরিচয় অগ্নিমান্দ্য অধিকারে প্রদত্ত হইবে। তণ্ডুলজল অনুপানে একবার করিয়া রামবাণ ও একবার করিয়া চিত্রকাদিগুড়ি এবং মধ্যাহ্নে একবার করিয়া অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত **ভাস্করলবণ** অথবা আবশ্যক বিবেচনায় **ভাস্করলবণ এক আনা** ও

বজ্রক্ষার এক আনা একত্র মিশাইয়া শীতল জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থায় বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

নাগরাদ্যচূর্ণ ও **পাঠাদ্যচূর্ণ** নামক ঔষধ দুইটীর মধ্যেও যে কোনটী প্রস্তুত করিয়া উপরিলিখিত তিনটী ঔষধের মধ্যে একটী কমাইয়া ব্যবহার করান যাইতে পারে। ঐ দুইটী ঔষধের উপাদান নিম্নে লেখা যাইতেছে।

নাগরাদ্য চূর্ণম্।

নাগরাতিবিষা মুস্তং ধাতকী চ রসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক ফলং পাঠা বিল্বং কটুকরোহিণী॥

শুঁঠ, আতইচ, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চিমূলের চাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ ও কটকি—ইহাদের চূর্ণ সমভাগ। অনুপান আতপ চাউল ধোওয়া জল। মাত্রা দুই আনা। গ্রহণী রোগে রক্তদোষ থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এই ঔষধের উপাদানগুলির পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে—

শুঁঠ—পাচক, আগ্নেয়। আতইচ—পাচক, অতীসার নাশক। মুথা—গ্রাহী। ধাইফুল—অতীসার নাশক। রসাঞ্জন—রক্তরোধক। কুড়চিরছাল—সংগ্রাহী। ইন্দ্রযব—অতীসার নাশক। আকনাদি—অতীসার নাশক। বেলশুঁঠ—গ্রহণীরোগ নাশক। কটকী—অগ্ন্যুদ্দীপক।

পাঠাদ্যচূর্ণম্।

পাঠাবিল্বানল ব্যোষ জম্বু দাড়িম্ব ধাতকী।
কটুকাতিবিষা মুস্তা দার্ব্বী ভূনিম্ববৎসকৈঃ॥
সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা।

আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জামছাল, দাড়িম

ফল, ধাইফুল, কটকী, আতইচ. মুথা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব। প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান কুড়চির মূলের ছাল চূর্ণ। তণ্ডুল জলের সহিত সেব্য। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা।

আকনাদি—সংগ্রাহী। বেলশুঁঠ—গ্রাহী। চিতামূল—আগ্নেয়। শুঁঠ গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষপ্রশমক। মরিচ—গ্রাহী। জামছাল—সংগ্রাহী। দারুহরিদ্রা—কফপিত্তনাশক। চিরতা—সারক। ইন্দ্রযব—অতিসার নাশক। কুড়চি—সংগ্রাহী।

আমদোষের পাচন জন্য **বার্ত্তাকু গুড়িকা**—সেবনের ব্যবস্থা দিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। **বার্ত্তাকু গুড়িকার উপাদান।**

চতুঃপলং স্নুহী কাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাকু কুড়বশ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥
দগ্ধানি বার্ত্তাকু রসে গুড়িকা ভোজনস্তরাঃ।

সিজবৃক্ষের গুড়ির ছাল ৩২ তোলা, সৌবর্চ্চল,সৈন্ধব ও বিট লবণ—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, বেগুন ৩২ তোলা, আকন্দ মূলের ছাল ৬৪ তোলা ও চিতামূল ·৬ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া তাহার পর বেগুনের রসে বাটিয়া দুই আনা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। গ্রহণী রোগে আমদোষের পরিপাক জন্য এই ঔষধ শীতল জল অনুপানে দিবসে একবার বা দুইবার ব্যবস্থেয়।

এই ঔষধের উপাদানগুলির পরিচয়—

সিজবৃক্ষের গুড়ির ছাল—

সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃকটুকো গুরুঃ।
শূলমাষ্ঠীলিকাধ্মান কফগুল্মোদরানিলান্॥

উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শঃ শোথমেদোহশ্ম পাণ্ডুতাঃ

ব্রণশোথজ্বরপ্লীহবিষদূষী বিষং হরেৎ ॥

ইহা রেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির উদ্দীপক কটু ও গুরু। ইহা ব্যবহারে শূল, অষ্টিলিকা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদর রোগ, বায়ু, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদোরোগ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ, শোথ, জ্বর ও দূষী বিষ নষ্ট হয়।

সচল লবণ—আগ্নেয়। সৈন্ধব—দীপক, পাচন। বিট—আগ্নেয়।

বেগুন—

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্।

জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু ॥

বেগুন—স্বাদু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাকে কটু, জ্বরঘ্ন, বায়ুনাশক, কফঘ্ন, আগ্নেয়, শুক্রজনক ও লঘু। ইহা পিত্তজনক নহে।

আকন্দমূলের ছাল—অতীসার নাশক। চিতামূল—আগ্নেয়।

স্বল্প গঙ্গাধর চূর্ণ নামক ঔষধটিও অন্যান্য ঔষধের সহিত একবার করিয়া ব্যবহার করাইতে পারা যায়।

ইহার উপাদান—

মুস্ত সৈন্ধবশুণ্ঠীভির্ধাতকী লোধ্র বৎসকৈঃ।

বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্র যববালকৈঃ ॥

আম্রবীজমতিবিষা লজ্জাচেতি সুচূর্ণিতম্।

মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড়চি মূলের ছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রবীজ, আতইচ ও বরাহক্রান্তা—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা এক আনা, মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেব্য।

ইহার উপাদানগুলির গুণ—

মুথা—আগ্নেয়। সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষনাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। ধাই-ফুল—গ্রহণী নাশক। লোধ—অতীসার নাশক। কুড়চিছাল—রক্ত রোধক। বেলশুঁঠ—অতীসার নাশক। মোচরস—গ্রাহী। আকণাদি গ্রাহী। ইন্দ্রযব—অতীসার নিবারক। বালা—দীপন ও পাচক। আম্রবীজ—অতীসার নিবারক। আতইচ—পাচক ও আগ্নেয়।

স্বল্প লবঙ্গাদি ও বৃহল্লবঙ্গাদি চূর্ণ এবং **স্বল্প নায়িকা ও মধ্যমনায়িকা চূর্ণ** নামক ঔষধও গ্রহণীরোগে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

নিম্নে উহাদের উপাদানগুলি বলা যাইতেছে—

স্বল্প লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিল্বং পাঠাচ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকী পুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযব বালকম্॥
ধান্য সর্জ্জরসং শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।

লবঙ্গ, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, কাকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, শুঁঠ, বরাহ-ক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ ও রসাঞ্জন। সমস্ত চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা দুই আনা। অনুপান ঘোল।

লবঙ্গ—

'লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিতম্।
দীপনং পাচ্যং রুক্ষং কফপিত্তাস্র নাশকৃৎ॥

তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশুবিনাশয়েৎ।
কাসংশ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্॥

ইহা কটু, তিক্ত, লঘু, চক্ষুর হিতকারক, শীতল, দীপন, পাচক ও রোচক। কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগে আশু উপকারক।

আতইচ—পাচক। মুথা—গ্রাহী। বেলশুঁঠ—গ্রাহী। শ্লেষ্মানাশক আকনাদি, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক। মোচরস—গ্রাহী। জীরা—পাচক। ধাইফুল—গ্রাহী।

লোধ্র—

লোধ্রোগ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্য কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ জ্বরাতিসার শোথহৃৎ॥

ইহা গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুস্য, কফপিত্ত নাশক ও কষায়। রক্তপিত্ত, রক্তগত জ্বর, অতীসার ও শোথরোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

ইন্দ্রযব—গ্রাহী। বালা—দীপন ও পাচক।

ধনে—

ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণ বীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদুপাকী ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহ বমিশ্বাস কাস কার্শ্য ক্রিমি প্রণুৎ॥

ধনিয়া—কষায় রস, স্নিগ্ধ, বলনাশক মূত্রকারক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, আগ্নেয়, পাচক, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, পাকে মিষ্টরস ও ত্রিদোষ নাশক। তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কৃশতা ও ক্রিমি ইহা দ্বারা নষ্ট হয়।

শ্বেতধুনা—

রালোহিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্র স্বেদ বীসর্প জ্বরব্রণবিপাদিকাঃ॥
গ্রহভগ্নাগ্নি দগ্ধা শ্রী-শূলাতীসার নাশনঃ॥

ইহা শীতল, গুরু, তিক্ত, কষায় ও গ্রাহী। বাতাদি দোষ, রক্তদোষ, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, ভগ্ন রোগ অগ্নিদগ্ধ ক্ষত, শূল ও অতীসার রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—কফ নাশক, উদ্ধগ বায়ু নিবারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। পিঁপুল—ত্রিদোষ নাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। বরাহক্রান্তা ও যবক্ষার—আগ্নেয়। সৈন্ধব—আগ্নেয়। রসাঞ্জন—রক্তরোধক।

বৃহল্লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কটফলং পুষ্করং তথা॥
জাতীকোষফলাজাজী সৌবর্চ্চল রসাঞ্জনম্।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্রং তালীশ কেশরম্॥
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্ব্বিল্বমেবচ।
ত্বগেলা পিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা॥
সমঙ্গা বৎসকং শুণ্ঠী দাড়িমং যাবশূকজম্।
নিম্ব সর্জ্জরসং ক্ষারং সামদ্রং টঙ্গনং তথা॥
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্বাম্রং কটুরোহিণী।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধ গন্ধক পারদম॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুথা, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব. হবুষ (অভাবে ধনে),ধনে কটফল, কুড়,জৈত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল লবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ দারুচিনি, এলাইচ, পিঁপুল মূল, বনযমানি, যমানি, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঠ, দাড়িম ফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগা, বালা, কুড়চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটকী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ—সমস্ত চূর্ণ সমান ভাগ। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান চাউল ধোয়া জল।

স্বল্প নায়িকা চূর্ণম্।

ত্রিশানং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যষণং পিচু।
গন্ধকান্ মাষকানষ্টৌ চত্বারো মাসকা রসাৎ।
ইন্দ্রাশনাৎ পলং শানত্রিতয়াধিকমিষ্যতে।

পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ১।৷০ তোলা এবং শুঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা ও সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৯।৷০ তোলা একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান কাঁজি।

পঞ্চলবণ—

সৈন্ধব—দীপক, পাচক। সচল—আগ্নেয়। সাম্ভার—বায়ুনাশক। বিট—বায়ুর অনুলোমক। কড়কচ—বায়ু নাশক শুঁঠ– গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষ প্রশমক। মরিচগ্রাহী। পারদ—ত্রিদোষ নাশক সিদ্ধি—পাচক।

মধ্যমনায়িকা চূর্ণম্।

কর্ষ্যং গন্ধকমর্দ্ধপারদযুতং কুর্য্যাচ্ছুভ্রাং কজ্জলীম্।

দ্ব্যক্ষাংশং ত্রিকটোশ্চ পঞ্চলবণাৎ সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক ॥
সার্দ্ধাক্ষং দ্বিপলং বিচূর্ণ্য সকলং শক্রাশনাম্মিশ্রিতাৎ।

গন্ধক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা—একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকটি ৪ তোলা এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেকটি ৩ তোলা ও সিদ্ধিচূর্ণ, ১৯ তোলা, একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান কাঁজি।

বৃহন্নায়িকা চূর্ণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানীচ হিঙ্গু লবণ পঞ্চকম্ ॥
গৃহধুমো বচা কুষ্ঠং ঘনমভ্রক গন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ংচাজমোদা পারদো গজপিপ্পলী।
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণাম্ ॥

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলা, যমানী, হিং, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুথা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী—এই ৩০টি দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সিদ্ধিচূর্ণ সকল চূর্ণের সমান। মাত্রা এক আনা, অনুপান ঘোল।

উপাদান গুলির গুণ—

চিতামূল—আগ্নেয়, পাচক। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফ ও বায়ু নাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষ নাশক। মরিচ—গ্রাহী। বিড়ঙ্গ—ক্রিমি-নাশক। হরিদ্রা—রক্তদোষ নিবারক। দারুহরিদ্রা—কফপিত্ত প্রশমক। যমানী—আগ্নেয়। হিং—অগ্নির দীপ্তিকর। পঞ্চলবণ—আগ্নেয়।

ভেলা—

ভল্লাতকফলং পক্বং স্বাদুপাক রসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদন্।
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শো গ্রহণী গুল্ম শোফানাহজ্বর ক্রিমীন॥
তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা।
বৃন্তমারুস্করং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্যমগ্নিকৃৎ॥
ভল্লাতকং কষায়োষ্ণং শুক্রলং মধুরং লঘুঃ;
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ কুষ্ঠার্শো গ্রহণী গদান্॥
হন্তিগুল্মজ্বরশ্বিত্র বহ্নিমান্দ্য ক্রিমিব্রণাম্॥

ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও ব্রণনাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

ঝুল— গ্রহণী নিবারক। বচ—আগ্নেয়। কুড়—অরুচি নিবারক। মুথা-আগ্নেয়। অভ্র—বলবর্দ্ধক। গন্ধক—গ্রাহী। যবক্ষার—আগ্নেয়। সোহাগা—কফ নাশক, গ্রাহী, আগ্নেয়। বনযমানী—আগ্নেয়। পারদ ত্রিদোশ প্রশমক। গজপিপ্পলী—অতীসার নিবারক। সিদ্ধি—আগ্নেয়।

গ্রহণী শার্দ্দূল চূর্ণ, জীরকাদিচূর্ণ জাতিফলাদি চূর্ণ ও মার্কণ্ডেয় চূর্ণ—নামক ঔষধ কয়টিও গ্রহণী রোগে হিতকর। ইহাদের উপাদান নিম্নে লেখা যাইতেছে—

গ্রহণী শার্দ্দূল চূর্ণম্।

রস গন্ধক লৌহাভ্রং হিঙ্গু লবণ পঞ্চকম্।
হরিদ্রে কুষ্ঠকঞ্চৈব বচা মুস্ত বিড়ঙ্গকম্॥
ত্রিকুট ত্রিফলা চিত্রমজমোদা যমানিকা।

গজোপকুল্যা ক্ষারাণি তথৈব গৃহধুমকম্।
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিং, পঞ্চ লবণ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মূথা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিঁপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা ও ঝুল—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা এবং সিদ্ধি চূর্ণ ৬০ তোলা। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান চাউল ধোয়া জল।

জীরকাদি চূর্ণম্।

জীরকং টঙ্গনং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম।
বালকং শত পুষ্পাচ দাড়িমং কুটজং তথা॥
সমঙ্গাধাতকীপুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্।
মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোম গন্ধক পারদৌ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ।

জীরা, সোহাগা, মূতা আকনাদি, বেলশুঁঠ, বালা, শুল্‌ফা, দাড়িম-ফলের ছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সমস্ত চূর্ণের সমান জাতীফল চূর্ণ। মাত্রা এক আনা। অনুপান জল।

জাতী ফলাদি চূর্ণম্।

জাতিফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তথা।
তালিশং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গঞ্চোপকুঞ্চিকা।
কর্পূরঞ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী ত্বগা।
এষামক্ষ সমান্ ভাগান্ চাতুর্জ্জাতক সংহিতান্॥
পলানি সপ্তভঙ্গস্য সিতা সর্ব্ব সমা তথা।

জাতীফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগর পাদুকা (অভাবে সিউলি ছোপ), তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিঁপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর; প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৫৬ তোলা। সমুদয় চূর্ণের সমান চিনি। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা। অনুপান শীতল জল।

মার্কণ্ডেয় চূর্ণম্।

শুদ্ধ সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ হিঙ্গুলং টঙ্গনং তথা।
ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবঙ্গ তেজপত্রকম্॥
এলাবীজং চিত্রকঞ্চ মুস্তকং গজপিপ্পলী।
নাগরং সজলঞ্চাভ্রং ধাতক্যাতিবিষা তথা॥
শিগ্রুজং শাল্মলঞ্চৈবমহিফেনং পলাংশকম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল মুথা, গজপিপুল, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, সজিনা বীজ, মোচরস ও অহিফেন—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা। মাত্রা অর্দ্ধ আনা হইতে এক আনা। সংগ্রহগ্রহণী রোগে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

সংগ্রহ গ্রহণী রোগে মোদক ঔষধ বিশেষ উপকারী। মদন মোদক, মেথী মোদক, বৃহন্মেথী মোদক, মুস্তকাদ্য মোদক, জীরকাদি মোদক, বৃহজ্জীরকাদি মোদক, প্রভৃতি ঔষধগুলি একবার করিয়া ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। আবশ্যক বিবেচনায় কামেশ্বর, মোদক, মহাকামেশ্বর মোদকেরও ব্যবস্থা করা

যায়। কিন্তু আমাদের মতে সিদ্ধি ঘটিত ঔষধের প্রয়োগ যত না করা যায়, ততই মঙ্গল। **বৃহজ্জীরকাদি মোদকটি** সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণী রোগে অতি উত্তম ব্যবস্থা। আমরা এই ঔষধ গ্রহণী রোগের সকল স্থলেই ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে সকল মোদকগুলিরই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

মদন মোদকঃ।

ত্রৈলোক্য বিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃত ভর্জ্জিতম্।
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতি চিক্কণম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠধান্যক সৈন্ধবম্।
শঠী তালীশপত্রঞ্চ কটফলং নাগকেশরম্॥
অজমোদা যমানী চ যষ্টীমধুকমেব চ।
মেথা জীরক যুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা শ্লক্ষ্ণ চূর্ণিতম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্।
তাবদেব সিতা দেয়া যাবদায়াতি বন্ধনম্॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিসুগন্ধি সমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
স্থাপয়েদ্ ঘৃত ভাণ্ডে চ শ্রীমন্মদনমোদকম্।

ঘৃতে ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, কুড়, ধনে, সৈন্ধব, শঠী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কটফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চিনি ৮৪ তোলা। একত্র পাক করিয়া নামাইয়া দারুচিনি, তেজপত্র, ও এলাইচ চূর্ণ ও কর্পূর মিশাইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা। সন্ধ্যার সময় সেব্য।

মেথী মোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত জীরকদ্বয় ধান্যকম্।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্॥
তালীশকেশরং পত্রং ত্বগেলা চ ফলং তথা।
জাতীকোষ লবঙ্গঞ্চ মুরা কর্পূর চন্দনম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তু মেথিকা।
সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্য্যঃ পুরাতন গুড়েনচ॥
ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিৎ খাদেদগ্নি বলং প্রতি।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিটলবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন—প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ। সকল চূর্ণের সমান মেথী এবং মেথীচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। যথাযোগ্য জল সহ পাক করিবে। পাক সম্পন্ন হইলে ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে।

মাত্রা।• আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। অনুপান জল।

ইহার উপাদানগুলির পরিচয়—

শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষ নাশক। মরিচ—গ্রাহী। হরীতকী ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফপিত্ত প্রশমক। মুথা—আগ্নেয়। জীরা—অগ্নির দীপ্তিকর। কৃষ্ণজীরা—আগ্নেয়। ধনে অতীসার নাশক। কটফল—অরুচি নিবারক। কুড়—কফ নাশক। কাঁকড়াশৃঙ্গী—ঊর্দ্ধগ বায়ু নাশক। যমানী—আগ্নেয়। সৈন্ধব—ত্রিদোষ প্রশমক। বিটলবণ—আগ্নেয়। তালিশপত্র—কফ ও বায়ু নিবারক। নাগেশ্বর—কফ ও পিত্তনাশক। তেজপত্র—

বায়ুনাশক। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তনিবারক। এলাইচ—আগ্নেয়। জাতীফল—গ্রাহী! জৈত্রী—আগ্নেয়। লবঙ্গ—গ্রাহী। মুরামাংসী—বায়ুপিত্ত নাশক।

কর্পূর—

কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্মধুরাস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ॥
দাহতৃষ্ণাস্য বৈরস্য-মেদো দৌগন্ধ্য নাশনঃ।
আক্ষেপশমনো নিদ্রাজননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ॥
বেদনাহারকঃ কামশান্তি কৃচ্ছুক্রমেহহৃৎ।

কর্পূর শীতবীর্য্য, শুক্র বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, লেখন গুণবিশিষ্ট, লঘু, সুগন্ধি, মধুরতিক্ত রস, নিদ্রাজনক, ঘর্ম্ম বর্দ্ধক ও কাম শান্তিকর।

রক্তচন্দন—রক্তদোষ নিবারক।

মেথী—

মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী।
রুচিপ্রদা দীপনীচ রক্তপিত্ত প্রকোপিনী॥

মেথী—বায়ুনাশক, শ্লেষ্মানাশক, জ্বরঘ্ন, রুচিপ্রদ, অগ্ন্যুদ্দীপক ও রক্তপিত্ত প্রকোপক।

বৃহন্মেথী মোদক।

ত্রিফলা ধান্যকং মুস্তং শুণ্ঠী মরিচ পিপ্পলী।
কটফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকদ্বয় পুষ্করম্॥
যমানী কেশরং পত্র তালীশং বিড়মেব চ।
" জাতিফলং ত্বগেলা চ জয়িত্রীন্দু লবঙ্গকম্॥

শতপুষ্পা মুরামাংসী যষ্টিমধুকপদ্মকম্।
চব্যং মধুরিকা দারু সর্ব্বমেতৎ সমং ভবেৎ ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রা তু মেথিকা।
সিতয়া মোদকং কার্য্যং ঘৃতমাধ্বীক সংযুতম ॥

ত্রিফলা, ধনে, মুথা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, কটফল, সৈন্ধবলবণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী. জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশ-পত্র, বিটলবণ, জাতীফল, দারুচিনি, এলাইচ, জৈত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চৈ, মৌরী ও দেবদারু—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ, সকল চূর্ণের সমান মেথী এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া যথাযোগ্য জলে পাক করিবে।

হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক! আমলকী ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া কফপিত্ত প্রশমক। ধনে—অতীসার নাশক। মুতা—আগ্নেয়। শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষ নাশক। মরিচ—গ্রাহী। কটফল—অরুচি নাশক। সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। কাঁকড়া শৃঙ্গী—উর্দ্ধগ বায়ু নাশক। জীরা—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—আগ্নেয়। কুড়—কফ নাশক। যমানী আগ্নেয়। নাগেশ্বর—আমপাচক। তেজপত্র—কফ ও বাতঘ্ন। তালীশপত্র – কফবাতঘ্ন। বিটলবণ—অগ্নিকারক। জাতিফল—গ্রাহী। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তনাশক। এলাইচ—আগ্নেয়। জৈত্রী আগ্নেয়। কর্পূর—কফপিত্তঘ্ন। লবঙ্গ—গ্রাহী।

শুল্‌ফা—

শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণ পিত্তকৃৎ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্মব্রণশূলাক্ষি রোগহৃৎ ॥

ইহা লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারক, অগ্নির উদ্দীপক, কটু, উষ্ণ, জ্বরঘ্ন, বায়ু, দমনকারী, শ্লেষ্ম নাশক এবং ব্রণ, শূল, ও চক্ষুরোগ নষ্ট করে।

মুরামাংসী—বায়ুপিত্ত নাশক। যষ্টিমধু—বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি প্রভৃতি নিবারক। পদ্মকাষ্ঠ—শ্লেষ্মঘ্ন। চই—কফ ও বায়ু নাশক। মৌরী—আগ্নেয়। দেবদারু—আধ্মান নিবারক, আমদোষ নাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ঠ; মেথী—আগ্নেয়। চিনি—শীতল, রক্তপিত্ত নাশক ও লঘু।

মুস্তকাদ্যমোদকঃ।

ধান্যকং ত্রিফলা ভৃঙ্গং ত্রুটিঃ পত্রং লবঙ্গকম্।
কেশরং শৈলজং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানিচ॥
জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ যমানী কটফলং জলম্।
ধাতকী পুষ্পকং ব্যাধির্জ্জাতীকোষ ফলেত্বচম্॥
মধুরিকা চাজমোদা হবুষঃ নগপর্ণ্যপি।
উগ্রগ্রন্ধা শঠী মাংসী কুটজস্য ফলং শুভা॥
এতানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েদ কুশলো ভিষক।
সর্ব্বচূর্ণ সমং দেয়ং জলদস্যাপি চূর্ণকম্॥
সিতা চ দ্বিগুণা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥

ধনে, ত্রিফলা, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, শিলাজতু, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, কটফল, বালা, ধাইফুল, কুড়, জৈত্রী, জায়ফল, দারুচিনি, মৌরী, বনযমানী, হবুষ, তাম্বুল বচ, শঠী, জটামাংসী ও ইন্দ্রযবব—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ, সমুদয় চূর্ণের সমান মুথাচূর্ণ এবং মুথাচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। একত্র মিশাইয়া যথারীতি পাক করিয়া পাক শেষ হইলে ঘৃত ও মধু সহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা।

ধনে—অতীসার নাশক। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফপিত্তঘ্ন। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তঘ্ন।

ছোট এলাইচ,

এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস, কাসার্শো মূত্রকৃচ্ছহৃৎ।
রসেতু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরা মতা॥

ইহা কটু, শীতল, লঘু ও বায়ু নাশক। কফ, কাস, শ্বাস, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ইহা ব্যবহারে উপশমিত হয়।

তেজপত্র—কফ বাতঘ্ন। লবঙ্গ—গ্রাহী। নাগেশ্বর—আমপাচক। বালা—দীপন ও পাচক। ধাইফুল—অতীসার নাশক। কুড় কফ নাশক। জৈত্রী—আগ্নেয়। জায়ফল—গ্রাহী। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্ত প্রশমক। মৌরী—আগ্নেয়। বনযমানী—আগ্নেয়।

হবুষ—

হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদর সমীরার্শো গ্রহণা গুল্ম শূলহৃৎ॥

ইহা আগ্নেয়, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায় ও গুরু। ইহা পিত্ত, উদর রোগ, বায়ু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগ নাশক।

তাম্বুল—

তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্।
বশং তিক্তং কটুক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘুঃ॥
বশ্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্যমলবাত শ্রমাপহম্॥

ইহা বিশদ, রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়, সর, বশ্য, তিক্ত, কটুক্ষার, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্মনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নিবারক, বায়ুনিবারক ও শ্রম শান্তিকর।

বচ—কফ নাশক। শঠী—আগ্নেয়। জটামাংসী—ত্রিদোষ নাশক। ইন্দ্রযব—অতীসার নাশক। মুথা—ধারক। চিনি—কফ নাশক।

† বচ তিন প্রকার। খুরাসানী বচ, সুগন্ধা বচ ও মহাভরী বচই প্রচলিত, ইঁহার অপর নাম কুলীঞ্জন। এই মহাভরী বচ—সুগন্ধ, উগ্রগন্ধ, কফ নাশক, কাসরোগে উপকারকও রোচক। ইহা কণ্ঠের সুস্বরকারক, এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখ নির্ম্মল করে।

জীরকাদি মোদকঃ।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্।
তদৰ্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতম্ বস্ত্র পূতকম্॥
অয়শ্চর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ।
মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষ ফলে তথা॥
ধান্যকং ত্রিফলা চৈব চাতুর্জ্জাত লবঙ্গকম্।
শৈলেয়ং চন্দনে দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা॥
টঙ্গনং কুন্দুরু যষ্টি তুগা কক্কোল বালকম্।
গাঙ্গেরুস্ত্রিকটুশ্চৈব ধাতকী বিল্বমর্জ্জুনম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং স প্রিয়ঙ্গুকম্।
জীরকং শাল্মলীশ্চৈব কটুকা পদ্মনালুকে॥
এষা কর্ষ সমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক
শর্করা মধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্ম্মিতম্॥

জীরাচূর্ণ ৬৪ তোলা, ঘৃতভর্জ্জিত ও বস্ত্রপূত সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৩২ তোলা, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শিলাজতু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগা, কুন্দুরুখোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাকোলী, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুলফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কটকী পদ্মকাষ্ঠ ও লালুকা—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীর চূর্ণ ২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথানিয়মে মোদক পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে ঘৃত ও মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা দুই আনা হইতে ॥৹ আধ তোলা।

জীরা—আগ্নেয়।

সিদ্ধি—

ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহমদবাগ্বহ্নি বর্দ্ধিনী।
মদনোদ্দীপনী নিদ্রাজননী হর্ষদায়িনী।
হনুস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচিঞ্চমদাত্যয়ম্।
প্রবৃত্তিং রজসো বহ্বী হন্ত্যপত্যপ্রসূতিকৃৎ॥

ইহা কফ নাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তকারক, মোহকারক, মাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক ও হর্ষদায়ক। ইহার দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার, জলত্রাস, বিসূচিকা, মদাত্যয় ও অধিক রজঃপ্রবৃত্তি নিবারিত হয়। ইহার দ্বারা জরায়ু-শৈথিল্য নিবারণ হওয়ায় প্রসব-বাধা দূরীভূত হয়।

লৌহ—কফ পিত্তনাশক। বঙ্গ—পুষ্টিকারক। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। মৌরী—আগ্নেয়। তালীশপত্র—কফবাতঘ্ন। জৈত্রী—অগ্নিকারক। জায়ফল—ধারক। ধনে—গ্রাহী। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফ পিত্তপ্রশমক। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তপ্রশমক। তেজপত্র—কফবাতঘ্ন। এলাইচ—আগ্নেয়। নাগেশ্বর—আমদোষ নিবারক। লবঙ্গ—গ্রাহী।

শিলাজতু—

শিলাজতু স্মৃতং তিক্তং কটূষ্ণং কটুপাকি চ।
রসায়নং যোগবাহি শ্লেষ্মমেহাশ্মশর্করাঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং শোথমর্শাংসি পাণ্ডুতাম্।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠমপস্মারোদরং ভবেৎ॥

শোধিত শিলাজতু—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কটুপাক, রসায়ন, যোগবাহক

ও কফঘ্ন। ইহা সেবনে মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ-বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদর রোগের শান্তি হয়।

শ্বেত চন্দন—

চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রমশোষবিষশ্লেষ্মতৃষ্ণা পিত্তাস্র দাহনুৎ॥

ইহা শীতল রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, আহ্লাদজনক ও লঘু। শ্রান্তি, শোষ, বিষদোষ,শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা রক্তপিত্ত, দাহ নিবারণ—ইহা সেবনে হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন—বমন, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর ব্রণ, ও বিষদোষ প্রভৃতি নষ্টকারক শক্তি বিশিষ্ট।

জটামাংসী—

মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তি বলপ্রদা।
স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র দাহবীসর্প কুষ্ঠনুৎ।

ইহা তিক্ত, কষায়, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিপ্রদ, স্বাদু, শীতল, ত্রিদোষঘ্ন রক্তদোষ বিসর্প ও কুষ্ঠ রোগ নাশক।

দ্রাক্ষা—

দ্রাক্ষা পক্বাসরা তিক্তা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদুপাকরসাস্বর্য্যা তুবরা সৃষ্ট মূত্রবিট্॥
কোষ্ঠমারুত কৃদ্ বৃষ্যা কফপুষ্টি রুচিপ্রদা।
হন্তিতৃষ্ণাজ্বরশ্বাসবাত বাতাস্র কামলাঃ॥
কৃচ্ছ্রাস্র পিত্ত সংমোহ দাহশোষ মদাত্যয়ান্।

পক্ক দ্রাক্ষা—শীতল, সর, চক্ষের হিতকর, পুষ্টিকারক, গুরু, পাকে স্বাদু, স্বর বিশুদ্ধকারক, কষায়, বৃষ্য, ভেদক, মূত্রকারক, কফ বর্দ্ধক,

পুষ্টিকর, রেচক, কোষ্ঠে বায়ুর উৎপাদক, কফজনক ওরুচিপ্রদ। ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বায়ুপ্রধান বাতরক্ত, কামলা রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ, শোথ ও মদাত্যয় রোগ নাশক।

শঠী—আগ্নেয়। সোহাগা—আগ্নেয়। কুন্দরু খোটী—

কুন্দরুর্ম্মধুরস্তিক্তস্তীক্ষ্ণস্তচ্যঃ কটুর্হরেৎ!
জ্বর স্বেদ গ্রহালক্ষ্মী মুখরোগ কফানিলান্॥
দাহপ্রদরপিত্তার্ত্তিলেপনা চৈছত্যদঃ স্মৃতঃ॥

ইহা মধুর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু ও ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষক। জ্বর, স্বেদ, গ্রহ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ, বায়ু, দাহ, প্রদর, ও পৈত্তিক পীড়া ইহাদ্বারা নিবারিত হয়।

যষ্টিমধু—বমি তৃষ্ণা, গ্লানি ক্ষয় প্রভৃতি নিবারক।

বংশলোচন—

বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
রুক্ষ কষায় পিত্তঘ্নী দুষ্ট শোণিতশোধিনী॥
তৃষ্ণাকাস জ্বরশ্বাস ক্ষয়পিত্তাস্র কামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং দাহনুদ্ বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥

ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্বাদু, শীতল, রুক্ষ, কষায়, পিত্তজ ও রক্তদোষ নিবারক। ইহা ব্যবহারে তৃষ্ণা, কাস. জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ ব্রণ, পাণ্ডু, দাহ, ও বায়ুজ মূত্রকৃচ্ছ্র দূর হয়।

কাঁকোলী—

কাকোলী যুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাত দাহাস্র পিত্ত শোষজ্বরাপহম্॥

দুই প্রকার কাকোলীই শীতল ও শুক্র জনক। মধুর, গুরু,

পুষ্টিকারক ও বায়ু নাশক। দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর রোগে উপকারক।

বালা—দীপন ও পাচক। আমাতীসার নাশক। গোরক্ষচাকুলে —বলকারক।

শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—আগ্নেয়। মরিচ গ্রাহী। ধাইফুল—ধারক। বেলশুঁঠ—গ্রাহী।

অর্জ্জুনছাল—

ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষত ক্ষয় বিষাস্রজিৎ।
মেদোমেহ ব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফ পিত্তহৃৎ॥

ইহা শীতল, হৃদ্য, কষায়, কফপিত্ত নাশক, বায়ু রোগনাশক; ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদ, মেহ ও ব্রণ রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

শুল্ফা—আগ্নেয়।

দেবদারু—

দেবদারু লঘুস্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ;
বিবন্ধাধ্মান শোথাম-তন্দ্রা হিক্কা জ্বরাস্রজিৎ॥
প্রমেহপানসশ্লেষ্মকাস কণ্ডু সমীরনুৎ।

ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত ও উষ্ণ। ইহা পাকে কটুরস বিশিষ্ট। বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডূ ও বায়ু নাশক।

কর্পূর—গ্রাহী।

প্রিয়ঙ্গু—

প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তাতুবরানিল পিত্তনুৎ।
রক্তাতিযোগ দৌর্গন্ধ্য স্বেদ দাহ জ্বরাপহা॥

বান্তি ভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্রজাড্য বিনাশিনী।
গুল্ম তৃড়্ বিষ মোহঘ্নী তদ্বদ্গন্ধ প্রিয়ঙ্গুকা॥
তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু।
বিবন্ধাধ্মান বলকৃৎ সংগ্রাহী কফপিত্তজিৎ॥

ইহা শীতল, তিক্ত, কষায়, বাতপিত্ত নাশক। অতিশয় রক্তক্ষরণ, দৌগন্ধ, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমি, ভ্রম, অতীসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষজ রোগ ও মেহ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

জীরা—পাচক, আগ্নেয়, গ্রাহী। মোচরস—অতীসার নাশক। কটুকী আগ্নেয়। পদ্মকাষ্ঠ—কফ নাশক। লালুকা—কফঘ্ন।

বৃহজ্জীরকাদি মোদকঃ—

জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ কুষ্ঠং শুণ্ঠী চ পিপ্পলা।
মরিচং ত্রিফলা ত্বক্ চ পত্র মেলাচ কেশরম্॥
শুভা লবঙ্গং শৈলেয়ং চন্দনং শ্বেতচন্দন।
কাকোলী ক্ষীরকালোলী জাতিকোষ ফলে তথা॥
যষ্টি মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচনকং শঠী।
ধান্যকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা॥
শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথীচ সুরদারুচ।
সজলং লালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
কুন্দখোটী সমাংশিকং কর্পূরং বনিতা চৈব।
লৌহমভ্রক বঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্রদাপয়েৎ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ।
সর্ব্ব চূর্ণ সমং দেয়ং ভৃষ্টজীরক চূর্ণকম।

সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শিলাজতু রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জৈত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুথা সচললবণ, শঠী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, লালুকা, সৈন্ধব, গজপিঁপুল, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দরুখোটা—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ—প্রত্যেকটি ২ ভাগ ও সমস্ত দ্রব্যের তুল্য পরিমাণ ভর্জ্জিত জীরক এবং জীরক সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। একত্র পাক করিয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে প্রধানতঃ জীরা আগ্নেয়, পাচক এবং গ্রাহী। গ্রহণী রোগে যতগুলি মোদকের কথা বলা হইল, তন্মধ্যে এই ঔষধটিই অধিক উপকারী। সিদ্ধিঘটিত জীরকাদি মোদক অপেক্ষা এই জীরকাদির ব্যবস্থার আমরা বেশী পক্ষপাতী। ইহাতে সংগ্রহ গ্রহণীরোগে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংগ্রহণী রোগে **"গ্রহণী কপাট," "জাতিফলাদ্য বটী," "গ্রহণী গজেন্দ্র বটী,"**—ঔষধ কয়টি ব্যবহারেও বেশ ফল পাওয়া যায়। নিম্নে ইহাদের উপাদান লিখিত হইতেছে—

গ্রহণী কপাট—

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফল লবঙ্গয়োঃ।
প্রত্যেকং শানমাঞ্চ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং শুভম্ ॥

সূর্য্যাবর্ত্ত রসেনৈব বিল্বপত্র রসেন চ।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রানাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।

পারদ, গন্ধক, জাতীফল ও লবঙ্গ—প্রত্যেকর চূর্ণ ৷৹ আধ তোলা, একত্র মিশাইয়া হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পাণিফল পত্র—এই তিনটির প্রত্যেকের ৮ তোলা রস দ্বারা যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ২ রতি প্রমাণ বটী।

পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—ত্রিদোষঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। লবঙ্গ—আগ্নেয়।

হুড়হুড়ে—

সুবর্চ্চলা হিমারুক্ষা স্বাদু পাকা সরা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, পাকে স্বাদু, সর, গুরু, কটু, ক্ষারগুণবিশিষ্ট। ইহা পিত্তজনক নহে, ইহাদ্বারা বিষ্টম্ভ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়।

বিল্বপত্র—গ্রাহী। পাণিফল পত্র—গ্রাহী।

মতান্তরে গ্রহণী কপাটো রস—

শ্বেত সর্জ্জস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য রসস্য চ।
শুভেঽহ্নি পৃথগাদায় চূর্ণং মাষ চতুষ্টয়ম্॥
একীকৃত্য শিলাখল্লে দদ্যাত্তেষাং তদারসন।
সূর্য্যাবর্ত্তস্য বিল্বস্য শৃঙ্গাটস্য চ পত্রজম্॥
প্রত্যেকং পলমেকৈকং দাপয়েদ্ গ্রহণীগদে।
দাপয়িত্বা ততো যত্নাৎ সবিভক্তং সমাচরেৎ॥

শোধিত শ্বেতধুনা, পারদ ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৹ তোলা

লইয়া হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পাণিফল পত্র ও শিঙ্গার পত্র—ইহাদের প্রত্যেকটির ৮ তোলা রসে মর্দ্দনানন্তর ২ রতি প্রমাণ বটি।

পারদ ও গন্ধক—ত্রিদোষ নাশক। শ্বেতধুনা—গ্রাহী। হুড়হুড়ে বিল্বপত্র ও পাণিফল পত্র ও গ্রাহী।

আর একপ্রকার গ্রহণী কপাটো রসঃ—

টঙ্গনক্ষার গন্ধাশ্ম রসং জাতীফলং তথা।
বিল্বং খদিরসারঞ্চ জীরকং শ্বেতধুনকম্॥
কপিহস্তকবীজঞ্চ তথৈব বকপুষ্পকম্।
এষাং শানং সমাদায় শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥
বিল্বপত্রক কার্পাস ফলং শালিঞ্চ তুণ্ডিকা।
শালিঞ্চ মূলং কুটজত্বচঃ কঞ্চটপত্রজম্॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক।

সোহাগা, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জাতীফল, বেলশুঁঠ, খদিরকাষ্ঠ, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা লইয়া বিল্বপত্র, কার্পাস ফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালীঞ্চমূল, কুড়চিছাল, ও কাঁচড়াপত্রের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী। এই ঔষধ সেবনের পর আট তোলা দধি পান করিতে হয়।

সোহাগা—আগ্নেয়। যবক্ষার—আগ্নেয়। গন্ধক—কফপিত্ত বিনাশক। পারদ—ত্রিদোষ নাশক। জাতীফল—গ্রাহী। বেলশুঁঠ—গ্রাহী।

খদিরকাষ্ঠ—

হরি মেদঃ কষায়োষ্ণো মুখ দন্ত গদাস্রজিৎ।
হন্তি কণ্ডূ বিষ শ্লেষ্ম ক্রিমি কুষ্ঠ বিষ ব্রণান্॥
শোথাতিসার কাসাংশ্চ বিসর্পশ্চাপ্যস্যগ্‌দরম্॥

ইহা কষায় ও উষ্ণ। মুখ রোগ, দন্ত রোগ, কণ্ডু, বিষ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষব্রণ, শোথ, অতীসার, কাস, বীসর্প, ও প্রদর রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

জীরা—পাচক। শ্বেতধুনা—ধারক। আলকুশীবীজ—বৃষ্য, বায়ু ও কফনাশক।

বকপুষ্প—

অগস্তি পিত্ত কফজিৎ চাতুর্থক হরী হিমঃ।
রুক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায় নিবারণ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, বায়ুজনক ও তিক্ত। ইহা দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা. চাতুর্থক জ্বর ও প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

বিল্বপত্র রস—গ্রাহী। কার্পাস—বায়ু নাশক। শালিঞ্চ—বায়ু নাশক। ক্ষীরুই—গ্রাহী। শালিঞ্চ মূল—বায়ু নাশক। কুড়চি ছাল গ্রাহী। কাঁচড়া পত্র—গ্রাহী।

জাতীফলাদ্যা বটিকা—

অভ্রস্য সূতস্য চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাষ চতুষ্টয়ঞ্চ।
বিধায় শুদ্ধোপল পাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ॥
জাতীফলং শাল্মলীবেষ্ট মুস্তং সটঙ্গনং সাতিবিষং সজীবং।
প্রত্যেকমেষাং মরিচস্য শাণ প্রমাণামেকং বিষমাষকঞ্চ॥
বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাদ বিভাবয়েৎ পত্রভবৈরমীষাম্।
রসৈরসোন্মানমিতৈ রসালবংশৌ চ ভদ্রোৎকট কঞ্চটৌ চ॥
ইন্দ্রালিকেন্দ্রাশনকং সজম্বু জয়ন্তিকা দাড়িম কেশরাজৌ।
অবিদ্ধকর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজো বিভাব্য সম্যক্ বটিকা বিধেয়া॥

পারদ ॥০ তোলা, গন্ধক ॥০ তোলা জাতীফল, অভ্র, মোচরস, মুথা, সোহাগা, আতইচ, জীরা ও মরিচ—প্রত্যেকটি চূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও অমৃত

৶৹ আনা। একত্র মিশাইয়া আম্রপত্র, কচি বাঁশপত্র, গন্ধভাদুলে, কাঁচড়া পত্র, নিসিন্দা পত্র, সিদ্ধিপত্র জামপত্র, জয়ন্তীপত্র, দাড়িমপত্র, কেশুরিয়া পত্র, আকনাদি পত্র ও ভৃঙ্গরাজের পত্রের রস দ্বারা যথাক্রমে ৩টি করিয়া ভাবনা দিবে। কুলের আঁটির ন্যায় বটী।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফপিত্তঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। অভ্র—ত্রিদোষ নাশক। মোচরস—গ্রাহী। মুথা—পাচক। সোহাগা—পাচক। আতইচ—গ্রাহী। জীরা—গ্রাহী। মরিচ—গ্রাহী। অমৃত—ত্রিদোষ নাশক। আম্রপত্র—কফঘ্ন, পিত্তনাশক।

কচি বাঁশপত্র—

বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদু কষায়ো বস্তি শোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্ন কুষ্ঠাস্র ব্রণদোষজিৎ॥

ইহা সর, শীতল, স্বাদু, কষায়, বস্তিশোধক, ছেদন, কফপিত্ত নাশক, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ব্রণ ও শোথ নাশক।

গন্ধভাদুলে—

প্রসারণী গুরুবৃষ্যা বলসন্ধান কৃৎসরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফাপহা॥

ইহা গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, সন্ধায়ক, সর, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু নাশক, তিক্ত ও কফ নাশক। বাতরক্ত রোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

কাঁচড়া পাতা—

কঞ্চটং তিক্তকং রক্তপিত্তানিল হরং লঘু।

ইহা তিক্ত, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বায়ু নাশক ও লঘু।

নিসিন্দা পাতা—

কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তিশূল শোথাম মারুতান্।
ক্রিমি কুষ্ঠারুচি শ্লেষ্মা জ্বরান্নিলাপি তদ্বিধা॥

ইহা কেশ্য, নেত্র হিতকর, শূলনাশক, শোথ ও আমবাত নাশক, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লৈষ্মিক ও বাতিকজ্বর ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

সিদ্ধিপত্র—গ্রাহী। জামপত্র—সংগ্রাহী।

জয়ন্তীপত্র—

জয়ন্তী কফপিত্তঘ্নী ক্রিমি শোথবিষ প্রনুৎ।
মদগন্ধবতী তিক্তা কটূষ্ণা কণ্ঠশোধিনী॥

ইহা কফপিত্ত প্রশমক, ক্রিমিঘ্ন, শোথ নিবারক, বিষঘ্ন, মদগন্ধ বিশিষ্ট, তিক্ত, কটু, উষ্ণ ও কণ্ঠ বিশোধক।

দাড়িম পত্র—গ্রাহী।

কেশুরিয়া পত্র—

কসেরুক দ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিত দাহঘ্নং নয়নাময় নাশনম্॥

কসেরুদ্বয়—শীতল, মধুর, কষায়, গুরু, গ্রাহী, শুক্রোৎপাদক, বাতশ্লেষ্ম নিবারক, রোচক ও স্তনে দুগ্ধোৎপাদক। ইহা দ্বারা রক্ত পিত্ত, দাহ ও নেত্ররোগ বিনাশ হয়।

আকনাদি পত্র—অতীসার নাশক।

ভৃঙ্গরাজপত্র—আমজ রোগ নাশক।

গ্রহণী গজেন্দ্র বটিকা—

রসগন্ধক লৌহানি শঙ্খ টঙ্গন রামঠম্।
শঠী তালীশ মুস্তানি ধান্য জীরক সৈন্ধবম্॥
ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী।
ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফল লবঙ্গকম্॥
ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনস্য চ।
রসৈঃ সংমর্দ্দ্য বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খচূর্ণ, সোহাগা, হিং শঠী তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ ও মেথী —প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। সিদ্ধিপত্র রসে মর্দ্দনান্তর ২ রতি বটি। অনুপান ছাগদুগ্ধ।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক— কফপিত্তঘ্ন। লৌহ—ত্রিদোষ নাশক, বল্য। শঙ্খচূর্ণ— আগ্নেয়। সোহাগা—আগ্নেয়। হিং—পাচক। শঠী—আগ্নেয়। তালীশপত্র—কফবাতঘ্ন। মুথা—আগ্নেয় ধনে—গ্রাহী। জীরা—গ্রাহী। সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষ নাশক। ধাইফুল—গ্রাহী। আতইচ—গ্রাহী। শুঁঠ—আগ্নেয়। ঝুল—গ্রাহী। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। ভেলা—আগ্নেয়। তেজপত্র—কফঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। লবঙ্গ—গ্রাহী। দারুচিনি—কফঘ্ন। এলাইচ—অগ্নিকারক। বালা গ্রাহী। বেলশুঁঠ–গ্রাহী। মেথী—গ্রাহী। সিদ্ধিপত্র—আগ্নেয়।

জাতীফলাদি রস নামে এক প্রকার ঔষধ আছে। সংগ্রহ গ্রহণী রোগে ইহা একবার করিয়া ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় শুভ ফল পাওয়া যায়।

জাতীফলাদি রসের উপাদান—

জাতীফলং টঙ্গনমভ্রকঞ্চ ধুস্তূরবীজং সমভাগ চূর্ণম।
ভাগদ্বয়ং স্যাৎ অহিফেনকস্য গন্ধালিকা পত্র রসেন মর্দ্দ্যম।
চণ প্রমাণা বটিকা বিধেয়া মধু প্রযুক্তা গ্রহণীগদেষু॥

জাতীফল ১ তোলা, সোহাগা ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুতুরা বীজ ১ তোলা ও অহিফেন ২ তোলা। সমুদ দ্রব্য একত্র মিশাইয়া গন্ধভাদুলিয়ার রসে মাড়িয়া ছোলার ন্যায় বটি করিবে।

"শ্রীনৃপতি বল্লভ"—নামক ঔষধটি গ্রহণী রোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যে গ্রহণীতে প্রত্যহ অধিকবার ভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবস্থেয়।

শ্রীনৃপতি বল্লভের উপাদান—

জাতীফল লবঙ্গাব্দ ত্বগেলা টঙ্গ রামঠম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্॥
লোহমভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম।
মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বাচ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ধাত্রীরসেন বা পেষ্যং বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ॥

জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগা, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেকটী ৮ তোলা এবং মরিচ চুর্ণ ১৬ তোলা। ছাগদুগ্ধ বা আমলকীর রস দ্বারা বাটিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটী।

জাতীফল—গ্রাহী। লবঙ্গ—গ্রাহী। মুথা—আগ্নেয়। দারুচিনি—কফঘ্ন। এলাইচ—আগ্নেয়। সোহাগা—গ্রাহী। হিং—পাচক। জীরা—গ্রাহী। তেজপত্র—কফঘ্ন। যমানী—পাচক। শুঁঠ—গ্রাহী। সৈন্ধব—আগ্নেয়। লৌহ—ত্রিদোষ প্রশমক, বল্য। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। তাম্র—ক্ষয় নিবারক। মরিচ—গ্রাহী। ছাগদুগ্ধ—আগ্নেয়।

সংগ্রহ গ্রহণীতে ব্যবস্থা।—

"পীযুষবল্লী রস" নামক ঔষধটীও সংগ্রহগ্রহণীতে বিশেষ কার্য্যকারী। **সংগ্রহগ্রহণীতে প্রাতে পীযূষবল্লী রস অথবা শ্রীনৃপতি বল্লভ, বৈকালে গ্রহণী গজেন্দ্র, গ্রহণী কপাট বা জাতীফলাদ্যা**

বটি এবং সন্ধ্যার সময় বৃহজ্জীরকাদি মোদকের ব্যবস্থা অতি উত্তম। নিম্নে পীযূষবল্লী রসের উপাদান লিখিত হইতেছে—

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্গনম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকাঞ্চ শানমেকং পৃথক পৃথক।
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকম্।
সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্বচম্॥
জাতীফলং বিশ্ব নিম্বং কণকং দাড়িমচ্ছদম্।
সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজ রসেঃ পুনঃ।
চণকাভা বটী কার্য্যাচ্ছাগী দুগ্ধেন পেষিতা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জাতীফল, শুঁঠ, নিমছাল, ধুতুরাবীজ, দাড়িমছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড়। প্রত্যেক দ্রব্য ৷৹ তোলা। কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগ দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া ছোলার ন্যায় বটি করিবে। কচিবেল দগ্ধ ও ইক্ষুগুড় অনুপানে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। অভ্র—ত্রিদোষ নাশক।

রৌপ্য—

রৌপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাক রসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ॥
প্রমেহাদিক রোগাংশ্চ নাশয়ত্য চিরাদ্ধ্রুবম্॥

মারিত রৌপ্য শীতল, কষায়, মধুর, অম্লরস সারক বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন, বায়ু নাশক, পিত্ত প্রশমক ও প্রমেহাদি বিবিধ রোগঘ্ন।

লৌহ—ত্রিদোষ নাশক। সোহাগা—আগ্নেয়। রসাঞ্জন—রক্ত রোধক। স্বর্ণমাক্ষিক—বল্য। লবঙ্গ—গ্রাহী। রক্তচন্দন—বল্য। মুথা—গ্রাহী। আকনাদি—আগ্নেয়। জীরা—গ্রাহী। ধনে—গ্রাহী। বরাহক্রান্তা—গ্রাহী। আতইচ—গ্রাহী। লোধ—গ্রাহী। কুড়চিছাল—গ্রাহী। ইন্দ্রযব—গ্রাহী। দারুচিনি—কফঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। শুঁঠ—আগ্নেয়। নিমছাল—পিত্তনাশক। ধুতুরাবীজ—কফঘ্ন, আগ্নেয়। দাড়িমছাল—গ্রাহী। ধাইফুল—গ্রাহী। কুড়—অরুচিনাশক। কেশুরিয়া রস—গ্রাহী। ছাগদুগ্ধ—আগ্নেয়।

"মহাগন্ধক" নামক আর এক প্রকার ঔষধ সংগ্রহ গ্রহণীতে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। শুধু গ্রহণী নহে,—অতিসারেও এই "মহাগন্ধকে"র যথেষ্ট প্রচলন আছে।

মহাগন্ধকের উপাদান—

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ॥
জাত্যাঃ ফলং তথা কোষো লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ তোয়েন সহমর্দ্দয়েৎ॥
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
গুঞ্জাষটক্ প্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥

কজ্জলী ৪ তোলা জলে গুলিয়া লৌহপাত্রে কিয়ৎক্ষণ পাক করিয়া তাহার সহিত জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র—ইহাদের প্রত্যেকটীর

চূর্ণ ২ তোলা একত্র জল দ্বারা বাটিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা ৬ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা বালকদিগের পক্ষে মহৌষধ।

সংগ্রহগ্রহণীতে এবং গ্রহণী রোগের সহিত যদি শোথ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন একপ্রকার পর্পটী প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। পুরাতন পেটের পীড়ায় পর্পটীর তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর একটীও নাই। গ্রহণী, অতীসার, প্রবাহিকা প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগে পর্পটী অমৃত বিশেষ। ঐ সকল রোগের সহিত যদি রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে এই পর্পটীই একমাত্র মহৌষধ।

পর্পটী অনেকরকম আছে। যথা **রসপর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, লৌহ পর্পটী, তাম্র পর্পটী, মকরধ্বজ পর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, বিজয় পর্পটী প্রভৃতি।** ইহাদের মধ্যে শোথযুক্ত বা শোথরহিত গ্রহণী রোগে, পুরাতন সরক্ত প্রবাহিকায় সর্ব্ববিধ পুরাতন অতীসারে স্বর্ণ পর্পটী ও পঞ্চামৃত পর্পটী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। রস পর্পটী প্রয়োগেও পুরাতন প্রবাহিকা এবং সংগ্রহ গ্রহণীতে উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু যদি গ্রহণীর সহিত জ্বর থাকে এবং তাহার সহিত শোথোপদ্রবও উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা ব্যবহারে বেশী ফল পাওয়া যায়। লৌহপর্পটীও উদরী রোগের চমৎকার ঔষধ। যেখানে জ্বর, গ্রহণী ও শোথ একত্র মিশ্রিত হইয়াছে, লৌহপর্পটী সেস্থলেও কার্য্যকারী হইয়া থাকে। লৌহপর্পটীর পরিচয় আমরা উদরী রোগ প্রসঙ্গে প্রদান করিব; এক্ষণে স্বর্ণপর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী এবং রস পর্পটীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

স্বর্ণ পর্পটি।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেমতোলকসংযুতম্
শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবৎ যাবদেকত্বমাগতম ॥
গন্ধকস্য পলঞ্চৈব ময়ঃ পাত্রে ততো দৃঢ়ে।
মর্দ্দয়েদ্দৃঢ় পাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ ॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ।

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার পরে উহার সহিত ৮ তোলা গন্ধক মিশাইয়া লৌহ পাত্রে উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে এবং যথারীতি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চামৃত পর্পটি—

অষ্টৌ গন্ধক তোলকা রস দলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং।
লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধিকম্
পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দন বিধৌচূর্ণীকৃতঞ্চৈকতঃ।
দর্ব্ব্যা বা দরবহ্নি নাতি মৃদুনা পাকং বিদিত্বাদলে ॥

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লোহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও তাম্র অর্দ্ধ তোলা, একত্র করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া প্রস্তুত করিবে।

রসপর্পটি—

শ্রী বিষ্ণুব্যাসি পাদান্ নত্বাধন্বন্তরিঞ্চ সুরভিষজম্।
রসগন্ধক পর্পটিকা পরিপাটী পাটবং বক্ষ্যে ॥
মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদ্দেরণ্ড সম্ভূতে।
আর্দ্রক রসে চ সূতং পত্ররসে কাকমাচ্যাশ্চ।

মগ্নমুদিতানু পূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুষ্কং করণে গৃহ্লীয়াৎ।
প্রস্তর ভাজন মধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা ॥
শুকপুচ্ছ সমচ্ছায়ো নবনীত সমুদ্ব্যুতিঃ।
মসৃণঃ কঠিনং স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইষ্যতে ॥
কৃত্বা ভদ্রং গন্ধক মিতঃ কুশলঃ ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকারম্।
তদ্‌ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎ পাত্রে ॥
তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাৎ ধূলিসমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে।
তদনু চ শুষ্কং চূর্ণংকৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকা মধ্যে ॥
নির্ধূম বদর কাষ্ঠাঙ্গারে ন্যাস্তং বিলাপ্য তৈল সমম্।
পাত্রস্থিত ভৃঙ্গরাজ রস মধ্যে ঢালয়েন্নিপূর্ণঃ ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধক চূর্ণম্।
পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতকরজসা সমানতাং নীতম্ ॥
শুদ্ধে সূতে শোধিত গন্ধক চূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা।
তাবন্ মর্দ্দন মনয়োর্যাবন্ন কণোহপি দৃশ্যতে সূতে ॥
পশ্চাৎ কজ্জ্বল সদৃশং চূর্ণং লৌহীস্থিতং যত্নেন।
নির্ধূম বদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈল সমম্ ॥
সদ্যোগোময় নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন মৃদুনি।
লৌহীস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গৃহীতব্যম্।
পশ্চাৎ পর্পটরূপা পর্পটিকা কীর্ত্ত্যতে লোকৈঃ ॥
ময়ূর চন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্র তু দৃশ্যতে।
তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াদ্ বৈদ্যো নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥

পর্পটীর জন্য যে পারদ ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রথমে জয়ন্তী পত্র,

এরণ্ডপত্র, আদা ও কাকমাচী পত্রের রসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রস সকল শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রকারে শোধিত পারদ, পর্পটী ক্রিয়ায় ব্যবস্থা করিতে হয়। শুষ্ক পুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ গন্ধকই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিবে। পরে ঐ গন্ধক লৌহ পাত্রে রাখিয়া নির্ধূম বদরী কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে গলাইয়া অন্য পাত্রে ভৃঙ্গরাজের রস রাখিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত প্রকারে শোধিত গন্ধক সমভাগে মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ কজ্জলসদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত বদরী কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে গলাইয়া তৈলবৎ করিবে। তৎপরে গোময়ের উপর একখানি কচি কলাপাতা রাখিয়া এবং অপর একখানি কলাপাতার উপর ঢালিয়া শেষোক্ত গোময় পূর্ণ পুটলীদ্বারা চাপিবে। এই প্রকার যে চটী প্রস্তুত হইবে তাহাই পর্পটী। কিন্তু তরলীকৃত কজ্জলী লৌহপাত্রে যাহা সংলগ্ন হইয়া থাকিবে, তাহা অব্যবহার্য্য। পর্পটী যখন ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় দৃষ্ট হইবে, তখনই উহার পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

পুরাতন গ্রহণীরোগে যদি শোথাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পর্পটীর তুল্য ঔষধ নাই।

পর্পটী সেবনের মাত্রা ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। অনুপান ঘৃত ও মধু বা মধু ও বলকা দুগ্ধ। কেহ কেহ দিন এক রতি মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিয়া এবং প্রত্যহ ১ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিনে ১০ রতি সেবন করানর পর প্রতিদিন ১ রতি করিয়া কমাইয়া আবার ১ রতি মাত্রায় নামাইয়া আনেন এবং তত্তদিনে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পর্প টী সেবনে বিশেষ নিয়ম—পর্প টী সেবন কালে রোগীকে লবণ ও জলের বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নতুবা ইহা দ্বারা সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পর্পটী সেবনের রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ গরম করিয়া, তাহার সহিত পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন সেবনের ব্যবস্থা দিবে। চিনি ও মিছরির গুঁড়া খাইতে পারিবে এবং পিপাসার সময় দুগ্ধ দেওয়া হইবে। পর্প টীসেবী রোগীর যদি শুদ্ধ দুগ্ধপানে পিপাসার শান্তি না হয়, তাহা হইলে কমলা লেবুর রস, দাড়িমের রস, ইক্ষুরস—এবং অল্প মাত্রায় শাঁসপূর্ণ ডাবের জল দেওয়া যাইতে পারে।

পর্প টী সেবনের পরও ২।৪ সপ্তাহ লবণ জল বন্ধ রাখা দরকার।

পর্প টী সেবনের শেষোক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রথমে ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া এবং প্রত্যহ ১।১ রতি বাড়াইয়া ১০ দিনের পর ১ রতি করিয়া কমাইয়া পুনরায় মাত্রা ১ রতিতে দাঁড়াইলে আর যে ইহা সেবন করাইতে হয় না—ইহাই এখনকার সর্ব্বজন ব্যবস্থা।

সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী রোগে তক্র সেবন পরম হিতকর। তক্রের প্রধান গুণ—বাত পিত্ত হরং ঘোলং। অর্থাৎ ইহা বাত পিত্ত নাশক। গ্রহণী রোগে তক্রের সহিত হিঙ্গু, জীরা, ও সৈন্ধব মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা দিলে আরও শুভ ফল দর্শিয়া থাকে।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য।

অগ্নিকে সমভাগে রক্ষা করাই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য, ইহার ব্যতিক্রমে কোন রোগেরই চিকিৎসা হওয়া দুঃসাধ্য।

মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি, বিষমাগ্নি এবং সমাগ্নি নামে ঔদরিক অগ্নি চতুর্ব্বিধ। কফের আধিক্য মন্দাগ্নির কারণ, এজন্য মন্দাগ্নিতে কফ-বিশোধন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক্য—তীক্ষ্ণাগ্নির হেতু. এজন্য তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্তপ্রশমন ক্রিয়া আবশ্যক। বায়ুর আধিক্য—বিষমাগ্নির কারণ, এজন্য বিষমাগ্নিতে বায়ুর শান্তি আবশ্যক। এই তিনটী দোষ যদি সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সমাগ্নি বলে।

এখনকার দিনে ডিস্‌পেপসিয়া নামে যে একটা ভয়ঙ্কর দেশব্যাপী রোগের মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় অগ্নিমান্দ্যেরই অন্তর্গত। পূর্ব্বে যে আমরা গ্রহণী রোগের কথায় বলিয়াছি,—সংগ্রহ গ্রহণী রোগে অনেক স্থলে প্রায়ই প্রাত্যহিক দাস্ত পরিষ্কার হয় না, অথচ মধ্যে মধ্যে দম্‌কা ভেদ হইয়া থাকে, তাহাকেও আমরা ইংরাজী মতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ বলিতে পারি। অজীর্ণকেও অনেকে ডিসপেপসিয়ার অন্তর্নিহিত বলেন, কিন্তু অজীর্ণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে ডিসপেপসিয়া বলিলে অসঙ্গত দোষ ঘটে, কারণ বিষম আহার হেতু মানবগণের প্রায়ই অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয় এবং সেই অজীর্ণ সমস্ত রোগের মূল, কিন্তু অচিকিৎসায় বা চিকিৎসার ভুলে ঐ অজীর্ণ যতক্ষণ আমাজীর্ণ হইতে ক্রমশঃ বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং রসশেষাজীর্ণরূপে পরিণত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অজীর্ণ রোগে ডিসপেপসিয়ার সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় না। প্রকৃত কথা, চিকিৎসার ভুলে অজীর্ণ হইতে ইংরাজী ডিসপেপসিয়া বা অগ্নিমান্দ্য এবং গ্রহণী রোগ উপস্থিত হইলেও অজীর্ণ নিজে ইংরাজী ডিসপেপসিয়া অভিধানের উপযুক্ত নহে।

অগ্নিমান্দ্য রোগে যে বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি উপস্থিত হওয়ার কথা বলিয়াছি,—এখনকার ডিসপেপসিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই সেইরূপ রোগগ্রস্ত।

বিষমাগ্নির লক্ষণ—

অশিতা খলু মাত্রাপি বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক কদাচিন্ন বিপচ্যতে ॥
তস্যাধ্মানমুদাবর্ত্তং শূলং জঠরগৌরবম্।
প্রবাহণমতীসারস্তথাস্যাদন্ত্র কূজনম্ ॥

অর্থাৎ বিষমাগ্নি দ্বারা যথামাত্রায় ভক্ষিত দ্রব্য কখন সম্যকরূপে পরিপাক হয়, কখন বা পরিপাক হয় না এবং উদরাধ্মান, উদাবর্ত্ত, শূল, উদরের গুরুত্ব, কুন্থন, অতিসার ও কুক্ষিদেশে গুড়্গুড় শব্দ হয়।

অজীর্ণকে আমরা ইংরাজী ডিসপেপসিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলেও কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রধানতঃ অজীর্ণই অগ্নিমান্দ্য বা ডিসপেপসিয়ার কারণ। কফের আধিক্য যে মন্দাগ্নির কারণ বলিয়াছি, সেই কফের আধিক্য আমাজীর্ণেরও কারণ, কাজেই স্মরণ রাখিতে হইবে, মন্দাগ্নির মুখ্য কারণ হইল আমাজীর্ণ। তীক্ষ্ণাগ্নির কারণ পিত্তাধিক্য, কিন্তু পিত্ত প্রকোপহেতু বিদগ্ধাজীর্ণই হইল সেই তীক্ষ্ণাগ্নির মুখ্য কারণ এবং বায়ুর আধিক্যে যে বিষমাগ্নির সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির মুখ্য কারণ হইল বায়ুর প্রকোপ হেতু বিষ্টব্ধাজীর্ণ।

আমাজীর্ণে রোগীর শরীর—

তত্রামে গুরুতোৎক্লেশঃ শোথো গণ্ডাক্ষি কূটগঃ।
উদগারশ্চ যথা ভুক্তমবিদগ্ধং প্রবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ উদরের গুরুতা, বিবমিষা, কপোল ও অক্ষিকূটে (চক্ষুর গোলকে) শোথ এবং উদ্গার বাহুল্য হয়, পরন্তু মধুরাদি যে কোনো দ্রব্য আঁহার করে, তাহার কিছুই অম্লত্ব হয় না।

এই আমজীর্ণের ফলে যে মন্দাগ্নি ঘটিয়া থাকে, তাহাতে—

স্বল্পাপি নৈবমন্দাগ্নের্ম্মাত্রা ভুক্তা বিপচ্যতে।
চ্ছর্দ্দি সাদঃ প্রসেকঃস্যাচ্ছিরো জঠরগৌরবম্॥

অর্থাৎ মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির অতি অল্প মাত্র আহারও সম্যক পরিপাক হয় না, এবং বমি, শরীরের অবসন্নতা ও প্রসেক হয়, পরন্তু মস্তক ওউদরের গুরুত্ব থাকে।

বিদগ্ধাজীর্ণে—

বিদগ্ধে ভ্রমে তৃন্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধারুজঃ।
উদ্গারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে॥

রোগীর ভ্রম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ধূমের সহিত অম্লোদ্গার, ঘর্ম্ম, দাহ এবং পিত্তজনিত বিবিধ বেদনা জন্মে। এই বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে যে তীক্ষাগ্নির পরিণতি, তাহাতে—

মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতাতীক্ষাগ্নেঃ পচ্যতে সুখম্।
অতএব হি কেনাপি মতস্তীক্ষাগ্নিরুত্তমঃ॥

পরিমিত কিম্বা অপরিমিত আহার করিলেও যদি সহজে জীর্ণ হয়, তবে উহা তীক্ষাগ্নির কার্য্য জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত এই তীক্ষাগ্নিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত সে কথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা তীক্ষাগ্নি অতি প্রবল হইলেই তাহাকে ভস্মকাগ্নি নাম দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে চরকের মত—

নরে ক্ষীণকফে পিত্তং কুপিতং মারুতানুগম্।
স্বোষ্মণা পাবকস্থানে বলমগ্নেঃ প্রযচ্ছতি॥
তদা লব্ধবলো দেহে বিরুক্ষে সানিলোঽনলঃ।
পরিভূয় পচত্যন্নং তৈক্ষ্ণ্যাদাশু মুহুর্ম্মুহুঃ॥

পক্ত্বান্নং সততং ধাতুন্ শোণিতাদীন্ পচত্যপি।
ততো দৌর্ব্বল্যমাতঙ্কান্ মৃত্যুপঞ্চোপনয়েন্নরম্॥
ভুক্তেহন্নে লভতে নাস্তিং জীর্ণমাত্রে প্রতাম্যতি।
তৃট্‌শ্বাস দাহমূর্চ্ছাছা ব্যাধয়োহত্যগ্নি সম্ভবাঃ॥

অর্থাৎ মনুষ্যের কফ অতিশয় ক্ষীণ হইলে, পিত্ত কুপিত ও বাতানুগত হইয়া, স্বকীয় উষ্ণতা দ্বারা অগ্নি স্থানে গমন করিয়া অগ্নির বল প্রদান করে। এইরূপে সবাত জঠরাগ্নি লব্ধবল হইয়া দেহকে বিকৃত এবং স্বকীয় অতি তীক্ষ্ণতা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া ফেলে। রোগী যতবার যত আহার করে, ভস্মকাগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ভুক্তান্ন ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং অন্নপাকানন্তর অন্য পাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতু সমুদয়কেও পাক করিতে থাকে। সুতরাং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগে রোগী আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য অনুভব করে, কিন্তু জীর্ণ মাত্রেই অত্যগ্নি হেতু অসহ্য তৃষ্ণা, শ্বাস, দাহ ও মূর্চ্ছায় কাতর হইয়া পড়ে। সুতরাং বিদগ্ধাজীর্ণের যে সকল উপদ্রব, তীক্ষ্ণাগ্নির চরম অবস্থাতেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্য কোনো কোনো পণ্ডিত ইহাকে উৎকৃষ্ট অগ্নি বলিলেও রকের মতই গ্রহণীয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে—

বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাত বেদনাঃ
মল বাহাঽপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহঽঙ্গপীড়নন্॥

অর্থাৎ শূল, আধ্মান, তোদভেদাদি নানাপ্রকার বাত বেদনা, মল ও বায়ুর অপ্রবৃত্তি, দেহের জড়তা, মোহ এবং শরীরে বাত জন্য বেদনাদি জন্মে।

ইহা হইতে যে বিষমাগ্নি উপস্থিত হয়, তাহাতেও এই সকল উপদ্রব যে বর্ত্তমান থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই বিষ্টব্ধাজীর্ণের ফলে যে বিষমাগ্নি—তাহাই বর্ত্তমান ডিস্‌পেপ্‌-টিকগণের মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য রোগের মূল ধরিয়া বায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রয়োগ এই অবস্থায় হিতকর।

রসশেষাজীর্ণ নামে আর এক প্রকার অজীর্ণের কথা কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। তাহাতে—

রস শেষেঽন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধি গৌরবে।

অর্থাৎ রোগীর অন্নাহারে অনভিলাষ এবং হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা ও গুরুতা হইয়া থাকে।

রস শেষ শব্দের অর্থ—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া যে রস (সারভূত দ্রব ভাগ) উৎপন্ন হয়—তাহা রক্তরূপে পরিণত হওয়ার সময় ধাত্বগ্নির ক্রিয়া দ্বারা সম্যক প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোনো কোনো পণ্ডিতের মত—ভুক্ত সামগ্রী পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাতে ভুক্ত দ্রব্যের অসারভূত অংশ অলক্ষিতরূপে প্রবিষ্ট হইয়া এই রসশেষাজীর্ণ রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। যাহা হউক এ রোগ কখনই সহজসাধ্য নহে এবং সুচিকিৎসা না হইলে ইহার ফলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

শাস্ত্রকারগণ আমাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা, বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অলসক এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে—উপদেশ দিয়াছেন। সে সকল প্রসঙ্গ যথাস্থানে বলা যাইবে। উপস্থিত অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের চিকিৎসার কথা বলা যাউক।

অজীর্ণের প্রথমাবস্থায় কোন বিশেষ ঔষধ না দিয়া আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদ প্রয়োগ ও রস

শেষাজীর্ণে * আহারের পূর্ব্বে নিদ্রা—এইরূপ প্রকরণ উত্তম ব্যবস্থা। বচ ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা—একসের গরম জলে মিশাইয়া যতটা সম্ভব পান করাইলে বমন হইয়া আমাজীর্ণের শান্তি হয়। পিঁপুল, সৈন্ধব ও বচ—সমভাগে তিনটি দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া পান করাইলেও বমন হইয়া আমাজীর্ণের উপশম হয়। উদরের বেদনা নিবারণের জন্য ধনে ১ তোলা ও শুঁঠ ১ তোলা যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিবে। গুড়ের সহিত শুঁঠ, পিঁপুল, হরীতকী অথবা দাড়িম—ইহাদের মধ্যে কোন একটি দ্রব্যের চূর্ণ মাত্রায় সেবন করাইলে আমাজীর্ণ ও মলবদ্ধতায় উপকার হয়।

অজীর্ণে ভাবমিশ্রের মত—

ভাবমিশ্র বলেন,—যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণ একত্র মিশাইয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া যথাসময়ে আহার করিলে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। যথা—

ভবেদযথা প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগর সৈন্ধবাভ্যাম্।
বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুজ্যাদশঙ্কংমিতমন্নকালে॥

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভাবমিশ্রের এই উপদেশ সাধারণ অজীর্ণের পক্ষে অর্থাৎ রাত্রে গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের ফলে যদি প্রাতঃকালে সাধারণ অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলেই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ভোজনের ব্যবস্থা করিবে, নতুবা ভুক্তদ্রব্য বিশেষভাবে

* শুধু রস শেষাজীর্ণ কেন—সকল প্রকার অজীর্ণেই আহারের পূর্ব্বে নিদ্রা হিতকর। এ সম্বন্ধে একজন বাঙ্গলা কবি বলিয়াছেন—

"অজীর্ণ যদি সারা'তে চাও।
অনাহারে নিদ্রা যাও॥"

পরিপাক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই পুনরায় ভোজনের ব্যবস্থা দিবে না। "অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।"—এই বাক্য সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আহারের পর বিদাহ পাকের জন্য এবং তজ্জনিত হৃদয় ও গলদেশে দাহ উপস্থিত হইলে ভাবমিশ্র ব্যবস্থা দিয়াছেন—কিসমিস ও হরীতকী একত্র করতঃ মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। যথা—

বিদহ্যতে যস্য তু ভুক্তমাত্রং দন্দহ্যতে হৃচ্চ গলশ্চ যস্য।
দ্রাক্ষাং সিতামাক্ষিক সম্প্রযুক্তাং লীঢ়াভয়াঞ্চাপি সুখং লভেত॥

বিদগ্ধাজীর্ণ।—বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করা হিতকর, তাহার ফলে বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং জলের শৈত্য ও দ্রবত্ব গুণজনিত পিত্ত প্রশমিত হইয়া অধোদেশে নীত হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে হরীতকী ১ তোলা ও পিঁপুল ১ তোলা—৩২ তোলা কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া ৮তোলা অবশেষে নামাইয়া তাহার সহিত এক আনা সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া সেবনে ধূম নির্গমবৎ উদ্গার প্রভৃতি বিদগ্ধাজীর্ণের উপদ্রব সকল তিরোহিত হইয়া থাকে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণ।—বিষ্টব্ধাজীর্ণে হিং, শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ শীতল জলে বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। স্বেদক্রিয়া ও লবণ মিশ্রিত জলপান বিষ্টব্ধাজীর্ণে উৎকৃষ্ট ঔষধ। রস শেষাজীর্ণে উপবাস ও দিবানিদ্রা উপকারক। হরীতকী, পিঁপুল ও সৌবর্চ্চল লবণ—ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া রোগীর বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দোষানুসারে দধির মাত বা উষ্ণ জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করাইবে, ইহাতে চারি প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও উদরাধ্মান প্রভৃতি নিবারিত হইবে। উদরাধ্মান নিবারণের জন্য মৌরি ভিজান জল, চূণের জল, গোলমরিচ ভিজান জল—উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। গোলমরিচ বাটিয়া শীতল জলের সহিত

মিশাইয়া পান করিলেও উদরাধ্মানের উপশম হইয়া থাকে। শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দন্তীবীজ, তেউড়ী মূল, চিতামূল ও পিঁপুলমূল—ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে—সকলপ্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও উদাবর্ত্তরোগে উপকার হইয়া থাকে।

সাধারণ অজীর্ণ।—সাধারণ অজীর্ণে আমরা আর একটা মুষ্টিযোগ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। সেটি লবণ ও যমানি। সৈন্ধবলবণ হইলেই ভাল হয়, অভাবে যে কোন লবণ চলিতে পারে। এই লবণ ও যমানি এক একটী এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণে লইয়া মুখে ফেলিয়া না চিবাইয়া খানিকটা শীতল জল পান করিলে অনেক সময় অজীর্ণের উপকার হয়। লবণ ও গোলমরিচ ও সম পরিমাণে এইরূপ অবস্থায় সেবন করা চলে।

বজ্রক্ষার।—ঔষধ প্রয়োগের জন্য বজ্রক্ষারের প্রয়োগ অতি উত্তম ব্যবস্থা। ফটকিরির চারিগুণ সোরা মিশাইয়া অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া ঢালিয়া লইলে বজ্রক্ষার প্রস্তুত হইল। এই বজ্রক্ষার এক আনা মাত্রায় শীতল জলের সহিত একবার কিম্বা দুইবার অজীর্ণের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে সুফল দর্শিয়া থাকে। বজ্রক্ষারের মাত্রা বেশী হইলে তাহার গুণ—ধারক এবং মাত্রা অল্প হইলে তাহার গুণ পাচক হইয়া থাকে। এজন্য অজীর্ণের প্রথমাবস্থায় অধিক মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিতে নাই। বজ্রক্ষারে সোরা থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হওয়ায় ইহার দ্বারা অতি সহজে উদারাধ্মান নিবৃত্ত হইয়া থাকে। উদরাধ্মান অধিকভাবে থাকিলে মৌরীভিজান জল সহ বজ্রক্ষার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে। পাতিলেবুর রস ও শীতল জলও উদরাধ্মান নিবৃত্তির পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ।—অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের প্রথম অবস্থায় বেশ ফলপ্রদ ঔষধ।

ইহার উপাদান—

"সিন্ধুত্থ পথ্যা মগধোদ্ভব বহ্নিচূর্ণ"

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী পিঁপুল ও চিতামূল।

সৈন্ধবলবণ ও হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক, বিশেষতঃ সারক। পিঁপুল ও চিতামূল—পাচক। এজন্য ইহা দ্বারাও প্রথমাবস্থায় পাচন ক্রিয়া সাধিত হওয়ায় অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের উত্তমরূপ উপকারই হইয়া থাকে। এই ঔষধের অনুপান উষ্ণ জল। মাত্রা চারি আনা।

"**হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ**" একবার করিয়া ব্যবহার করিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়।

ইহার উপাদান—

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকদ্বে সম ধরণ ঘৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং। সকল দ্রব্য সমভাগ। শাস্ত্রকার এই ঔষধ ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃতের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রবল থাকিলে ঘৃত সহ কিন্তু ব্যবহার করা ঠিক নহে। ভাবমিশ্র এই ঔষধ প্রাতঃকালেই সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরাও সেই মত অবলম্বন করিয়া এই ঔষধ এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত ব্যবস্থা করাইয়া অনেক স্থলেই সুফল পাইয়া থাকি।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে শুঁঠ—পাচক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মা নিবারক। মরিচ—গ্রাহী কিন্তু পাচক। যমানী—আগ্নেয়। সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। জীরা—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—পাচক।

হিং—

হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসনুৎ।
শূলগুল্মোদরানাহ ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥
স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মূর্চ্ছাপস্মার হৃৎপরম্।

ইহা উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃ প্রবর্ত্তক। হিং সেবনে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, ক্রিমি, এবং মূর্চ্ছা ও অপস্মার নষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণে যে সকল উপাদান আছে তাহার মধ্যে হিঙ্গু—পিত্তবর্দ্ধক এজন্য তীক্ষ্ণাগ্নি এবং বিদগ্ধাজীর্ণে এই ঔষধের ব্যবস্থা করা ঠিক নহে। সে অবস্থায় **ভাস্করলবণের** ব্যবস্থা সঙ্গত।

ইহার উপাদান—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশ কেশরম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্যচ।
মরিচাজাজী শুণ্ঠী নামেকৈকস্য পলং পলম্॥
ত্বগেলা চার্দ্ধভাগেন সামুদ্রাৎ কুড়ববদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব, বিটলবণ, তেজপত্র তালীশপত্র ও নাগকেশর—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ৪০ তোলা, মরিচ, জীরা ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, ছোট এলাইচ ৪ তোলা করকচ লবণ ৬৪ তোলা, দাড়িমের খোসা ৩২ তোলা ও অম্লবেতস ১৬ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে।

পিঁপুল—আগ্নেয়। পিঁপুলমূল পাচক। সৈন্ধব—ত্রিদোষনাশক। বিটলবণ—দীপন। তেজপত্র—হৃল্লাস, অরুচি প্রভৃতি নিবারক ও বায়ুনাশক। তালীশপত্র—কফবাতঘ্ন। নাগেশ্বর—আমপাচক। সচল—আগ্নেয়। মরিচ—আগ্নেয়। জীরা—আগ্নেয়। শুঁঠ—পাচক। দারুচিনি—বাতপিত্তঘ্ন। ছোটএলাইচ—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। করকচ—বাতঘ্ন। দাড়িম খোসা—ত্রিদোষনাশক, কিন্তু গ্রাহী। অম্লবেতস—আগ্নেয় কিন্তু ভেদক।

এই ঔষধের মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা। শীতল জল, দধির মাৎ, তক্র এবং কাঁজি প্রভৃতির সহিত ইহা প্রযুজ্য। আমদোষ এবং মন্দাগ্নি নিবারণ করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

যেখানে হিং ঘটিত ঔষধ দেওয়া চলে, অর্থাৎ যে রোগী তীক্ষ্ণাগ্নি বা বিদগ্ধাজীর্ণে আক্রান্ত নয়, তাহাকে হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ ভিন্ন "স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণ" বা "বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ" একবার করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে।

স্বল্পাগ্নিমুখ চূর্ণম্।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণাভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্ গুণাচ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠমষ্টগুণং ভবেৎ॥

হিং ১ ভাগ, বচ ১ ভাগ, পিঁপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ। প্রত্যেকের চূর্ণ পৃথক পৃথক করিয়া একত্র মিশাইয়া লইবে। উষ্ণ জলের সহিত এক আনা বা দুই আনা মাত্রায় এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—

হিং পাচক—

বচ—

বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তিবহ্নিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মান শূলঘ্নী শকৃন্‌ মূত্রবিশোধিনী ॥
অপস্মার কফোন্মাদভূতজন্ত্বনিলান্‌ হরেৎ।

ইহা উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বমনকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। মলাদির বন্ধ, আধ্মান, পেটফাঁপা, কফজন্য উন্মাদ, অপস্মার, শূলরোগ ইহা ব্যবহারে প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে মলমূত্র বিশুদ্ধ ও ভূতাদি ভয় বিদূরীত হয়।

পিপুল—দীপন। শুঠ—আগ্নেয়। যমানী—আগ্নেয়। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। চিতামূল—পাচক। কুড়—কফ ও বাতঘ্ন।

বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণম্‌।

দ্বৌক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গুপুষ্করম্‌ ॥
শঠী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচাচেন্দ্র যবস্তথা।
ধাত্রী জীরক বৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা ॥
অম্লবেতসমল্লিকা যমানী সুরদারুচ।
অভয়াতি বিষা শ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্‌ ॥
তিলমুষ্ককশিগ্রূণাঃ কোকিলাক্ষ পলাশয়োঃ।
ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্র সেচিতম্‌ ॥
সমভাগাণি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গ রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্‌ ॥
দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন আদ্র্রকস্য রসেন চ।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটি, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, আমরুল, গজপিঁপুল, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, অনন্তমূল, হবুষা (অভাবে ধনে), সোঁদালফলের মজ্জা, তিলের ডাঁটার ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, সজিনা ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশক্ষার ও গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিন ছোলঙ্গ লেবুর রসে, তিন দিন শুক্তে (অভাবে কাঞ্জিকে) ও ৩ দিন আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। মাত্রা এক আনা হইতে চারি আনা। সকল প্রকার অজীর্ণ রোগে ইহা মহৌষধ।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে যবক্ষার—বায়ুর অনুলোমক, শ্লেষ্মা ও আমনাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। সাচিক্ষার—আগ্নেয়। চিতামূল—দীপক। আকনাদি—বাতশ্লেষ্মনাশক ও অতীসার প্রভৃতি রোগে প্রযুজ্য।

করঞ্জমূলের ছাল—

করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ
কুষ্ঠোদাবর্ত্ত গুল্মার্শো ব্রণ ক্রিমি কফাপহঃ ॥

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, বায়ু শান্তিকর, শোথে হিতকর, ভেদক, কফনাশক এবং অর্শ ও ক্রিমিঘ্ন।

পঞ্চলবণ। সৈন্ধব—আগ্নেয়। সৌবর্চ্চল—অগ্নিদীপ্তিকারক। বিড়—দীপন। সামুদ্র—বায়ুনাশক। সাম্ভার—ভেদক। ছোট এলাইচ বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক। তেজপত্র—বাতঘ্ন। বামুনহাটী—পাচক।

বিড়ঙ্গ—আগ্নেয়। হিং—পাচক। কুড়—কফবাতঘ্ন। শঠী—আগ্নেয়। দারুহরিদ্রা—কফপিত্তঘ্ন। * তেউড়ী—রেচক। মুথা—গ্রাহী। বচ—কফনাশক। ইন্দ্রযব—গ্রাহী। আমলকী—ত্রিদোষনাশক। জীরা—আগ্নেয়।

আমরুল—

চাঙ্গেরী দীপনীরুচ্যারুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃ কুষ্ঠাতীসার নাশিনী॥

ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচ্য, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, পিত্তজনক ও অম্ল। গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অতীসার রোগ ইহার দ্বারা নিবারিত হয়।

গজপিঁপুল—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—আগ্নেয়। অম্লবেতস—আগ্নেয় ও ভেদক।

তেঁতুল—

অম্লিকাম্লা গুরুর্বাত হরি পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্কাতু দীপনা রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥

* তেউড়ী দুই প্রকার—শ্বেতা ত্রিবৎ ও শ্যামা ত্রিবৎ। শ্বেতা ত্রিবৃতের গুণ—

শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরনুৎ।
রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্ম পিত্তশোথোদরাপহা॥

অর্থাৎ শ্বেত তেউড়ী রেচক, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও রুক্ষ। ইহার দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর, পৈত্তিক শোথ ও উদররোগ নিবারিত হয়।

শ্যামা ত্রিবৃতের গুণ—

শ্যামা ত্রিবৃৎ ততোহীনগুণা তীব্র বিরেচনী।
মূর্চ্ছাদাহ মদ ভ্রান্তি কণ্ঠোৎকর্ষণ কারিণী॥

এই তেউড়ী পূর্ব্বোক্ত তেউড়ী অপেক্ষা হীনগুণ বিশিষ্ট। কিন্তু ইহার বিরেচন শক্তি তীব্র। ইহা ব্যবহারে মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রম, ও কণ্ঠশোষ উপস্থিত হয়।

অম্ল, গুরু, বাতনাশক, পিত্তজনক, কফবর্দ্ধক, ও রক্তদোষ নিবারক। ইহা পক্কাবস্থায় অগ্নিরদীপ্তিকারক, রুক্ষ, সর, উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

যমানী—পাচক।

দেবদারু—বিবন্ধ ও আধ্মান প্রভৃতি নিবারক।

হরীতকী—ত্রিদোষনাশক।

আতইচ—পাচক।

অনন্তমূল—

সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচি শ্বাস-কাসামবিষনাশনম্॥
দোষত্রয়াস্থ প্রদর-জ্বরাতীসারনাশনম্।
স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্॥
ঔপদংশিক রোগঘ্নং সর্ব্ব চর্ম্ম বিকারনুৎ।
আমবাতং বাতরক্তং সূতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

দুই প্রকার শারিবাই* স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, বিষঘ্ন, ত্রিদোষ-নাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজরোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতীসার, ঔপদংশিক বিষজাত বিবিধ বিকার, সকল প্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি পাদর সেবনজনিত রোগ সমস্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

হবুষা—

হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদর সমীরার্শো-গ্রহণীগুল্মশূলহৃৎ॥

হবুষা অগ্নির উদ্দীপক, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায় ও গুরু। ইহা

* শারিবা দুই প্রকার, কৃষ্ণ ও শুক্ল শারিবা। শ্যামালতা ও অনন্তমূল।

পিত্ত, উদররোগ, বায়ু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগ নষ্ট করে। হবুষার পরিবর্ত্তে যে ধনে ব্যবহার হয়, তাহাও আগ্নেয়।

সোঁদাল ফলের মজ্জা—

আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদু শীতলঃ সংস্রনোত্তমঃ।
জ্বর হৃদ্রোগ পিত্তাস্র বাতোদাবর্ত্ত শূলনুৎ ॥
তৎফলং স্রংসনং রুচ্য কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্।
জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরমং ॥

আরগ্বধ গুরু, শীতল ও উত্তম স্রংসন অর্থাৎ কোষ্ঠস্থ মলাদিকে শিথিল করে। জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, ঊর্দ্ধগ বায়ু ও শূলরোগে ইহা উপকারী। আরগ্বধের ফল কোষ্ঠস্থিত মলাদি শিথিল করে, ইহা রুচিকারক, কুষ্ঠ, পিত্ত ও কফনাশক। আরগ্বধ-জ্বরে বিশেষ উপকারী, ইহাতে বিলক্ষণ-রূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

তিলের ডাঁটার ক্ষার	...	আগ্নেয়।
ঘণ্টা পারুলির ক্ষার	..	,,
সজিনার ছালের ক্ষার	.	,,
কুলেখাড়ার ক্ষার	ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা	
পলাশক্ষার	গুল্মশূলহরা ভৃশং।	

মণ্ডুর * - বায়ুবর্দ্ধক কিন্তু কফ পিত্তনাশক।

ছোলঙ্গ লেবুর রস—

জম্বীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্ম বিবন্ধনুৎ।
শূলকাসকফোৎক্লেশ ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ ॥
আস্যবৈরস্য হৃৎপীড়া বহ্নিমান্দ্য ক্রিমীন হরেৎ।

ইহা উষ্ণ, গুরু, অম্ল, বাতশ্লেষ্মনাশক ও বিবন্ধনিবারক। ইহা শূল,

কাস, কফ, উপস্থিত বমন, বমি, তৃষ্ণা, আমদোষ, মুখবৈরস্য, হৃৎপীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি নষ্ট করে।

শুক্ত—

কন্দমূল* কলাদীনি সস্নেহ লবণানি চ
যত্র দ্রবে হভিষয়ন্তেতচ্ছুক্তমভিধীয়তে ॥
বিনষ্টমম্লতাং যাতং মস্তুং বা মধুর দ্রবঃ।
বিনষ্টঃ সন্ধিতো যস্তু তচ্ছুভক্তমভিধীয়তে ॥

নানাবিধ কন্দ, মূল ও ফলাদি—লবণ ও তৈলাদির সহিত দ্রব পদার্থে আপ্লাবিত করিয়া সন্ধিত করিলে শুক্ত (আচার) উৎপন্ন হয়। মস্তু বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা কোন মধুর দ্রব পদার্থ বিনষ্ট হইয়া সন্ধিত হইলে তাহাকেও শুক্ত বলা যায়।

শুক্তের অভাবে কাঞ্জিক দিলে তাহার গুন—

তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ।
দাহ জ্বরঘ্নং কফ বাতনাশি।

ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু পাচক, দাহজ্বর নাশক, কফঘ্ন ও বায়ু শান্তি কর।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে "অগ্নিমুখ লবণ" একবার করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ইহার উপাদান—

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা পুষ্করং সমম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণাণি তাবন্মাত্রস্তু সৈন্ধবম্।
ভাবয়িত্বা স্নুহীক্ষীরৈ স্তৎকাণ্ডে নিক্ষেপেৎ ততঃ।

* মণ্ডূরের গুণ লৌহের ন্যায়।

মৃদু পঙ্কেনানুলিপ্তঃ প্রক্ষিপেজ্জাত বেদসি ॥
সুদগ্ধন্তু সমুদ্ধৃত্য সংচূর্ণ্যোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, এবং কুড়—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান সৈন্ধব লবণ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিয়া সিজবৃক্ষের কাষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং দগ্ধ হইলে তুলিয়া চূর্ণ করিয়া হইবে। মাত্রা এক আনা, অনুপান উষ্ণ জল।

উপাদানগুলির গুণ—

চিতা—আগ্নেয়। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—কফ-বাতঘ্ন। বহেড়া—ত্রিদোষনাশক। দন্তী—ভেদক। ত্রিবৃৎ—ভেদক। কুড়—বায়ু ও কফনাশক। সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষনাশক।

সিজের

সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলামাষ্ঠীলিকাধ্মান কফগুল্মোদরনিলান্ ॥
উন্মাদমোহ কুষ্ঠার্শঃ শোথ মেদোঽশ্ম পাণ্ডুতাঃ।
ব্রণ শোথ জ্বর প্লীহ বিষদূষীবিষং হরেৎ ॥
উষ্ণ বীর্য্যং স্নুহী ক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু।
গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদর রোগিনাম্ ॥
হিতমেতৎ বিরেকার্থে যে চান্যে দীর্ঘরোগিণঃ।

ইহা রেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্ন্যুদ্দীপক, কটু ও গুরু। ইহা ব্যবহারে শূল, অষ্ঠিলিকা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদররোগ, বায়ু, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, জ্বর, মেদোরোগ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ নষ্ট হয়। ইহার নির্য্যাস উষ্ণ বীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটু, ও লঘু।

ইহা গুল্ম, কুষ্ঠ ও উদর রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর, বিরেচক ও অন্যান্য চিররোগীর পক্ষেও উপকারক।

যে "রামবান" নামক ঔষধটির কথা আমরা তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগের ব্যবস্থা জ্বরাধিকারে বলিয়া আসিয়াছি, সেই **"রামবান" সকল প্রকার অজীর্ণ ও অগ্নি-মান্দ্যের—বিশেষতঃ আমাজীর্ণ ও মন্দাগ্নির মহৌষধ**। দোষানুসারে ইহার অনুপানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

রামবাণের উপাদান—

পারদামৃত লবঙ্গ গন্ধকং ভাগমুগ্ম মরিচেন মিশ্রিতম্।
জাতীফলমথার্দ্ধ ভাগিকং তিন্তিড়ীফল রসেন মার্দ্দিতম্।
মাষমাত্রমনুপান্ যোগতঃ সন্থঃ এব জঠরাগ্নি দীপনঃ।

পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ও জাতীফল অর্দ্ধ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে বাটিয়া মাষ কলাই প্রমাণ বটিকা করিবে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফ বাতঘ্ন। বিষ—ত্রিদোষ নাশক। লবঙ্গ—গ্রাহী। মরিচ—দীপন। জাতীফল—গ্রাহী। কাঁচাতেঁতুলের রস—বায়ু নাশক।

যেখানে অজীর্ণ জন্য অধিক মল নিঃসরণ হয়, সে স্থলে 'লবঙ্গাদিবটি" "অজীর্ণ কণ্টকো রসঃ" "অগ্নিকুমার রস" "হুতাশন রস" প্রভৃতি ঔষধ গুলিও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। নিম্নে ঐ ঔষধ কয়টির উপাদান লিখিত হইতেছে।

লবঙ্গাদিবটী—

লবঙ্গ শুণ্ঠি মরিচানি ভৃষ্ট সৌভাগ্য চূর্ণানি সমানি কৃত্বা।
ভাব্যান্যপামার্গ হুতাশবারা প্রভূত মাংসাদিক জারণায়॥

লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগা, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। একত্র মিশাইয়া আপাং ও চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি। ইহা সেবন করিলে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হয়।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—লবঙ্গ—দীপন ও পাচক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। শুণ্ঠী—পাচক। মরিচ—দীপন।

সোহাগা—

টঙ্গনো বহ্নিকৃদ্বল্যো জ্বরঘ্নঃ কফনাশনঃ।
স্ত্রীপুষ্প জননো রুক্ষো মূঢ়গর্ভ বিকর্ষণঃ॥

ইহা অগ্নিকর, বলবর্দ্ধক, ক্ষত নিবারক, কফঘ্ন, রজঃপ্রবর্ত্তক, রুক্ষ ও মূঢ়গর্ভাকর্ষক।

আপাং—দীপন। চিতামূলের রস—আগ্নেয়, পাচক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ—

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুলং স্যাৎ কণ্টকার্য্যাঃ কফদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েৎ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
গুঞ্জামাত্রাং বটীংখাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণ প্রশান্তয়ে॥

পারদ ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মরিচ, ৩ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া কণ্টকারীর ফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া লইয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—পারদ—ত্রিদোষনাশক। বিষ—ত্রিদোষনাশক। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। মরিচ—দীপন।

কণ্টকারীর ফলের রস—

কণ্টকারী ফলং তিক্তং কটুকং দীপনং লঘু।
রুক্ষোষ্ণং শ্বাস কাসঘ্নং জ্বরানিল কফাপহম্॥

কণ্টকারীর ফল তিক্ত, কটু, অগ্নিকারক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণ। শ্বাস, কাস, জ্বর, বায়ু ও কফ ইহা দ্বারা দমিত হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ—

রসেন্দ্র গন্ধৌ সহ টঙ্গনেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্।
কপর্দ্দ শঙ্খবিহ নেত্রভাগৌ মরিচমত্রাষ্ট গুণং প্রদেয়ম্॥
সুপক্ক জম্বীর রসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমারত্রষঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, কড়ি-ভস্ম ৩ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ। সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশাইয়া পক্ক জম্বীরের রসে বাটিয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে। এই ঔষধটী অজীর্ণ জনিত অধিক ভেদ নিবারণের জন্য প্রযুজ্য।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—বায়ু ও কফ প্রশমক। সোহাগা—আগ্নেয় কিন্তু গ্রাহী। বিষ—ত্রিদোষ প্রশমক। কড়িভস্ম—গ্রাহী। শঙ্খভস্ম—দীপন ও গ্রাহী। জম্বীর রস—পাচক।

হুতাশনো রসঃ—

গন্ধেশ টঙ্গনৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগস্তু মরিচং জম্ভাম্ভো মর্দ্দিতং দিনম্॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া লেবুর রসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটী করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—গন্ধক—কফবাতঘ্ন কিন্তু গ্রাহী। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। সোহাগা—আগ্নেয় কিন্তু গ্রাহী। বিষ—ত্রিদোষঘ্ন। মরিচ—দীপন কিন্তু গ্রাহী। লেবুর রস—আগ্নেয়।

শঙ্খ বটী ও মহাশঙ্খ বটি নামক ঔষধ দুইটীও **অজীর্ণও অগ্নিমান্দ্যের প্রসিদ্ধ ঔষধ।** সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই এই ঔষধ দুইটী অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে প্রথম হইতেই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দুইটির উপাদানই নিম্নে লেখা যাইতেছে।

শঙ্খবটি—

চিঞ্চাক্ষার পলং পটুব্রজপলং নিম্বুরসে কল্কিতং।
তস্মিন শঙ্খপলং প্রতপ্তমসকৃৎ সংস্থাপ্য শীর্ণাবধি॥
হিঙ্গু ব্যোষপলং রসামৃত বলীন্ নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকান্।
বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয় গ্রহণিকারুক পক্তি শূলাদিষু॥
পটুব্রজ পলং পঞ্চ লবণং মিলিত্বা পলম্।
হিঙ্গু শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানামপি মিলিত্বা পলম্॥
রস বিষ গন্ধকানাং প্রত্যেকং নিষ্কং মাষ চতুষ্টয়ম্।
শঙ্খগেঁড়ূয়াং বহ্নৌধ্মাত্বা নিম্বু রসে তপ্তাং—
নিক্ষিপেৎ যাবচ্চুর্ণীভূয়তদ্রসে পততি।
সর্ব্বচূর্ণমেকীকৃত্য নিম্বুরসেন রৌদ্রে
তাবদ্ ভাবয়েৎ যাবদম্লতা ভবতি।

তেঁতুল ছাল ভস্ম ৮ তোলা, পঞ্চলবণ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, শঙ্খ ভস্ম ৮ তোলা (শাঁখের গেঁড়ো অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উষ্ণাবস্থায়

লেবুর রসে নিক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে এবং অম্লাস্বাদ হইলে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া) হিং, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, পারদ গন্ধক ও বিষ—ইহাদের প্রত্যেকটা অর্দ্ধতোলা। সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া লেবুর রসে মাড়িয়া ৪ রতি পরিমিত বটী করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—তেঁতুলছাল ভস্ম—আগ্নেয়। পঞ্চলবণ—সৈন্ধব—অগ্নিদীপক। সচল—আগ্নেয় বিড়—দীপন। সামুদ্র—অবিদাহী। সাম্ভার—বায়ুনাশক। শঙ্খভস্ম—আগ্নেয়। শুঁঠ—পাচক। পিঁপুল—ত্রিদোষঘ্ন। মরিচ—গ্রাহী। লেবুর রস—দ।পন।

মহাশঙ্খ বটি—

দগ্ধ শঙ্খস্য চূর্ণং হি তথালবণ পঞ্চকম্ ॥
চিঞ্চিকাক্ষারকঞ্চৈব কটুকত্রয়মেব চ ॥
তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহ্যং বিষ গন্ধক পারদম্ ॥
অপামার্গস্য বহ্নেশ্চ ক্বাথৈলিম্পাকজৈ রসৈঃ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গৈর্বিশেষতঃ।
যাবৎ তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিনী।
লৌহতাবঙ্গ যুতা দেয়ং মহাশঙ্খ বটীস্মৃতা ॥

শঙ্খ ভষ্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, বিষ, পারদ ও গন্ধক, লৌহ ও বঙ্গ—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া আপাং ও চিতামূলের ক্বাথে, লেবুর রসে ও অম্লবর্গ (জামীর, বীজপূরক, টাবালেবু, চুকা পালঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ) দ্বারা যে পর্য্যন্ত অম্লরস উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—শঙ্খভস্ম—আগ্নেয়।

পঞ্চলবণ—সৈন্ধবলবণ—আগ্নেয়। সচল—আগ্নেয় বিড়—দীপন। সামুদ্র—অবিদাহি। সাম্ভার—বাতঘ্ন। তেঁতুল ছাল ভস্ম—আগ্নেয়। শুঁঠ—পাচক। পিঁপুল—ত্রিদোষঘ্ন। মরিচ—গ্রাহী। হিং—দীপন। বিষ—ত্রিদোষঘ্ন। পারদ—গন্ধক—কফবাতঘ্ন। লৌহ—কফপিত্ত নাশক, বয়ঃস্থাপক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। বঙ্গ—পুষ্টিকারক। চিতামূলের ক্বাথ—দীপন। লেবুর রস আগ্নেয়। অম্লবর্গ—

জাম্বীর (গোঁড়া লেবু)—

জম্বীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনূৎ।
শূল কাস কফোৎক্লেশ চ্ছর্দ্দি তৃষ্ণামদোষজিৎ।
আস্যবৈরস্যং হৃৎ পাড়া বহ্নিমান্দ্য ক্রিমিন হরেৎ।

ইহা উষ্ণ, গুরু, অম্ল, বাতশ্লেষ্ম নাশক ও বিবন্ধ নিবারক। ইহা শূল, কাস,কফ, উপস্থিত বমন, বমি,তৃষ্ণা, আমদোষ, মুখবৈরস্য, হৃৎপীড়া, অগ্নিমান্দ ও ক্রিমি নাশক।

বীজ পূরক (টাবালেবু)—

বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু।
রক্তপিত্ত হরং কণ্ঠ-জিহ্বা হৃদয়শোধনম্।
শ্বাস কাসারুচি হরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্।

এই ফল স্বাদু, অম্ল, অগ্নির দীপ্তিকারক, লঘু, হৃদ্য ও তৃষ্ণা নাশক। ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, অরুচি ও রক্ত পিত্ত রোগ উপশমিত, কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয় বিশোধিত হয়।

মধু কর্কটিকা (বাতাবি লেবু কিন্তু ইহাও এক প্রকার বীজপূরক)—

মধু কর্কটীকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
রক্তপিত্ত ক্ষয় শ্বাস-কাসহিক্কাভ্রমাপহা॥

ইহা স্বাদু, রোচক, শীতল ও গুরু। ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রম রোগ উপশমিত করে।

চ্‌কাপালঙ্গ (চুক্রিকা)—

চুক্রা ত্বম্লতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ।
রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী

ইহা অতিশয় অম্ল, স্বাদু, বায়ুনাশক, কফপিত্তকারক। রুচ্য, অতিশয় লঘু ও পাকে কটু, ইহা অধিক রোচক নহে।

আমরুল—আগ্নেয়। তেঁতুল—দীপন।

কোলস্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্।
কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম॥

ইহা গ্রাহী, রোচক, উষ্ণ, বায়ুজনক, কফপিত্তকর, গুরু ও সারক।
করঞ্জ—বাতঘ্ন ও কফনাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

“**মহাশঙ্খবটী**”—অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ অনুপান জল। ইহা অতিশয় পাচক ঔষধ, আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ইহার এক বটিকা সেবন করিলে শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়।

আর একপ্রকার “মহাশঙ্খবটি” আছে, সেটির উপাদান—

পটুপঞ্চক হিঙ্গু শঙ্খ চিঞ্চাভস্মিত ব্যোষ বলীশ্বরামৃতানি।
শিখি শৈখরিকাম্লবর্গ নিম্বু ভৃশভাব্যানি যথাম্লতাং ব্রজন্তি।

পঞ্চলবণ, হিং, শঙ্খ, ভস্ম, তেঁতুলছাল ভস্ম, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, গন্ধক, পারদ ও বিষ,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। চিতার কাথ, আপাঙ্গের কাথ, অম্লবর্গের রস ও লেবুর রসে যে পর্য্যন্ত অম্লরস উৎপন্ন না হয়, সে সে পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটী।

মৎস্যও মাংস ভোজনে অম্লান হইলে—মৎস্য এবং মাংস বহু পরিমাণে ভোজন করিয়াও যদি কাঁজী পান করা যায়, তাহা হইলে সত্বরই জীর্ণ হয়। এ সম্বন্ধে ভাবমিশ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেছেন,—

কিমত্র চিত্রং বহু মৎস্য মাংস ভোজী সুখা কাঞ্জিক পানতঃস্যাৎ।
ইত্যদ্ভুতঃ কেবল বহ্নিপক্কো মাংসেন মৎস্যঃ পরিপাকমেতি॥

অর্থাৎ মৎস্য, এবং মাংস বহু পরিমাণে ভোজন করিয়াও যদি কাঁজি পান করে, তবে সত্বরই জীর্ণ হয়, ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু কেবল মাত্র অগ্নিপক্ক মৎস্য—মাংস সহ ভক্ষণ করিলে জীর্ণ হয়—ইহাই আশ্চর্য্য।

বিভিন্ন দ্রব্য ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে উপায় বিধি—নিম্নে কতকগুলি দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সাহায্যে সহজে জীর্ণ হইবার উপায় বলা যাইতেছে।

আমমম্র ফলং মৎস্যে তদ্বীজং পিশিতে হিতম্।
কূর্ম্ম মাংসং যবক্ষারৈঃ শীঘ্রং পাকমুপৈতিহি॥
কপোত পারাবত নীলকণ্ঠ কপিঞ্জলানাং পিশিতানিভুক্ত্বা।
কাশস্য মূলং পরিপিষ্য পীতং সুখা ভবেন্না বহুশো হি দৃষ্টম্॥

অপক্ক আম্র দ্বারা মৎস্য এবং আম্রবীজ দ্বারা মাংস পরিপাক হয়। কচ্ছপের মাংস ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে যবক্ষার দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে।

শুক্লবর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ পায়রা, নীলকণ্ঠ এবং কপিঞ্জলের মাংস ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে কেশের মূল পেষণ করতঃ জলদ্বারা পান করিলে জীর্ণ হয়।

মাংসানি সর্ব্বান্যপি যান্তি পাকং ক্ষারেন সন্তস্তিলনালজেন।
চঞ্চুর সিদ্ধার্থক বাস্তুকানাং গায়ত্রিসারং ক্বথিতেন পাকঃ॥

তিল গাছের সন্তঃক্ষার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মাংস পরিপাক হয়। চঞ্চুক-

শাক, শ্বেত সর্ষপ, এবং বাতুয়াশক, এই সকল খদির কাষ্ঠের সার দ্বারা পরিপাক হয়।

পালঙ্কিকাকেবুককারবেল্লী বার্ত্তার্কবংশাঙ্কুর মূলকানাম্।
উপোদিকালাবুপ্পটোলকানাং সিদ্ধার্থকো মেঘরবশ্চ পক্তা॥

পালংশাক, কেবুক শাক, করলা, বেগুন, বাঁশের কোঁড়, মূলা, পুঁই, লাউ এবং পটোল—এই সকল দ্রব্য শ্বেত সর্ষপ ও মেঘরব দ্বারা পরিপাক হয়।

বিপচ্যতে শূরণকং গুড়েন তথালুকং তণ্ডুলধারণেন।
পিণ্ডালুকং জীর্য্যতি কোরদূষাৎ কশরু পাকঃ কিলনাগরেণ
লবণ তণ্ডুল তোয়াৎ সর্পিজম্বীর কাম্ভম্লাৎ।
মরিচাদপি তচ্ছীঘ্রং পাকং যাত্যেব কাঞ্জিকাৎ তৈলম্।

শূরণ—গুড় দ্বারা এবং আলু—চেলোনি জল দ্বারা পরিপাক হয়। গোল আলু এবং কেশুর—শুঁঠ দ্বারা পরিপাক হয়। চেলোনি জল দ্বারা লবণ এবং গোঁড়া লেবু প্রভৃতি অম্লদ্বারা কিম্বা মরিচ দ্বারা ঘৃত জীর্ণ হয় এবং কাঁজি দ্বারা তৈল জীর্ণ হয়।

ক্ষীরং জীর্য্যতি তক্রেণ তগদব্যং কোষ্ণমণ্ডকাৎ।
মাহিষং মানিমন্থেন শঙ্খচূর্ণেন তদ্দধি॥

তক্র দ্বারা দুগ্ধ পরিপাক হয়। ঈষদুষ্ণ মণ্ড দ্বারা গব্যদুগ্ধ এবং সৈন্ধব দ্বারা মহিষদুগ্ধ জীর্ণ হয়। শঙ্খচূর্ণ দ্বারা মহিষদধি জীর্ণ হইয়া থাকে।

রসালং জীর্য্যতি ব্যোষাৎ খণ্ডং নাগরভক্ষণাৎ।
সিতা নাগরমুস্তেন তথেক্ষুশ্চাদ্রিকা রসাৎ॥

ত্রিকটু ভক্ষণে কাঁটাল জীর্ণ হয়। শুণ্ঠী দ্বারা খাড়গুড় জীর্ণ হয়,

নাগর মুথা দ্বারা চিনি জীর্ণ হয়, এবং আদার রস দ্বারা ইক্ষু জীর্ণ হইয়া থাকে।

জরামিরা গৈরিক চন্দনাভ্যামভ্যোতিশীঘ্রং মুনিভিঃ প্রদিষ্টং।
উষ্ণেন শীতং শিশিরেণ চোষ্ণং জীর্ণো ভবেৎ ক্ষারগণ স্তথাম্লৈঃ॥

গেরিমাটি এবং চন্দন দ্বারা পুরাতন মদ্য, উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা শীতল দ্রব্য, শীতল দ্রব্য দ্বারা উষ্ণ দ্রব্য এবং অম্লরস দ্বারা ক্ষার সকল পরিপাক হয়।

তপ্তং তপ্তং হেম বা তারমগ্নৌ তোয়ে ক্ষিপ্তং সপ্তকৃত্বস্তদম্ভঃ॥
পীত্বা জীর্ণম্ভোয় জাতং নিহন্যাত্তত্র ক্ষৌদ্রং ভদ্রমুস্তং বিশেষাৎ॥

জলপান করিয়া অজীর্ণ হইলে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য ৭ বার অগ্নি সন্তপ্ত, করিয়া ৭ বার জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর ঐ জল পান করিবে। নাগর মুথা ও মধু একত্র সেবনেও জলপান জন্য অজীর্ণ নষ্ট হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য। অজীর্ণে উপবাস এবং অনাহারে নিদ্রা সেবন যে বিশেষ হিতকর, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নূতন এবং পুরাতন অজীর্ণে এ ব্যবস্থা মানিতেই হইবে।

পুরাতন অজীর্ণে একবেলা মিহি চাউলের অন্ন, টাটকা ও ক্ষুদ্র মৎস্য কাঁচাকলা, কাঁচা পেঁপে, ডুমুর, গন্ধভাদুলে, বেগুণ ও পটোলের তরকারি রাত্রিতে সহ্য হইলে ঐরূপ ভাবে অন্নাহার এবং সাগু, বালি প্রভৃতি। ডাল একেবারেই না খাইলে ভাল হয়। নিতান্ত খাইলে মুগের দালের যূষ মাত্র। তরকারিও যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল।
তক্র, হিং, আদা ও লেবু অজীর্ণে বিশেষ উপকারক।

অজীর্ণ রোগে ঠিক এক সময়ে আহার করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং আহারের সময় জল পান না করিয়া আহারের অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা পরে জল পান করা উচিত।

ব্যায়াম এই রোগে বিশেষ উপকারক। অনুরূপ ব্যায়াম না করিয়া কেবল দুই বেলা ভ্রমণ করিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ঘন ঘন জোলাপ লওয়া, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে আবার আহার করা, অধিক জলপান, এবং রাত্রি জাগরণ বিশেষ অনিষ্টকারী।

বিসূচিকা – (Cholera.)

বিসূচিকার কারণ।—

সূচিভীরিব গাত্রানি তুদন সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে॥

অজীর্ণ হেতু যদি রোগীর শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা জন্মাইয়া বায়ু অবস্থিত করে, তাহা হইলে বৈদ্যগণ তাহাকে বিসূচিকা রোগ বলিয়া থাকেন।

উপদ্রব।—

মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥

বিসূচিকা রোগে মূর্চ্ছা, অতিশয় মলভেদ, বমি; পিপাসা, শূল, ভ্রম, হস্ত ও পদে খাল ধরা এবং হাইতোলা, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরঃ শূল হইয়া থাকে।

বিসূচিকা ও কলেরা।—বিসূচিকার সাধারণ চলিত নাম ওলাউঠা এবং ইংরাজী নাম কলেরা। তবে এই রোগ আগে খুব কমই হইত, তাহার কারণ দেশের লোক তখন স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-নিষেধ সকল মানিয়া চলিতেন, আর এখন তাহার অভাবে এ রোগ ভীষণ ভাবে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

ডাক্তারি মতে কলেরার শ্রেণীবিভাগ।—ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ব্রিটিশ ও এসিয়াটিক। ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে আবার যাঁহারা এলোপ্যাথ, তাঁহারা আবার ইহাকে তিন ভাগে, বিভক্ত করেন, যথা (১) বিলিয়াস বা পৈত্তিক (২) ফ্লাটুলেণ্ট বা বাতিক এবং স্প্যাজমোডিক্ সান্নিপাতিক। আয়ুর্ব্বেদ মতে বিসূচিকা—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ কারণ হইতে উদ্ভূত। ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ এই রোগকে যে কলেরা নাম দিয়াছেন, তাহা প্রাচীন গ্রীক শব্দ "কোলে" হইতে উৎপন্ন। 'কোলে' শব্দের অর্থ পিত্ত।

কলেরার উৎপত্তি—সকল প্রকার কলেরার মধ্যে এসিয়াটিক কলেরা অতি ভয়ঙ্কর—ইহা সাংঘাতিক। আয়ুর্ব্বেদের "বাতোল্বন সন্নিপাতের" সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই এসিয়াটিক কলেরা সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই দেখা দিয়াছিল। নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ইহা প্রথম আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে—ক্রমে সমগ্র ইয়ুরোপখণ্ডে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। এই এসিয়াটিক কলেরা আক্রান্ত রোগীর জীবনের আশা করা যাইতে পারে না।

পাশ্চাত্য মত—জার্ম্মাণ ডাক্তারদিগের মতে "কমা ব্যাসিলি" জীবাণু হইতে এই রোগ মানব-শরীরে জন্মিয়া থাকে। এই জীবাণুগুলির অবস্থিত স্থান জলাশয়, কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় এই জন্যই পানীয় জল উষ্ণ করিয়া পান করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদকারগণ অজীর্ণ হইতে এই রোগের উৎপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে, অজীর্ণ বা উদরাময় না হইয়াও অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণ—যুগপৎ ভেদ ও বমন এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। দুই একবার এইরূপ হইলেই চক্ষু কোটরাগত ও নীলবর্ণ

হইয়া পড়ে। প্রথমে অতীসারের ন্যায় মলভেদ ও সাধারণভাবে বমন হইয়া তাহার পরে জলবৎ বা পচা কুমড়ার ক্বাথের ন্যায় মলভেদ এবং জল বমন হইতে থাকে। রক্তভেদও কখনো কখনো দেখা যায়। উদরে অসহ্য বেদনা, হস্তপদাদিতে খালধরা, হস্তপদ শীতল ও সংকুচিত—এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। হিক্কা, পিপাসা, মোহ, ভ্রম—এই সকল লক্ষণও ক্রমশঃ দেখা দেয়। স্বরভঙ্গ এই রোগের একটি বিশেষ কুচিহ্ন।

এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি প্রায়শঃ শেষরাত্রে কখন বা প্রাতঃকালেও আক্রমণ করিয়া থাকে। শেষ রাত্রের আক্রমণ প্রায়ই সাংঘাতিক।

চিকিৎসা—এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রথমে একেবারে মলরোধক ধারক ঔষধ না দিয়া অল্প অল্প মাত্রায় ধারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। **অজীর্ণ জনিত বিসূচিকায় মহারাজ নৃপতিবল্লভ এবং চিত্রকাদি গুড়ি** যাহা গ্রহণী অধিকারে বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ উপযোগী। কেবলমাত্র '**চিত্রকাদি গুড়ি**' ব্যবস্থা করিয়া আমি এক সময়ে অজীর্ণ হেতু বিসূচিকাগ্রস্তা একটী রোগীকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু যদি বিসূচিকা অজীর্ণ জন্য না হয়, তাহা হইলে ঐ দুইটি ঔষধে ফল হইবে না। সে অবস্থায় **মুস্তাদ্য রস** বা **কর্পূর বটী** প্রয়োগ করিবে। নিম্নে ঐ ঔষধ দুইটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুস্তাদ্য রস—

মুতা ১ তোলা, পিঁপুল, হিঙ্গু ও কর্পূর প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জলের সহিত বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান আতপ চাল ধোয়া জল।

কর্পূর রস—

হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, ও কর্পূর—সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগ একত্র মিশাইয়া জলের সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। কেহ কেহ ইহাতে ১ তোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করেন।

বিসূচিকা রোগ যদি অজীর্ণ জন্য না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ উপকার দর্শে।

দারুচিনি	৵০ আনা,
জাফরান	৵০ আনা,
লবঙ্গ	।৶০ আনা,
ছোট এলাইচেরদানা	।০ আনা,

সমস্ত দ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া ২৫ তোলা কাশীর চিনির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া সমস্ত দ্রব্য যত ওজন হইবে, তাহার তিনভাগের একভাগ চা খড়ি চূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া রোগীর বয়স অনুসারে—১০ রতি হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় বারম্বার সেবন করাইবে। বয়স ২০ বৎসরের হইলে ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ ২০ রতি লইয়া ½ রতি অহিফেন মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। এই মাত্রা ২০ বৎসরের বেশী হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত, কিন্তু বয়স ২০ বৎসরের কম হইলে অহিফেন প্রয়োগ করিতে নাই।

বিসূচিকায় আর একটি মুষ্টিযোগ—ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। সেটি এই—

অহিফেন	½ রতি,
মরিচ চূর্ণ	¼ রতি,
কর্পূর	১ রতি,

এই ভাগে প্রস্তুত করিয়া এক আনা মাত্রায় প্রত্যেক দাস্তের পরা

সেবন করাইতে হয়। দাস্ত বন্ধ হইলেও ২।৩ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে।

বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র অর্দ্ধ তোলা হরিদ্রার গুঁড়া শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে অনেক সময় উপকার দর্শিয়া থাকে। এই ঔষধ একবার সেবন করাইয়া যদি রোগীর বমন হইয়া উহা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে আর একবার সেবন করাইতে হয়। কিন্তু এবারও যদি উহা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে আর একবার সেবন করাইতে হয়। কিন্তু এবারও যদি উহা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সে রোগীর জীবনের আশা নাই মনে করিতে হইবে।

আপাঙ্গের মূল শীতল জলে বাটিয়া সেবন করাইলে বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় উপকার দর্শে। উচ্ছে বা করোলার পাতার ক্বাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলেও প্রথমাবস্থায় ফল পাওয়া যায়। বেলশুঁঠ ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা—ইহাদের ক্বাথ অথবা বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কটফল—প্রত্যেক দ্রব্য ॥৴০, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। এই ক্বাথও বিসূচিকার প্রথমবস্থায় উপকারক।

বিসূচিকায় মূত্রনিঃসরণের জন্য—পাথর কুচির পাতার রস ১ তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। গোক্ষুরবীজ, শসার বীজ, কাঁকুড়বীজ ও দুরালভা—প্রত্যেক দ্রব্য আধতোলা, জল আধসের শেষ আধপোয়া, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ৴০ দুই আনা পরিমিত সোরা মিশাইয়া পান করাইবে। স্থল-পদ্মের পাতার রস ১ তোলা, চিনির সহিত মিশাইয়া পান করাইবার ব্যবস্থা করিবে। পাথরকুচির পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিবে। তৃণপঞ্চমূল পাচন (এই পাচনটির দ্রব্য—কুশমূল, কেশেমূল, বেণার মূল, শরের মূল ও কৃষ্ণ ইক্ষুমূল প্রত্যেক

দ্রব্য ।৵১০ আনা, জল আধসের শেষ আধপোয়া, প্রস্তুত করিয়া ৵০ দুই আনা সোরার সহিত মিশাইয়াও সেবন করান যাইতে পারে।

বমন নিবারণের জন্য—এক অঞ্জলি খই এবং ১ তোলা চিনি—দেড়পোয়া জলে ভিজাইয়া অল্পক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত বেণারমূল ১ তোলা, ছোট এলাইচ অৰ্দ্ধ তোলা এবং মৌরী অৰ্দ্ধ তোলা বাটিয়া এবং শ্বেত চন্দন ১ তোলা ঘসিয়া মিশ্রিত করিবে। এই জল অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অৰ্দ্ধ তোলা মাত্রায় পান করাইলে বমন প্রশমিত হয়।

সর্ষপ বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও বমন নিবারিত হইতে পারে।

হাতে পায়ে খালিধরা নিবারণের জন্য—সর্ষপ তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া অথবা তার্পিন তৈলের সহিত সুরা মিশ্রিত করিয়া কিংবা কেবলমাত্র শুঁঠ চূর্ণ অথবা কুড় ও সৈন্ধবলবণ,—কাঁজি ও তিল তৈলের সহিত বাটিয়া মালিশের ব্যবস্থা করিবে। এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও খালধরার উপশম না হইলে দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনা ছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা—এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাটিয়া মৰ্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

উদরের বেদনা নিবৃত্তির জন্য—যবক্ষার ও যবচূর্ণ একত্র মিশাইয়া ও ঘোলের সহিত বাটিয়া গরম করিয়া অল্প গরম থাকিতে উদরে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিবে। গরম জলে ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া স্বেদ দিলে অথবা কেবল গরম জলের স্বেদ দিলেও উদরের বেদনার উপশম হয়।

হিক্কা নিবারণের জন্য—রাইসরিষা বাটিয়া ঘাড়ে ও ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিলে কিম্বা কদলীমূলের রসের নস্য প্রদান করিলে উপশম হয়।

বরফ এই পীড়ায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। পিপাসার সময় বরফের টুকরা প্রদান করিবে। উহার অভাবে কর্পূর মিশ্রিত জল ব্যবস্থেয়।

ঘর্ম্ম হইতেছে দেখিলে—গাত্রে আবির মাখানর ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবাল্ ভস্ম বয়সোচিত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে।

হাতের তলা ও পায়ের তলা শীতল হইলে—অথবা সংজ্ঞানাশের ভাব বুঝিলে অগ্নি জ্বালাইয়া স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগের চরম অবস্থায় সান্নিপাতিক বিকারের চিকিৎসা আবশ্যক। সান্নিপাতিক বিকারের যে সকল ঔষধ বলা হইয়াছে এবং মকরধ্বজ,মৃগনাভি ও কর্পূরের ব্যবস্থা যেরূপ ভাবে বলা হইয়াছে—এই রোগের চরম অবস্থায় সেই সকল ব্যবস্থা বিধেয়!

অলসক ও বিলম্বিকা।

লক্ষণ।—অজীর্ণ হইতে অলসক ও বিলম্বিকা রোগও উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছে। অলসক রোগে কষ্টদায়ক উদরাধ্মান, ভেদ ও বমন ব্যতীত বিসূচিকা রোগের অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগে ভুক্তদ্রব্য অধঃ বা ঊর্দ্ধভাগে গমন করিতে না পারিয়া অপক্ক অবস্থাতেই আমাশয়ে অলস ভাবে অবস্থিত করে বলিয়া এই রোগের নামকরণ হইয়াছে—অলসক। এই রোগে রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে।

বিলম্বিকা রোগের পৃথক লক্ষণ কিছুই নাই,অলসক রোগ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলেই তাহাকেই বিলম্বিকা রোগ বলে।

চিকিৎসা বিধি—চিকিৎসাবিধিও অলসক ও বিলম্বিকা—

উভয় রোগেই একই প্রকার। বমন করান উভয় রোগেই একান্ত দরকার। লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জল পানে বমন হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে বমন না হইলে ডহরকরঞ্জার ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেত তুলসী, ইন্দ্রযব, সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা। জল আধসের শেষ আধ পোয়া। এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া আকণ্ঠ পান করিইয়া বমন করাইবে।

এই রোগে উদরের বেদনা ও উদরাধ্মান নিবৃত্তির জন্য—

দেবদারু, শ্বেতযব, কুড়, শুলফা, হিং, সৈন্ধব লবণ—একত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া পেটে প্রলেপ দিবে।

কেবল মাত্র কাঁজি গরম করিয়া বোতলে পুরিয়া স্বেদ দিলেও বেদনার শান্তি হয়। অগ্নিমান্দ্য অধিকারে যে সকল ঔষধের কথা কথা বলা হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ইহাতে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পথ্য—বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা—সকল রোগের প্রথমে উপবাসই উপযুক্ত ব্যবস্থা। তাহার পর পীড়া আরোগ্য হইয়া অগ্নিবল উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

অর্শ রোগ।

অর্শের কারণ—প্রবাহিণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী নামে গুহ্যদ্বারে তিনটি বলি আছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই দোষত্রয় ত্বক, মাংস ও মেদোধাতুকে দূষিত করিয়া এই বলিত্রয়ে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ, রক্তজাত, ও সহজাত নামে ছয় প্রকার অর্শরোগ উৎপন্ন করে। এই রোগের চিকিৎসা চারি প্রকার, ঔষধ প্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম, অস্ত্র প্রয়োগ এবং অগ্নিকর্ম্ম।

উপদ্রব—কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণতা ও মলত্যাগকালে অতিশয় যন্ত্রণাবোধ এবং মলত্যাগ সময়ে রক্তপাত—এই রোগে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। অনেক সময় রক্তপাত এত বেশী পরিমাণে হয় যে, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

বাহ্যায়ান্তু বলৌ জাতান্যেকদোষল্বণানিচ।
অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানিচ॥

অর্শের সাধ্যাসাধ্য—অর্শ রোগ যদি একটি উল্বণ দোষ কর্তৃক উৎপন্ন হয় ও বাহ্যবলিতে (সম্বরণী নাম্না প্রথমা বলিতে) উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত বলি বহির্দ্দেশে প্রকাশিত হয়, এবং এক বৎসরের অনধিক কাল জাত হয়, তবে ইহা সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু—

দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যান্যাশ্রিতানি চ।
কৃচ্ছ্র সাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসম্বৎসরাণি চ॥

বিসর্জ্জনী নামা দ্বিতীয়া বলিকে আশ্রয় করিয়া যে অর্শরোগ উৎপন্ন হয়, যে অর্শ রোগ উল্বণ বা ত্রিদোষ কর্তৃক উত্থিত হয়, তাহা এবং যে অর্শ রোগএক বৎসর অতিক্রম করিয়াছে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য।

সহজানি ত্রিদোযাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিম্।
জায়ন্তেহর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্য সাধ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥

যে অর্শ রোগ সহজাত অথবা ত্রিদোষোদ্ভব কিম্বা অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ প্রবাহিণী বলিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন—তাহা অসাধ্য।

অর্শরোগের সাধারণ চিকিৎসা—যে সকল অন্ন পানীয় ও ঔষধ বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিবর্দ্ধক—কবলবর্দ্ধক, তাহাই অর্শরোগী সেবন করিবে। **তক্র এই পীড়ায় নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।** কারণ তক্র দ্বারা স্রোতঃ সকল

বিশুদ্ধ হওয়ায় বায়ুর অনুলোম ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বাতশ্লৈষ্মিক অর্শনিবারণের পক্ষে তক্র মহৌষধ।

বিড়্ বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানী বিড় সংযুতম।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ্ ভেষজম্॥
তৎ প্রয়োজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব বা।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্র সমাহতাঃ॥

অর্শ রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে—যমানী ও বিটলবণ সমভাগে বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্ম জন্য অর্শ রোগে তক্রের তুল্য মহৌষধ নাই। অর্শ রোগীর বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া মাখন প্রভৃতি স্নেহসহ অথবা রুক্ষভাবে অর্থাৎ মাখন উঠাইয়া সেবন করিতে দিবে, অর্থাৎ বায়ু জন্য অর্শরোগে মাখন না তুলিয়া এবং শ্লেষ্মা জন্য অর্শ রোগে মাখন উঠাইয়া ব্যবস্থেয়। যদি তক্র সেবনে অর্শরোগ একবার আরোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

বাতাতীসারবদ্ভিন্ন বর্চ্চাংস্ত্বর্শাংস্যুপাচরেৎ।
উদাবর্ত্ত বিধানেন গাঢ়বিটকানি চাসকৃৎ॥

অর্শ রোগীর তরল দাস্ত হইলে—যদি অর্শ রোগীর তরল দাস্ত হয়, তাহা হইলে বাতাতীসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। এবং মল কঠিন হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

শাস্ত্রকারেরা ত হরীতকীর বহুল পরিমাণে প্রয়োগের ব্যবস্থা মলকাঠিন্যযুক্ত অর্শরোগে ব্যবস্থা দিয়াছেনই, তা' ছাড়া আমরাও বহু স্থলে উহার প্রয়োগে যথেষ্ট ফল পাইয়াছি। এমন কি, উহার ফলে আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়াছে, **যদি অর্শ রোগীকে একমাত্র হরীতকীই নিত্য সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যায়,**

তাহা হইলে তদ্দ্বারা অর্শরোগ প্রশমিত হইতে পারে।

অর্শে হরীতকী—এই হরীতকীর মধ্যে অর্শরোগীর পক্ষে **জাঙ্গীহরীতকীর** ব্যবহারই আমরা অধিক পরিমাণে করিয়াছি। কাঠখোলায় জাঙ্গীহরীতকী ভাজিয়া লইয়া অথবা জাঙ্গীহরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ঐ চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় এবং চারি আনা চিনি ও এক ছটাক গরম জল একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেব্য।

সাধারণ যোগ—কৃষ্ণতিল ও অর্শরোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃকালে ১ তোলা পরিমিত খোসা তোলা কৃষ্ণ তিল শীতল জলের সহিত বেশ করিয়া বাটিয়া মিছরি ও মাখনের সহিত; দ্বিপ্রহরে ভাস্করলবণ, অগ্নিমুখলবণ প্রভৃতি কোন একটী ঔষধ—তক্রের সহিত এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে হরীতকীচূর্ণ, চিনি ও গরম জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিলে সকলপ্রকার অর্শে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

চিতামূলের ছাল বাটিয়া একটি কলসীর মধ্যে প্রলেপ দিয়া শুষ্ক হইলে সেই কলসীতে দধি পাতিয়া ঐ দধি বা তাহার ঘোল প্রস্তুত করিয়া অর্শ রোগীকে প্রত্যহ পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ইহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে।

রাত্রে যে শয়নকালে হরীতকী চূর্ণের কথা বলিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকী চূর্ণ।০ আনা ও পিপুল চূর্ণ।০ আনা অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ দুই আনা ও দন্তীমূল চূর্ণ দুই আনা—ইক্ষু গুড় বা চিনিসহ সেবনেও অর্শ রোগীর উপকার হইয়া থাকে।

শূরণ বা ওল এই পীড়ার একটি মহৌষধ। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

মৃল্লিপ্তং শূরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
দদ্যাৎ সতৈল লবণৈ দুর্ণাম্না বিনিবৃত্তয়ে॥

ওল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাকের ন্যায় অগ্নিতে পাক করিবে, তাহার পর উহাতে কিঞ্চিৎ তিল ও লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য অর্শও নিবৃত্ত হয়।

"স্বল্প শূরণ মোদক" ও "বৃহচ্ছূরণ মোদক"—নামক ঔষধ দুইটীও অর্শরোগে সিদ্ধ ফলপ্রদ। নিম্নে উহাদের উপাদান-গুলি বলা যাইতেছে—

স্বল্প শূরণ মোদকঃ।

মরিচ মহৌষধ চিত্রকস্য শূরণ ভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ।
সর্ব্ব সমো গুড়ভাগঃ সেব্যোহয়ং মোদকঃ প্রসিদ্ধ ফলঃ॥

মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল চূর্ণ ৮ ভাগ, এবং সমস্ত চূর্ণের সমান পরিমাণ গুড় লইয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে মরিচ—দীপন। শুঁঠ—আগ্নেয় চিতা দীপন।

ওলচূর্ণ—

শূরণো দীপণো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডূকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃ কৃন্তনো লঘুঃ॥
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
সর্বেবষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
দদ্রূণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠিনাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ॥

শূরণ অগ্নিদীপ্তিকারক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ড কারক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রোচক, কফার্শোনাশক, লঘু, অর্শ রোগীর অতি সুপথ্য এবং প্লীহা ও গুল্মনাশক। সমুদয় কন্দশাকের মধ্যে শূরণ শ্রেষ্ঠ, সন্ধিত শূরণ অধিক গুণকর। দদ্রু, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠরোগ সত্ত্বে শূরণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

গুড়—

গুড়ো বৃষ্যো গুরু স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতিপিত্তহরো মেদঃকফক্রিমিবলপ্রদঃ॥

গুড় বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, মূত্র-বিশুদ্ধিকারক, মেদোবর্দ্ধক, শ্লেষ্মাকারক, ক্রিমিজনক ও বলকর। ইহা বিশেষ পিত্তঘ্ন নহে।

বৃহচ্ছূরণ মোদক।

শূরণ ষোড়শ ভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ।
অর্দ্ধেন ভাগযুক্তমরিচস্য চ ততোঽপি চার্দ্ধেন ত্রিফলা।
কণা সমূলা তালীশারুস্কর ক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধ সমা দহনাংশা তালমূলী চ॥
ভাগঃ শূরণ তুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি।
ভূঙ্গৈলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য॥
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রকামধনৈঃ।

ওল ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, তালীশপত্র, ভেলা ও বিড়ঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধড়ক-বীজ ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা ও এলাইচ ২ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণের সহিত দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা, প্রাতঃকালে সেব্য।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—ওল—অর্শোঘ্ন। চিতামূল—আগ্নেয়। শুঁঠ—দীপন। মরিচ—আগ্নেয়। হরীতকী—পাচক। আমলকী—পাচক। বহেড়া—দীপন। পিঁপুল—দীপন। পিঁপুলমূল—দীপন। তালীশপত্র—আগ্নেয়।

ভেলা—

ভল্লাতকফলং পক্কং স্বাদুপাকরসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্॥
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাত ব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শো গ্রহণীগুল্ম শোফানাহজ্বর ক্রিমীন॥

পক্ক ভল্লাতক ফল—পাকে স্বাদু, কষায়, পাচক, স্নিগ্ধ, ভেদক, তীক্ষ্ণোষ্ণ, ছেদন, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক এবং অগ্নিকারক।

বিড়ঙ্গ—দীপন।

তালমূলী—

† মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ।
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজান্যনিলস্তথা॥

ইহা মধুর, বলকারক, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকর, গুরু, তিক্ত, রসায়ন, বায়ুনাশক ও অর্শঃ প্রশমক।

বিদ্ধকড়ুক বীজ—

রসায়নো বৃদ্ধদারঃ শোথবাতামবাতজিৎ।
কাসশ্বাসজ্বরহরো বল্য পিচ্ছিল এবচ।

ইহা রসায়ন, বায়ুনাশক, বলকর ও পিচ্ছিল। শোথ, আমবাত, কাস, শ্বাস ও জ্বররোগে প্রযুজ্য।

দারুচিনি—

উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তাচানিল পিত্তনুৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা॥

---

† তালমূলি ২ প্রকার, শ্বেতমূষলী ও কৃষ্ণ মুষলী। কৃষ্ণমুষলী অর্থাৎ কৃষ্ণ তালমূলীই ঔষধে প্রশস্ত বলিয়া তাহারই গুণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দারুচিনি, স্বাদু, তিক্ত, সুগন্ধি, শুক্রজনক ও শরীরের উৎকৃষ্ট বর্ণ সাধক। ইহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, মুখশোষ ও তৃষ্ণা দূর হয়।

এলাইচ—আগ্নেয়। গুড়—বাতঘ্ন।

"প্রাণদাগুড়িকা" নামক ঔষধটি সকল প্রকার অর্শেই বিশেষ ফলপ্রদ।

এই ঔষধের উপাদান—

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাশ্চ পলমেবচ॥
তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ।
দ্বেপলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধ কষঞ্চ পত্রাকাৎ॥
সূক্ষ্মৈলাকর্ষমেকঞ্চ কর্ষঞ্চ ত্বঙ্ মৃণালয়োঃ।
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্রকারয়েৎ॥

শুঁঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিঁপুল ১৬ তোলা, চই ৮তোলা, তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিঁপুলমূল ১৬ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, বেণারমূল ১ তোলা ও পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা। এই সমুদয় একত্র বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় আহারের পর সেব্য। অনুপান উষ্ণ জল।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, পিত্তজ অর্শরোগে দাস্ত বন্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে এই ঔষধে হরীতকী দিবে। আমরা শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী দিয়াই এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সকল প্রকার অর্শে প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং তাহাতে বিশেষ ফলও হইয়া থাকে।

অর্শরোগে অঙ্কুর নষ্ট করিবার জন্য—

লেপং রজনী চূর্ণেন সুধাদুগ্ধযুতেন চ।
অর্শোরোগ নিবৃত্ত্যর্থং কারয়েত্তু চিকিৎসকঃ॥

হরিদ্রা চূর্ণ ও মনসাসীজের ক্ষীর একত্র মিশাইয়া লেপন করিলে অঙ্কুর নষ্ট হয়।

অথবা—

পিপলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা।
সুধাদুগ্ধার্কদুগ্ধং বা লেপোঽয়ং গুদজান্ হরেৎ ॥

পিঁপুল, সৈন্ধব, কুড় এবং শিরীষ ফল—এই সমস্ত দ্রব্য মনসাসীজের ও আকন্দেরক্ষীর দ্বারা লেপনে গুদাঙ্কুর নষ্ট হয়।

অথবা—

হরিদ্রা জালিনী চূর্ণং কটুতৈল সমন্বিতম্।
এষ লেপোবরঃ প্রোক্তো হ্যর্শ সামন্তকারক ॥

হরিদ্রা এবং ঘোষালতা চূর্ণ—সর্ষপ তৈল দ্বারা লেপন করিলে গুদাঙ্কুর নষ্ট হয়।

কিন্তু—

শস্ত্রৈর্ব্বাথ জলৌকাভিঃ প্রচ্ছন্নং কঠিনার্শসঃ।
শোণিতং সঞ্চিতং দৃষ্ট্বা হরেৎ প্রাজ্ঞঃ পুনঃ পুনঃ ॥

যদ্যাপি গুদাঙ্কুর কঠিন অথচ রক্তসঞ্চিত বোধ হয়, তাহা হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক অস্ত্র দ্বারা কিম্বা জলৌকাবচরণ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবেন।

মাংসাঙ্কুর নিবারণের আরও কতকগুলি সহজ উপায় আছে, সেগুলির কথা বলা যাইতেছে।

কার্পাসসূত্রে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত সীজের আঠা বারম্বার মাথাইয়া, সেই সূতায় মাংসাঙ্কুর বাঁধিয়া রাখিবে।

ওল, দরিদ্রা, চিতামূল ও সোহাগার খই ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড় ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

বীজসমেত তিতলাউ কাঁজিতে পেষণ করিয়া গুড় মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

"বৃহৎকাসীসাদ্য তৈল"—বলি নিবৃত্তির পক্ষেও চমৎকার ঔষধ। ইহা প্রস্তুতের নিয়ম—

তিলতৈল/৪ সের।

কল্কার্থ হীরাকস, সৈন্ধব, পিঁপুল, শুঁঠ কুড়, লাঙ্গলী, পাষাণভেদী, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরিতাল, মনঃশিলা, সোনামুখী, মনসাসীজের ক্ষীর এবং আকন্দের ক্ষীর। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে বলি সমূলে পতিত হয় এবং এই তৈল দ্বারা ক্ষারকর্ম্ম সাধিত হয়। অথচ বলিকে দূষিত করে না।

"সমশর্করচূর্ণ" নামক আর একটি **ঔষধেও বলি পতিত হইয়া থাকে। ইহার উপাদান—**

শুণ্ঠীকণা মরিচ নাগদলত্বগেলং চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবার্দ্ধতমূর্দ্ধমন্ত্যাৎ।
খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য গুল্মারুচি শ্বসনকণ্ঠহৃদাময়েষু।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি ও এলাইচ। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া অন্ত দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উপরিতন দ্রব্য ক্রমান্বয়ে একভাগ, দুইভাগ ইত্যাদি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া লইবে অর্থাৎ এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ ইত্যাদি। তাহার পর সমস্ত ঔষধ যত পরিমাণ হইবে, তত পরিমাণ চিনি মিশাইয়া।০ আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

রক্তার্শ চিকিৎসা।

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবত্তিষক।
দুষ্টাস্রে নিগৃহীতেন স্যুঃ শূলানাহাস্রগাময়াঃ॥

রক্তার্শ রোগে—প্রথমেই রক্ত নিবারণের চেষ্টা করিবে না, কারণ

দূষিত রক্ত স্তম্ভিত হইলে শূল, আনাহ এবং বীসর্পাদি রক্তজদোষ উপস্থিত হয়।

পদ্মকেশর মধু অভিনব নবনীত, চিনি এবং নাগকেশর সমভাগে লইয়া বয়সোচিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তার্শঃ নিবৃত্তি হয়।

চন্দনকিরাততিক্তকধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ ক্বথিতাঃ।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীর নিম্বাশ্চ॥

রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা, নাগরমুতা দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণার মূল ও নিম্ব ইহাদের কাথ পানে রক্তার্শ প্রশমিত হয়।

নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশর নবনীতশর্করাভ্যাসাৎ
দধিসর মথিতাভ্যাসাদ্ গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ॥

মাখন ও তিল, মাখন, নাগকেশর ও চিনি এবং দধির সর ও মথিত —এই তিনটি যোগ সেবন দ্বারা রক্তবহা গুদাঙ্কুর প্রশমিত হয়।

সমঙ্গোৎপল মোচাকস্তিরীট তিলচন্দনৈঃ।
সিদ্ধংছাগীপয়ো দন্যাদ্গুদজে শোণিতাত্মকে॥

বরাক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, লোধ, তিল এবং রক্ত চন্দন। এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্ষীরপাকের বিধানানুসারে ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া রক্তার্শ রোগীকে খাইতে দিলে উপকার হয়।

শক্রক্কাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিল্বশলাটবঃ।
যোজ্যা রক্তার্শসৈস্তদ্বৎ জ্যোৎস্নিকামূল লেপনম্॥

কুড়চিরছাল ২ তোলা, জল ৮ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই জলে শুঁঠের গুঁড়া চারি আনা মিশ্রিত করিয়া রক্তার্শঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে কিম্বা বেলশুঁঠের কাথে ঐরূপ শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া অর্শমুখে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

কোমলং নলিনী পত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্।
প্রাতরাজং পয়ং পীত্বা রক্তস্রাবাদ্বিমুচ্যতে ॥

প্রভাতে কচিপদ্মপত্র, অথবা কৃষ্ণ তিল বাটিয়া চিনি ও ছাগদুধের সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

"কুটজলেহঃ"—রক্তার্শ নিবৃত্তির মহৌষধ। ইহার উপাদান—

কুটজত্বক পল শতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টাস্তু কষায়মবতারয়েৎ ॥
বস্ত্রপূতং পুনঃ ক্বাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটু ত্রিফলেতথা ॥
রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানিচ।
বচামতিবিষা বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ॥
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চচূর্ণীকৃত্য বিনিঃক্ষিপেৎ।
মধুনঃ কুড়বং দত্বাদ্‌ঘৃতস্য কুড়বং তথা ॥
এষ লেহঃ শময়তি অর্শো রক্ত সমুদ্ভবম্ ॥

কুড়চির মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ৩৸০ সের এবং ঘৃত এক সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে ভেলা, বিড়ঙ্গ ত্রিকুট, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ, বেলশুঁঠ—এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া, তাহার পর শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—

কুড়চিমূলের ছাল—রক্তরোধক। পুরাতন গুড়—বাতঘ্ন। ভেলা—অর্শোঘ্ন। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—ত্রিদোষনাশক।

মরিচ—গ্রাহী। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—ত্রিদোষনাশক। ড়া—কফবাতঘ্ন। রসাঞ্জন—রক্তরোধক। চিতামূল—দীপন। ইন্দ্রযব—গ্রাহী। বচ—আগ্নেয়। আতইচ—দীপন। বেলশুঁঠ—গ্রাহী; মধু—ত্রিদোষনাশক।

কুপথ্য।—

বেগাবরোধং স্ত্রী পৃষ্ঠযানান্যুৎ কটকাসনম্।
যথাস্বং দোষলঞ্চান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীসংসর্গ, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ, কষ্টজনক উপবেশন এবং যাহাতে অর্শরোগের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এরূপ আহারীয় দ্রব্য অর্শোরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ক্রিমিরোগ।

প্রকার ভেদ।—ক্রিমি দ্বিবিধ, আভ্যন্তরদোষজ ও বহির্ম্মলজ। ইহাদের মধ্যে আবার আভ্যন্তর ক্রিমি তিন প্রকার; পুরীষজ, কফজ এবং রক্তজ।

ক্রিমির উৎপত্তি ও বিচরণ স্থান।—পুরীষজ ক্রিমির উৎপত্তি স্থান পক্বাশয়। কফজ ক্রিমির উৎপত্তি স্থান—আমাশয় এবং রক্তজ ক্রিমির উৎপত্তিস্থান—রক্তবাহী শিরাগত রক্ত।

পুরীষজ ক্রিমির বিচরণস্থান—অধোমার্গ। উহারা বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়াভিমুখে গমন করিলে রোগীর উদ্গার এবং নিঃশ্বাস মলগন্ধ যুক্ত হয়। উহাদের কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ স্থূল আকৃতিবিশিষ্ট এবং উহাদের বর্ণ শ্যাব, পীত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ।

কফজ ক্রিমির বিচরণ স্থান উর্দ্ধঃ এবং অধঃমার্গের সকল স্থান।

ইহাদিগের কতকগুলি ব্রধ্নসদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং কতকগুলি দীর্ঘ। ইহারা শ্বেত কিম্বা তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে।

রক্তজ ক্রিমির বিচরণ স্থান—রক্তবাহী শিরা সকল। এই সকল ক্রিমি গোলাকার, পদ বিহীন এবং এত সূক্ষ্ম যে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা তাম্রবর্ণ।

বহির্ম্মলজ ক্রিমির উৎপত্তি স্থান—মল এবং স্বেদ সমূহ। যাহারা অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন—তাহারই এই ক্রিমিদ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহাদের আকৃতি তিল সদৃশ। যূক ও লিখ্য অর্থাৎ উকুন ও নিকি নামে ইহারা পরিচিত। ইহারা কেশবহুল স্থানে এবং লিখ্যাখ্য ক্রিমিরা বস্ত্রেও অবস্থান করিয়া থাকে।

বিড়ঙ্গচূর্ণ—সকল প্রকার আভ্যন্তর ক্রিমি নিবারণের মহৌষধ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—

লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহর পরম্।

এই বিড়ঙ্গ চূর্ণের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে এক আনা। মধু মিশাইয়া সেব্য।

কয়েকটি মুষ্টিযোগ—ঘেটুয়াপাতার রস অথবা আনারসের কচি পাতার রস ও মধু একত্র কয়েকদিন পান করিলেও ক্রিমি বিনিষ্ট হয়।

পলাশবীজস্বরসং পিবেদ্বাক্ষৌদ্রসংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্॥

পলাশবীজের রস ও মধু অথবা **পলাশের বীজ বাটিয়া—ঘোলের সহিত** সেবনে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। মাত্রা এক আনা।

ক্বাথং খর্জ্জুর পত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমি সঙ্ঘমশেষতঃ॥

খেজুর পাতার ক্বাথ—বাসি করিয়া মধু সহ পানে ক্রিমি নষ্ট হয় পরিমাণ ১ তোলা।

অপক্কং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জুর জম্ভয়োঃ॥

দুই আনা মাত্রায় কাঁচা সুপারি বাটিয়া এক তোলা জম্বীরের রসের সহিত সেবন করিলে অথবা খেজুর পাতার রস ও লেবুর রস একত্র পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পারাসীয় যমানী পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু।

প্রাতঃকালে কিছু গুড় খাইয়া তাহার পর বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী সেবনে কোষ্ঠগত ক্রিমি—মলের সহিত পতিত হয়।

নারিকেল জলং পাতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্।

নারিকেল জল মধুর সহ পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পারিভদ্রস্য পত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতঃ পিবেৎ।
কেবুকস্য রসং বাপি পত্তুরস্যাথ বা পুনঃ॥

পালিধামাদারের পাতার রস, কেউপত্রের রস অথবা সাঞ্চিশাকের রস প্রত্যহ এক তোলা মাত্রায় মধুসহ পানে ক্রিমি নষ্ট হয়।

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণ মানবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদগদান॥

প্রাতঃকালে খোরাসানী যমানী—সৈন্ধব লবণের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিরোগ নষ্ট হয়।

ঔষধের কথা।—উপরিলিখিত যোগ গুলির ব্যবস্থা করিয়াও যদি অভ্যন্তরস্থ ক্রিমিরোগ আরোগ্য করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে **পারসীয়াদি চূর্ণ** একবার করিয়া এবং **ক্রিমিমুদ্গরো-**

রস এক বার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে এইটী ঔষধের উপাদান বলা হইতেছে—

পারসীয়াদি চূর্ণম্—

পারসীয় যমানিকা ঘন কণা শৃঙ্গীবিড়ঙ্গারুণা।
চূর্ণং শ্লক্ষ্ণতরং বিলীঢ়মপি তৎক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতম্॥

খোরাসানী যমানী, মুথা পিঁপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ—এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটির চূর্ণ সমানভাগ। মাত্রা এক আনা, অনুপান আনারসের পাতার রস অথবা চুণের জল অথবা পালিধা মাদারের পাতার রস।

এই ঔষধের উপাদান—

খোরাসানী যমানী—

পারসীক যবানীতু যবানী সদৃশী গুণৈঃ
বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরু॥

এই পারসীক যমানীর গুণ যমানীর মত, অধিকন্ত ইহা অধিক পাচক রোচক, গ্রাহক, মাদক ও গুরু।

মুথা—দীপন। পিঁপুল—দীপন। কাঁকড়াশৃঙ্গী—ঊর্দ্ধগ—বায়ু ও বমি প্রভৃতি নিবারক। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। আতইচ—পাচক, আগ্নেয়।

ক্রিমি মুদ্গরোরসঃ—

ক্রমেণ বৃদ্ধং রস গন্ধকাজমোদা বিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকাচ।
পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণস্থ্য নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢ়ম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা, ও পলাশবীজ ৬ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা একআনা। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া মুথার ক্বাথ পান করা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

এই ঔষধের উপাদান গুলি—

পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। বনযমানী—আগ্নেয়। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন।

কুচিলা—

কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু।
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্॥
মূত্রপ্রবর্ত্তনং বল্যং বহ্নিকৃৎ কামদীপনম্।
শূল মেকাঙ্গরোগঞ্চ শুক্রমেহপমস্মৃতম্॥
গ্রহণীমতীসারঞ্চ গুদভ্রংশং মদাত্যয়ম্।
সর্ব্বাঙ্গ কম্পং দৌর্ব্বল্যং ন চিরেণ বিনাশয়েৎ॥

ইহা শীতল, তিক্ত, বায়ুজনক, লঘু, গ্রাহী, অতিশয় ব্যথানাশক, কফঘ্ন, রক্তপিত্তপ্রশমক, মূত্রকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফোদ্দীপক। গুদভ্রংশ, মদাত্যয়, সর্ব্বাঙ্গ কম্প ও দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

পলাশ বীজ—

ফলং লঘূষ্ণং মেহার্শঃ ক্রিমিবাতকফাপহম্
বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠগুল্মোদর প্রণুৎ॥

ইহার ফল লঘু,উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মানাশক, পাকে কটু ও রুক্ষ। ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, গুল্ম, ক্রিমি ও উদররোগ নিবারিত হয়।

কীটারি রসঃ।—

ও কীটমর্দ্দোরস" নামক ঔষধ তুইটিও আভ্যন্তর ক্রিমিরোগে ব্যবস্থেয়। ইহাদের উপাদান—**কীটারি রসঃ।**

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবং চাজমোদা মনঃশিলা।
পলাশবীজং গন্ধঞ্চ দেবদাল্যাদ্রবৈর্দিনম্॥

সংমর্দ্দ্যঃ ভক্ষয়েন্নিত্যং মুদ্গপর্ণী রসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম॥

পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক। সকল দ্রব্য সমানভাগ; ঘোষালতার রসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি বটী। অনুপান চিনি মিশ্রিত মুগানির রস।

পারদ—ত্রিদোষঘ্ন, সর্ব্বব্যাধি বিনাশক। ইন্দ্রযব—ক্রিমিঘ্ন। বনযমানী—আগ্নেয়।

মনঃশিলা—

মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাসকাসভূত বিষাস্রনুৎ॥

শোধিত মনঃশিলা গুরু, বর্ণ্য, সারক, উষ্ণ, লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন ও শ্বাসাদি রোগনাশক।

পলাশবীজ—ক্রিমিঘ্ন। গন্ধক—ক্রিমিঘ্ন। ঘোষালতার রস—ক্রিমিঘ্ন।

মুগানির রস—

মুদ্গপর্ণী হিমারুক্ষা তিক্তাস্বাদুশ্চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রহিণীজ্বরদাহনুৎ॥
দোষত্রয়হরী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ।
বাতরক্তং ক্ষয়ং কাসং নাশয়ত্য বিকল্পতঃ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, স্বাদু, শুক্রজনক, চক্ষের হিতকর, লঘু, গ্রহণীযুক্ত জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক।

কীটমর্দ্দোরসঃ।—

শুদ্ধসূতং শুদ্ধ গন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টি ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রম গুণোত্তরম্।

চূর্ণয়েন্মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিন্তবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসোনাম মুস্তক্বাথং পিবেদনু ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানি ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা ও বামনহাটী ৬ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুসহ মাড়িয়া ২।৩ রতি পরিমিত বটী করিবে। অনুপান মধু ও মুথার ক্বাথ।

উপাদান গুলির গুণ।—পারদ—সর্ব্বব্যাধি বিনাশক। গন্ধক—ক্রিমিঘ্ন। বনযমানী—ক্রিমিঘ্ন। কুচিলা—আগ্নেয়।

বামনহাটী—

ভার্গীরুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।
দীপনী তুবরা গুল্ম-রক্ত নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥
শোথকাসকফশ্বাস পীনসজ্বরমারুতান্।

ইহা রুক্ষ, কটু, তিক্ত, রোচক, উষ্ণ, পাচক, লঘু, আগ্নেয় ও কষায়। ইহা সেবনে রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ু প্রশমিত হয়।

বহির্ম্মলজ ক্রিমি নিবারণের জন্য—

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্য ফলানিচ।
যূকালিখ্যা প্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপন্তু মস্তকে ॥

ললিতাশাকের বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন সমস্ত নষ্ট হয়।

রসেন্দ্রেণ সমাযুক্তো রসো ধুস্তূর পত্রজঃ।
তাম্বূল পত্রজোবাপি লেপাদ যূকা বিনাশনঃ ॥

ধুতরা পাতার রস কিম্বা পানের রস পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন বিনষ্ট হয়।

ধুস্তুর পত্র কল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতম্।
তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকাংনাশয়তি ধ্রুবম্॥

কটু তৈল /৪ সের, ধুতূরার পাতার রস ১৬ সের, কল্কার্থ ধুতূরা পাতা /১ সের, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে উকুন নষ্ট হয়।

সকল প্রকার ক্রিমি বিনাশের জন্য "হরিদ্রা খণ্ড" একটি সিদ্ধ ফলপ্রদ ঔষধ। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে।

স্বরসং পারিভদ্রস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ।
তদর্দ্ধঞ্চ সিতাং দত্ত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম্॥
প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্ত্বা পাকং সমাচরেৎ।
যথা দর্ব্বী প্রলেপঃস্যাৎ তদৈষাং চূর্ণ মাক্ষিপেৎ॥
চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্।
যমানীদ্বয় সিন্ধুত্থং নিগু্ণ্ডীফলমেবচ॥
পাঠা বিড়ঙ্গকঞ্চৈব শাবিবাদ্বয় বাসকৌ।
পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী সরেণুকা॥
অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকস্তু দ্বিকার্ষিকম্

পালিধামাদার পত্রের রস /৪ সের, চিনি /১ সের, ঘৃত /১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ /১ সের। সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া পাক শেষ হইয়া আসিলে চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব, আকনাদি বিড়ঙ্গ, শ্যামলতা, বিড়ঙ্গ, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুকা, নিমছাল ও সোমরাজী—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। মাত্রা।০ আনা।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে পালিধা মাদারের রস —ক্রিমিঘ্ন। চিনি—বাতপিত্তনাশক।

ঘৃত—

ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষং বহ্নিদীপনম্।
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মীপাপপিত্তানিলাপহম্ ॥
অল্পাভিষ্যন্দিকান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ
স্বরস্মৃতিকরং মেধমায়ুষ্যং বলকৃদগুরু।
উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদশূলানাহ ব্রণান হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রুক্ষঃ ক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ ॥

ইহা রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, আগ্নেয়, শীতলবীর্য্য, বিষঘ্ন, দারিদ্রনাশক, পাপধ্বংসী, পিত্তনাশক, বায়ুশান্তিকর, অল্পঅভিষ্যন্দী, লাবণ্যজনক, ওজোবর্দ্ধক, তেজস্কর, কান্তিকারক, বুদ্ধিউৎপাদক, স্বরবিশোধক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, বায়ুশুদ্ধিকর, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক। ইহা পানে উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, রক্তদোষ প্রশমিত হয়।

হরিদ্রাচুর্ণ—

হরিদ্রা কটুকা তিক্তোরুক্ষোষ্ণা কফ পিত্তনুৎ।
বর্ণ্যো ত্বগদোষ মেহাস্র শোথ পাণ্ডুব্রণাপহা ॥

ইহা কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ ও বর্ণজনক। কফ, পিত্ত ও ত্বকের দোষ, মেহ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ ইহা দ্বারা নষ্ট হয়।

চিতামূল—দীপন, ক্রিমিঘ্ন। হরীতকী—ত্রিদোষঘ্ন, সারক। আমলকী —ত্রিদোষঘ্ন। বহেড়া—কফনাশক। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। কৃষ্ণজীরা— দীপন। যমানী—দীপন। বনযামানী—আগ্নেয়। সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষঘ্ন।

আকনাদি—ক্রিমিঘ্ন। শ্যামালতা—ত্রিদোষঘ্ন, বিষঘ্ন। অনন্তমূল—ত্রিদোষ নাশক।

বাসকছাল—

বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ।
তিক্ত স্তুবরকো হৃদ্যো লঘু: শীত স্তৃড়র্ত্তিনুৎ॥
শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-মেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ।

ইহা বায়ুকারক, স্বরশোধক, তিক্ত, কষায়, হৃদ্য, ও শীতল। কফবৃদ্ধি, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণারোগ, কাস, জ্বর, বমি, মেহ ও ক্ষয় রোগে ইহা উপকারক।

পলাশবীজ—ক্রিমিঘ্ন। শুঁঠ—আগ্নেয়। পিঁপুল—দীপন। মরিচ—আগ্নেয়। তেউড়ী—রেচক। দন্তীমূল—রেচক।

রেণুকা—

রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ।
পিত্তলা দীপনী মেধ্যাপাচনী গর্ভপাতিনী॥
বলাসবাতবৈক্লব্যতৃটকণ্ডু বিষদাহনুৎ।

ইহা পাকে কটু রস, তিক্ত, উষ্ণ, কটু, লঘু, পিত্তল, আগ্নেয়, স্মরণ শক্তি বর্দ্ধক, পাচক, গর্ভপাতকারক, কফজনক ও বায়ুনাশক। তৃষ্ণা, কণ্ডু, বিষরোগ ও দাহরোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

নিমছাল—

নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নি বাতনুৎ।
অহৃদ্যঃশ্রমতৃটকাসজ্বরারুচিক্রিমি প্রনুৎ॥
ব্রণপিত্ত কফচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠ হৃ'ল্লাস মেহনুৎ।

ইহা রুক্ষ, কটু, ভেদী, পাকেও কটু, অগ্নিবাত নাশক ও শ্রম-

শান্তিকর। তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহ রোগ নাশক।

সোমরাজী—

বাকচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী।
বিষ্টম্ভ হৃৎ হিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্র পিত্তনুৎ॥
রুক্ষা হৃদ্যা শ্বাসকুষ্ঠমেহজ্বর ক্রিমি প্রনুৎ।
তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠ কফানিল হরং কটু।
কেশ্যং ত্বচ্যঃ বমি শ্বাস কাস শোথাম পাণ্ডুনুৎ॥

ইহা মধুর, তিক্ত, কটু, রসায়ন, বিষ্টম্ভ নাশক, শীতল, রোচক, সরঃ, শ্লেষ্মা নাশক, রক্তপিত্ত নাশক, রুক্ষ ও হৃদ্য। শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি নষ্ট করে। সোমরাজীর ফল পিত্তল, কেশের হিতকর, ত্বকের উপকারক ও কটু। কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডু রোগ ইহার দ্বারা নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, রাত্রিতে সাগু-বার্লি। তরকারির মধ্যে উচ্ছে, করোলা, মানকচু, ডুমুর, পটোল, মোচা প্রভৃতি। তিক্তকষায়কটুরস বিশিষ্ট দ্রব্য এই রোগে হিতকর। তক্র এবং পাতি বা কাগজী লেবুর রসও এই পীড়ায় উপকারক।

গুরু ভোজন, মিষ্টদ্রব্য, পিষ্টকাদি, দধি, অধিকঘৃত এবং মাষকলাই এই রোগে অহিতকর। মাংস এই রোগে অতিশয় কুপথ্য। দিবনিদ্রা এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণও ক্রিমি রোগে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

ক্রিমিরোগের ডাক্তারি নাম Worms.

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক।
(Jaundice, Malignant Janudice)

প্রকার ভেদ ও লক্ষণ।—পাণ্ডু রোগ পাঁচ প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ ও মৃত্তিকাভক্ষণজাত। বাতজ পাণ্ডুরোগীর প্রধান চিহ্ন ত্বক, মূত্র, চক্ষু ও নখের কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণত্ব প্রাপ্তি ও ঐ সকলের রুক্ষভাব ধারণ। পিত্তজ পাণ্ডু রোগীর প্রধান চিহ্ন সমস্ত দেহ এবং মল, মূত্র ও নখের পীতবর্ণত্ব প্রাপ্তি। শ্লেষ্মজ পাণ্ডু রোগীর প্রধান চিহ্ন—ত্বক, মূত্র, নেত্র ও মুখের শুক্লবর্ণত্ব প্রাপ্তি ও শোথ প্রকাশ। সান্নিপাতজ পাণ্ডু রোগীর উপরোক্ত সকল প্রকার মিশ্রিত চিহ্নই যুগপৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে। মৃত্তিকাভক্ষণ-জাত পাণ্ডুরোগীর রসরক্তাদি ধাতু সমূহ ও ভুক্তদ্রব্যকে রুক্ষ করিয়া স্বয়ং অপক্ক থাকিয়া রস বহাদির স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, এই পাণ্ডুরোগীর উদর মধ্যে ক্রিমি জন্মিয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগে কর্ত্তব্য।—যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি না ঘটিলে কোন প্রকার পাণ্ডু রোগই উৎপন্ন হইতে পারেনা, এইজন্য সকল প্রকার পাণ্ডু রোগীর পক্ষেই প্রধান ও প্রশস্ত চিকিৎসা—যকৃতের ক্রিয়ার সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন কার্য্য। নিম্নে কতকগুলি উপায় বলা যাইতেছে।

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনী বিপক্কং যৎ ত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি।
বিরেচন দ্রব্য কৃতান্ পিবেদ্বা যোগাংশ্চ বৈরিচেনিকান্ ঘৃতেন॥

হরিদ্রার কাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বা ত্রিফলার কাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত অথবা বাতব্যাধি রোগোক্ত তৈল্বকঘৃত কিম্বা বিরেচক দ্রব্য দ্বারা সাধিত ঘৃত অথবা ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ পাণ্ডু রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা।—সাধারণতঃ বায়ুজনিত পাণ্ডু রোগে তিক্ত দ্রব্য সেবন ও শীতক্রিয়া, শ্লেষ্মজনিত পাণ্ডুরোগে কটু দ্রব্য সেবন, রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং মিশ্রদোষজন্য পাণ্ডু রোগে মিশ্র ক্রিয়া করিবে—ইহাই শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত উপদেশ। যথা—

বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতাখে তিক্তশীতস্তু পৈত্তিকে।
শৈ্লেষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে॥

শাস্ত্রকার উপরোক্ত যে সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারে, যথা – বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার ক্বাথ, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে ২ তোলা ৫ মাষা ৪ রতি চিনির সহিত ১০ মাষা ৮ রতি পরিমিত তেউড়ীচূর্ণ, কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া এবং গোমূত্র অনুপানে সেবন অথবা গোমূত্রের সহিত শুঁঠচূর্ণ চারি মাষা ও লৌহ ভস্ম এক মাষা অথবা গোমূত্র সহ পিঁপুল চূর্ণ চারি মাষা ও শুঁঠ চূর্ণ চারি মাষা কিম্বা গোমুত্রের সহিত শিলাজতু তিন মাষা অথবা ঘৃতপিষ্ট গুগ্‌গুলু আট মাষা সেবনের ব্যবস্থায় পাণ্ডুরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কামলা রোগের হেতু ও সংপ্রাপ্তি।

পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি বহুল পরিমাণে পিত্তকারক দ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক বর্দ্ধিত পিত্ত তাহার রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ উৎপন্ন করে। কামলা রোগীর চক্ষু, চর্ম্ম, নখ ও মুখ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, ঐ রোগীর মলমূত্র পীত বা রক্তবর্ণ হয় এবং শরীরের বর্ণ বৃহৎ ভেকের ন্যায় হইয়া থাকে। এই কামলা রোগ কখন কোষ্ঠপ্রদেশকে আশ্রয় করিয়া, কখন বা রক্তাদি ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যদি এই রোগ বহুকাল স্থায়ী ও খরীভূত হয়, তবে তাহাকে 'কুম্ভ কামলা' বলিয়া থাকে। ইহা কোষ্ঠাশ্রিত ব্যাধি।

হলীমক।

উৎপত্তি—হলীমক রোগ—পাণ্ডুরোগের প্রকার ভেদমাত্র। পাণ্ডু রোগীর বর্ণ যদি হরিৎ, শ্যাব এবং পীতবর্ণ হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মৃদু বেগযুক্ত জ্বর, শারীরিক বেদনা, অরুচি, ভ্রম প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে হলীমক বলে। বায়ু ও পিত্ত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কামলা রোগের চিকিৎসা।

ত্রিফলায়া গুড়ুচ্যা বা দার্ব্ব্যা অরিষ্টকস্য বা।
প্রাতর্ম্মাক্ষিক সংযুক্তঃ শীতলঃ কামলাপহঃ॥
অঞ্জনে কামলার্ত্তানাং দ্রোণপুষ্পীরসো হিতঃ।
গুড়ূচীপত্র কল্কং বা পিবেত্তক্রেণ কামলী॥
ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
লীঢ়া নিবারয়ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি॥
কুম্ভাখ্য কামলায়াস্তু হিতঃ কামলিকো বিধিঃ
গোমূত্রেণ পিবেৎ কুম্ভকামলাবান শিলাজতুম॥

ত্রিফলা কিম্বা গুলঞ্চ অথবা দারুহরিদ্রা বা নিম্বের শীতকষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ উপশমিত হয়। দ্রোণপুষ্পীর রস দ্বারা অঞ্জন দিলেও কামলা রোগে উপকার হইয়া থাকে। গুলঞ্চের পাতা পেষণ করিয়া তক্রসহ পানে কামলা রোগের শান্তি হইয়া থাকে। আমলকী. লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, মধু, ঘৃত ও চিনি—এই সকল দ্রব্য সমভাগে এক আনা মাত্রায় লেহন করিলে সুদারুণ কামলাও নিবারিত হয়। কুম্ভকামলা রোগে শিলাজতু গোমূত্রের সহিত পান করা উত্তম ব্যবস্থা।

কুম্ভ কামলা ও পাণ্ডু রোগে ব্যবস্থা।

দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্ম্মলমায়সস্তু গোমূত্র নির্ব্বাপিতমষ্টবারান্।
বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥
অপহরতি কামলার্ত্তিনস্যেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ॥

বহেড়া বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা মণ্ডূর দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে প্রক্ষেপ দিবে। এইরূপ আটবার দগ্ধ ও নির্ব্বাপিত করতঃ চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে কুম্ভকামলা এবং পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা নস্য লইলেও কামলা নষ্ট হয়।

হলীমক নিবারণের জন্য—

মারিতমায়সচূর্ণং মুস্তাচূর্ণেন সংযুতম।
খদিরস্য কষায়েন পিবেদ্ধন্তুং হলীমকম॥
সিতা তিলা বলা যষ্টী ত্রিফলা রজনীযুগৈঃ।
লৌহং লিহ্যাৎ সমধ্বাজ্যং হলীমক নিবৃত্তয়ে॥

জারিত লৌহচূর্ণ এবং মুথা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৩ রতি মাত্রায় খদিরকাষ্ঠের ক্বাথসহ পান করিলে হলীমক নষ্ট হয়।

চিনি, তিল, বেড়েলা, যষ্টিমধু ত্রিফলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার সহিত মধু ও ঘৃত সংযুক্ত লৌহ ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে হলীমক প্রশমিত হয়।

'**নবায়স লৌহ** সকল প্রকার পাণ্ডু রোগেরই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লেষ্মজ পাণ্ডু রোগে ইহার সহিত প্রতি মাত্রায় ১ **রতি পরিমাণে মকরধ্বজ মিশাইয়া** দেওয়া আরও ভাল ব্যবস্থা। কুলেখাড়ার রস ও মধু, শ্বেত পুনর্ণবার রস ও মধু এই সকল নবায়স লৌহের উৎকৃষ্ট অনুপান।

এই ঔষধের উপাদান—

ত্র্যূষণ ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ; হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা। জলসহ মাড়িয়া ৪।৫ রতি পরিমিত বটি

এই উপাদান গুলির মধ্যে—শুঁঠ—শোথনাশক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক। মরিচ—বাতশ্লেষ্মনাশক। হরীতকী—সারক। আমলকী—সারক। বহেড়া—শ্লেষ্মঘ্ন। মুথা—আগ্নেয়। চিতা—দীপন। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। লৌহ—পাণ্ডুরোগনাশক।

"**ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ** এবং **পঞ্চামৃত**" "**লৌহমণ্ডূর**" —এই দুইটি ঔষধ সকল প্রকার পাণ্ডুরোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিম্নে এই দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্ -

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ।
সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুনশ্চ পলং তথা॥
তোলৈকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয় সমন্বিতম।
ততঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে বা মৃন্ময়ে তথা॥
ভাবিতং মধুসর্পিভ্যাং রৌদ্রে শিশির এবচ।
ভোজনাদৌ তথামধ্যে চান্তেচৈব প্রযোজয়েৎ॥

মণ্ডূর ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা, কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, মুথা, ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ বা মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন-পূর্ব্বক ঘৃত ৮ তোলা দ্বারা রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিয়া পৃথক পৃথক

ভাবনা দিবে। মাত্রা দুই আনা। ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেবন করিতে হয়।

মণ্ডূরের প্রধান গুণ—ইহা পাণ্ডুরোগনাশক। চিনি—বাতপিত্ত-নাশক। লৌহ—পাণ্ডুরোগঘ্ন। শুঁঠ—শ্লেষ্মঘ্ন। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। মরিচ—কফঘ্ন। হরীতকী—ত্রিদোষঘ্ন। আমলকী—রসায়ন। বহেড়া—কফনাশক। চিতা—দীপন। মুথা—আগ্নেয়। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। ঘৃত—ওজোবর্দ্ধক। মধু—দৈহিক স্রোতঃ সকলের বিশুদ্ধিকারক।

পঞ্চামৃত লৌহমণ্ডূর

লৌহং তাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা॥
কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়ঃ পুষ্করম্।
যমানী জীরযুগঞ্চ শটী ধান্যম চব্যকম্॥
প্রত্যেকং লৌহং ভাগঞ্চ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণন্তু কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্॥
গোমূত্রে পাচয়েদ্ বৈদ্যো লৌহকিট্টং চতুর্গুণে।
পুনর্নবাষ্ট গুণিতং ক্বাথং তত্র প্রদাপয়েৎ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষানুপানতঃ॥

লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, ধনে, চই—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক মণ্ডূর। মণ্ডূরের চারিগুণ গোমূত্র এবং আট গুণ পুনর্নবার ক্বাথ। প্রথমে গোমূত্র, মণ্ডূর চূর্ণ ও পুনর্নবার ক্বাথ একত্র পাক করিয়া পাত্রস্থ পদার্থ ঘন হইয়া আসিলে লৌহাদি

অন্যান্য চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইয়া লইতে হয়। তাহার পর শীতল হইলে ৮ তোলা মধু মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা চারি আনা। অনুপান কুলেখাড়ার রস। প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেব্য।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—লৌহ পাণ্ডুরোগঘ্ন। তাম্র—ত্রিদোষ প্রশমক। গন্ধক—কফ ও বায়ু নাশক। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। শুঁঠ—বায়ু নাশক। পিঁপুল—কফঘ্ন ও মরিচ—শোথঘ্ন। হরীতকী—বাতপিত্তকফঘ্ন। আমলকী—রসায়ন। বহেড়া—শ্লেষ্মঘ্ন। মুথা—আগ্নেয়। বিড়ঙ্গ—ক্রিমিঘ্ন। চিতামূল—দীপন। চিরতা—শোথঘ্ন। হরিদ্রা—কফপিত্তঘ্ন, ত্বকের দোষ নাশক। দারুহরিদ্রা—পিত্ত নাশক। কুড়—বায়ু ও কফ নাশক। যমানী—পাচক। জীরা—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—পাচক। শঠী—আগ্নেয়। ধনে—দীপন। চই—দীপন। মণ্ডূর—পাণ্ডুরোগঘ্ন। গোমূত্র—পাণ্ডু রোগনাশক। পুনর্নবা—পাণ্ডু নাশক।

"**কামলান্তক লৌহ**"—কামলা এবং হলীমক রোগে ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধের অনুপান মধু। ইহার উপাদান—

দ্বিপলং জারিতং লৌহং লৌহার্দ্ধং জারিতাভ্রকম।
মণ্ডূরঞ্চতদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং মৃতবঙ্গকম॥
বঙ্গার্দ্ধং মাগধং শুণ্ঠী পিপ্পলী গজপিপ্পলী।
গ্রন্থিকং গন্ধপত্রঞ্চ দার্ব্বী চব্যং যমানিকা॥
চিত্রকঃ কটফলং রাস্না দেবদারু ফলত্রিকম।
রসাঞ্জনং চাতিবিষাং সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য সোমরাজ রসস্য চ।
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসৈর্ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম॥

লৌহ ১৬ তোলা, অভ্র, ৮ তোলা মণ্ডূর ৪ তোলা, বঙ্গ, ২ তোলা, শুঁঠ, পিঁপুল, গজপিঁপুল, তেজপত্র, দারুহরিদ্রা, চই, যমানী, চিতা, কটফল, রাস্না, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন ও আতইচ—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, সোমরাজ ও থুলকুড়ী—ইহাদের প্রত্যেকটির রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২।৩ রতি বটী করিবে, (কামলারোগে প্রাতঃকালে এই ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত)।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—লৌহ, অভ্র ও মণ্ডূর—পাণ্ডু নাশক। শুঁঠ, পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। গজ পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। তেজপত্র—শ্লেষ্মঘ্ন। দারুহরিদ্রা—পিত্তঘ্ন। হরিদ্রা—পিত্তঘ্ন। চই, যমানী ও চিতা—দীপন। কটফল—শ্লেষ্মঘ্ন। রাস্না—বাতঘ্ন। দেবদারু—শ্লেষ্মঘ্ন। হরীতকী ও আলকী—ত্রিদোষঘ্ন। বহেড়া—শ্লেষ্মঘ্ন রসাঞ্জন—ঘনীভূত শ্লেষ্মানাশক। আতইচ—আগ্নেয়। কেশুরিয়া ও ভৃঙ্গরাজ—পাণ্ডু নাশক। সোমরাজ—শ্লেষ্মঘ্ন। থুলকুড়ী—পাণ্ডুরোগনাশক

পুনর্নবাদিমণ্ডূর ও ত্র্যুষনাদিমণ্ডূর নামক ঔষধ দুইটিও কামলা, হলীমক এবং পাণ্ডুরোগে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নিম্নে ঔষধ দুইটীর উপাদান লিখিত হইতেছে।

পুনর্নবাদি মণ্ডূরম্—

পুনর্নবা ত্রিবৃচ্ছুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানিচ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম ॥
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূল মুস্তকম ॥
এতানি সমভাগানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ।
গোমূত্রে হষ্টগুণে পক্তা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে ॥

পুনর্নবা, তেউড়ী মূলের ছাল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিঁপুলমূল ও মুথা—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ মণ্ডূর এবং মণ্ডূরের আট গুণ গোমূত্র। প্রথমে মণ্ডূর অষ্ট গুণ গোমূত্রসহ পাক করিয়া জলীয়াংশ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ গুলি নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঔষধ ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা চারি আনা।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে পুনর্নবা অর্থে শ্বেত পুনর্নবা গ্রহণীয়। এই শ্বেত পুনর্নবার গুণ—

কটুঃ কষায়ানুরসা পাণ্ডুঘ্নী দীপনী পরা।
শোথানিল গরশ্লেষ্মহরী ব্রধ্নোদর প্রনুৎ।
কাসহৃদ্রোগ দুর্নাম শূলানিল নিকৃন্তনী॥

অর্থাৎ ইহা কটু, ঈষৎ কষায়, অতিশয় অগ্নিকারক ও বায়ুনাশক। পাণ্ডু, শোথ, বায়ুবৃদ্ধি, শ্লেষ্মাধিক্য, ব্রধ্ন, উদররোগ, কাস, হৃদ্রোগ, অর্শ ও শূল রোগে ইহা প্রয়োজ্য।

তেউড়ীমূলের ছাল—

শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরনুৎ।
রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্ম পিত্তশোথোদরাপহা॥

ইহা রেচক, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও রুক্ষ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, পৈত্তিক শোথ ও উদর রোগ ইহার দ্বারা নিবারিত হয়।

শুঁঠ—আগ্নেয়। পিঁপুল—শ্লেষ্মা নাশক। মরিচ—দীপন।

বিড়ঙ্গ—

বিড়ঙ্গং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
আতিক্তং বিষসংহারি ভ্রান্তিদোষ নিকৃন্তনম্॥
শূলাধ্মানোদর শ্লেষ্ম ক্রিমি বাতবিবন্ধনুৎ।

অর্থাৎ ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, আগ্নেয়, লঘু, ঈষৎ তিক্ত, বিষঘ্ন ও ভ্রান্তি নিবারক। শূল, আধ্মান, উদররোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু ও মলবদ্ধতা দোষ ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

দেবদারু—

দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকিচ।
বিবন্ধাধ্মান-শোথাম তন্দ্রাহিক্কাজ্বরাস্রজিৎ ॥
প্রমেহপীনসশ্লেষ্ম-কাস কণ্ডু সমীরনুৎ।

ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত ও উষ্ণ। ইহা পাকে কটু রসবিশিষ্ট হয়। বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু,—ইহা সেবনে নষ্ট হইয়া থাকে।

চিতা—

বাতশ্লেষ্ম হরো গ্রাহী বাতার্শঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।

ইহা বাতশ্লেষ্ম, বাতার্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, কাস ও পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট করে।

কুড় - বায়ু ও কফ নাশক। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী —রসায়ন। বহেড়া—বাতশ্লেষ্মা নাশক। হরিদ্রা—পাণ্ডুরোগ নাশক।

দারুহরিদ্রা—

মেহ কণ্ডু বিসর্পঘ্নী ত্বগদোষ ব্রণনাশিনী।
বিষঘ্নী স্বেদনী পিত্তকফশোথ বিনাশিনী ॥

অর্থাৎ মেহ, কণ্ডু, বিসর্প, ত্বগদোষ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, ব্রণও শোথ ইহা দ্বারা নিবারিত।

দন্তীমূল—রেচক। চই—ভেদক। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক। কট্‌ফী—ভেদক। পিঁপুলমূল—দীপন। মুতা—আগ্নেয়। মণ্ডুর— ত্রিদোষ নাশক, বিশেষতঃ পাণ্ডুরোগ নাশক। গোমূত্র—প্লীহা নাশক।

ত্র্যুষণাদি মণ্ডূরম্—

ত্র্যুষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বীত্বঙ মাক্ষিকো ধাতুগ্র'ন্থিকং দেবদারুচ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান চূর্ণান্ কৃত্বা পৃথক পৃথক।
মণ্ডুরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জন সন্নিভম॥
মূত্রেচাষ্ট গুণে পক্ত্বা তস্মিং স্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
উড়ুম্বর সমান কৃত্বা বটকাং স্তান্ যথাগ্নি তু॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চতামূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিঁপুলমূল ও দেবদারু—প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ মণ্ডূরচূর্ণ এবং মণ্ডূরের আট গুণ গোমূত্র। পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া লইবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির গুণপরিচয় বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর প্রদত্ত হইল না।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক—সকল প্রকার রোগেই অবস্থা বিবেচনায় "মূর্ব্বাদ্য ঘৃত" ও "ব্যোষাদ্য ঘৃত" একবার করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতেই পারে। এ দুইটী ঘৃতের উপাদান—

মূর্ব্বাদ্য ঘৃতম্—

মূর্ব্বা তিক্তা নিশা যাস কৃষ্ণা চন্দন পর্প্প'টৈঃ।
ত্রায়ন্তী বৎস ভূনিম্ব পটোলাম্বুদ দারুভিঃ॥
অক্ষ মাত্রে ঘৃত প্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরং চতুর্গু'ণম্॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ দূর্ব্বামূল, কট্‌কী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিঁপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাঁপড়া বলাডুমুর, কুড়চি ছাল, চিরতা, পলতা, মুথা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্‌—

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্নবম্‌
মুস্তাস্ময়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গঃ দেবদারুচ ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃতং ঘৃতম্‌।
সর্ব্বান প্রশময়ত্যেতদ্বিকারান্‌ মৃত্তিকা কৃতান. ॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বেল-ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী,আমলকী, বহেড়া, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা,মুথা,লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটি ও বামনহাটি। সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের।

পথ্যাপথ্য।—উত্তেজক পানাহার এই সকল রোগে বর্জ্জনীয়। জীর্ণজ্বর ও যকৃৎ রোগের পথ্যাপথ্য পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকে প্রতিপালন করিবে।

রক্তপিত্ত (Hemorrhage)

প্রকার ভেদ ও লক্ষণ।—সাধারণতঃ রক্তপিত্ত দুই প্রকার ; উর্দ্ধগত ও অধোগত। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তকে কফের অনুবন্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তকে বাতানুবন্ধ জানিবে এবং উর্দ্ধ ও অধঃ—উভয় মার্গগত রক্তপিত্তে কফ ও বায়ু উভয়ই সংসৃষ্ট থাকে। কফজ রক্ত পিত্তে রক্ত ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়। বাতজ রক্তপিত্তে শ্যাব বা অরুণবর্ণ ফেনাযুক্ত, তরল ও রুক্ষ রক্ত গুহ্য, যোনি বা লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ দ্বারা নিঃসরিত হইয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে বট ও পারুলাদির ক্বাথ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ গোমূত্র সদৃশ, চিক্কণ,

গৃহধূমের ন্যায় বা অঞ্জনের ন্যায় রক্ত নির্গত হয়। দুই দোষ বা তিন দোষের মিশ্রণে—যে দুইটি বা তিনটি দোষের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রক্তপিত্তের উপসর্গ।—শারীরিক দুর্ব্বলতা, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধ পাক, অধীরতা, হৃদয়ে বেদনা, পিপাসা, মলভেদ, মস্তকের সন্তাপ, নিষ্ঠীবন, পূযনির্গম, আহারে অনিচ্ছা, অজীর্ণ, রক্তে পচা দুর্গন্ধ, রক্তের বর্ণ মাংসধৌত জলের ন্যায় অথবা কর্দ্দম বা পাকা জামের ন্যায় ও ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণ হওয়া এইগুলি রক্তপিত্তের উপসর্গ।

রক্তপিত্ত এক দোষোৎপন্ন হইলে সাধ্য, দ্বিদোষদ্ভূত হইলে যাপ্য এবং ত্রিদোষ সমুদ্ভূত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসার সাধারণ কথা।—রক্তপিত্ত রোগে রোগী বলবান থাকিলে প্রথমেই রক্তরোধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ সহসা রক্ত বন্ধের জন্য হৃদ্রোগ, পাণ্ডু রোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি দোষ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে কিম্বা অতিরিক্ত রক্তস্রাবের জন্য বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা বুঝিলে অবশ্যই রক্ত বন্ধ করিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ।—দূর্ব্বার রস, দাড়িম ফুলের রস, এবং আলতার রস ইহাদের কোন একটি এক তোলা মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করাইলে আশু রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

বাসা পত্র সমদ্ভূতো রসঃ সমধুশর্করঃ।
ক্কাথো বা হরতে পীতো রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥

বাসক পাতার স্বরস অথবা ক্কাথ এক তোলা মাত্রায় মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সুদারুণ রক্তপিত্তের রক্তও বন্ধ হইয়া থাকে

পিষ্টানাং বৃষ পত্রানাং পুটপাকরসোহিমঃ।
সমধূর্হরতে রক্তপিত্তং কাসজ্বরক্ষয়ান ॥

বাসক পাতা পেষণ করিয়া পুটপাক করিয়া তাহার রস শীতল হইলে এক তোলা, মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত, কাস, জ্বর এবং ক্ষয় নষ্ট হইয়া থাকে।

উৎপলং কুমুদং পদ্মং কহ্লারং লোহিতোৎপলম্।
মধুকঞ্চেতি পিত্তাসৃক্ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিহরো গণঃ ॥

নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম, শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল ও যষ্টিমধু ইহাদের রস এক তোলা মাত্রায় বা কাথ ব্যবহারে রক্তপিত্ত, পিপাসা ও বমি নষ্ট হয়।

সহসা রক্ত বন্ধ করিবার জন্য আরও কয়েকটি মুষ্টিযোগের কথা নিম্নে বলা যাইতেছে—

(১) দুগ্ধের সহিত ৵০ এক আনা পরিমিত ফটকিরি চূর্ণ সেবন।

(২) যজ্ঞডুমুরের ফলের রস, মধু বা চিনির সহিত সেবন।

(৩, আয়াপানের পাতার রস চিনি বা মধুর সহিত সেবন।

ইতঃপূর্ব্বে রক্তাতিসার এবং রক্তার্শঃ রোগে যে সকল যোগের কথা বলা হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সমস্ত যোগও রক্তপিত্তে প্রয়োগ করিলে বেশ ফল দর্শিয়া থাকে।

নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে গব্য ঘৃতে আমলকী ভাজিয়া কাঁজির সহিত পিষিয়া লইয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ কিম্বা জলের নস্য অথবা দুর্ব্বাঘাসের রস বা দাড়িম ফলের রসের নস্যও এইরূপ অবস্থায় হিতকর। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলেও এই সকল যোগের ব্যবস্থা করিবে। মূত্রদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে, কুশ, কাশ, শর, কৃষ্ণ ইক্ষু ও উলু মূল—মিলিত দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা— ৴১ সের জলসহ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া পান করিতে দিবে

কিম্বা শতমূলী ও গোক্ষুরী অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষানির সহিত ঐরূপ ভাবে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে। যোনি হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে, রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়চির ছাল ও বাবলার আটা—মিলিত দুই তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ⁄১ সের, একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া পান করিতে দিবে। এই যোগে শুধু যোনি হইতে রক্ত নির্গম নহে, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্ত নির্গম—আশু বন্ধ হইয়া থাকে। কিসমিস, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু—এই কয়টি দ্রব্যের চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় বাসকপাতার রস ও মধুসহ সেবনে মুখ, নাসিকা, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গদ্বার দিয়া রক্তস্রাবের আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ডেলাডেলা রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে অতি অল্প মাত্রায় পায়রার বিষ্ঠা মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে।

ঔষধ ঐ সকল প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত বন্ধ না হইলে প্রাতে **রক্তপিত্তান্তক লৌহ**—দুর্ব্বার রস ও চিনি অনুপানে, বৈকালে **কুষ্মাণ্ড খণ্ড** বা **বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড** এবং একবার করিয়া **এলাদিগুড়িকা** সেবনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐ কয়েকটি ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে—

রক্তপিত্তান্তক লৌহম্‌।—

ধাত্রী চ পিপ্পলী চূর্ণং তুল্যায়ঃ সিতয়া সহ।
রক্তপিত্ত হরং লৌহমম্লপিত্তং বিনাশয়েৎ॥

আমলকী ১ তোলা, পিঁপুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা ও লৌহ ১ তোলা—এই কয়েকটি দ্রব্য একত্র জলসহ মাড়িয়া ৩।৪ রতি বটী।

এই **ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে** আমলকী—রক্তপিত্তনাশক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। চিনি—রক্তপিত্তনাশক লৌহ—কফপিত্ত প্রশমক।

কুষ্মাণ্ডখণ্ডম্—

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
পচেৎ তপ্তে ঘৃত প্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে ॥
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বেপলে জীরকস্য চ ॥
ত্বগেলা পত্র মরিচ ধান্যকানাং পলার্দ্ধকম্ ।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ ॥
তৎ পক্কং স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্ ।
তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী ॥

পুরাতন চালকুমড়ার ত্বক ও বীজ পরিত্যাগ করিয়া শস্য গ্রহণ করিবে। তাহার পর ঐ শস্যগুলি সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ঐরূপে কুষ্মাণ্ডের শুষ্ক শাঁস ১২॥০ সের, চারি সের গব্যঘৃত দ্বারা তাম্রপাত্রে ভাজিয়া মধুরবর্ণ হইলে ১৬ সের কুষ্মাণ্ডের জলে সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া উহাতে প্রদান করিবে এবং লৌহ দর্ব্বী দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। এইরূপ আলোড়ন করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে পিঁপুল, শুঁঠ ও জীরা— প্রত্যেকটির চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, ছোট এলাচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে— ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৪ তোলা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাকশেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে ⁄২ সের মধু মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডম্—

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
প্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসাক্বাথাঢ়কে পচেৎ ॥

মুস্তাধাত্রী শুভাভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ
ঐলেয় বিশ্ব-ধন্যাক মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ
পিপ্পলী কুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ

বাসকছাল /৮ সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তাহার পর ত্বক ও বীজাদি রহিত কুষ্মাণ্ড শস্য সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া জল পৃথক রাখিয়া শস্যগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া উহা হইতে /৬।০ ছয় সের এক পোয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে করিয়া /৪ সের ঘৃতে ভাজিবে। ঐরূপ ভাজিয়া মধুর বর্ণ হইলে উল্লিখিত বাসকের ক্বাথ ও কুষ্মাণ্ডের জলে সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র, ও এলাইচ—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা এবং এলবালুকা, শুঁঠ, ধনে ও মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৮ তোলা ও পিঁপুলচূর্ণ ৩২ তোলা উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে /১ সের মধু মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা - ॥০ তোলা।

এলাদি গুড়িকা—

এলা পত্র ত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা।
সিতা মধুর খর্জ্জুর মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে॥

ছোট এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিঁপুল ৪ তোলা এবং চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর ও দ্রাক্ষা—প্রত্যেকটি ৮ তোলা। মধুর সহিত মাড়িয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত গুড়িকা করিবে।

রক্তপিত্তে জ্বর থাকিলে—রক্তবর্ণ তেউড়ী, শ্যামবর্ণ তেউড়ী এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিঁপুলচূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য সম ভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া ।• আনা মাত্রায় এক বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই মোদকে রক্তপিত্ত ও জ্বর উভয় রোগেরই শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রক্তপিত্তের ঔষধের সহিত জ্বর নাশক ঔষধ সকলও ব্যবস্থা করিবে। রক্তপিত্তে স্বরভঙ্গ হইলে বাসক পাতার রস সহ তালীশপত্র চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে রাজযক্ষ্মার ব্যবস্থায় চিকিৎসা করিবে।

সুধানিধি রস এবং **সমশর্করি লৌহ নামক**—ঔষধ দুইটিও রক্তপিত্তের সকল অবস্থায় ব্যবহার করান যাইতে পারে। নিম্নে ঔষধ দুইটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

সুধানিধি রস—

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
মূষামধ্যে ভূধরে তৎ পুটিত্বা দদ্যাদ্ গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন।
লৌহ পাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্ত প্রশান্ত্যৈ ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ—সমভাগে লইয়া ত্রিফলার জলে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে ভূধর যন্ত্রে পুট পাক করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল ও লৌহ পাত্রে সিদ্ধ করা গোদুগ্ধ। এই ঔষধ রাত্রিকালে সেব্য।

সমশর্করং লৌহম্—

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্।
চূর্ণং পাদস্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যান্মধুসিতে সমে ॥

তাম্র পাত্রে শুভে পক্ত্বা স্থাপয়েদ ঘৃতভাজনে।
মাষকাদি ক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধি পূর্ব্বকম্।
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলজলাদিকম্।

লৌহ ৪ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি ৪ তোলা। সমস্ত দ্রব্য তাম্র পাত্রে পাক করিয়া ঘন হইয়া আসিলে তখন উহাতে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ১ তোলা নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে উহার সহিত ৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা দুই আনা। অনুপান—নারিকেল জল।

"দূর্ব্বাদ্য ঘৃত"—নামক ঔষধ নাসিকা হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে এবং কর্ণ ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু জ্বর থাকিলে ইহার ব্যবস্থা করিবে না। নিম্নে ইহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

দূর্ব্বাদ্য ঘৃতম্—

দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কমঞ্জিষ্ঠা শৈলবালুকা।
সিতাশীতমুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকম্॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা।
তণ্ডুলাম্বুত্বজাক্ষীরং দত্ত্বা চৈব চতুর্গুণম্॥

ছাগ ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ দূর্ব্বাঘাস, সুঁদিরকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুথা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। তণ্ডুল জল ১৬ সের, ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া লইবে।

রক্তপিত্তে বাসক।—স্মরণ রাখিবে,—সকল প্রকার রক্তপিত্তেই বাসকের রস ও বাসকের কাথের মত অনুপান নাই। অনেক

সময় শুধু বাসকের ক্বাথ বা রস সেবনেও প্রবল রক্তপিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার এসম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

বাসায়াং বিদ্যমানায়মাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তীক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি ॥
আটরূষক মৃদ্বীকা পথ্যাক্বাথঃ সশর্করঃ।
ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কসন শ্বাস রক্তপিত্ত নিবর্হণঃ ॥

অর্থাৎ রক্তপিত্ত, ক্ষয় এবং কাস রোগীর জীবনের আশা থাকিলে অর্থাৎ অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে, যদ্যপি বাসক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে আর কোনো ভয় থাকে না। বাসক, কিসমিস ও হরীতকী—এই সকলের ক্বাথ চিনি এবং মধু সহ পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্য—উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে রোগী দুর্ব্বল না থাকিলে, উপবাস দেওয়া হিতকর। কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে উপবাস না দিয়া ঘৃত, মধু ও খৈ চূর্ণ দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে। অধোগ রক্ত পিত্তে তৃপ্তিকর পেয়াদি পান হিতকর। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা স্রাব বন্ধের পর অন্নাদি পরিপাকের অবস্থা হইলে দিবসে পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলার দাল, বাইন বা চিঙ্গড়ি মৎস্যের ঝোল, পটোল ডুমুর, মোচা, মানকচু, পাকা কুমড়া, উচ্ছে ও থোড় প্রভৃতির তরকারি এবং রাত্রিতে গমের বা যবের রুটি বা লুচি দিবে। সুজি, ছোলার বেশম, ঘৃত ও মিষ্টান্ন যোগে প্রস্তুত খাদ্য সকল এবং ছাগদুগ্ধ, খেজুর, দাড়িম, কিসমিস, মিছরি ও ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জনাদি এই রোগে হিতকর। লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ, শিঁম, আলু, শাক, অম্ল দ্রব্য, কলায়ের দাল, দধি, মৎস্য, সর্ষপ তৈল, গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষ দ্রব্য সকল এই পীড়ায় বর্জ্জনীয়।

রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ (Phthisis).

কারণ।—পূর্ব্বে যে রক্তপিত্তের কথা বলা হইয়াছে, সেই রক্ত-পিত্ত রোগ বহুদিন অচিকিৎস্য ভাবে অবস্থান করিলে যক্ষ্মারোগ উপস্থিত হইতে পারে। তা' ছাড়া বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটিই যখন কুপিত হইয়া রসবাহী শিরা সকলকে রুদ্ধ করে, তখন তাহা হইতে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়, কারণ রসের গতিরোধ বশতঃ অন্য ধাতুগুলির পরিপোষণ হইতে পারে না। রাজযক্ষ্মা এরূপ ভাবেও মনুষ্য শরীর ধ্বংস করিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা অতিরিক্ত মৈথুন জন্য শুক্রের অপব্যয়ই যক্ষ্মারোগ উৎপত্তির মুখ্য কারণ। অতিরিক্ত মৈথুন জন্য শুক্রধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, সেই শুক্রের ক্ষীণতা পূর্ণ করিবার জন্য অন্যান্য ধাতু গুলিও ক্ষীয়মাণ হইয়া পড়ে, মানবের এই ক্ষীয়মাণ অবস্থার নামই রাজযক্ষ্মা।

উরঃক্ষত।—যক্ষ্মা রোগের শ্রেণী বিভাগে আর একটি রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম উরঃক্ষত। অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস ভিন্ন অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, সর্ব্বদা অতিরিক্ত বা অল্প পরিমিত আহার গ্রহণ, অধিক সন্তরণ বা লম্ফন প্রভৃতি দ্বারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে তাহাকে উরঃক্ষত বলে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর জ্বর, কফ ও রক্ত বমন জন্য ক্রমশঃ শুক্র ও রজঃ ধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। এ রোগ রাজযক্ষ্মারই অন্তর্নিহিত।

ক্ষীণ রোগ।—ক্ষীণ রোগও উরঃক্ষত রোগেরই অন্তর্নিবিষ্ট এবং উরঃক্ষত হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইতে থাকে। অতিরিক্ত মৈথুন, শোক ও ব্যায়ামের ফলেও ক্ষীণ রোগের উৎপত্তি হয়।

বিশেষ কথা—রাজযক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং ক্ষীণ রোগের

চিকিৎসায় বড় পার্থক্য নাই। এই তিনটি রোগের বল ও মল রক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নপর হওয়া উচিত। বলরক্ষার জন্য ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগ দুগ্ধ পান এবং পুষ্টিকর ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মল ভেদের জন্য এ তিনটি রোগে বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে না, তবে যদি একেবারে মলবদ্ধতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অগত্যা মৃদুবিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়।

যক্ষ্মার সাধারণ কষ্ট নিবারণের জন্য।—এই তিনটি রোগে আক্রান্ত রোগীর সাধারণতঃ যে সকল কষ্ট উপস্থিত হয় এবং সেই সকলের প্রতীকারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা বলা যাইতেছে ঃ—

এই সকল রোগে **রক্ত বমন নিবারণের** জন্য আয়াপান বা কুকসিমার রস, মধু বা চিনি মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে। রসের পরিমাণ ২ তোলা। আলতার জল ২ তোলা, মধুর সহিত মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও রক্ত বমনের নিবৃত্তি না হইলে, রক্তপিত্ত অধিকারে যে সকল ব্যবস্থা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে গুলি জ্বরাদির অবিরোধী, সেই গুলির প্রয়োগ করিবে।

পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্তির জন্য ধনে, পিঁপুল, শুঁঠ, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বেলছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল ও গণিয়ারিছাল—সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া—যথাবিধানে প্রস্তুত করিয়া পান করাইবার ব্যবস্থা করিবে।

মস্তকে, পার্শ্বে এবং স্কন্ধে বেদনা থাকিলে, শুলফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন—একত্র বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। বেড়েলা, রাস্না, নীল,

যষ্টিমধু, নীলসুঁদি—এইগুলি বাটিয়া পূর্ব্ববৎ ঘৃত মিশাইয়া ও গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগকেশর এই কয়েকটি বাটিয়াও পূর্ব্ববৎ ঘৃত মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল প্রলেপে উপকার না হইলে, ক্ষীরকালোলী, বেড়েলা, ভুমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুকা ও পুনর্ণবা—এই কয়েকটি দ্রব্য কিম্বা শতমূলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে।

যব ১ পল, কুলথ কলায় ১ পল. ছাগ মাংস চারি পল, জল ৪৮ পল, একত্র সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সংস্কারার্থ ১ পল ঘৃত ও ২ তোলা সৈন্ধব এবং সুগন্ধিকরণের জন্য কিঞ্চিৎ হিঙ্গু কুট্টিত করিয়া উহাতে প্রদান করিবে। ইহা সেবনে যক্ষ্মা রোগীর শিরঃশূল, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।

পিপ্পলী ৪ মাষা, শুঁঠ ৪ মাষা, যব ২ তোলা, কুলথ কলাই ২ তোলা, দাড়িম ৪ মাষা, আমলকী ৬ মাষা, ছাগমাংস সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ—এবং জল ৮ গুণ—একত্র পাক করিয়া তিন ভাগ জল শুষ্ক হইলে নামাইয়া ঘৃত দ্বারা সন্তলন পূর্ব্বক সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

ককুভত্বক নাগবলা বানরীবীজং বিচূর্ণিতং পয়সা।
পক্বং মধুঘৃতযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাস হরম্॥

অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল, গোরক্ষ চাকুলে ও শূকশিম্বী বীজ, প্রত্যেকটির ১ পল চূর্ণ করিয়া চারিতোলা ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া চিনি ১ পল ও দুগ্ধ /২ সের—একত্র পাক করিয়া মোদকাকার হইলে নামাইবে এবং কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া যক্ষ্মা রোগে কাস নিবৃত্তির জন্য সেবন করিতে দিবে।

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পি সনাগরম্।
ছাগোপসেবী শয়নং ছাগ মধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

ছাগ মাংস ভক্ষণ, শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত ছাগ দুগ্ধ ও ছাগ ঘৃত পান, ছাগ সহ ক্রীড়া ও ছাগ বেষ্টিত স্থানে শয়ন করিলে যক্ষ্মা রোগ নষ্ট হয়।

মধুতাপ্য বিড়ঙ্গাশ্মজতু লোহাঘৃতাভয়াঃ।
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনঃ॥

স্বর্ণ মাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, লৌহ এবং হরীতকী— এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ— মধু ও ঘৃত মিশাইয়া লেহন করাইলে অতি উৎকট যক্ষ্মা রোগও বিনষ্ট হয়।

শর্করা মধু সংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে॥

ক্ষয়রোগী—চিনি ও মধু সমন্বিত নবনীত লেহন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি লাভ করে এবং অতুল্য পরিমাণে ঘৃত ও মধু সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলেও পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে।

হেতু বিশেষে যক্ষ্মা রোগের সাধারণ চিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে ঃ—

অত্যন্ত মৈথুন প্রযুক্ত যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইলে মাংসরস, ঘৃত ও মধুর রস সংযুক্ত হিতকর দ্রব্য অথচ হৃদয় গ্রাহী সামগ্রী আহার ও জীবণীয়গণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

শোকের জন্য শোষ হইলে, হর্ষজনক আশ্বাস বাক্য, দুগ্ধ, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, লঘু ও অগ্নি প্রদীপক দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়াম জন্য শোষ হইলে, স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্য, জীবণীয় গণ দ্বারা এবং ক্ষতক্ষয় ও শ্লৈষ্মিক চিকিৎসার বিধান অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

পথপর্য্যটন জন্য শোষ রোগীকে, শীতল দ্রব্য, মধুর

রসযুক্ত দ্রব্য, শরীরের উপচয়কারক দ্রব্য এবং অন্ন ও মাংসরস আহার দিয়া চিকিৎসা করিবে। দিবানিদ্রা ও উপবেশন এইরূপ শোষ রোগে উপকারক।

ব্রণ শোষ রোগীকে স্নিগ্ধ দ্রব্য, অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য, মধুর দ্রব্য ও শীতল দ্রব্য দ্বারা এবং দাড়িমাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ অম্লীকৃত বা অনম্লযূষ অথবা মাংস রসাদির দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উরঃক্ষত রোগীকে বেড়েলা, অশ্বগন্ধা; গাম্ভারী, শতমূলী ও পুনর্ণবা—এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দুগ্ধসহ প্রত্যহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

যক্ষ্মার জ্বর—যক্ষ্মারোগে যে জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা প্রলেপক জ্বর।

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেন চ।
মন্দজ্বর বিলেপীচ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥

এই জ্বরে রোগীর শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা লিপ্তবৎ অনুভূত হয় এবং জ্বরও মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে ও জ্বরকালে শীত অনুভব হয়। এই জ্বর নিবারণের জন্য জ্বরাধিকারের স্বতন্ত্র ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফলের সম্ভাবনা নাই। যক্ষ্মাধিকারের ধাতু ঘটিত যে সকল ঔষধের কথা বলা যাইবে—তাহারই ব্যবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জ্বর থাকিলে ঘৃত বা তৈলাদির ব্যবহারে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে। রক্ত বমন থাকিলে মৃগনাভি ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে না। জ্বরের জন্য **জয়মঙ্গল রস, মহাজ্বরাঙ্কুশ, বৃহজ্জ্বরান্তক**—এই ধরণের কোনো একটী ঔষধ ১ বার করিরা ব্যবস্থা করিবে। কাসরোগোক্ত "**বসন্ত তিলক**" নামক ঔষধটী যক্ষ্মা রোগীকে অনেকে পানের

রসের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সময় শুভ ফলই পাওয়া যায়। এই ঔষধের উপাদান—কাস রোগ অধিকারে বলা যাইবে। প্রাতে জয়মঙ্গল দিলে, এই "বসন্ত তিলক" ঔষধের ব্যবস্থা বৈকালে করিবে।

যক্ষ্মারি লৌহ, যক্ষ্মান্তক লৌহ, ক্ষয় কেশরী নামক ঔষধ কয়টির কোনো একটিরও একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নে উহাদের উপাদান লেখা যাইতেছে—

যক্ষ্মারি লৌহম্।

মধুতাপ্য বিড়ঙ্গাশ্মজতু লৌহ ঘৃতাভয়াঃ।
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা॥
সর্ব্ব চূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃত মধুভ্যাং লেহ্যমিতি ভানুদাসঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী চূর্ণ—প্রত্যেক ১ ভাগ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহ। ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় সেব্য।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—

স্বর্ণমাক্ষিক—

মাক্ষিকং মধুরং তিক্তং স্বর্য্যং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্ কুষ্ঠ পাণ্ডু মেহ বিষোদরান্॥
অর্শং শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ।

ইহা মধুর তিক্ত, স্বরবিশোধক, বৃষ্য, রসায়ন, চক্ষুষ্য, ত্রিদোষ নাশক ও বিষঘ্ন। ইহা সেবনে বস্তিপীড়া, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদরী, অর্শ, ক্ষয় ও কণ্ডুরোগ উপশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ—ক্রিমি ও বায়ু নাশক ও মল বন্ধ নিবারক।

শিলাজতু—শিলাজতু স্মৃতং তিক্তং কটূষ্ণং কটুপাকিচ।
রসায়নং যোগবাহি শ্লেষ্মমেহাশ্ম শর্করাঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং শোথমর্শাংসি পাণ্ডুতা।
বাতরক্তং তথাকুষ্ঠমপস্মারোদরং হরেৎ॥

ইহা তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কটুপাক, রসায়ন, যোগবাহন ও কফঘ্ন। ইহা সেবনে মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদর রোগের শান্তি হয়।

হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। **লৌহ**—ত্রিদোষঘ্ন ও পুষ্টিকারক।

যক্ষ্মান্তক লৌহঃ।

রাস্না তালীশ কর্পূর ভেকপর্ণী শিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিকত্রয় সমাযুক্তৈর্লৌহো যক্ষ্মান্তকো মতঃ॥

রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতামুল—ইহাদের প্রত্যেকটী ১ তোলা এবং লৌহ ১৪ তোলা। একত্র মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে।

রাস্না—

রাস্নামপাচিনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোথশ্বাস সমীরাস্র-বাতশূলোদরাপহা॥
কাসজ্বরবিষাশাতি-বাতিকাময়নাশিনী।

ইহা আম পাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণ। বায়ু, কফ, শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর রোগ, কাস, জ্বর, বিষরোগ ও অশীতি প্রকার বাতব্যাধি ইহা দ্বারা দূরীভূত হয়।

তালীশ পত্র—

তালীশং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাস কফানিলান্।
নিহন্ত্যরুচি গুল্মাম-বহ্নিমান্দ্যঃ ক্ষয়াময়ান্॥

ইহা লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফনাশক ও বায়ু নাশক। অরুচি, গুল্ম, আম, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

কর্পূর—

কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্ত বিষাপহঃ॥
দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-মেদোদৌর্গন্ধ্য নাশনঃ।
আক্ষেপশমনো নিদ্রাজননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ॥
বেদনাহারকঃ কামশান্তি কৃচ্ছু ক্রমেহহৃৎ।

কর্পূর, শীতল, বলকারক, চক্ষের হিতকর, লেখন, লঘু, সুগন্ধি, মধুর, দুর্গন্ধনাশক, তিক্ত, আক্ষেপনাশক, নিদ্রাজনক, ঘর্ম্মবর্দ্ধক, বেদনা নাশক ও কামবেগ প্রশমক। ইহা সেবনে পিত্ত, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখবৈরস্য, মেদোরোগ ও শুক্রমেহ নিবারিত হয়।

থুলকুড়ি—কামনাশক, জ্বরঘ্ন ও রসায়ন। শিলাজতু—ক্ষয় নিবারক হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলকী—রসায়ন। বহেড়া—কফঘ্ন। শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ—শ্লেষ্মঘ্ন। বিড়ঙ্গ, মুথা, চিতামূল—ক্রিমিনাশক। লৌহ—বৃষ্য।

ক্ষয়কেশরী।

ত্রিকটু ত্রিফলৈলাভির্জাতিফল লবঙ্গকৈঃ।
নবভাগান্বিতং লৌহং সমং সিন্দুরসন্নিভম্॥
ছাগীদুগ্ধেন সংপিষ্য বল্লমস্য প্রয়োজয়েৎ।
মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী,বহেড়া, এলাইচ, জাতীফল ও লবঙ্গ—প্রত্যেকটি ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা। একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে বাটিয়া ২ রতি পরিমিত বটী। অনুপান মধু।

শুঁঠ—কফনাশক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। মরিচ—শ্লেষ্মা নিঃসারক। হরীতকী, আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া—কফঘ্ন। এলাইচ—শ্লেষ্ম ও রক্তপিত্ত নিবারক। জায়ফল—কাস নাশক। লবঙ্গ—কফ, কাস ও শ্বাস নাশক। লৌহ—রসায়ন।

ক্ষয় রোগের প্রাবল্যে **মৃগাঙ্ক রস বা রাজমৃগাঙ্ক রস** একবার করিয়া ব্যবস্থা করিও। ঐ ঔষধ ২টির উপাদান লিখিত হইতেছে—

মৃগাঙ্কো রস—

স্যাদ্রসেন সমংহেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ।
গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসপাদস্তু টঙ্কনম্॥
সর্ব্বং তদ্গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেনাবশেষয়েৎ।
ভাণ্ডে লবণ পূর্ণেঽথ পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
মৃগাঙ্ক সংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জা চতুষ্টয়ং চাস্য মরিচৈর্ভক্ষয়েদ্ভিষক্॥

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তা ভস্ম ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও সোহাগা ।০ আনা। সমস্ত দ্রব্য একত্র কাঁজি দ্বারা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মুষা মধ্যে স্থাপন করিয়া মুষার মুখ রুদ্ধ করিয়া লবণ যন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—মরিচ চূর্ণ ও মধু বা পিঁপুল চূর্ণ ও মধু।

পারদ—রসায়ন। স্বর্ণভস্ম—ক্ষয় নিবারক। মুক্তাভস্ম—ক্ষয়নিবারক। গন্ধক—বল ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক। সোহাগা—কফঘ্ন।

কাঁজি—

তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ।
দাহজ্বরঘ্নং কফবাতনাশি॥

ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বরনাশক, কফঘ্ন ও বায়ুশান্তিকর।

রাজমৃগাঙ্কোরসঃ—

রস ভস্ম ত্রয়োভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং শিলাতালক গন্ধকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং তত্রাপোকীকৃত্য নিধাপয়েৎ।
বরাটীঃ পুরয়েত্তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্গনম্।
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদভাণ্ডেন নিরোধয়েৎ॥
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥
রসো রাজোমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জাং ক্ষয়াপহম্।

পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পুরিবে এবং ছাগদুগ্ধ দ্বারা সোহাগা বাটিয়া তদ্বারা ঐ কড়ি গুলির মথ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক কুট্টিত বস্ত্র সংযুক্ত মৃত্তিকাদ্বারা পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ঐ মৃত্তিকাভাণ্ড তুলিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান—মধু ও পিঁপুলচূর্ণ।

পারদ—রসায়ন। স্বর্ণভস্ম-রসায়ন। তাম্র—ক্ষয় নিবারক। মনঃশিলা—শ্বাসনিবারক। হরিতাল—কফপিত্তনাশক। গন্ধক—রসায়ন, কফঘ্ন ও বায়ুনাশক।

যক্ষ্মার ঔষধ।—ক্ষয়ের পরিপোষণের জন্য যক্ষ্মারোগে ধাতু ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। ধাতু সকল বলী, পলিত, খালিত্য, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য ও জ্বর প্রভৃতি নিবারণ করিয়া দেহ ধারণ করে বলিয়া ইহাদের নাম ধাতু।

এই গ্রন্থ আরম্ভের সময়েই বলা গিয়াছে, যে, ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া উপদ্রব সকলের দূরীকরণই চিকিৎসকের বিশেষত্ব। যক্ষ্মা রোগে ধাতুর পরিপোষক ঔষধ প্রয়োগে ক্ষয় পরিপূরণের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উপদ্রব সকলের দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবে। এ কথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অনেক সময় মূলরোগ হইতেও উপদ্রব সকল বলবান হইয়া জীবননাশ করিয়া থাকে।

বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা বদ্ধতায়।—যক্ষারোগের অন্যান্য উপদ্রবের সহিত অনেক সময়ে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা বদ্ধ হইয়া বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। তন্নিবারণের জন্য বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘৃতের মালিশ বিশেষ কার্য্যকারী। শ্বাসোপদ্রব থাকিলে এবং বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাবদ্ধ হইয়া কষ্ট হইলে '**সিতোপলাদি লেহ**" প্রত্যেহ ১ বার, আবশ্যক হইলে দুইবারও সেবনের ব্যবস্থা করিবে। অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা ভিন্ন এই ঔষধ প্রাতে ১ বার মধুর সহিত মাড়িয়া রাখিয়া সমস্ত দিনে এক একটু করিয়া এবং বৈকালে একবার মাড়িয়া রাখিয়া রাত্রে যতক্ষণ নিদ্রা না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটু একটু করিয়া অবলেহ করা উত্তম ব্যবস্থা।

এই ঔষধের উপাদান—

সিতোপলা তুগাক্ষীরী পিপ্পলী বহুলাত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।

দারুচিনি ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা এবং চিনি ১৬ তোলা। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—সকল দ্রব্য গুলিই শ্লেষ্মঘ্ন, বিশেষতঃ বংশলোচন ক্ষয় পূরক। এই ঔষধে বদ্ধশ্লেষ্মা সরল করিয়া তুলিয়া দিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এই ঔষধে যক্ষ্মারোগীর হস্ত পদাদির দাহও প্রশমিত হয়।

রোগের বাড়াবাড়ি দেখিলে ক্ষয় পরিপূরণের জন্য "**কাঞ্চনাভ্র**" ও "**বৃহৎ কাঞ্চনোভ্রের**" ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ দুইটির উপাদান বলা যাইতেছে,—

কাঞ্চনাভ্রঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দুরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকং।
বিদ্রুমঞ্চাভয়াতারং কস্তূরীচ মনঃশিলা।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রন্তু সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফল মানতঃ॥

স্বর্ণ ভস্ম, রসসিন্দুর, মুক্তা ভস্ম, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী চূর্ণ, রৌপ্য ভস্ম, ও মনঃশিলা—সমস্ত দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া জল সহ মাড়িয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান দোষানুসারে ব্যবস্থা করিবে।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্রঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকং।
বিদ্রুমং মৃতবৈক্রান্তং.তারং তাম্রঞ্চবঙ্গকং॥
কস্তূরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতীকোষৈলবালুকং।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বমর্দ্দ্য প্রযত্নতঃ॥

কল্যাণীরেণ সমর্দ্দ্যং কেশরাজ রসে ন চ।
অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবসত্রয়ং ॥
চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক।

স্বর্ণ ভস্ম, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হীরক, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জৈত্রী ও এলবালুকা। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে তিন দিন, কেশরাজের রসে ৩ দিন ও ছাগ দুগ্ধে ৩ দিন ভাবনা দিয়া চারি রতি বটি করিবে। অনুপান দোষানুসারে।

যদি রক্ত বমন থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ ২টির ব্যবস্থা করিবে না। কারণ মৃগনাভি থাকায় এই ঔষধ ২টি সেরূপ স্থলে প্রয়োগ করিলে রক্ত বমনের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

রাজযক্ষ্মায় কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে একবার করিয়া **বাসাবলেহ** সেবনের ব্যবস্থা করা অতি উত্তম।

ইহার উপাদান—

বাসকস্বরস প্রস্থে মানিকা সিতশর্করা।
পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ ॥

বাসকের স্বরস চারিসের, চিনি এক সের, এবং ঘৃত এক পোয়া। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে লেহবৎ পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে পিঁপুল চূর্ণ ১৬ তোলা মিশাইয়া নামাইবে। শীতল হইলে

এক সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা।

'চ্যবন প্রাশ'—যক্ষ্মারোগের বিখ্যাত ঔষধ, কিন্তু যক্ষায় যদি জ্বর থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে না। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ রোগে, কাসোপদ্রবযুক্ত উরঃক্ষতে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী।

ইহার উপাদান—

বিল্বাগ্নিমন্থ শ্যোনাক কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী ত্বামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ।
অভয়াচামৃতা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শঠী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপল চন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গত রসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্॥
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈল সর্পিষোঃ॥
পলদ্বিদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বাচার্দ্ধতুলাং ভিষক।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ষট্পলং মধুনশ্চাত্রসিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা॥
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্র কেশরাৎ॥

বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল ছাল, বেড়েলা, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পিঁপুল, গোক্ষুর, বৃহতী,

কণ্টকারী,কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা,দ্রাক্ষা,জীবন্তী, কুড়,অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ,ঋদ্ধি (অভাবে লোধ) জীবক,ঋষভক (জীবক ও ঋষভকের অভাবে অশ্বগন্ধা) শঠী, মুথা, পুনর্নবা, মেদ (অভাবে কুড়) ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাঁকোলী ও কাকজঙ্ঘা —প্রত্যেক ৮ তোলা এবং গোটা-কাঁচা আমলকী ৫০০শত। (আমলকীগুলি বস্ত্রে বাঁধিয়া পুঁটুলী করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে) এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ও পুঁটুলী বদ্ধ আমলকীগুলি খুলিয়া, বীজ ও শিরা ফেলিয়া দিবে। তাহার পরে তিল তৈল ৪৮ তোলা ও ঘৃত ৪৮ তোলা একত্র করিয়া তাহাতে ঐ আমলকীগুলি ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত ক্বাথের সহিত ইক্ষুগুড়ের বাতাসা /৬।০ ছয়সের একপোয়া ভর্জ্জিত আমলকীতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে এবং লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিঁপুল ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা—এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে এবং শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ।

উরঃক্ষত ও ক্ষীণরোগে বিবেচনা পূর্ব্বক ১ বার করিয়া ঘৃতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ঐ সকল ঘৃতের মধ্যে **অজাপঞ্চক ঘৃত** ও **বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত** সুব্যবস্থা। নিম্নে ঐ দুইটীর উপাদান লিখিত হইতেছে—

অজাপঞ্চক ঘৃতম্।

ছাগশকৃদ্রসমূত্রক্ষীরৈর্দধ্নাচ সাধিতং সর্পিঃ।
সক্ষারং যক্ষ্মাহরং শ্বাসকাসোপশান্তয়ে পরম্॥

ছাগ ঘৃত /৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস /৪ সের, ছাগমূত্র /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধের দধি /৪ সের। সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যবক্ষার চূর্ণ /১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা গরম দুগ্ধ সহ সেব্য।

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংস তুলাং গৃহ্য সাধয়েদল্বনেঽম্ভসি।
পাদশেষেণ তেনৈব ঘৃত প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ঋদ্ধিবৃদ্ধী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভৌ তথা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী কল্কৈঃপৃথক পলোন্মিতৈঃ॥
সম্যক সিতে ত্ববতার্য্য শীতে তস্মিন প্রদাপয়েৎ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনঃ কুড়বং ক্ষিপেৎ॥

গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা—ক্বাথার্থ ছাগ মাংস ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইয়া চিনি /১ সের ও মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল।

যক্ষ্মায় যদি অতীসার না থাকে, তাহা হইলে "দ্রাক্ষারিষ্ট" সেবন—মন্দ ব্যবস্থা নহে।

ইহার উপাদান—

দ্রাক্ষা /৬।, পাকার্থ জল ১২৮ সের। শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিট লবণ—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ পল

পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া এক মাস ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস।—যক্ষ্মারোগের সকল অবস্থায় সায়ংকালে পিঁপুলের গুঁড়া ও মধু অনুপানে একবার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা ক্ষয়ের পরিপোষক ও শ্লেষ্মঘ্ন। কাসরোগ অধিকারে ইহার উপাদানের পরিচয় দেওয়া যাইবে।

যে যক্ষ্মারোগী অত্যধিক আহার করিয়াও ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহাকে এবং অতীসার কিম্বা যাহার অণ্ডকোষ ও উদরে শোথ উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে যশোভিলাষী, বুদ্ধিমান চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

কাস (Cough. Bronchitis)

প্রকার ভেদ।—কাস পাঁচ প্রকার;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ (অর্থাৎ উরঃক্ষত) এবং ক্ষয়জ। ইহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর অর্থাৎ একটির পর আর একটি যথাক্রমে বলবান জানিবে। যেরূপ কাসরোগই উৎপন্ন হউক, তাহা উপেক্ষা করিয়া অচিকিৎস্য থাকা কর্ত্তব্য নহে, কারণ অচিকিৎসার পরিণামে কাসরোগ—যক্ষ্মারোগে পরিণত হইতে পারে।

বাতজ কাসের সাধারণ চিকিৎসা।—বেলছাল, শোনাছাল গাম্ভারিছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছাল,—প্রত্যেক দ্রব্য ।৴১০ আনা। জল ৴৷৷০ শেষ ৵০ পোয়া—এই ক্বাথে এক আনা পিঁপুল

চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবার ব্যবস্থা করিবে। দুই এক দিন এই ক্বাথ সেবন করাইয়া তাহাতে রোগের প্রশমন না হইলে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল বামনহাটি, মুথা, দুরালভা, ও পুরাতন গুড়—এই কয়েকটী দ্রব্য সমান ভাগে মিশাইয়া এক বা দুই আনা মাত্রায় প্রাতে একবার ও দুরালভা, বৈকালে একবার সেবনের ব্যবস্থ করিয়া দিবে অথবা শুঁঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শঠী ও চিনি—এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া প্রাতে দুই আনা ও বৈকালে দুই মাত্রায় কিম্বা বামনহাটি, দ্রাক্ষা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, শুঁঠ ও পুরাতন গুড়—এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। এই যোগ কয়টির সকলগুলিই কিঞ্চিৎ তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিও।

বাস্তব শাক, কাকমাচি শাক, শূল্যক, সুষুনিশাক, তৈলাদি স্নেহ, ইক্ষুরস ও গৌড়িকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, দধি, আরনাল, অম্লফল, প্রসন্না এবং মধুর, অম্ল ও লবণরসমুক্ত দ্রব্য মাত্রেই বাতজ কাসে উপকারী।

পিত্তজ কাসের সাধারণ চিকিৎসা।—বৃহতী, কণ্টকারী, কিসমিস, বাসক, কর্পূর, বালা, শুঁঠ ও পিঁপুল মিলিত দুই তোলা, জল ৷৷৷৹ সের শেষ ৵৹ পোয়া—এই ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত সেবনে পিত্তজ কাস প্রশমিত হয়। কিম্বা বৃহতী, বালা, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা—ইহাদিগের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত সেবন করাইবে।

এই কাসে কফের তরলতা লক্ষিত হইলে ইক্ষুচিনির সহিত তেউড়ী-চূর্ণ এবং কফের ঘনতা দৃষ্ট হইলে তিক্ত দ্রব্যের সহিত তেউড়ী চূর্ণ প্রয়োগে বিরেচনের ব্যবস্থা করা উচিত।

পিত্তজ কাসে আরও ব্যবস্থা—

পিণ্ডখেজুর, কিসমিস এবং ইক্ষুচিনি—পিত্তজ কাসে বিশেষ হিতকর। এই সকল দ্রব্য পথ্যস্বরূপ ব্যবস্থা করিবে। এই সকল

দ্রব্য সহ কয়েকটি যোগ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা আছে। নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কিসমিস, আমলকী, পিণ্ডখেজুর, পিঁপুল ও মরিচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া রোগীর বলাবল ও বয়স অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে পিত্তজ কাস প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মজ কাসের সাধারণ চিকিৎসা—

পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে
পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তং দশমূলী জলং পিবেৎ।

অর্থাৎ দশমূলের ক্বাথ—পিঁপুলচর্ণ সহ পান করিলে পার্শ্ববেদনা, জ্বর, শ্বাস ও শ্লেষ্ম জন্য কাসরোগ প্রশমিত হয়।

স্বরসঃ শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম।
পায়য়েচ্ছ্বাস কাসঘ্নঃ প্রতিশ্যায় কফাপহম ॥

অর্থাৎ—আদার রস, মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতং ক্ষীরং কফঘ্নং লঘু শস্যতে
শ্বাসকাসজ্বরহরং বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনম ॥

পঞ্চকোল—

অর্থাৎ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ জল ⁄॥০ দুগ্ধ ৵০ পোয়া, শেষ ৵০ পোয়া—এই কাথ পানে কফজ কাস উপশমিত হয়।

ক্ষতজ কাস বা উরঃক্ষতের চিকিৎসা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ক্ষয়কাসে পুষ্টিকর এবং যাহাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালচূর্ণ—বাসকের

রস দ্বারা শতবার ভাবনা দিয়া মধু,ঘৃত ও মিছরি সহ লেহন করিলে ক্ষয়কাস ও রক্তোদ্গীরণ নিবৃত্ত হয়।

কাসের সাধারণ চিকিৎসা।—

কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা।

কণ্টকারীর ক্বাথে পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ কাস নষ্ট হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎ পরিবেষ্টিতম ॥
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম ॥

বহেড়ার ফলে ঘৃত মাখাইয়া গোময় দ্বারা বেষ্টন করিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে সিদ্ধ করতঃ বীজ ফেলিয়া মুখে ধারণ করিলে কাস রোগ প্রশমিত হয়।

বাসকস্য রসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা।
পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥

বাসক পত্রের রস ২ তোলা,—মধুসহ পানে পিত্তশ্লেষ্মজ কাস ও রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

ঘনীভূত কাসে। কাস রোগের প্রথম অবস্থায় যদি কাস উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে সেই রোগীকে **তালীশাদি চূর্ণ**, **সমশর্কর চূর্ণ** বা যক্ষ্মারোগ অধিকারে যে **সিতোপলাদি-লেহের** কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোন একটির ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধগুলির যে কোনোটি উপযুক্ত মাত্রায় সমস্ত দিনে ২।৩ বার অবলেহ করিবার ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঔষধ গুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

তালিশাদি চূর্ণম্ -

তালীশ পত্রং মরিচং নাগরং পিপপলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপল্যষ্ট গুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা॥

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা পিঁপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ॥০ তোলা ছোট এলাইচ ॥০ তোলা। চিনি ৩২ তোলা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—

তালীশপত্র—

তালীশং লঘুতীক্ষোষ্ণং শ্বাস কাস কফানিলান।
নিহন্ত্যরুচি গুল্মাম-বহ্নিমান্দ্যক্ষয়ামযান্॥

ইহা লঘু, তীক্ষোষ্ণ, ও উষ্ণবীর্য্য। শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয় রোগ নাশক।

মরিচ—কাসনাশক। শুঁঠ—শ্বাস ও কাসঘ্ন। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। বংশলোচন—কাস, শ্বাস ও জ্বরঘ্ন। দারুচিনি—কাস নাশক। ছোট এলাইচ—শ্লেষ্মঘ্ন। চিনি—রক্তপিত্তনাশক ও শ্লেষ্মঘ্ন।

সমশর্করা চূর্ণম—

লবঙ্গ জাতীফল পিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষ সমানমীষাম।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দদ্যাৎ পলানি চত্বারি মহৌষধস্য।
সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য রোগানিমানাশু বলান্নিহন্যাৎ।
কাস জ্বরারোচক মেহগুল্মশ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্।

লবঙ্গ ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, পিঁপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৩২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের সম পরিমাণ চিনি। মাত্রা এক আনা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—

লবঙ্গ—

দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং চ্ছর্দ্দিং তথাধ্মানঃ শূলমাশু বিনাশয়েৎ ॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্ ॥

অর্থাৎ লবঙ্গ—কটু-তিক্ত রস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য্য, অগ্নিরদীপক, পাচক ও রুচিকারক। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগ আশু বিনাশ করিয়া থাকে।

জাতীফল—

কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্।
নিহন্তি মুখবৈরস্যং মল দৌর্গন্ধ্যং কৃষ্ণতাঃ ॥
ক্রিমিকাসবমিশ্বাসশোষ পীনসহৃদ্রুজঃ ॥

জায়ফল—তিক্ত, কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, লঘু, অগ্নির-দীপক, মলসংগ্রাহক ও স্বরপ্রসাদক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মানাশক। মরিচ—শ্লেষ্মঘ্ন। শুঁঠ—বাতশ্লেষ্ম-নাশক। চিনি—কফনাশক।

কাস রোগের প্রথমাবস্থায় ঘনীভূত কাসে এই সকল ঔষধ দিয়া ফল না পাইলে **ব্যাঘ্রী হরীতকী** বা **বাসাবলেহ** একবার করিয়া প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

ব্যাঘ্রী হরীতকী—

সমূল পুষ্পচ্ছদকণ্টকার্য্যাস্তুলাং জলদ্রোণপরিপ্লুতাঞ্চ।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ্ বিপচ্য সম্যক চরণাবশেষম্ ॥

গুড়স্য দত্ত্বা শতমেবমগ্নৌ বিপক্কমুত্তীর্য্য ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপল প্রমাণং পলানি ষট্ পুষ্পরসস্যতত্র॥
ক্ষিপেচ্চতুর্জ্জাতপলং যথাগ্নি প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ।

মূল পুষ্প ও পত্র সহিত কণ্টকারী ১২॥০ সাড়ে বার সের এবং বস্ত্র-খণ্ডে পুটলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টা। এই উভয় দ্রব্য ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়ে বার সের গুলিয়া তাহাতে বীজরহিত হরীতকী গুলি একত্র করিয়া পাক করিবে। এবং পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর—প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু মিশাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা, অনুপান গরম জল।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—

কণ্টকারী—

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসশ্বাসজ্বরকফানিলান॥
নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্॥

কণ্টকারী—সারক, তিক্ত কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নিবারক।

হরীতকী পঞ্চরসাঽলবণা তুবরা পরম্।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী॥

চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমনী।
শ্বাস কাস প্রমেহার্শঃ কুষ্ঠ শোথোদর ক্রিমীম্॥
বৈস্বর্য্য গ্রহণী রোগ বিবন্ধ বিষম জ্বরান্।
গুল্মাধ্মান তৃষাচ্ছর্দ্দি—হিক্কা কণ্ডূ হৃদাময়ান্॥
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥

হরীতকী—পঞ্চরস বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায় রসযুক্ত, ইহাতে লবণ নাই। এই পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে ইহাতে কষায় রসেরই আধিক্য থাকে। হরীতকী—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর বিপাক (পাকে মধুর রস) রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ, অনুলোমন অর্থাৎ মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক।

পুরাতন গুড়—

গুড়োজীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যাগ্নি পুষ্টিকৃৎ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক প্রসাদনঃ

পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্তের প্রসন্নতাকারক।

শুঁঠ—শ্লেষ্মঘ্ন। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। মরিচ—কাসনাশক। দারুচিনি—শ্লেষ্মঘ্ন। তেজপত্র—কাস ও শ্বাসনাশক। ছোট এলাইচ—কাসনাশক।

নাগেশ্বর—

নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বাম পাচনম্।
জ্বরকুণ্ডূতৃষাস্বেদ-চ্ছর্দ্দিহৃল্লাস নাশনম্॥
দৌর্গন্ধ্য কুষ্ঠ বীসর্প কফপিত্ত বিষাপহম্॥

নাগেশ্বর—কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু ও আমপাচক। ইহা জ্বর, কণ্ডূ, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক।

মধু—

মধু শীতং লঘুস্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যন্দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণন্॥
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনম্।
কষানুরসং হলাদি প্রসাদজনকং পরম্॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শঃ কাসপিত্তাস্র-কফমেহক্লমক্রিমীন্।
মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাস হিক্কাতীসার বিড়্গ্রহান্।
দাহক্ষত ক্ষয়াংস্তত্তু যোগবাহ্যল্প বাতলম্॥

মধু—শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎ কষায় সংযুক্ত, মধুর রস, রুক্ষ, ধারক ও কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দীপক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণরোপক, ব্রণ শোধক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্রোতঃ সমূহের বিশোধক, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণ প্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক।

বাসাবলেহঃ—

বাসকস্বরস প্রস্থেমানিকা সিতশর্করা॥
পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্র পলাষ্টকম।
দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈত্তো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥

বাসকপত্রের রস চারি সের। চিনি ৴১ এক সের। ঘৃত ১৬ ষোল তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া পাত্রস্থ পদার্থ লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে পিঁপুল চূর্ণ ১৬ ষোল তোলা মিশাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু এক সের মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ।০ হইতে ৷৷০ তোলা। এই ঔষধটির কথা যক্ষ্মা অধিকারেও বলা হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে যক্ষ্মা অধিকারে অন্যবিধ "বাসাবলেহ"র কথা লিখিত থাকিলেও আমরা এই ঔষধটির দ্বারা ঐ রোগেও ফল পাইয়া থাকি।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—

বাসকপত্র—

বাসকো বাতকৃৎস্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্র নাশনঃ ॥
তিক্ত স্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিনুৎ ॥
শ্বাসকাস জ্বরচ্ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠক্ষয়াপহঃ ॥

বাসক—বায়ুজনক, স্বরবর্দ্ধক, তিক্তকষায় রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও শীতবীর্য্য। ইহা কফ, রক্তপিত্ত তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

চিনি—

সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি জ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী ॥

চিনি—অতিশয় মধুর রস, রুচ্য, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বরনাশক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক। মধু—আগ্নেয়।

তরল কাসে আমাদের ঘরের "স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস" নামক একটী ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। এই ঔষধটি জলকাসিতে, সর্দ্দিকাসিতে

বা এবং শ্লেষ্মজ জ্বরে আমরা সাধারণতঃ গরম জল অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকি। এই ঔষধের উপাদান—

সোহাগার খই ১ তোলা। অমৃত ॥০ তোলা। মরিচ ৬ তোলা। জলদ্বারা মর্দ্দন। ২।৩ রতি বটি।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে সোহাগার খই—কফঘ্ন। অমৃত—ত্রিদোষনাশক। মরিচ—শ্লেষ্মঘ্ন।

চন্দ্রামৃত বটি নামক ঔষধটি সকল প্রকার কাসেই বিশেষ উপকারী।

এই ঔষধের উপাদান—

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্য জীরক সৈন্ধবম।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ গোলয়েৎ ॥
রসগন্ধক লৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম।
টঙ্গনস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম ॥
নবগুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, ধনে, জীরা ও সৈন্ধব লবণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা। পারদ, গন্ধক ও লৌহ—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা এবং সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া ৯ রতি বটি। ৯ রতি সাধারণতঃ কাহারও সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, এজন্য ৪।৫ রতি বটিকা করা উচিত।

শাস্ত্রকার এই ঔষধ রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলথকলায় অথবা আদার রস কিম্বা পিঁপুল চূর্ণ ও মধু অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা—

একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপল রসপ্লুতাম।
নীলোৎপল রসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা॥
পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবেররসেন বা।

শাস্ত্রকার অনুপানের এরূপ ব্যবস্থা দান করিলেও যদি কোনরূপ অনুপানের অভাব হয়, তাহা হইলে দুইবেলা চুষিয়া এই ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দিবে এবং তাহাতেই যথেষ্ট উপকার পাঁইবে।

শাস্ত্রকার এই ঔষধ সেবনের পর নিম্নলিখিত পাচনটী সেবনের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন—

বাসা গুড়ূচী ভার্গী চ মুস্তকং কণ্টকারিকা।
সেবনান্তে প্রকর্ত্তব্য গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥

বাসক ছাল, গুলঞ্চ, বামনহাটি, মুথা ও কণ্টকারী। প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ ওজন। জল ⁄।।০ সের শেষ ৵০ পোয়া।

শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া উল্লিখিত পাচনটী সেবন করিলে ঔষধের বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উপাদানগুলির গুণ-পরিচয়—

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে শুঁঠ—কফনাশক।—পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। মরিচ—শ্লেষ্মঘ্ন। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—ত্রিদোষনাশক। বহেড়া—কফঘ্ন। চই—শ্লেষ্মঘ্ন। ধনে—আগ্নেয়। জীরা—আগ্নেয়। সৈন্ধব লবণ—ত্রিদোষঘ্ন। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। লৌহ—রসায়ন। সোহাগা—শ্লেষ্মঘ্ন। মরিচ—শ্লেষ্মঘ্ন।

ছাগং কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম॥

অজানামল্পকারত্বাৎ কটুতিক্তাদি সেবনাৎ।

স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্ব রোগাপহং বিদুঃ ॥

ছাগ দুগ্ধ—কষায়, মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাস ও জ্বরনাশক। ছাগের অল্পকারত্ব হেতু এবং তাহারা কটু-তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অল্পজল পান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগ নাশক হইয়া থাকে।

এই **চন্দ্রামৃতবটি সেবনের পর শাস্ত্রকার বাসকাদ পাচনটি সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন,** সে সম্বন্ধে আমাদের একটা বক্তব্য আছে। যে কাসে শোষক ক্রিয়ার প্রয়োজন, সে স্থলে বাসকাদি পাচনে বিশেষ ফল হইবে না। কারণ বাসকাদি পাচনের যে কয়টি উপাদান, তাহার মধ্যে বাসক ছাল—শোষক নহে, বাসকপত্র শোষক।

বাসক—

বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ।

তিক্ত স্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিনুৎ ॥

শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দিমেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ

বাসক—বায়ুজনক, স্বরবর্দ্ধক, তিক্ত, কষায়রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও শীতবীর্য্য। ইহা কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগকাশক।

গুলঞ্চ—

গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী।

সংগ্রাহিণীকষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী।

দোষত্রয়ামতৃড়্দাহ মেহকাসাংশ্চপাণ্ডুতাম।

কামলাকুষ্ঠবাতাস্র জ্বরক্রিমিবমীন্ হরেৎ ॥
প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃকৃচ্ছ্রহৃদ্রোগ বাতনুৎ ॥

গুলঞ্চ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুর বিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক, ও অগ্নিদীপক। ইহা ত্রিদোষ, বাতরক্ত, জ্বর ক্রিমি, বমি, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদ্রোগনাশক।

বামুনহাটী—

ভার্গীরুক্ষা কটুস্তিক্তারুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।
দীপনী তুবরা গুল্ম-রক্তনুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম ॥
শোথকাসকফশ্বাস-পীনসজ্বরমারুতান্।
পর্ণমস্থা জ্বরং দাহং হিক্কাং দোষত্রয়ং হরেৎ ॥

বামুনহাটী—রুক্ষ, কটু, তিক্ত, কষায়রস, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু ও অগ্নিদীপ্তিকর। ইহা রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ুনাশক।

মুথা—

মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম।
কষায়ং কফপিত্তাস্র-তৃড়্ জ্বরারুচি জন্তুনুৎ ॥

মুথা—কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য, ধারক, অগ্নির দীপক ও পাচক। কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি রোগ—ইহা সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে।

কণ্টকারী—

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসশ্বাসজ্বরকফানিলান্।
নিহন্তি পানসং পার্শ্ব-পাড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্।

কণ্টকারী—সারক, তিক্ত-কটু-রস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও পাচক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, বায়ু পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নিবারক।

কাজেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই পাচনটীর মধ্যে শুধু যে বাসক-ছালই শোষক নহে, তাহা নহে, গুলঞ্চ, বামুনহাটী ও কণ্টকারী—এ তিনটিও শোষক নহে, কেবল মাত্র মুথার শোষণ-ক্রিয়ার ক্ষমতা আছে। গুলঞ্চ, তিক্ত রসের জন্য, বামনহাটি তিক্ত ও কটু রসের জন্য এবং কণ্টকারীও তিক্ত ও কটু রসের জন্য কফনাশক, কিন্তু তিক্ত, কটু ও কষায় রস যেমন কফনাশক, সেইরূপ বায়ুবর্দ্ধক. কাজেই বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও শোষক গুণ সম্পন্ন হইতে পারে না। মুতা— কটু-তিক্ত-কষায় রস বলিয়া কফনাশক হইলেও শীতবীর্য্য। এজন্য—

যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং তদা॥

অর্থাৎ কফনাশক রসে যদি স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শীতলতা গুণ থাকে, তবে ঐ রস শ্লেষ্মা নষ্ট করিতে অক্ষম হয়।

যাহা হউক যেখানে কাস রোগে শোষকক্রিয়ার আবশ্যক, সেখানে উল্লিখিত পাচনটির ব্যবস্থা নাই করা হইল। সেখানে ব্যবস্থা কর—

"পঞ্চকোল কষায়"

ইহার উপাদান গুলি—

পিপ্পলী পিপ্পলীমুল-চব্য চিত্রক নাগরৈঃ।

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল, ও শুঁঠ। প্রত্যেক দ্রব্যের ওজন ।৶১০। জল ৵৷৷০ সের, শেষ ৶০ পোয়া। এই দ্রব্যগুলির গুণ,—পিঁপুল—মধুরবিপাক, কটু। মধুর রসের জন্য ইহা বায়ু নাশক। কটু রসের জন্য শ্লেষ্মা নাশক।

পিঁপুলমূল—

দীপনং পিপ্পলী মূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু।
রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতদরাপহম।
আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাসক্ষয়াপহম॥

পিঁপুলমূল—অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক। কফ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয়নাশক।

চই—

কণামূল গুণং চব্যং বিশেষান্ গুদজাপহম্।

ইহার গুণ—পিপুলমূলের মত, অধিকন্তু ইহা গুহ্যদেশজাত রোগ বিনাশক।

চিতা—

চিত্রকঃ কটুক পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণো গ্রহণীকুষ্ঠশোথার্শঃ ক্রিমিকাসনুৎ॥
বাতশ্লেষ্মহরোগ্রাহী বাতার্শঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ॥

ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও মল সংগ্রাহক। গ্রহণী রোগ, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ, শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রশমক।

শুঁঠ—কাস ও শ্বাস নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

পঞ্চকোল কষায়ের দ্রব্যগুলির সংমিশ্রণে নিম্নলিখিত গুণ হইয়া থাকে—

পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ॥
গুল্ম প্লীহোদরানাহ-শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্॥

ইহা রসে ও পাকে কটু, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, অত্যন্ত পাচক, অগ্নিদীপ্তিকারক ও কফ-বায়ুনাশক। গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ, শূলপ্রশমক ও পিত্তপ্রকোপক।

কাসের শোষণকার্য্যের জন্য "শৃঙ্গারাভ্র" নামক ঔষধটি বিলক্ষণ ফলপ্রদ।

ইহার উপাদান—

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং
যদন্যৎ কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা
তেজপত্রং লবঙ্গম্। মাংসীতালীশ চোচে
গজকুসুমগদং ধাতকী চেতিতুল্যং পথ্যাধাত্রী
বিভীতং ত্রিকটুরথ পৃথক ত্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্॥
এলাজাতীফলাখ্যাং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধ
গন্ধাশ্মকোলং। কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদ
বিহিতং পিষ্টমেকত্রমিশ্রম্। পানীয়েনৈব
কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃপ্রাতঃ
খাদ্যাশ্চতস্রস্তদনু চ কিয়চ্ছৃঙ্গবেরং সর্পণম্।

জারিত অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল—ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা, ছোট এলাইচ ও জাতী ফল—প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এবং পারদ ॥০ তোলা। জলে বাটিয়া সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বটী।

সেবনের কথা।—শাস্ত্রকার এই ঔষধ প্রাতঃকালে আদা ও পানের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন; আমরা কিন্তু ইহা দারুচিনির

গুঁড়া ও মধুসহ সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকি। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাসে ইহা বেশী ফলপ্রদ।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে অভ্র—ত্রিদোষনাশক। কর্পূর—কফঘ্ন। জৈত্রী—শ্লেষ্মঘ্ন। বালা—অগ্নিদীপক। গজপিঁপুল—শ্লেষ্মনাশক। তেজপত্র—শ্লেষ্মঘ্ন। লবঙ্গ—পাচক। জটামাংসী—ত্রিদোষনাশক। তালীশপত্র—শ্বাস ও কাসনাশক। দারুচিনি—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক। নাগেশ্বর—কফ ও পিত্তনাশক।

কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলস্তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্র বীসর্প-কাসকুষ্ঠমরুৎ কফান্॥

কুড়—উষ্ণবীর্য্য, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক, তিক্ত ও লঘু। ইহা বাতরক্ত, বিসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফনাশক।

ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃত্তুবরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতীসার পিত্তাস্র-বিষক্রিমিবিসর্পজিৎ॥

ধাইফুল—কটু, শীতবীর্য্য, মদকারক, কষায় ও লঘু। ইহা তৃষ্ণা, অতীসার, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিষদোষ, ক্রিমি ও বিসর্প প্রশমক।

হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। আমলকী—ত্রিদোষঘ্ন। বহেড়া—কফ প্রশমক। শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ—কফঘ্ন। ছোট এলাইচ—শ্বাস ও কাসনাশক। জাতীফল—শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। গন্ধক—রসায়ন। পারদ—ত্রিদোষঘ্ন।

পুরাতন কাসে, যক্ষ্মাধিকারে যে "চ্যবনপ্রাশে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা ১ বার করিয়া করিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া

যায়; তবে চ্যবনপ্রাশের প্রয়োগে সদ্যঃ উপকারের আশা করা যায় না, অন্ততঃ ২ সপ্তাহ এই ঔষধ সেবন না করিলে এই ঔষধ সেবন নিষ্প্রয়োজন।

ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম ও পিঁপুল চূর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ রতি মাত্রায় মকরধ্বজের সহিত সেবনে সকল প্রকার কাসেই বেশ ফল পাওয়া যায়। পুরাতন কাসে অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থার সহিত একবার করিয়া মকরধ্বজের ব্যবস্থা করা ভাল। মকরধ্বজের পরিচয় রসায়ন অধিকারে দেওয়া যাইবে।

হিক্কা ও শ্বাস (Hiccup and Asthama)

উৎপত্তি স্থান ও চিকিৎসার কথা।—হিক্কা ও শ্বাসের উৎপত্তি স্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয়। প্রাণ ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া বারংবার উর্দ্ধদিকে উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে হিক্ হিক্ শব্দের সহিত বায়ু নির্গত হইতে থাকে। যে সকল কারণে কাস উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত কারণে এবং কাস উপেক্ষিত হইলেও শ্বাস রোগ জন্মিতে পারে। কাস মাত্রেই উষ্ণক্রিয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্বাসের কোনো কোনো অবস্থায় স্নিগ্ধ ও শৈত্যক্রিয়া করিবার আবশ্যক হয়।

হিক্কার প্রকার ভেদ।—হিক্কা রোগ পাঁচ প্রকার, অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহাহিক্কা। ইহার মধ্যে গম্ভীরা ও মহাহিক্কাই প্রাণনাশক। যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া গম্ভীর স্বরে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তৃষ্ণা, জ্বর প্রভৃতি বহু প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে, তাহার

নাম গম্ভীরা হিক্কা এবং যে হিক্কা নিরন্তর উদ্‌গত হইতে থাকে, উদ্‌গত হইবার সময় সর্ব্বদেহ কম্পমান করিয়া তোলে এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্ম স্থান সকল বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম মহা হিক্কা।

অন্যান্য হিক্কার লক্ষণ।—অপরিমিত অন্নপানীয় সেবনের জন্য কুপিত প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া অন্নজা হিক্কা উপস্থিত হয়। যে হিক্কা দুইটী বা ততোধিক সংখ্যায় বেগের সহিত বিলম্বে উত্থিত হইয়া রোগীর মস্তক ও গ্রীবাদেশ কম্পিত করে, তাহাকে যমলা হিক্কা এবং যে হিক্কা জত্রুমূল হইতে উত্থিত হইয়া অল্পবেগের সহিত বিলম্বে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা হিক্কা বলে।

শ্বাসের প্রকার ভেদ।—শ্বাস রোগও পাঁচ প্রকার,—ক্ষুদ্রশ্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস। এই পঞ্চবিধ শ্বাসের মধ্যে ছিন্ন, ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাস নিশ্চয়ই মারাত্মক। তমকশ্বাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য হয়, নতুবা যাপ্য হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রশ্বাস কষ্টদায়ক, কিন্তু প্রাণনাশক নহে।

হিক্কা ও শ্বাস—উভয় রোগই বাত প্রধান কিন্তু তমকশ্বাস শ্লেষ্ম প্রধান। সাধারণতঃ তমকশ্বাসের রোগীই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। তমকশ্বাসগ্রস্ত রোগীর যদি জ্বর এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতমক শ্বাস বলে।

চিকিৎসা—বায়ুর অনুলোমক অথচ উষ্ণবীর্য্য ক্রিয়া দ্বারা হিক্কা ও শ্বাসরোগের চিকিৎসা করিতে হয়। স্নিগ্ধ স্বেদ দ্বারা উভয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। হিক্কা রোগে উদরে এবং শ্বাস রোগে হৃদয়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ দিলে উপকার পাওয়া যায়। রোগী বলবান থাকিলে বায়ুর অনুলোকারী মৃদু বমনকারক

ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগের মুখ্যদোষ নিঃসরণের চেষ্টা করিলেও তাহারই ফলে হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় **আকন্দের মূলচূর্ণ দুই আনা মাত্রায় জল সহ সেবন করাইলে বমন হয়,** কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে কদাচ বচনের ব্যবস্থা করিবেনা।

কয়েকটি মুষ্টি যোগ—

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্।
কৃষ্ণাধাত্রী সিতাশুণ্ঠী কাশীশং পুষ্পং দধিনাম চ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জূর মস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধু সংযুতাঃ॥

১। কুলের আঁটির শাঁস, সৌবীরাঞ্জন, খৈ চূর্ণ ও মধু, ২। কটকী স্বর্ণ গেরিমাটি ও ও মধু, ৩। পিঁপুল, আমলকী, চিনি, শুঁঠ ও মধু। ৪। হিরাকস, কয়েদ বেলের শাঁস ও মধু। ৫। পারুল বৃক্ষের ফল, পুষ্প ও মধু। ৬। পিঁপুল, খেজুরের মাতি ও মধু। এই ৬টি যোগের মধ্যে যে কোনোটি হিক্কা রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মধুকং মধু সংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড় সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্॥

যষ্টিমধু চূর্ণ—মধুর সহিত, পিঁপুল চূর্ণ—চিনির সহিত এবং শুঁঠ চূর্ণ—গুড়ের সহিত নস্য লইলে হিক্কারোগের শান্তি হয়।

স্তন্যেন মক্ষিকা বিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥

মাছির বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধের সহিত অথবা আলতার জলের সহিত গুলিয়া কিম্বা স্তনদুগ্ধের দ্বারা রক্ত চন্দন ঘসিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

প্রবাল শঙ্খ ত্রিফলা চূর্ণং মধু ঘৃতপ্লুতম্।
পিপ্পলী গৈরিকঞ্চেতি লেহো হিক্কা নিবারণঃ।

প্রবাল, শঙ্খ ও ত্রিফলা এবং পিঁপুল ও গেরিমাটি সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়। মাত্রা এক আনা।

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্।
সদ্য এব মহাযোগঃ কাশমূলভবং রজঃ॥

কেশের মূল চূর্ণ—মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্॥

চিনি, মরিচ চূর্ণ ও মধু এই তিনটি দ্রব্য একত্র মিশাইয়া সেবনে হিক্কা প্রশমিত হয়।

হিক্কাঘ্নঃ কদলীমূল রসঃ পেয়ঃসশর্করঃ।

কদলীমূলের রস মধুর সহ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণামলক শুণ্ঠীনাং চূর্ণ মধুসিতাঘৃতম্।
মুহুর্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্॥
হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতি প্রবৃদ্ধং জয়তি।
শিখিপুচ্ছ ভস্ম পিপ্পলী চূর্ণং মধু মিশ্রিতম্ লীঢ়ম্॥

পিঁপুল, আমলকী ও শুঁঠ চূর্ণ—একত্রে মধু, চিনি ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয় এবং ময়ুর পুচ্ছ ভস্ম, পিঁপুল চূর্ণ ও মধু একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

অভয়া নাগর কল্কং পৌষ্কর যাবশূক মরিচকল্কংবা।
তোয়েনোষ্ণেণ পিবেচ্ছ্বাসী হিক্কীচ তচ্ছান্ত্যৈ॥

হরীতকী ও শুঁঠ অথবা কুড়, যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসের শান্তি হয়।

কর্ষং কলিঙ্গচূর্ণং লীঢ়ঞ্চাত্যন্ত মিশ্রিতং মধুনা।
অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামূর্দ্ধ হিক্কাঞ্চৈব॥

ইন্দ্রযব চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

নির্ধূমাঙ্গার নিঃক্ষিপ্তো হিঙ্গুমাষভবো রজঃ।
হিক্কা পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধুমঃ পীতো ন সংশয়ঃ॥

হিং ও মাষকলায়ের চূর্ণ সমভাগে ধূম রহিত অঙ্গারে নিঃক্ষেপ করতঃ ধূম পান করিলে পঞ্চ প্রকার হিক্কা উপশমিত হয়।

হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্।
মধু সৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ॥

শুঁঠ চূর্ণ সংযুক্ত পক্ক ছাগ দুগ্ধ পান করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয়। মধু এবং সৌবর্চ্চল সমন্বিত ছোলঙ্গলেবুর রস পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

গুড়ং কটুক তৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেন শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ॥

পুরাতন গুড় এবং সর্ষপ তৈল—সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২১ দিন সেবন করিলে শ্বাস রোগ নষ্ট হয়।

বিল্বাটরূষদল বারি সমূল শুক্র—
দণ্ডোৎপলোৎ পলজলং কটু তৈল মিশ্রম্।
ভার্গী গুড়ো যদি চ তত্র হতপ্রভাবস্তং
শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহা প্রভাবম্॥
বিল্ব বাসকয়োঃ পত্রস্য শুক্র দণ্ডোৎপল—
পত্রস্য চ স্বরসঃ কটুতৈলেন পেয়ঃ॥

বিল্ব পত্রের রস, বাসক পত্রের রস এবং শ্বেত থুলকুড়ি পত্রের রস ও উৎপলের রস—কটু তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শ্বাস বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্তু পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্॥

কুষ্মাণ্ডশস্য চূর্ণ—উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে সুদারুণ শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়।

উপরে যে মুষ্টিযোগ গুলি বলা হইল, তদ্ভিন্ন শ্বাস রোগের আশু উপশম করিবার জন্য নিম্নে আরও কতকগুলি মুষ্টিযোগের কথা বলা যাইতেছে। এগুলি আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত ও সদ্যঃ ফলপ্রদ।

শ্বাসের প্রবল অবস্থায় অনেক সময় অনেক ঔষধ দিয়াও কোনো ফললাভ হয় না। সে অবস্থায় এই এই মুষ্টিযোগ গুলি বিশেষ ফলপ্রদ।

(১) কনক ধুতুরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। ঐ শুষ্ক দ্রব্য কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম প্রবল শ্বাসের সময় পান করিতে দিবে, তাহাতে সদ্যঃ শ্বাস রোগ নিবৃত্ত হইবে।

(২) খানিকটা সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে একটুক্‌রা সাদা কাগজ ডুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তাহার পর তাহার নল করিয়া উহার ধূম পান করিতে দিবে। এই রূপ প্রক্রিয়ায় প্রবল শ্বাস রোগের সদ্যঃ উপশম হয়।

(৩) দেবদারু, বেড়েলা ও জটামাংসী সমান ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া তাহা দ্বারা একটি সচ্ছিদ্র বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে এবং উহা শুষ্ক করিয়া সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধুমপান করিতে দিবে। ইহাতেও শ্বাসের উপদ্রব প্রশমিত হয়।

(৪) ময়ুরপুচ্ছ ভস্ম ও পিঁপুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে শ্বাসের উপদ্রব নিবৃত্ত হয়।

(৫) হরীতকী ও শুঁঠ কিম্বা গুড়, যবক্ষার ও মরিচ সমানভাগে লইয়া ও একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে শ্বাস ও হিক্কা নিবৃত্ত হয়।

উপরি লিখিত প্রক্রিয়া গুলির দ্বারা শ্বাস বেগ কমিয়া যাইলে রোগের স্থায়ীভাব দূরীকরণের জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে :—

(১) আদার রসের সহিত পিঁপুল চূর্ণ ৵০ আনা ও সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা।

(২) শোধিত গন্ধক চূর্ণ ঘৃতের সহিত অথবা শোধিত গন্ধকচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবনের ব্যবস্থা।

(৩) গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামনহাটি, কণ্টকারী ও তুলসী—মিলিত ২ তোলা, জল ⁄॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। ইহাদের ক্বাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পানের ব্যবস্থা।

(৪) দশমূলের ক্বাথ—কুড় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পানের ব্যবস্থা।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় রোগ স্থায়ীভাবে দূরীভূত না হইলে প্রাতে **পিপ্পল্যাদি লৌহ,** মধ্যাহ্নে **হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ** বা ঐ জাতীয় কোনো একটি পাচক ও আগ্নেয় ঔষধ এবং বৈকালে **ভার্গীগুড় বা শৃঙ্গীগুড়** সেবনের ব্যবস্থা দিবে। নিম্নে ঐ ঔষধ গুলির উপাদান লিখিত হইতেছে—

পিপ্পল্যাদি লৌহম—

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থি মধু শর্করা।
বিড়ঙ্গ পুষ্করৈর্যুক্তং লোহং হন্তি সুদুস্তরাম্॥
হিক্কাং ছর্দ্দিঃ মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ।
সর্ব্ব চূর্ণ সমং লৌহং হিক্কায়ামতি প্রশস্তম্॥

পিঁপুল, আমলা, কিসমিস, কুলের আঁটির শাঁস, মধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড়—ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ তোলা, এবং লৌহ ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে হিক্কা, বমি ও মহাশ্বাস—তিনরাত্রির মধ্যে বিনষ্ট হয়।

এই সকল উপাদানের মধ্যে—

পিঁপুল—শ্বাস নাশক। আমলা—রসায়ন। কিসমিস—শ্বাস-নাশক। কুলের আঁটিরশাস—শ্বাস নাশক। মধু—শ্বাসঘ্ন। চিনি—শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক। বিড়ঙ্গ—আগ্নেয়। কুড়—বায়ু ও কফ নাশক।

ভার্গীগুড়—

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমুল্যাস্তথা শতম।
শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্র পরিস্রুতে।
আলোড্য চ তুলাং পুতাং গুড়স্যত্বভয়াং ততঃ॥

পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র ষটপলানি প্রদাপয়েৎ॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ ততঃ॥
ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহাস্যার্দ্ধ পলং লিহেৎ।
শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
স্বরবর্ণ প্রদোহ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ।
পলোল্লেখাগতে মানে ন বৈগুণ্য নিহেষ্যতে॥
হরীতকী শতস্যাত্র প্রস্থত্বাদাঢ়কং জলম্॥

বামনহাটীর মূল ১২॥০ সের, দশমূল সমভাগে মিলিত ১২॥০ সের ও শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ হরীতকী ১০০টা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত ১২॥০ সের ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া উক্ত পোটলীবদ্ধ হরীতকীগুলি প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দারুচিনি, ছোট এলাইচ ও তেজপত্র—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং যবক্ষার চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। তাহার পর শীতল হইলে মধু ৪৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ ।০ আনা বা ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিয়া ১টি হরীতকী সেবন করিলে শ্বাস ও পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে বামনহাটী—শ্বাসের মহৌষধ। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। শুঁঠ, পিঁপুল প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যগুলিও শ্বাসনাশক গুণবিশিষ্ট, এইজন্য এই ঔষধটি শ্বাসরোগের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্—

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতা পঞ্চপলং পৃথক্।
শতবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গীদশ পলানি চ॥
গোক্ষুরং পিপ্পলীমূলং পৃথক পল সমন্বিতম্।
পাটলা ত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণ জলে পচেৎ॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
পুরাতন গুড়স্যাত্র পলানি দশদাপয়েৎ॥
ঘৃতস্য পঞ্চদত্বাচ দত্ত্বা দশপলং পয়ঃ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পক্ত্বা চূর্ণমেষাং বিনিঃক্ষিপেৎ॥
শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতীফলং পত্রং ত্রিতোলকম্।
চতুস্তোলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগাক্ষীরা পৃথক্ পৃথক্॥
গুড়ত্বগেলেচ তথা তোলকদ্বয় মানিকে।
কুষ্ঠ তোল চতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যাস্তোলক সপ্তকম্॥
পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশং তোলকত্রয়ম্।
জাতিকোষং তোলকৈকং শীতেচ মধুনঃ পলম্॥
ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষ্যৈকমনুপানবিধিং শৃণু॥
কাষ্ঠমার্জ্জারিকা চূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম॥
একীকৃত্য বটীং কুর্য্যাচ্চতুর্মাষ মিতাংভিষক্।
তাসামেকাং চর্ব্বয়িত্বা নিবেদনু জলং কিয়ৎ॥
শৃঙ্গীগুড় ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগহরং পরম্।

কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল ও গুলঞ্চ—ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটি ৮০ তোলা, গোক্ষুর ও পিঁপুল মূল প্রত্যেক ৮ তোলা ও পারুল ছাল ২৪ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র

করিয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ৪ তোলা ঘৃত দ্বারা উক্ত কাথ-জল সন্তলন করিয়া গুড় ৮০ তোলা ও দুগ্ধ ৮০ তোলা নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জাতীফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও জৈত্রী ২ তোলা—এই সকল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ নিম্নলিখিত অনুপান সহ সেব্য। কাঠ বিড়ালের মাংস চূর্ণ ১ ভাগ; মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্র করিয়া ৷৷০ তোলা পরিমিত বটিকা করিবে। উক্ত ঔষধ ৷৷০ তোলা সেবনের পর ইহার ১টি বটি সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিবে।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল ও গুলঞ্চ—শ্বাসঘ্ন, শতমূলী—বায়ু ও পিত্তনাশক, বামনহাটী—শ্বাসনাশক, গোক্ষুর—শ্বাসঘ্ন, পিঁপুলমূল—শ্বাসনাশক, পারুলছাল—হিক্কানাশক। পুরাতন গুড়—বায়ুনাশক। দুগ্ধও বায়ু প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক, কাঁকড়াশৃঙ্গী—কাসঘ্ন। জাতীফল—শ্বাসনাশক। তেজপত্র—শ্বাসঘ্ন। লবঙ্গ—বংশলোচন, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, কুড়, পিঁপুল, তালীশপত্র, জৈত্রী—প্রভৃতি সকল উপাদানগুলিই শ্বাসঘ্ন।

শ্বাসের প্রবল অবস্থায় **মহা শ্বাসারি লৌহ** নামক ঔষধটীও বিশেষ কার্য্যকারী। প্রাতে পিপ্পল্যাদি লৌহ এবং বৈকালে মহা শ্বাসারি লৌহের ব্যবস্থাও শ্বাস রোগীর পক্ষে বেশ **করিতে পারা যায়। এই মহাশ্বাসারি লৌহের উপাদান—**

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ।
সিতা কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধুকর্ষদ্বয়ং তথা॥
ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থি বংশজা।
তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমেলা পুষ্কর কেশরম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সর্মাংশিকম্।
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
ততো মাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বুদ্ধা দোষবলাবলম্।
ইদং শ্বাসারি লৌহঞ্চ মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ।
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী বহেড়া, যষ্টিমধু, কিসমিস, পিঁপুল, বদরী বীজের শাঁস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর--ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, একত্র মিশাইয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৩।৪ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সকল প্রকার শ্বাস রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে লৌহ—ত্রিদোষনাশক। অভ্র—ত্রিদোষ নাশক। চিনি—বায়ু প্রশমক। মধু—ত্রিদোষ নাশক। হরীতকী ও আমলকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া, যষ্টিমধু, কিসমিস, পিপুল, বদরী বীজের শাঁস প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলি শ্বাস ও কাস নিবারক।

শ্বাসের প্রবল অবস্থা কমাইবার জন্য মুহ-

চন্দনাদি তৈলটী বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নে উহার উপাদান লেখা যাইতেছে :—

চন্দনাম্বু নখং বাপ্যং যষ্টি শৈলেয় পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শট্যেলা পূতি কেশরম্॥
পত্রং তৈলং মুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরু কুঙ্কুমম্॥
ত্বগ রেণু নলিকাশ্চৈভিস্তৈলং মস্তুচতুর্গুণম্।
লাক্ষারসং সমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ॥
রক্তপিত্ত ক্ষত ক্ষীণ শ্বাসকাস বিনাশনম্।
আয়ুঃ পুষ্টি করঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥

তিল তৈল /৪ সের দধির মাত ১৬ সের, লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, মঞ্জিষ্ঠা, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, শঠী, ছোট এলাইচ, খাটাসী, পদ্মকেশর, তেজপত্র, শিলাজতু, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাঁকোলী, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কট্‌কী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুহরিদ্রা, রেণুকা ও লালুকা। এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ সের। বক্ষঃস্থলে এই তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য। বায়ুর অনুলোমকর আহার-বিহারই হিক্কা ও শ্বাস রোগে সুপথ্য। বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে পুরাতন তেঁতুল ভিজান জল, লেবুর রস, মিছরীর সরবৎ পান এবং নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান এই রোগে হিতকর। কিন্তু শ্লেষ্মার উপদ্রব থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা বিধেয় নহে। রক্তপিত্ত রোগে যে সকল পথ্যের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে—হিক্কা ও শ্বাস রোগে তাহাই সুপথ্য। গুরুপাক

ও তীক্ষ্ণ বীর্য্যাদি দ্রব্য সেবন, দধি, মৎস্য ও লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি ভোজন এবং রাত্রি জাগরণ এই পীড়ায় একান্তই বর্জ্জন করিতে হইবে ।

স্বরভেদ (Hoarseness)

নিদান—কুপিত বাতাদি দোষ স্বরবহ স্রোতঃ চতুষ্টয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বর নষ্ট করে। যক্ষ্মা হইতেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই ব্যাধি ছয় প্রকার ;—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ সান্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

মুষ্টিযোগ।—তৈলাক্ত খদির কিম্বা হরীতকী ও পিঁপুলের গুঁড়া অথবা হরীতকী ও শুঁঠের গুঁড়া মুখে ধারণ করিলে স্বরভঙ্গের উপকার হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল—এই দ্রব্য গুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া মোটের উপর এক আনা মাত্রায় প্রাতে ও বৈকালে গব্যঘৃত ও মধুর সহিত লেহনের ব্যবস্থা দিবে। কুলপাতা পেষণ করিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত গব্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিলেও সকল প্রকার স্বরভঙ্গে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

চব্যাদি চূর্ণ—সকল প্রকার স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার উপাদান গুলি নিম্নে লেখা যাইতেছে—

চব্যাম্লবেতস কটুত্রিক তিন্তিড়ীক তালীশজীরক
তুগা দহনৈঃ সমাংশৈঃ। চূর্ণং গুড়ৈপ্রমৃদিতং
ত্রিসুগন্ধিযুক্তং বৈস্বর্য্য পীনস কফারুচিষু প্রশস্তম্।

চই, আমরুল শাক, শুঁঠ, পিঁপুল; মরিচ, অম্লবেতস, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন ও চিতামূল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ—এই তিনটির প্রত্যেকটির চূর্ণ ।০ আনা, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বচূর্ণের সমান পরিমাণে

পুরাতন গুড় মিশাইয়া দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় সমস্ত দিনে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে উপকার প্রাপ্ত না হইলে **ব্যাঘ্রীঘৃত** অথবা **সারস্বত বা ব্রাহ্মী ঘৃত** একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে—

ব্যাঘ্রী ঘৃতম্‌—

ব্যাঘ্রী স্বরস বিপক্কং রাস্না বাট্যাল গোক্ষুর ব্যোষৈঃ।
সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্‌।

গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ মিলিত /১ সের। কণ্টকারীর রস ১৬ সের। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। মাত্রা।০ হইতে ॥০ তোলা। অনুপান গরম দুগ্ধ।

সারস্বত বা ব্রাহ্মী ঘৃতম্‌—

সমূলং পত্রমাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা।
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।
রসে চতুর্গুণে তস্মিন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যানি তানীমানি প্রদাপয়েৎ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সা হরীতকী।
এতেষাং পলিকান্‌ ভাগান্‌ শেষাণি কার্ষিকানিচ॥
পিপ্পল্যোহথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বসমেৎ সমালোড্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥

মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করিয়া উদূখলে কুটিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। উক্ত রস ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, মালতী পুষ্প, কুড়, তেউড়ী মূল ও হরীতকী—ইহাদের প্রত্যেকটী ৮ তোলা, পিঁপুল, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, চিনি ও বচ—ইহাদের

প্রত্যেকটি ২ তোলা। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা। অনুপান গরম দুগ্ধ।

"**ত্র্যম্বকাভ্রম্**"—নামক ঔষধটিও স্বরভঙ্গে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার উপাদান—

অভ্রং মেচকমারিতং পলমিতং ব্যাঘ্রী বলা
গোক্ষুরং কন্যা পিপ্পলীমূল ভৃঙ্গ বৃষকাঃ পত্রং
তথা বদরম্। ধাত্রী রাত্রি গুড়চিকাঃ পৃথগত:
স্বস্বৈঃ পলাংশৈর্যুতং সংমর্দ্দ্যাভিমনোরমং
সুবলিতং কৃত্বা যদা সেবিতম ॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিঁপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ—এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটীর ৮ তোলা রস দ্বারা ৮ তোলা অভ্র যথাক্রমে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ব্রাহ্মীশাকের রস অনুপানে এই ঔষধ ২ বেলা সেবনের ব্যবস্থা করিলে সকল প্রকার স্বরভঙ্গে সুফল পাওয়া যায়।

পথ্যাপথ্য—বাতজ স্বরভঙ্গে ঘৃত ও পুরাতন গুড় সহ অন্ন ভোজন, পিত্তজ স্বরভঙ্গে দুগ্ধান্ন ভোজন এবং মেদোজ ও কফজ স্বরভঙ্গে রুক্ষ অন্ন পান উপকারী। কাস ও শ্বাসরোগে যে সকল পথ্যাপথ্য বলা গিয়াছে, স্বরভঙ্গে ইহা ভিন্ন সেই সকল প্রতিপাল্য।

অরোচক।

লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—ক্ষুধা রহিয়াছে - অথচ আহার করিবার ক্ষমতা নাই—অর্থাৎ সকল প্রকার সামগ্রীতেই বিতৃষ্ণার নাম

অরোচক রোগ। ইহাও বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিজ ও আগন্তুজ ভেদে পাঁচপ্রকার।

প্রকার ভেদে চিকিৎসা।—বাতজ অরোচকে বস্তিকর্ম্ম অর্থাৎ পিচকারীর প্রয়োগ, পিত্তজে বিরেচন, কফজে বমন এবং আগন্তুজ অরোচক রোগে মানসিক প্রফুল্লতা উৎপাদনের চেষ্টাই অরোচক রোগের চিকিৎসা-প্রকরণ।

মুষ্টিযোগ।—সকল প্রকার অরোচক রোগেই আহারের পূর্ব্বে সৈন্ধব লবণের সহিত আদা ভক্ষণের ব্যবস্থা করিবে। আদার রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনেও আহারের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

পাকা তেঁতুল ও চিনি—শীতল জল দ্বারা চটকাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, পরে উহার সহিত এলাইচ চূর্ণ, লবঙ্গ চূর্ণ, কর্পূর ও মরিচ চূর্ণ—অল্প অল্প মিশাইয়া লইয়া তদ্দারা মুহুর্মুহু মুখে গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

রাইসরিষা, জীরা ও হিঙ্গু ভাজিয়া চূর্ণ করিবে এবং শুণ্ঠী চূর্ণ ও সৈন্ধব উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত ঔষধ যত—তত পরিমাণে গব্য দধি মিলিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর উহার সম পরিমান গব্য তক্র মিশাইয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ইহা সকল প্রকার অরোচকে সদ্যঃ রুচি আনয়ন করিয়া থাকে।

কুড়, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি, মরিচ চূর্ণ ও বিটলবণ, কটু তৈল ও মধুর সহিত; আমলকী, ছোট এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ; বেণার মূল, পিঁপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল চূর্ণ, কটু তৈল ও মধুর সহিত; লোধকাষ্ঠ, চই, হরীতকী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ চূর্ণ, ও যবক্ষার—কটু তৈল ও মধুর সহিত; আদার রস, দাড়িমের রস, জীরা চূর্ণ ও চিনি—কটু তৈল ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল গ্রহণ করিলে পঞ্চবিধ অরোচক রোগে রুচি উৎপন্ন করে।

দারুচিনি, মুথা; ছোট এলাইচ ও ধনে চূর্ণ। মুথা, আমলকী ও

দারুচিনি চূর্ণ। দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানীচূর্ণ। পিঁপুল ও চৈ চূর্ণ। তেঁতুল ও যমানীচূর্ণ, এই পাঁচ প্রকার যোগের মধ্যে কোনো এক প্রকার যোগের চূর্ণগুলি একত্র করিয়া; জিহ্বা দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কার হইয়া অরুচি দূরীভূত হয়।

এই সকল যোগ দিয়া কোনো ফল না পাইলে "**রসালা**" সেবনে ব্যবস্থা করিবে। তদ্বারা সকল প্রকার অরুচি রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। **নিম্নে উহা প্রস্তুতের উপাদান বলা যাইতেছে—**

রসালা।—

অৰ্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ খণ্ডস্য
ষোড়শ পলানি শশিপ্রভস্য। সর্পিঃ পলং
মধু পলং মরিচং দ্বিকর্ষং শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি
চার্দ্ধ পলং চতুর্ণাম; শুক্লোপলে ললনয়া
মৃদুপাণিঘৃষ্টা কর্পূর চূর্ণ সুরভি কৃত ভাণ্ড সংস্থা।

অম্ল দধি /৮ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কর্পূর চূর্ণ দ্বারা সুবাসিত করতঃ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক যথাযোগ্য মাত্রায় ২ বেলা সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

"**তিন্তিড়ী পানকম**" নামক আর একটি ঔষধও সর্ব্বপ্রকার অরোচক রোগে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

ইহার উপাদান—

ভাগাস্তু পঞ্চ চিঞ্চায়াঃ খণ্ডস্যাপি চতুর্গুণাঃ।
ধান্যকার্দ্রকয়োর্ভাগং চাতুর্জাতার্দ্ধ ভাগিকম্॥

দ্বিগুণং জলমেতেষামেকপাত্রে বিলোড়িতম্।
পিহিতং তপ্তদুগ্ধেন ততো বস্ত্র পরিপ্লুতম্।
বিধিনা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কর্পূরবাসিতম্।
নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্‌যুক্ত্যা সুযোজিতম্॥

পুরাতন তেঁতুল ৪০ তোলা, চিনি ১৬০ তোলা, ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ১ তোলা ও নাগেশ্বর চূর্ণ ১ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমাণ জল। সমস্ত দ্রব্য একটি মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া উহার সহিত উষ্ণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া লইবে। তৎপরে ধূপিত পাত্রে রাখিয়া কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য—যে সকল আহার্য্য রোগীর অভিলষিত অথচ লঘুপাচ্য—তাহাই অরোচক রোগীর পক্ষে সুপথ্য। যে সকল কারণে মনের বিকৃতি ঘটিতে পারে—তাহা এই রোগে বর্জ্জনীয়।

ছর্দ্দি বা বমন (Vomiting)

প্রকার ভেদ।—বমন রোগও পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ।

মুষ্টিযোগ।—ডাবের জল, মুড়ি ভিজান জল বা পোড়া রুটি ভিজান জল—বমন নিবারণের পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। বড় এলাইচ ভিজান জল, বড় এলাইচের কাথ বা বড় এলাইচ চূর্ণ সেবনেও বমন রোগের শান্তি হইয়া থাকে। রাত্রিকালে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া

প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পানেও অনেক সময় বমন রোগে উপকার পাওয়া যায়। অশ্বথ গাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ডুবাইয়া নিবাইবে, তাহার পর সেই জল পান করিতে দিলে সকল প্রকার বমনেরই নিশ্চয় শান্তি হইয়া থাকে। যষ্টিমধু ও রক্ত চন্দন—দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্তি হয়। মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিলে বিরেচন হইয়া বমন নিবৃত্তি হয়। ক্ষেৎপাঁপড়া, বিল্বমূল বা গুলঞ্চের কাথ মধুর সহিত কিংবা দূর্ব্বামূলের কাথ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এক তোলা কয়েতবেলের রস কিঞ্চিৎ পিঁপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে প্রবল বমনেরও শান্তি হইয়া থাকে। সচল লবণ, চিনি ও মরিচ চূর্ণ—মধুসহ লেহন করিলে সকল প্রকার বমনেরই শান্তি হইয়া থাকে। জামের আঁটি ও কুলের আঁটির শাঁস অথবা মুথা ও কাঁকড়া শৃঙ্গী—মধুর সহিত লেহনে কফজ বমি নিবারিত হয়। সম পরিমিত দুগ্ধ ও জল কিম্বা সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত একত্র পান করিলে বাতজ বমনের শান্তি হইয়া থাকে। আরসুলার বিষ্ঠা ৩।৪ দানা কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে সকল প্রকার বমনই শীঘ্র উপশমিত হইয়া থাকে। ২ তোলা আমলকীর রসে অর্দ্ধ তোলা শ্বেতচন্দন ঘসিয়া মধু সহ সেবনে সকল প্রকার বমনের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

উল্লিখিত যোগগুলির দ্বারা ফল না পাইলে এলাদি চূর্ণ এবং "রসেন্দ্র"—নামক ঔষধ দুইটির প্রয়োগ করিবে। নিম্নে ঐ ঔষধ দুইটির উপাদান বলা যাইতেছে।

এলাদি চূর্ণ।

এলালবঙ্গ গজকেশর কোলমজ্জ লাজপ্রিয়ঙ্গু
ঘনচন্দন পিপ্পলীনাম। চূর্ণানি মাক্ষিক সিতা
সহিতানি লীঢ়্বাচ্ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুত পিত্তজাঞ্চ।

ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের আঁটির শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিঁপুল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা এক আনা। চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে।

রসেন্দ্রঃ।

অজাজী ধান্য কৃষ্ণাভিঃ সক্ষৌদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ।
এভঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতঃ সেব্যো বান্তি প্রশান্তয়ে॥

কৃষ্ণজীরা ধনে, পিঁপুল, মধু, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও রসসিন্দুর—সমস্ত দ্রব্য সমভাগ। মাত্রা এক আনা। বমননিবারক যোগগুলির মধ্যে কোনও একটির সহিত সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাপথ্য।—সকল প্রকার বমন রোগেই প্রথমতঃ লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। বমন রোগের নিবৃত্তি হইলে লঘুপাচ্য ও রুচিকর আহার্য্য প্রদান করিবে। বমনবেগ থাকিতে আহার দিবার একান্ত আবশ্যক হইলে ভাজা মুগের কাথের সহিত খৈ চূর্ণ, মধু ও চিনি মিশাইয়া আহার করিতে দিবে।

রৌদ্রাদি আতপ সেবন এবং যে সমস্ত কারণে মনোমধ্যে ঘৃণা জন্মিতে পারে, সেই সকল দ্রব্য বমন রোগে বর্জ্জনীয়।

তৃষ্ণা (Thirst)

নিদান।—ভয়, শ্রম, বলক্ষয়াদি বাত প্রকোপন হেতু দ্বারা অথবা কটু, অম্ল, ক্রোধও উপবাসাদি পিত্তবর্দ্ধক কারণে স্বস্থান সঞ্চিত কুপিত পিত্ত বায়ুসহ উর্দ্ধ প্রসৃত এবং তালু ও ক্লোম নামক পিপাসার স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া দূষিত দোষ সলিল বহু স্রোতঃ সমূহকে দূষিত করিয়া তৃষ্ণা রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। তৃষ্ণা সাত প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ এবং অন্নজ।

বায়ুজনিত তৃষ্ণায়—গুড় মিশ্রিত দধি, শীতল ও বলকারক দ্রব্যের রস এবং গুলঞ্চের রস পান উপকারী।

পিত্তজ তৃষ্ণায়—যজ্ঞডুমুরের রস বা ক্বাথ পান করিতে দিবে। সারিবাদিগণ অর্থাৎ অনন্তমূল যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারী ফল, মউল ফুল, বেণার মূল—সমভাগে মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ পোয়া জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া উহা পান করিতে দিলেও পিত্তজ পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। গাম্ভারী ফল, চিনি, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু—এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধ পোয়া গরম জলে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া পান করিলেও পিত্তজ পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

মুথা, ক্ষেৎপাঁপড়া, বালা, ধনে, বেণার মূল ও রক্তচন্দন—প্রত্যেক দ্রব্যের ওজন ।/১০, জল /২ সের, শেষ /১ সের। এই ক্বাথ পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়।

কফজ তৃষ্ণায়—বিল্বমূলের ছাল, অরহরের পাতা, ধাইফুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, কুশমূল—মিলিত ২ তোলা, যথাবিধানে

ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উষ্ণাবস্থায় পান করিলে বমন হইয়া কফজ তৃষ্ণার শান্তি হইয়া থাকে।

নিমছালের ক্বাথ, নিম্বপুষ্পের ক্বাথ ও নিম্ব পত্রের উষ্ণ ক্বাথও কফজ তৃষ্ণায় উপকারী।

আমজন্য তৃষ্ণায়—পিঁপুল—পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী ও শোধিত ভেলা—সমভাগে মিলিত ২ তোলা, যথাবিধানে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত বেলশুঁঠ, বচ ও হিং চূর্ণের প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

ক্ষতজ তৃষ্ণায় দুগ্ধ—ও মধুমিশ্রিত জল এবং মাংস রস উত্তম ব্যবস্থা।

অম্লজ তৃষ্ণায়—বমন করাইবে।

সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণায়—কিসমিসের ক্বাথ, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও যষ্টিমধুর ক্বাথ, মধু অথবা শুঁদিফুলের রস—নাসিকা দ্বারা পান করিলে সকল প্রকার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খই ও বটের ঝুরি—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার প্রবল তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রশমিত হয়। আমপাতা ও জামপাতার ক্বাথ কিম্বা আমছাল ও জামছালের ক্বাথ অথবা আম্র বা জামের আঁটির শাস সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমি ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ধনের ক্বাথ ১ দিন বাসি করিয়া সেবনেও সকল প্রকার তৃষ্ণা নিবারিত হয়। বটের ঝুরি, চিনি, লোধ, দাড়িম যষ্টিমধু ও মধু—আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত সেবনে বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। ছোলঙ্গ লেবুর পুষ্পের কেশর, মধু ও দাড়িম—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া কবল করিলে, ক্ষণকাল মধ্যে প্রবল তৃষ্ণা নিবারিত হয়। বটের ঝুরি, কুড়, মধু, খই ও নীলোৎপল—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র

বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার তৃষ্ণার শান্তি হয়।

পিপাসিত ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মধু মিশ্রিত শীতল জলপান করিতে দিবে, ইহাতে বমন হইয়া তৃষ্ণা নিবারিত হইবে।

টাবা লেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম একত্র পেষণ করিয়া কবল করিলেও সকল প্রকার তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

ঔষধ দিবার প্রয়োজন হইলে **রসসিন্দুর**, আমছাল ও জামছালের ক্বাথের সহ ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য।—মধুর রসবিশিষ্ট, শীতল ও রুচিজনক দ্রব্য তৃষ্ণা রোগে হিতকর। উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য মাত্রেই ইহাতে বর্জ্জনীয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস।

(Swooning, Giddiness Apoplexy)

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত রোগীকে মূর্চ্ছার আক্রমণ হইবা মাত্র চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শীতল জলের ছিটা দিবে। এই সময় তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন ও সুকোমল শয্যায় শয়ন করান আবশ্যক। যদি জলের ছিটা দ্বারা মূর্চ্ছার অপনয়ন না হয়, তাহা হইলে নিশাদলের টুকরা ২ ভাগ ও শুষ্ক চূণ ১ ভাগ—একত্র একটি শিশিতে রাখিয়া তাহার আঘ্রাণ দিবে। শিরীষবীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, রসুন, মনঃশিলা ও বচ—এই দ্রব্যগুলি সমান ভাগে লইয়া গোমূত্রে বাটিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অনেক সময় মূর্চ্ছার অপনোদন হয়। সৈন্ধব লবণ, মরিচ ও মনঃশিলারও ঐরূপ অঞ্জনে মূর্চ্ছার প্রতিকার

হইতে দেখা গিয়াছে। সৈন্ধব লবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল—সমভাগে জলের সহিত বাটিয়া নস্য করাইলেও মূর্চ্ছার অপনয়ন হইয়া থাকে।

রক্ত দর্শনজনিত মূর্চ্ছা রোগে।—শৈত্যক্রিয়া হিতকর। অধিক মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিষজনিত মূর্চ্ছা রোগে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে।

ভ্রমরোগে।—শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিসমিস—সমান ভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা করিবে। রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ, প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন—ভ্রম রোগীর পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। শুঁঠ, পিঁপুল, শুল্‌ফা ও হরীতকী—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা, এবং পুরাতন গুড় ৬ তোলা, একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে ভ্রমরোগ নিবৃত্তি হয়। **দুই রতি তাম্র ভস্ম, এক আনা পুরাতন ঘৃত**—যথাবিধানে প্রস্তুত দুরালভার ক্বাথ সহ সেবনে ভ্রমরোগের নিবৃত্তি হয়। বেড়েলাবীজ চূর্ণ ও চিনি একত্র দুগ্ধ সহ সেবনও ভ্রমরোগে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

সন্ন্যাস রোগে—চেতনা সঞ্চারের জন্য মূর্চ্ছার প্রতিকারকল্পে যে সকল যোগের কথা বলা হইল. তাহাই করিবে। তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার না হইলে গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ, উষ্ণ লৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদির দ্বারা আকর্ষণ করিবে।

শিশুদের সন্ন্যাসে—ক্রিমি নাশক ঔষধ দিলে অনেক স্থলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ সাধারণতঃ শিশুদের সন্ন্যাসের মুখ্য কারণই ক্রিমি। এরূপ স্থলে এরণ্ড তৈল বা রসাঞ্জন চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছা রোগে—কেবলমাত্র **রসসিন্দুর** ২ রতি মাত্রায় পিঁপুলচূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কফ জনিত

মূর্চ্ছায় ঐ অনুপানে ব্যবস্থা করিবে, নতুবা ত্রিফলা ভিজান জলই উত্তম ব্যবস্থা।

"কালাগ্নি রস" নামক ঔষধটি মূর্চ্ছা রোগে সুব্যবস্থা। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে—

রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। শতমূলী, ভূমি কুষ্মাণ্ড এবং পাথরকুচির রসের প্রত্যেকটির দ্বারা পাঁচ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান—শতমূলীর রস বা ত্রিফলা ভিজান জল।

সুধানিধি রস—ও **অশ্বগন্ধারিষ্ট** নামক ঔষধ দুইটিও মূর্চ্ছা রোগে হিতকর।

সুধানিধিরস—রসসিন্দুর ও পিঁপুল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধু সহ প্রযুজ্য।

অশ্বগন্ধারিষ্ট।—অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও তেউড়ি প্রত্যেক দ্রব্য দশ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল—প্রত্যেকটি ৮ পল। এই সমস্ত দ্রব্য পাঁচমন বারসের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ধাইফুল ষোল পল, মধু সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, ত্রিকুট চূর্ণ প্রত্যেক দুই পল, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ—প্রত্যেক দ্রব্য চারিপল, প্রিয়ঙ্গু চারিপল এবং নাগেশ্বর দুইপল, এই সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া একটি আবৃত পাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। তাহার পর ছাঁকিয়া ১ তোলা হইতে ৪ তোলা মাত্রায় সেব্য।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস রোগে

প্রযুজ্য। এই সকল ঔষধ ও তৈলের পরিচয় বাতব্যাধি অধিকারে বলা যাইবে।

পথ্যাপথ্য।—সকল প্রকার বলকারক আহার্য্য এই সকল পীড়ায় ব্যবস্থেয়। তিল তৈল মর্দ্দন, স্রোতস্বিনী নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে অবগাহন-স্নান, সুগন্ধিদ্রব্য মর্দ্দন, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা এই সকল পীড়ায় উপকারক। গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও অম্লদ্রব্য সকল ভোজন, চিন্তা ভয়, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি এই সকল পীড়ায় বর্জ্জনীয়।

মদাত্যয়।

নিদান।—অপরিমিত মাত্রায় এবং অবৈধ নিয়মে মদ্য পানের ফল মদাত্যয় রোগ। এরূপ অবস্থায় সমমাত্রায় যথা বিধানে মদ্যপান করানই মদাত্যয় রোগের চিকিৎসা-বিধি।

মুষ্টিযোগ।—কৈ চূর্ণ, পিণ্ড খর্জ্জূর, কিস্‌মিস্, বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল, দাড়িমের রস, পরুষ ফল ও আমলকীর রস—সমভাগে একত্র বাটিয়া সেবন করিলে মদ্যপান জনিত বিকার নষ্ট হয়।

পীতমদ্য পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মদ্যের সহিত সচল লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ এবং কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। বায়ুজনিত মদাত্যয়ে ইহা উপকারী।

চিনির সহিত মুগের যূষ এবং সুস্বাদু মাংসরস পান ও শৈত্যক্রিয়া—পিত্তজনিত মদাত্যয় রোগে উপকারী।

সাধারণ মদাত্যয়ে—অধিক পরিমাণে লঙ্ঘন এবং পঞ্চ কোলের চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করান সাধারণ মদাত্যয় রোগে হিতকর।

পৈত্তিক মদাত্যয়ে।—মদের সহিত চালিতা, খর্জ্জূর, কিস্‌মিস্, ফল্‌সা, দাড়িমের রস ও ছাতু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মদাত্যয় উপশমিত হয়। প্রচুর ইক্ষু রস মিশ্রিত মদ্য পান করাইয়া ক্ষণকাল পরে সেই মদ্য বমন করাইলেও পৈত্তিক মদাত্যয়ের উপশম হয়।

শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে।—বমনকারক দ্রব্য সংযুক্ত মদ্যপান করাইয়া বমন করাইবে। তাহার পর রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া উপবাস দিবে। শ্লৈষ্মিক মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে বালা, বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী অথবা শুঁঠের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিতে দিবে।

চৈ, সচল লবণ, হিং, টাবালেবুর ছাল, শুঁঠ ও যমানি চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করিলে সর্ব্ববিধ মদাত্যয় উপশমিত হইয়া থাকে।

মদাত্যয় রোগে মত্ততানিবারণের জন্য ঘৃত মিশ্রিত চিনি লেহন করিতে দিবে। দাহ নিবৃত্তির জন্য দাহনাশক যোগ সকল প্রয়োগ করিবে।

সুপারি ভক্ষণে বমি, মুর্চ্ছা ও অতীসারের সহিত মত্ততা জন্মিলে তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত শীতল জল পান করিতে দিবে। শীতল জল পানে অথবা লবণ ভক্ষণে সুপারি ভক্ষণজনিত মত্ততা প্রশমিত হয়। চূণ খাওয়ায় জিহ্বার পীড়া হইলে চিনি দ্বারা কবল গ্রহণ করিবে।

গুড়ের সহিত কুমড়ার রস পান করিলে মদনফল ও কোদ্রব ভক্ষণ জন্য মত্ততা আশু প্রশমিত হয়।

চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ পান করিলে ধুতুরা ভক্ষণজনিত মত্ততা নিবারিত হয়।

সিদ্ধি সেবনে মত্ততা জন্মিলে, উষ্ণ ঘৃত, কাঁঠালের পাতার রস, তেঁতুলের জল বা ডাবের জল পান করাইবে।

ফলত্রিকাদ্য চূর্ণ, অষ্টাঙ্গ লবণ ও মহাকল্যাণ বটী—মদাত্যয় রোগের বিখ্যাত ঔষধ। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ফলত্রিকাদ্য চূর্ণ—ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চ লবণ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, ও এলবালুক,—প্রত্যেকটির চূর্ণ সম ভাগ। একত্র মিশাইয়া দুই আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় জল সহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

অষ্টাঙ্গ লবণ।—সচল লবণ, জীরা, মহাদা ও অম্লবেতস—প্রত্যেকের চূর্ণ এক ভাগ, দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ—প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধ ভাগ এবং চিনি এক ভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই আনা মাত্রায় জল সহ সেব্য। কফ-জনিত মদাত্যয় রোগে ইহা অধিক উপকারী।

মহাকল্যাণ বটি। স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মুক্তা—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। আমলকীর রসে মর্দ্দন। ১ রতি বটি। মাখন ও চিনি অথবা তিল চূর্ণ ও মধু অনুপানে প্রযুজ্য।

শতাবরী তৈল ও বৃহৎ ধাত্রী তৈল মর্দ্দনেও মদাত্যয় রোগে উপকার পাওয়া যায়। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

শতাবরী তৈল। তিল তৈল /৪ সের। শতমূলীর রস, আমলকীর রস, ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস, প্রত্যেক /৪ সের। ছাগ দুগ্ধ /৪। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলত্থ ও মাষকলাই—প্রত্যেকের ক্কাথ /৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় দশক, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল-

শশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুলফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, দারুচিনি, অপক্ক কদলীফল, পদ্ম, অগুরু, হরীতকী আমলকী—মিলিত /১ সের।যথাবিধানে পাক করিবে।

পথ্যাপথ্য।—বাতিক মদাত্যয়ে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন, মৎস্যের ঝোল, অম্ল ও লবণরস সংযুক্ত দ্রব্য। পৈত্তিক মদাত্যয়ে শীতল অন্ন, চিনি মিশ্রিত মুগের যূষ, স্বাদু মাংসের রস, শীতল স্থানে শয়ন, শীতল জলে স্নান প্রভৃতি হিতকর। কফজ মদাত্যয়ে প্রথমে উপবাস, তাহার পর রুক্ষ ও ঘৃতাদি শূন্য মাংসরস সহ অন্নভোজন হিতকর। কফজ মদাত্যয়ে গরম জলপান হিতকর।

দাহ রোগ (Burning of Body)

লক্ষণ।—পিত্ত প্রকুপিত হইয়া হস্ততল, পদতল বা সর্ব্বাঙ্গে যে জ্বালা উৎপন্ন করে, তাহারই নাম দাহরোগ। এই রোগে চক্ষুর জ্বালাও হইতে পারে।

চিকিৎসা।—দাস্ত পরিস্কার রাখা এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও চন্দন—ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দাহার্ত্ত ব্যক্তিকে স্নান করাইবার ব্যবস্থা করিবে।

গুলঞ্চের রস ও ক্ষেৎপাঁপড়ার রস সেবন দাহার্ত্ত রোগীর পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। দুই তোলা ধনে—অর্দ্ধ পোয়া জলের সহিত পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল চিনির সহিত সেবনে দাহ-রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, বেণার মূল, নাগেশ্বর, তেজপত্র ও মুথা সমভাগে বাটিয়া কালিয়া কড়ার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দাহ প্রশমিত হয়।

দাহ রোগীকে পদ্মপত্র বা কদলী পত্রে শয়ন করাইয়া চন্দনসিক্ত জল সংযুক্ত তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিবে।

চন্দনাদি ক্বাথ সেবনে প্রবল দাহরোগের শান্তি হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার উপাদান যাইতেছে ঃ—

পটীরপর্পটোশীর-নীর নীরদ নীরজৈঃ।
মৃণালমিসিধান্যাক-পদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ॥
অর্দ্ধশিষ্টঃ শৃতঃ শাতঃ পাতঃ ক্ষৌদ্র সমন্বিতঃ।
ক্বাথো ব্যপোহয়েদ্দাহ নৃণাঞ্চ পরমোল্বণম॥

রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাঁপড়া, বেণার মূল, বালা, মুথা, পদ্ম, মৃণাল, মৌরি, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ এবং আমলকী—এই-সমস্ত দ্রব্য দ্বারা অর্দ্ধাবশিষ্ট ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

দাহ জ্বরে—

তিল তৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎ ষোড়শগুণে শনৈঃ।
কাঞ্জিকে বিপচেত্তৎ স্যাদ্দাহজ্বরহরং পরম্॥

তিল তৈল /৪ সের। ৬৪ সের কাঞ্জিকের সহিত মৃদু অগ্নি উত্তাপে পাক করিয়া শরীরে মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

"দাহান্তক রস" ও **'সুধাকর রস'** নামক ঔষধ দুইটিও দাহরোগে প্রযুজ্য। নিম্নে ইহাদের উপাদান বলা যাইতেছে।

দাহান্তক রস।—পাঁচ তোলা পারদ ও পাঁচ তোলা গন্ধক—টাবা লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে পানের রসের ভাবনা

দিবে। পরে সেই কজ্জলীর দ্বারা ১ তোলা পরিমিত তাম্রপাত্র লিপ্ত করিবে এবং শুষ্ক হইলে ভূধরযন্ত্রে তাহার পুটপাক করিবে। এইরূপ প্রকরণে ইহা ভস্মীভূত হইলে আদার রস ও ত্রিকটু চূর্ণের সহিত ২ রতি মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

সুধাকর রস।—রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। ত্রিফলার জলে ও শতমূলীর রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটি করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ দাহনাশক অনুপানে ব্যবস্থেয়।

পথ্যাপথ্য—পিত্ত প্রশমক দ্রব্য সকল এই রোগে সুপথ্য। তিক্তদ্রব্য মাত্রেই দাহ রোগে উপকারী। অন্যান্য নিয়ম মূর্চ্ছা রোগীর অনুরূপ।

উন্মাদ রোগ (Insanity)

প্রকার ভেদ।—উন্মাদ—মানসিক রোগ। কোনও কারণে চিত্তের বিকৃতি ঘটিলেই তাহাকে উন্মাদ রোগ বলা যায়। ইহা সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ, বিষজ এবং গ্রহজ—এই কয় ভাগে বিভক্ত।

সাধারণ চিকিৎসা।—প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন ঘৃত পান—সকল প্রকার উন্মাদ রোগেই হিতকর। গরম দুগ্ধের সহিত ইহা ব্যবহার করাইলে অতি চমৎকার ফল হইয়া থাকে।

বাতিক উন্মাদে।—প্রথমতঃ তৈল ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য পান; **পৈত্তিক উন্মাদে** বিরেচন এবং **শ্লৈষ্মিক উন্মাদে** প্রথমতঃ বমন ও তদনন্তর বস্তিক্রিয়াদি করিবে।

ব্রাহ্মীশাকের রস, পুরাতন কুমড়ার রস, বচের রস অথবা শঙ্খপুষ্পীর রস—কূড় চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার উন্মাদেই উপকার পাওয়া যায়।

ছাঁচিকুমড়ার বীজের শাঁস মধুর সহিত বাটিয়া কয়েক দিবস সেবন করিলে অত্যুগ্র উন্মাদ রোগের বিনাশ হয়।

তালশাখা অর্থাৎ তালবাগুড়ার রস ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়।

সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ এবং সর্ষপ তৈল মর্দ্দন সকল প্রকার উন্মাদ রোগেই হিতকর। উন্মাদ রোগীকে সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া হস্ত পদাদি বন্ধনপূর্ব্বক কিছুক্ষণ রৌদ্রে উত্তান ভাবে রাখিয়া অজ্ঞান হওয়া মাত্রেই হস্তপদাদির বন্ধন খুলিয়া ছায়ায় রাখিয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে স্রোতো বিশুদ্ধ হইয়া উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়।

অতিশয় প্রবল উন্মাদ রোগীকে—অতিশয় প্রবল উন্মাদ রোগীকে প্রথমতঃ বমন করাইয়া তৎপরে তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। তাড়ন, তর্জ্জন, ভয় প্রদর্শন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষোৎপাদন, ও বিস্ময় জনক ক্রিয়া দ্বারা উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু দেবগ্রহ, গন্ধর্ব্বগ্রহ বা পিতৃগ্রহ দ্বারা অরিষ্ট হইলে কঠোর তাড়না করা কোনো ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

ব্রাহ্মী শাকের রস ৪ তোলা; কুড় চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা, একত্র মিশাইয়া রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া উন্মাদ রোগীকে লেহন করাইবার ব্যবস্থা করিবে। কুষ্মাণ্ড বীজ চূর্ণ ৭ মাষা ও কুড় চূর্ণ ২ মাষা এবং মধু ৮ মাষা একত্র মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থাতেও উন্মাদ রোগে উপকার হইয়া থাকে। শ্বেত বচ ৮ মাষা, কুড় চূর্ণ ২ মাষা, মধু ৮ মাষা,

একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবনেও উন্মাদ রোগে উপকার পাপয়া যায়।

শ্বেত সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, কড়ই বৃক্ষের ছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন, নস্য গ্রহণ এবং শরীরে লেপন করিলে সকল প্রকার উন্মাদ রোগে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দ্রব্যগুলি এবং গোমূত্র দ্বারা যথাবিধানে ঘৃতপাক করিয়াও উপযুক্ত মাত্রায় উন্মাদ রোগীকে সেবন করান যায়।

উন্মাদ রোগীর শরীরে আলকুশীর বীজ ঘর্ষণ, তপ্ত লৌহ, তপ্ত তৈল ও উষ্ণ জল স্পর্শ, ঘোটকাদির তাড়নী রজ্জু দ্বারা প্রহার, নিভৃত গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রভৃতি প্রক্রিয়াতেও তাহার রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব, বচ, কটকী, শিরীষবীজ, শ্বেত সরিয়া, ডহরকরঞ্জার বীজ—এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া এবং বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষে প্রদান পূর্ব্বক উন্মাদ রোগীর আরোগ্য লাভের চেষ্টা করিবে।

যে চটক শাবকের পক্ষোদয় হয় নাই—সেইরূপ চড়ুই শাবকের মাংস—দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করাইলে উন্মাদরোগে সুফল পাওয়া যায়। পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ ও গোরোচনা—সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া অঞ্জন দিলেও উন্মাদে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

কোনো অভিলষিত দ্রব্য বিনষ্ট প্রযুক্ত যদি উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎসদৃশ কোনো পদার্থ তাহাকে প্রদান এবং আশ্বাস বাক্য দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিবে।

কাম শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, হিংসা ও লোভ—এই সকল কারণে উন্মাদ রোগ জন্মিলে কারণের বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল রোগের

শান্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কামজ উন্মাদ রোগে রোগীকে অভিলষিত স্ত্রীপ্রদান, শোকজ উন্মাদ রোগীকে শোকনাশক ক্রিয়া এবং ভয়জ উন্মাদে ভয়নাশ ক্রিয়া ইত্যাদি করিবে।

বাতজ উন্মাদ ও বাতপিত্তপ্রধান উন্মাদে ক্ষীর কল্যাণ ঘৃত ও পানীয়কল্যাণ ঘৃত উপকারী। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

পানীয়কল্যাণ ঘৃতম্—

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্বেবলবালুকম্।
স্থিরানতং হরিদ্রে দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকম্॥
নীলোৎপলৈলা মঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িম কেশরম্।
তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণীচ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ।
অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈরক্ষ সমন্বিতৈঃ॥
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।

গব্য ঘৃত /৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—রাখালশসার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুক, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, ছোট এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম বীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ—এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটী ২ তোলা। যথাবিধানে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ।

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতম্—

দ্বিজলং স চতুঃক্ষীরং ক্ষীর কল্যাণকস্ত্বিদম্।

পানীয় কল্যাণ ঘৃত প্রস্তুতের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ক্ষীর কল্যাণক ঘৃতে আট সের জল ও ১৬ সের দুগ্ধ দিয়া ইহার পাক করিতে হয়। অন্যান্য দ্রব্যও ঘৃতের পরিমাণ সমস্তই এক।

চৈতস ঘৃত মনোবিকার নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উহা প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ :—

স্বল্প চৈতস ঘৃতম্‌—

পঞ্চ মূল্যাবকাশ্মর্য্যো রাস্নৈরণ্ড ত্রিবৃদ্‌বলাঃ।
মুর্ব্বা শতাবরীচেতি ক্বাথ্যৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ॥
কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তদ্‌ঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্‌।

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি—ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ১৬ তোলা এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, তেউড়ী-মূল, মুর্ব্বামূল ও শতমুলী—ইহাদের প্রতেকটির ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পূর্ব্বোল্লিখিত পানীয়কল্যাণক ঘৃতের ২৮ খানি কল্ক দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ এক সের ও জল /১৬ সের। যথাবিধানে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা ৷৷০ তোলা, অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

"স্বল্পচৈতস ঘৃত" ভিন্ন অপস্মারাধিকারের "**মহাচৈতস ঘৃত**" ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার পরিচয় যথাস্থানে প্রদান করা যাইবে।

বাতশ্লৈষ্মিক উন্মাদে "**মহাপৈশাচিক ঘৃত**" উত্তম ব্যবস্থা। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

মহা পৈশাচিক ঘৃতম্—

জটিলা পুতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা।
ত্রায়মাণা জয়াবীরা চোরকঃ কটুরোহিণী।
কায়স্থা শূকরী ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা।
মহাপরুষ দন্তা চ বয়স্থা নাকুলীদ্বয়ম্॥
কটুম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরাচৈব শৃতং ঘৃতম্।

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, স্থলপদ্ম, আলকুশীর বীজ, বচ, বলাডুম্বুর, জয়ন্তী, কাকোলী, চোরপুষ্পী, কটকী, ব্রাহ্মীশাক, বারাহীকন্দ, মৌরী, শুলফা, গুগ্গুলু, শতমূলী, রাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছাটি ও শালপানি—সমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৷০ তোলা। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

বাতোন্মাদে শিবাঘৃত অতি উত্তম ব্যবস্থা। উহার উপাদান :—

শিবাঘৃতম্—

শিবায়াস্তু সুপুতায়াঃ পঞ্চাশৎ পললাৎ পলম্।
পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্॥
কুট্টয়িত্বা চতুঃষষ্টি শরাবৈরম্ভসঃ পচেৎ।
জ্ঞাত্বা পাদাবশেষেণ তেন ক্বাথোদকেন চ॥
ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্য শরাবাণাং চতুষ্টয়ম্।
যষ্টিমধুক মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠচন্দন পদ্মকৈঃ॥
বিভীতক শিবাধাত্রী বৃহতী তগরপাদিকৈঃ।
বিড়ঙ্গ দাড়িমী দেবদারু দন্তী হরেণুভিঃ॥

তালীশ কেশর শ্যামা বিশালা শালপর্ণিভিঃ।
প্রিয়ঙ্গু মালতীপুষ্প কাকোলী যুগলোৎপলৈঃ ॥
হরিদ্রাযুগলানন্তা মেদৈলা হরিবালুকৈঃ।
সপৃশ্নিপর্ণি কৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ ॥

ঘৃত ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—পুরুষ শৃগালের মাংস ⁄৬।০ সের এবং দশমূল সমভাগে মিলিত ⁄৬। সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ⁄৮ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড় রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসার মূল, শালপানি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পদ্ম, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, ছোটএলাইচ, এলবালুকা ও চাকুলে—ইহাদের প্রত্যেকটী ২ তোলা। যথাবিধানে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৷৷০ তোলা। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

কফপ্রধান উন্মাদে সারস্বত ঘৃত বা ব্রাহ্মী-ঘৃত—যাহা স্বরভঙ্গ অধিকারে বলা হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাতোন্মাদ বা বাতপিত্তোন্মাদে বিষ্ণুতৈল, বৃহৎ বিষ্ণুতৈল, মধ্যম বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল, হিমসাগরতৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐ গুলির পরিচয় দেওয়া যাইয়াছে :—

বিষ্ণুতৈলম্।—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলাচ বহুপুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ ॥

গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈল প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যংক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥

তিলতৈল /৪ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ— শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল ও ঝাঁটিমূল—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ বিষ্ণু তৈলম্—

জলধরমশ্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শঠী।
কাকোলী ক্ষীরককোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী চৈলাত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দন কুঙ্কুমম্॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দন রেণুকম্॥
পর্ণিনী কুন্দুখোটীশ্চ গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা॥
এতেষাং পলিকের্ভাগৈ স্তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্।
শতাবরীরস সমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ॥

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—মুথা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপানি, চাকুলে, মৃগানি, মাসানি, কুন্দরুখোটী, গেঁঠেলা ও নখী—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, জল ৬৪ সের। যথাবিধানে তৈল করিবে।

মধ্যম বিষ্ণু তৈলম্‌—

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্যচ ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্যচ।
এষাং দ্বিপলিকান্‌ ভাগান্‌ জল দ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
পাদশেষে চ পূতে চ গর্ভঞ্চৈনং সমাবপেৎ।
পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু।
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা ॥
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ পেষয়েৎ।
গব্যাজ পয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ ॥
শতাবরী রস প্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শঠী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, কণ্টকারী মূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটিমূল—ইহাদের প্রত্যেকটির ১৬ তোলা। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্ত চন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাইচ, জটামাংসী, শালপানি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও রাস্না—ইহাদের প্রত্যেকটী ৪ তোলা। গব্য দুগ্ধ /৮ সের। ছাগ দুগ্ধ /৮ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। যথাবিধানে পাক করিবে।

নারায়ণ তৈলম্‌—

বিল্বাগ্নিমন্থ শ্যোনাক পাটলা পারিভদ্রকম্‌।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥

বলাচাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা স পুনর্নবা।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা ॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণী চতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুগরগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্ ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ
শতাবরী রসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ ॥
আজং বা যদি বা গব্যক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে

তিল তৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ—বিল্বছাল, গণিয়ারি ছাল, শোনা-ছাল, পারুল ছাল, পালিধা মাদারের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা—ইহাদের প্রত্যেকটী ৮০ তোলা। জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের এবং গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবা মূল—ইহাদের প্রত্যেকটী ১৬তোলা। যথাবিধানে পাক করিবে।

মধ্যমনারাণ তৈলম্—

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা শ্যোনাক বাট্যালক পারিভদ্রকম্।
ক্ষুদ্রা কঠিল্লাতিবলাগ্নিমন্থং মূলানি চৈষাং সরণীযুতানাম্ ॥
মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং প্রস্থং সুপাদং বিধিনোদ্ধৃতানাম্।
দ্রোণৈরপামষ্টাভিরেব পক্ত্বা পাদাবশেষেণ রসেন তেন ॥

তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেব দুগ্ধমাজং নিদধ্যাদথবাপি গব্যম্।
একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দত্বাদ্রসঞ্চৈব শতাবরীণাম
তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধা মিষিদারুকুষ্ঠম্।
পর্ণা চতুষ্কাগুরু কেশরাণি সিন্ধূত্থ মাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ ॥
শৈলেয়কং চন্দন পুষ্করাণি এলাস্ত্র ষষ্টি তগরাব্দ পত্রম্।
ভৃষ্টাষ্টবর্গাম্বু বচা পলাশং স্থৌণেয় বৃশ্চারক চোরকাখ্যম্॥
এতৈঃ সমস্তৈ দ্বিপল প্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং বিধিনা বিপক্বম্
কর্পূর কাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপল প্রমাণম্॥
প্রস্বেদ দৌর্গন্ধ্য নিবারণায় দত্বাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ।
নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং সর্ব্বপ্রকারৈ র্বিধিবৎ প্রয়োজ্যম্॥

তিল তৈল ৩২ সের। কাথার্থ—বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোনা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলে ও পারুল—ইহাদের প্রত্যেকটী ২॥০ সের। পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীর রস ৩২ সের। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মৃগানি, মাষানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরপুষ্পী—ইহাদের প্রত্যেকটী ১৬ তোলা। গন্ধ দ্রব্য—কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি প্রত্যেক ৮ তোলা।

হিমসাগর তৈলম্—

শতাবরী রস প্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা।
কুষ্মাণ্ডক রস প্রস্থে ধাত্র্যাশ্চ স্বরসে তথা ॥

শাল্মল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে তথা গোক্ষুরকস্যচ।
নারিকেল রসপ্রস্থে ক্ষীরপ্রস্থ চতুষ্টয়ে॥
অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরু॥
মাংসী মুরাচ শৈলেয়ং যষ্টি দারু নখী শিবা।
পূতিকা পীতিকা পত্রং কুন্দুরুন লিকা তথা॥
বল্কী লোধ্রং তথা মুস্তং ত্বগেলা পত্রকেশরম্।
লবঙ্গং জাতীকোষঞ্চ তথা মধুরিকা শঠী॥
চন্দনং গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কর্পূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ।

তিলতৈল /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, কুষ্মাণ্ড জল /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, শিমূল মূলের রস /৪ সের, গোক্ষুর রস /৪ সের, নারিকেল জল /৪ সের, কদলী মূলের রস /৪ সের এবং দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খাটাশী, পিড়িংশাক পত্র, কুন্দুরুখোটা, লালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জৈত্রী, শঠী, মৌরী, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা ও কর্পূর—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা।

রসৌষধির মধ্যে—বায়ু ও পিত্ত প্রধান উন্মাদে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি—ত্রিফলার জল ও মধুসহ এবং কফ প্রধান উন্মাদে ত্রৈলোক্য চিন্তামণি—ব্রাহ্মী শাকের রস সহ সেবন অতি উত্তম ব্যবস্থা। কফ প্রধান উন্মাদে কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ও সারস্বতচূর্ণ ব্যবস্থা

করিলেও শুভ ফল পাওয়া যায়। নিম্নে এই ঔষধ গুলির উপাদান বলা যাইতেছে ঃ—

চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ।—রস সিন্দুর ২ ভাগ; লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকটি ১ ভাগ এবং স্বর্ণ।০ আনা। সমস্ত দ্রব্য ঘৃত কুমারীর রস সহ মর্দ্দন করিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক তিন দিন ধান্য-রাশির মধ্যে রাখিয়া ২ রতি পরিমিত বটী। অনুপান ত্রিফলা ভিজান জল।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি।—স্বর্ণ তিন ভাগ, রৌপ্য দুই ভাগ অভ্র দুই ভাগ, লৌহ পাঁচ ভাগ, প্রবাল তিন ভাগ, মুক্তা তিন ভাগ এবং রসসিন্দুর সাত ভাগ। একত্র ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটি।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি।—হীরক, স্বর্ণ ও মুক্তা ভস্ম—প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, লৌহ তিন ভাগ, এবং অভ্র ও রসসিন্দুর প্রত্যেক দ্রব্য চারি ভাগ, ঘৃত কুমারীর রস সহ মর্দ্দনান্তর ১ রতি বটি।

কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ।—সমস্ত দ্রব্যই চিন্তামণি চতুর্মুখের তুল্য, কেবল ইহাতে রসসিন্দুরের পরিবর্ত্তে পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ প্রযুজ্য।

সারস্বত চূর্ণম্—

কুষ্ঠাশ্বগন্ধে লবণাজমোদে দ্বে জীরকে ত্রীনি কটুনি পাঠা।
মাঙ্গল্যপুষ্পা চ সমান্যমুনী সর্ব্বৈঃ সমানাঞ্চ বচাং বিচূর্ণ্য ॥
ব্রাহ্মীরসেনাখিলমেব ভাব্যং বারত্রয়ং শুষ্কমিদং হি চূর্ণম্।
অক্ষ প্রমাণং মধুনা ঘৃতেন লিহ্যান্নরঃ সপ্তদিনানি চূর্ণম ॥

কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীরা কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি এবং শতপুষ্পী, সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত

ঔষধ যত—তত পরিমাণে বচ চূর্ণ একত্র করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রস দ্বারা তিনবার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া ॥• তোলা পরিমাণ চূর্ণ—মধু ও ঘৃতের সহিত সাত দিন লেহন করিবে।

ভূতোন্মাদে।—শ্বেত অপরাজিতার মূল, তণ্ডুলোদক সহ নস্য প্রদানের ব্যবস্থা করিবে। "**মহা পৈশাচিক ঘৃত**" ও "**মহা চৈতন্য ঘৃত**" ভূতোন্মাদে সুব্যবস্থা।

পথ্যাপথ্য।—বায়ু প্রশমক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক দ্রব্য মাত্রেই উন্মাদ রোগে সুপথ্য। জল ও অগ্নি হইতে উন্মাদ রোগীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। অন্যান্য নিয়ম মূর্চ্ছা রোগীর অনুরূপ।

অপস্মার (Hysteria)

যোষাপস্মার বা হিষ্টিরিয়া—আজকাল অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই হিষ্টিরিয়া রোগ হইতে দেখা যায়; হিষ্টিরিয়া ইংরাজী নাম, আয়ুর্ব্বেদে অপস্মার অধিকারে যোষাপস্মার বলিয়া যে রোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইংরাজী হিষ্টিরিয়া তাহারই নামান্তর। গর্ভাশয়ের বিকৃতি, রজোনিঃসরণের অভাব বা অল্পতা, স্বামীর অস্নেহ, স্বামী কর্ত্তৃক নিষ্ঠুরাচরণ; ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা এবং বৈধব্য প্রভৃতি শোকাদির জন্য মানসিক অশান্তি, দেহে রক্তের আধিক্য বা অল্পতা, মল বদ্ধতা ও অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে যুবতীদিগের এই রোগ উপস্থিত হয়।

এই রোগ উপস্থিত হইবার সময় বক্ষঃস্থলে বেদনা, জৃম্ভা এবং শারীরিক ও মানসিক গ্লানি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার পর সংজ্ঞা নাশ হয়। অপস্মারের সহিত এই রোগের পার্থক্য এই যে,—অপস্মার রোগে ফেন বমন ও চক্ষুর তারা দুইটি বিস্তৃত হইয়া থাকে,—হিষ্টিরিয়ায়

তাহা হয় না। এই রোগে আক্রান্তা রোগীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও অকারণ হাস্য, রোদন, চীৎকার, আত্মীয়গণের প্রতি অকারণ দোষারোপ, অথবা আপনাকে বৃথা অপরাধী মনে করিয়া অন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি অনেক প্রকার ভ্রান্তি লক্ষণ—দৃষ্টগোচর হয়। এই-রূপ অবস্থা দেখিয়া অনেকে মনে করেন—রোগিণী ভূতাবিষ্ট হইয়াছে। এই রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে কোনও কোনও রোগিণী উদরের অধোদিক হইতে উর্দ্ধদিকে একটি গোলাকার পদার্থ উত্থিত হইতেছে বলিয়া মনে করেন এবং শরীরের কোনও কোনও স্থানে বেদনাও অনুভব করেন। উজ্জ্বল আলোক দর্শনে বা উচ্চ শব্দ শুনিয়া এই রোগে আক্রান্ত রোগিণী চমকিয়া উঠে। হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্তা রোগিণীর আর একটি বিশেষত্ব—পুরুষ সংসর্গের লালসা তাঁহাদিগের অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।

অপস্মার—অপস্মার রোগের নিদানে জানিতে পারা যায়—বায়ু, পিত্ত, কফ অতি মাত্র কুপিত হইয়া অপস্মার রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহার নাম মৃগী রোগ। জ্ঞানশূন্যতা, নেত্রদ্বয়ের বিকৃতি, মুখ হইতে ফেন বমন ও হস্ত পদাদির বিক্ষেপ—এইগুলি অপস্মার রোগের সাধারণ লক্ষণ। অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের কম্পন, হৃদয়ের শূন্যভাব, ঘর্ম্ম নির্গম, অতিরিক্ত চিন্তা, মোহ ও নিদ্রানাশ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অপস্মারের প্রকার ভেদ।—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সান্নিপাতজ—অপস্মার রোগ এই চারি ভাগে বিভক্ত। সকল প্রকার অপস্মারই প্রতিদিন বা কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনান্তরে প্রকাশ না পাইয়া ১২ দিন, ১৫ দিন, ১ মাস বা তাহাপেক্ষা কম বেশী দিনান্তরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দোষ ভেদে রোগের অবস্থা।—অপস্মার রোগে যাহার কম্প হয়, দাঁত লাগে, ফেন বমন হয় ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস বাহির হইতে থাকে এবং যে রোগীর দেহ রুক্ষ ও যে রোগী চারিদিকে—কৃষ্ণ বর্ণ, অরুণ বর্ণ কিম্বা নানা প্রকার মিথ্যামূর্ত্তি দেখিতে থাকে,—তাহার অপস্মার বায়ু জনিত বলিয়া ধরিতে হইবে। যে রোগীর শরীর উষ্ণ, তৃষ্ণা অধিক, মুখনিঃসৃত ফেন পীত বর্ণ এবং যে রোগী সমস্ত বস্তুই পীত বা লোহিত বর্ণ দেখিয়া থাকে, তাহার অপস্মার পিত্ত জনিত। যে রোগীর মুখ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং মুখ নিঃসৃত ফেনও শ্বেতবর্ণ, গাত্র শীতল, ভার ও রোমাঞ্চিত এবং যে রোগী চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ মিথ্যামূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকে, তাহার অপস্মার কফজ বলিয়া জানিবে। কফজ অপস্মারে বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার অপেক্ষা বিলম্বে চেতনা হইয়া থাকে। যে তিন দোষের কথা বলা হইল, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমূহ মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইলে সান্নিপাতজ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সাধ্যাসাধ্য—সন্নিপাতজ অপস্মার, দুর্ব্বল ব্যক্তির অপস্মার এবং দীর্ঘ কালোৎপন্ন অপস্মার অসাধ্য বলিয়া জানিবে। যে অপস্মার রোগে বারংবার কম্প, শারীরিক ক্ষীণতা, ভ্রূদ্বয়ের সঞ্চালন ও নেত্র বিকৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত।

চিকিৎসার সাধারণ সূত্র।—বায়ুজনিত অপস্মারে বস্তিকর্ম্ম, পিত্ত জন্য অপস্মারে বিরেচক দ্রব্য এবং শ্লৈষ্মিক অপস্মারে বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ অপস্মারের সাধারণ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ ও টোটকা।—পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত গ্রহণ করিয়া অঞ্জন দিলে অথবা কুকুরের পিত্ত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়।

শ্বেত তুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরপুষ্পী—

এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে মালিশ করিলে অথবা ছাগমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে অপস্মার প্রশমিত হয়।

গোমূত্রের সহিত চামচিকার বিষ্ঠা গাত্রে লেপন করিলে অথবা গোমূত্রদ্বারা শ্বেত সরিষা ও সজিনাবীজ বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে অপস্মার রোগ নষ্ট হয়।

তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী এবং মধুর সহিত ব্রাহ্মী শাকের রস অপস্মারে হিতকর।

চিকিৎসা—অপস্মারই হউক আর হিষ্টিরিয়া বা যোষাপস্মারই হউক—চেতনা সম্পাদনের জন্য মুখ ও চোখে জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে চেতনা না হইলে মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠা—একত্র মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে। যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগর পাদুকা, শিরষবীজ রসোন ও কুড় একত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য ও অঞ্জন দিবে। জটামাংসীর ধুম ও নস্য গ্রহণও অপস্মারের সকল অবস্থায় বিশেষ উপকারী। উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির গলরজ্জু পোড়াইয়া সেই ভস্ম শীতল জল সহ সেবন করিলে, অপস্মার রোগের উপশম হয়। প্রত্যহ কুমড়ার জলের সহিত—যষ্টিমধু বাটিয়া সেবন, দশমূলের কাথ পান কিম্বা মধুর সহিত এক আনা পরিমিত বচ চূর্ণ সেবন—অপস্মার রোগে বিশেষ হিতকারক।

রসৌষধি ও ঘৃতাদি—অপস্মার রোগীকে প্রাতে **বাতকুলান্তক রস** ও বৈকালে **কল্যাণ চূর্ণ** এবং আহারান্তে অগ্নিদীপক অথচ দাস্ত পরিষ্কারক কোনও একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে বাতকুলান্তক রস ও কল্যাণ চূর্ণের উপাদানগুলি বলা যাইতেছে :—

বাতকুলান্তক রস :—মৃগনাভি, মনঃশিলা, নাগেশ্বর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য ২

তোলা। জল সহ মর্দ্দন। ২ রতি বটি। অনুপান বায়ু নাশক দ্রব্য। অপস্মার, মূর্চ্ছা এবং সকল প্রকার বায়ু রোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

কল্যাণ চূর্ণ।—পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিট লবণ, সৈন্ধব, পিঁপুল, বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। মাত্রা।০ আশ্রা হইতে ৷৷০ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। অপস্মার,—উন্মাদ, অর্শ গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

চণ্ড ভৈরব রস নামক ঔষধটিও অপস্মার রোগে অনেকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে।

চণ্ড ভৈরব রস।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধক সহ মিশ্রিত করিবে এবং কিছুক্ষণ লৌহ পাত্রে পাক করিবে। ২ রতি বটিকা। অনুপান হিং, সচল লবণ, কুড়চূর্ণ, গোমূত্র এবং ঘৃত। সকল প্রকার অপস্মার ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে।

অপস্মার রোগে হৃদ্‌কম্প, চক্ষুবেদনা, ঘর্ম্ম ও হস্তাদির শৈত্যভাব থাকিলে উন্মাদ অধিকারে যে '**মহা কল্যাণক ঘৃতের** কথা বলিয়াছি, তাহা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। দশমূলের কষায়ও এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকারী। যে সকল অপস্মারের রোগী অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণগ্রস্থ নহে **পঞ্চগব্য ঘৃত ও মহাচৈতসঘৃত** তাহাদের পক্ষে কার্য্যকারী। নিম্নে এ দুইটি পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

পঞ্চগব্যং ঘৃতম্—

গোশকৃদ্রস দধ্যম্ল ক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈ ঘৃতম্।
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ গ্রহাপস্মার নাশনম্॥

ঘৃত /৪ সের। গোময় রস /৪ সের। অম্লদধি /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। গোমূত্র /৪। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

মহাচৈতসং ঘৃতম্—

শণ স্ত্রিবৃৎ তথৈরণ্ডো দশমূলী শতাবরী।
রাস্না মাগধিকা শিগ্রু ক্বাথ্যং দ্বিপলিকং ভবেৎ ॥
বিদারী মধুকং মেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা।
এভিঃ খর্জ্জূর মৃদ্বিকা ভীরু যুঞ্জাত গোক্ষুরৈঃ ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—শণবীজ, তেউড়ী মূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রাস্না, পিপুল ও সজিনা ছাল—ইহাদের প্রত্যেকটি ১৬ তোলা। পাকার্থ জল /৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, চিনি, পিণ্ডখর্জ্জূর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুর, রাখালশসা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

পিত্ত প্রধান অপস্মারে **বিদর্য্যাদি ঘৃত** বিশেষ উপকারী। ইহা প্রস্তুতের নিয়ম ;—

বিদর্য্যাদি ঘৃত—পুরাতন ঘৃত /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /২ সের, জল ৩২ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু /১ সের।

কফপ্রধান অপস্মারে **পলঙ্কষাদ্য তৈল** বিশেষ উপকারী।

উক্ত প্রস্তুতের নিয়ম—

পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্—

লশুনাতি রসা চিত্রা কুষ্ঠৈর্বি ড়ভিশ্চ পক্ষিণাম্ ।
পলঙ্কষা বচা পথ্যা বৃশ্চিকালার্ক সর্ষপৈঃ ।
জটিলা পুতনা কেশী লাঙ্গলী হিঙ্গু চৌরকৈঃ ॥
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে ॥
সিদ্ধমভ্যঞ্জনা তৈলমপস্মার বিনাশনম্ ।

তিল তৈল ৪ সের। ছাগমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—গুগগুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটিমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, ভূতকেশী, ইষ লাঙ্গলিয়া, হিং, চোরপুষ্পী, রসুন, বালা, যষ্টিমধু, দন্তী, কুড়, ও গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করাইতে হইবে।

রসৌষধির মধ্যে বাতপ্রধান অপস্মারে **চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ**—যাহা উন্মাদাদি রোগে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তপ্রধান অপস্মারে **বৃহৎ বাত চিন্তামণি** ব্যবস্থা (ইহাও উন্মাদাধিকারে বলা হইয়াছে) করিবে। পিত্ত প্রধান অপস্মারে **যোগেন্দ্র রস** অতি উত্তম ঔষধ। ইহার উপাদান :—

যোগেন্দ্র রস—রস সিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনান্তর এরণ্ডপত্রে জড়াইয়া তিন দিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দুই রতি বটি। অনুপান ত্রিফলা ভিজানর জল।

কফপ্রদান অপস্মারে **চণ্ডভৈরবের** ব্যবস্থা করিবে।

উপাদানগুলি—

পারদ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন, সমস্ত

দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি। অনুপান—হিং, সচল লবণ, কুড় চূর্ণ, গোমূত্র ঘৃত।

অপস্মার রোগ প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে। এজন্য রজোলোপ হইলে বা অনিয়মিত রজঃ হইতে থাকিলে উহা নিবারণের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য—মূর্চ্ছারোগীর অনুরূপ।

বাতব্যাধি।

বাতব্যাধির পরিচয়।—বায়ু কুপিত হইয়া সার্ব্বাঙ্গিক বা ঐকাঙ্গিক অসাধারণ যে ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে, এক কথায় তাহার নাম বাতব্যাধি। ইহা অশীতি প্রকার ও অতিশয় কষ্টসাধ্য। রুক্ষ, শীতল, লঘু বা অল্প পরিমিত অন্ন ভোজন, অতি মৈথুন, অধিক রাত্রি জাগরণ, অতিশয় বমন-বিরেচনাদি, অধিক রক্তস্রাব, সাধ্যাতীত উল্লম্ফন, অধিক সন্তরণ, পথ পর্য্যটন বা ব্যায়াম, আঘাত প্রাপ্ত, উপবাস এবং কোন দ্রুত যানাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে এই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ব্যাধি যদিও বায়ু জনিত, কিন্তু কয়েক প্রকার বাতব্যাধিতে শ্লেষ্মা ও পিত্তের সংশ্রব থাকে, এজন্য চিকিৎসা করিবার সময় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সেই সেই দোষ নাশক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

আক্ষেপ, অপতন্ত্রক, অপতানক ব্যাতব্যাধি—আক্ষেপের চলিত নাম "খিচুনী"। এই রোগে কুপিত বায়ু ধমনী সমূহে অবস্থিত হইয়া, শরীরকে বারংবার ইতস্ততঃ চালিত করে। যে রোগে বায়ু—হৃদয়, মস্তক, ও ললাট দেশে পীড়া জন্মাইয়া দেহকে

ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত করে, তাহার নাম **অপতন্ত্রক**। এই অপতন্ত্রক বাতব্যাধিতে রোগী মূর্চ্ছিত হয়, নিমীলিত চক্ষু ও সংজ্ঞা হীন হয় এবং অতিকষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। কখনো কখনো এই রোগে আক্রান্ত রোগীর কণ্ঠদেশ হইতে পায়রার শব্দের ন্যায় শব্দ বাহির হইতে শুনা যায়। **অপতানক** বাতব্যাধিতে দৃষ্টি শক্তির নাশ, সংজ্ঞা লোপ ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইতে থাকে। এই অপতানক বাতব্যাধিতে বায়ু যখন হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞা নাশ হইয়া রোগ প্রকাশিত হয় এবং হৃদয় হইতে উহা চলিয়া গেলেই রোগী সুস্থ হইয়া থাকে। কুপিত বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া সমুদয় ধমনী অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় শরীর স্তম্ভিত করিয়া আকুঞ্চনাদি শক্তি নষ্ট করিলে **দণ্ডাপতানক** বলা হয়। যে বাতব্যাধিতে দেহ ধনুকের ন্যায় নত হয়, তাহার নাম **ধনুস্তম্ভ** বা ধনুষ্টঙ্কার। এই ধনুস্তম্ভ দুই প্রকার। অতি কুপিত বলবান বায়ু অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, জঠর, বক্ষস্থল, হৃদয় ও গলদেশের স্নায়ু সমূহেকে যখন আকর্ষণ করে, তখন রোগী ক্রোড়ের দিকে নত হইয়া পড়ে, এই প্রকার ধনুস্তম্ভের নাম **অন্তরায়াম**। এই অবস্থায় রোগীর চক্ষুদ্বয় স্তব্ধ হইয়া যায়, পার্শ্বদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কফ উদ্‌গীর্ণ হইতে থাকে। অন্তরায়াম ব্যতীত **বহিরায়াম** নামে ধনুস্তম্ভের আর একটি প্রকার ভেদ আছে, উহাতে বায়ু পৃষ্ঠের দিকে স্নায়ু সমূহ আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়ে। এই বহিরায়াম ধনুস্তম্ভ হইলে রোগীর বক্ষঃস্থল, কটি ও উরু ভগ্নবৎ হয়। এই রোগ অসাধ্য। অধিক রক্তস্রাব, গর্ভপাত এবং আঘাতাদি কারণে যে ধনুস্তম্ভ হইয়া থাকে, তাহাও অসাধ্য।

পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত—কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক দেহের অর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হইলে সেই ভাগের সিরা ও স্নায়ু সকল সঙ্কুচিত হইয়া

যায়। ইহার ফলে সেই ভাগ অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই রোগের নাম পক্ষাঘাত। এই ভয়ঙ্কর রোগও দুই প্রকার। কাহারও বাম ও দক্ষিণ দিকের একভাগে, কাহারও কটিদেশের উর্দ্ধ ও অধোভাগানুসারে একভাগে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই একাঙ্গ বাত বা পক্ষাঘাত রোগে যদি বায়ুর সহিত পিত্তের অনুবন্ধ থাকে, তাহা হইলে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা এবং যদি কফের অনুবন্ধ থাকে, তাহা হইলে পীড়িত অঙ্গের শীতলতা, শোষ ও অঙ্গের গুরুতা অনুভূত হয়। যদি পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ না থাকিয়া কেবল বায়ু কর্ত্তৃক পক্ষাঘাত রোগ জন্মায়, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে। যদি শরীরের অর্দ্ধভাগে এই পীড়া উপস্থিত না হইয়া সর্ব্বাঙ্গে দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ রোগ কহিয়া থাকে

অর্দ্দিত—এই রোগে অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বন, হাস্য, জৃম্ভন, ভার বহন ও বিষম ভাবে শয়নাদির জন্য বায়ু কুপিত হইয়া মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা দেশ বক্র করিয়া থাকে। শিরঃকম্প, বাক্যরোধ ও নেত্রাদির বিকৃতি এই রোগে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ মুখের যে পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা জন্মিয়া থাকে। এই রোগে বায়ুর আধিক্য হইলে লালাস্রাব, বেদনা, কম্প, চোয়ালধরা এবং অধর ও ওষ্ঠের শোথ ও শূলবৎ বেদনা হয়। যদি পিত্তের আধিক্যে এই রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মুখ পীতবর্ণ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ হইয়া থাকে। কফের আধিক্য এই রোগে থাকিলে—গণ্ডস্থল, মস্তক এবং ঘাড়ের শিরায় শোথ দেখা দেয় এবং ঐ সকল স্থান স্তব্ধ হইয়া থাকে। এই রোগ যদি তিন বৎসরের অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য। ইহা ভিন্ন যে অর্দ্দিত রোগী ক্ষীণ, নিমেষ শূন্য এবং অতিকষ্টে অব্যক্তভাবী ও কম্পযুক্ত—তাহারও আরোগ্যের আশা নাই।

ব্যাত ব্যাধির আরও প্রকার ভেদ—জিব ছুলিবার সময় কিম্বা কোন কঠিন দ্রব্য চর্ব্বনকালে হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনু অর্থাৎ চোয়ালদ্বয় শিথিল করিয়া থাকে,—তাহার ফলে মুখ বুঁজিয়া থাকিলে বিবৃত অর্থাৎ হাঁ করা যায় না কিম্বা বিবৃত থাকিলে সংবৃত অর্থাৎ বুঁজিতে পারা যায় না। এইরূপ অবস্থার নাম **হনুগ্রহ**। যে রোগে গ্রীবা ফিরাইতে বা ঘুরাইতে পারা যায় না, তাহার নাম **মন্যাগ্রহ**। দিবানিদ্রা, বিষমভাবে গ্রীবাস্থাপন, বিবৃত বা উর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ প্রভৃতি কারণে কুপিত বায়ু কফাবহ হইয়া এই রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। • কুপিত বায়ু বাগ্‌বাহিনী সিরায় অবস্থিত হইয়া **জিহ্বাস্তম্ভ** রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। এই রোগে আক্রান্ত রোগী পান, ভোজন ও বাক্য কথনে অসমর্থ হয়। গ্রীবা দেশস্থ সিরা সমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইলে **সিরাগ্রহ** নামক রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগে সিরাসকল রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং রোগী মস্তক চালনা করিতে থাকে। এই প্রকার বাতব্যাধি অসাধ্য জানিবে। **গৃধ্রসী** নামক একপ্রকার বাতব্যাধিতে প্রথমে স্ফিক্ অর্থাৎ পাছা, পরে কটি, পৃষ্ঠ, উরু জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা, বেদনা ও সূচী বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি বাতাধিক্যের ফলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে বারংবার স্পন্দন এবং বায়ু ও কফ উভয়ের আধিক্য থাকিলে তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি হইয়া থাকে। **বিশ্বচী** নামক বাত-ব্যাধিতে বাহুর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে যে সকল বড় সিরা অঙ্গুলীতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, বায়ুকর্ত্তৃক সেই সিরাগুলি দূষিত হইয়া বাহু অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন-প্রসারণাদির ক্রিয়াশূন্য হইয়া পড়ে। ইহা কখনো একটি বাহুতে, কখনো বা দুইটি বাহুতেও দেখা যায়। **ক্রোষ্টুশীর্ষ** নামক বাতব্যাধিতে কুপিত বায়ু ও দূষিত রক্ত উভয়ে, মিলিত হইয়া জানুমধ্যে শৃগালের মস্ত কর ন্যায় এক প্রকার শোথ উৎপন্ন করে।

খঞ্জতা নামক বাতব্যাধিতে কটিদেশস্থ কুপিত বায়ু এক পায়ের ঊর্দ্ধ জঙ্ঘার বড় সিরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। **পঙ্গুতা** নামক বাতব্যাধিতে কুপিত বায়ু দুই পায়ের জঙ্ঘা দেশস্থ সিরা আকর্ষণ করিয়া রাখে। **কলায়খঞ্জ** নামক বাতব্যাধিতে প্রথমে পা ফেলিবার সময় পা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়ে। **বাতকণ্টক** নামক বাতব্যাধিতে অসম অর্থাৎ উচুনীচু পাদবিন্যাস বা অধিক পরিশ্রম জন্য বায়ু কুপিত হইয়া গুলফ দেশে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহাদের পিত্ত, রক্ত, ও বায়ু কুপিত হইয়া **পাদদাহ** নামক রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। পাদদ্বয় স্পর্শ শক্তিহীন, বারংবার রোমাঞ্চিত এবং ঝিনি ঝিনি বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে **পাদহর্ষ** কহে। স্কন্ধদেশস্থ বায়ু কুপিত হইয়া স্কন্ধের বন্ধন স্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিলে **অংসশোষ** রোগ জন্ময়া থাকে। ইহা কেবল বাতজ। স্কন্ধস্থিত কুপিত বায়ু সিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিলে তাহাকে **অববাহুক** বলে। বায়ু ও কফ এই উভয় হইতে অববাহুক রোগ জন্মিয়া থাকে। কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী সমূহকে দূষিত করিলে মনুষ্য বোবা মিন্‌মিণে বা গদগদ ভাষী হইয়া থাকে। যে রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনিদেশে বিদারণবৎ বেদনা জন্মায় তাহার নাম **তূনী**। ঐরূপ বেদনা গুহ্যদেশ ও লিঙ্গ বা যোনি প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া প্রবলবেগে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে **প্রতিতূনী** বলিয়া থকে। পক্বাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিয়া উদরকে স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও গুড়্ গুড়্ শব্দ বিশিষ্ট করিলে তাহাকে **আধ্মান** বলিয়া থাকে। ঐরূপ বেদনা পক্বাশয়ে না হইয়া আমাশয় হইতে উত্থিত হইলে এবং উদর বা পার্শ্ব দেশে স্ফীতি না থাকিলে তাহাকে **প্রত্যাধ্মান** কহে। নাভির অধোভাগে পাষাণ-খণ্ডের মত কঠিন, ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত, উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রন্থি

বিশেষ হইলে তাহাকে **অষ্ঠীলা** কহিয়া থাকে। এই অষ্ঠীলা বক্রভাবে অবস্থিত থাকিলে তাহার নাম **প্রত্যষ্ঠীলা** কহে। অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা উভয় রোগেই যখন মল, মূত্র ও বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মস্তক কাঁপিতে থাকে তখন তাহার নাম **বেপথু**। পদ, জঙ্ঘা, উরু ও করমূল মোচ- ড়াইলে তাহার নাম **খল্লী বা খালধরা**।

চিকিৎসাসাধারণ সূত্র—ঘৃত, তৈলাদি স্নেহ প্রয়োগই সকল প্রকার বাতব্যাধির সাধারণ চিকিৎসা। **অপতন্ত্রক ও অপতানক বাতব্যাধিতে**—চেতনা সম্পাদনের জন্য তীক্ষ্ণ নস্যের ব্যবহার করিবে। মরিচ, সজিনা বীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্র পত্র তুলসী—সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া নস্য প্রদান করিলে ঐ প্রকার অবস্থায় সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব লবণ ও খৈকল এই সকলদ্রব্যের চূর্ণ আদার রসের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিবে। **অপতানক** রোগে দশলমুরে ক্বাথ পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে উপকার হইয়া থাকে। ভোজনের পূর্ব্বে অম্ল দধির সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন **অপতন্ত্রক** রোগে হিঙ্গকর।

পক্ষাঘাত রোগে—মাষকলাই, আলকুশীমূল, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুল্‌কা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্যের কল্ক, তৈলের চতুর্গুণ পরিমিত মাষকলাই ও বেড়েলার পৃথক পৃথক ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। **মাষাদি কষায়, মাষবলাদি কষায়** এবং **বাজিগন্ধাদি কষায়** এই রোগে হিতকর। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে :—

মাষাদি কষায়। মাষকলাই, আঁলকুশী বীজ, এরণ্ড মূল ও শ্বেত বেড়েলার মূল—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা, জল আধসের, শেষ

আধ পোয়া, ইহাদের ক্বাথে হিং দুই রতি ও সৈন্ধব চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

মাষ বলাদি কষায়। মাষকলাই, বেড়েলা, আলকুশী বীজ, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধামূল ও এরণ্ডমূল—মিলিত দ্রব্য ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া—ইহাদের ক্বাথে ২ রতি হিং ও চারি আনা সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।৮

বাজীগন্ধাদি কষায়। অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, পীত বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, দশমূল, শুঁঠ, শ্বেতকুলেখাড়া, রক্ত কুলেখাড়া ও রাস্না—মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ ৵০ পোয়া।

উপরোক্ত তিনটি কষায়ের মধ্যে যে কোন একটি কষায় সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা ভিন্ন **হংসাদি মর্দ্দন** এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। নিম্নে উহার প্রকরণ বিধি বলা যাইতেছে :—

হংসাদি মর্দ্দন। হংস ডিম্বের কুসুম ৪টি, পুরাতন ঘৃত ২ তোলা, এরণ্ড তৈল ৪ তোলা, কেঁচোর রস ৪ তোলা, সূর্য্যপক্ক করিয়া মালিশ করিতে হয়।

মহামাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষ তৈল, সপ্তপ্রস্থ মাষতৈল, মহাকুক্কুট মাংস তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল প্রভৃতি এইরূপ অবস্থায় মর্দ্দন করা বিশেষ হিতকর। নিম্নে এই তৈল গুলির প্রস্তুত প্রণালী বলা যাইতেছে :—

মহামাষ তৈল—

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্ত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশ দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥

পূতশীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবশেষিতে।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়োদদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥
আত্মগুপ্তা রুবূকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্।
জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্য াচত্রক কট্‌ফলম্॥
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্নামধুক সৈন্ধবম্।
দেবদার্ব্বমৃতা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা বচাশঠী॥
এতৈরক্ষ সমৈর্ভাগৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥

অর্থাৎ তিল চারি সের, ক্বাথার্থ মাষকলাই চারি সের, দশমূল ছয় সের এক পোয়া, ছাগমাংস তিন সের তিন পোয়া, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। মাষ কলাই ও ছাগ মাংস ঢিলা করিয়া পোট্টলী বাঁধিয়া সিদ্ধ করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন দুগ্ধ ষোল সের এবং কল্কার্থ—আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুল্‌কা, সৈন্ধব, বিট ও সচললবণ, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কটফল, ত্রিকটু, পিঁপুল মূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী—প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা। এই তৈল যথা নিয়মে পাক করিয়া পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, পঙ্গু, খঞ্জতা, গৃধ্রসী ও অববাহুক প্রভৃতি বায়ু রোগে প্রয়োগ করিবে। রোগের অবস্থা ভেদে পান, অভ্যঙ্গ, পিচকারী কর্ণপূরণ ও চক্ষুপূরণ প্রভৃতি কার্য্যেও এই তৈল ব্যবহার করিতে পারা যায়। সকল প্রকার বেদনা নিবারণের জন্য এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

মহামাষ তৈলের উপাদান গুলির গুণ পরিচয়—

তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্যবলবর্ণকৃরং সরম্।
বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥

সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহম্ ।
বীর্য্যোষ্ণং হিমংস্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ ।
লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয়বিশোধনম্ ।
দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণমেহনুৎ ॥
শ্রোত্রযোনিশিরঃশূলনাশনং লঘুতা করম্ ।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনৈঽন্যথা ।
ছিন্নভিন্ন চ্যুতোৎপিষ্ট মথিতে ক্ষতপিচ্চিতে ।
ভগ্নস্ফুটিতবিদ্ধাগ্নিদগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতে ॥
তথাভিহতনির্ভুগ্নমৃগব্যাঘ্রাদি বিক্ষতে ।
বস্তৌ পানেঽন্নসংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে ।
সেকাভ্যঙ্গবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে ॥

অর্থাৎ তিল তৈল গুরু, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক বলকারক, বর্ণ প্রসাদক, সরগুণান্বিত, বীর্য্যকারক, বিকাশি গুণযুক্ত, বিশদ গুণান্বিত, ঈষৎ কষায় সংযুক্ত-মধুর তিক্তরস, মধুর বিপাক, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, বাতঘ্ন, কফনাশক. উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শ শীতল, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্ত জনক, লেখন গুণযুক্ত, মলমূত্ররোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তিকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্যবায়ি, ব্রণঘ্ন, মেহনাশক, কর্ণশূল, যোনিশূল ও শিরঃশূলাপহারক এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদক। তিল তৈলের অভ্যঙ্গে চক্ষের, চর্ম্মের ও কেশের হিত সাধিত হয়, কিন্তু ভোজন দ্বারা অহিত হইয়া থাকে। ইহা ছিন্ন ভিন্ন সন্ধিচ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধবিশ্লিষ্ট, বিদারিত, অভিহত ও নির্ভুগ্ন এবং মৃগ ও ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকারী। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অক্ষি-পূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহনে তিল তৈল প্রশস্ত।

মাষকলাই—

মাষো গুরুঃস্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ।
উষ্ণঃ সন্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ॥
ভিন্ন মূত্রমলঃ স্তন্যো মেদঃ পিত্ত কফপ্রদঃ।
গুদকীলার্দ্দিত-শ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥
কফপিত্ত করা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি।
কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকঃ কফপিত্তকৃৎ॥

অর্থাৎ—ইহা গুরু, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, মলমূত্র নিঃসারক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদোজনক ও পিত্তকফবর্দ্ধক এবং ইহা অর্শোবলি, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণামশূলনাশক। মাষ কলায়, দধি, বেগুন ও মৎস্য—এই চারিটি দ্রব্যই কফপিত্তকারক।

দশমূল—দুই ভাগে বিভক্ত, স্বল্পপঞ্চমূল ও মহৎ পঞ্চমূল।

মহৎ পঞ্চমূল—

বিল্ব শ্যোনাক গাম্ভারী পাটলাগণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥

বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি—এই পাঁচটি মূলের নাম মহৎ পঞ্চমূল। এই মহৎ পঞ্চমূল অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ু নাশক।

স্বল্পপঞ্চমূল—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতা, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—এই পাঁচটি

নাম স্বল্প পঞ্চমূল। এই স্বল্প পঞ্চমূল বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

ছাগ মাংস—

ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহিস্বাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥

অর্থাৎ লঘু, স্নিগ্ধ, মধুর বিপাক, ত্রিদোষনাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুর রস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টি বর্দ্ধক ও বীর্য্য কারক।

গব্য দুগ্ধ—

গব্যদুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতু মলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু।
জরাসমস্তরোগানাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥

অর্থাৎ গব্য দুগ্ধ—মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, স্তন্যকারক ও স্নিগ্ধ। ইহা দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতঃ সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লিন্নতাকারক, গুরু এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক।

আলকুশী বীজ—

কপিকচ্ছুর্শং বৃষ্যা মধুরা বৃংহনী গুরুঃ।
তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী॥

আলকুশী—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, মধুরতিক্ত রস, মাংসবর্দ্ধক, গুরু, বায়ুনাশক ও বলকারক। ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

এরণ্ড—এরণ্ড দুই প্রকার, শ্বেত ও রক্ত। শ্বেত এরণ্ডের নাম-রুবূক এবং রক্ত এরণ্ডের নাম রক্তরুবূক। দুই প্রকার এরণ্ডই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। উভয় প্রকার এরণ্ডের পর্য্যায়েই লিখিত আছে ইহা বাত-নাশক। যথা শ্বেত এরণ্ডে—**বাতারিস্তরুণশ্চাপি-রুবূকশ্চ নিগদ্যতে।**

রক্ত এরণ্ডের পর্য্যায়—

ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চঞ্চুরুত্তানপত্রকঃ।

শ্বেত এরণ্ডের আময়িক প্রয়োগে উল্লিখিত হইয়াছে—

বাতোদাবর্ত্তকফহৃজ্বরকাসোদরাপহঃ।
শোথশূলকটীবস্তিশিরোরুঙ্ নাশনঃ স্মৃতঃ
শ্বাসানাহ কুষ্ঠ ব্রধ্নগুল্মপ্লীহামপিত্তহা।
প্রমেহোষ্মবাতরক্তমেদোঽন্ত্রবর্দ্ধন প্রণুৎ॥

অর্থাৎ ইহা বাত, উদাবর্ত্ত, কফ, জ্বর, কাস, উদর, শোথ, শূল, শ্বাস, আনাহ, কুষ্ঠ ব্রধ্ন, গুল্ম, প্লীহা, আম, পিত্ত, প্রমেহ, উষ্ণতা, বাত-রক্ত, মেদাদোষ, অন্ত্রবৃদ্ধি এবং কটী, বস্তি ও মস্তকের বেদনা নষ্ট করিয়া থাকে।

রক্ত এরণ্ডের গুণ—

রক্তরুবূকস্ত্বরো রসে কটুর্লঘুঃ স্মৃতঃ।
তিক্তো বাতকফশ্বাসকাসক্রিম্যর্শো ব্রধ্নহা॥
রক্তদোষ পাণ্ডুরুজা ভ্রান্ত্যরোচকনাশনঃ।
প্রায়স্তস্যে গুণাশ্চাস্য শ্বেতবচ্চ সমীরিতা॥

ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস ও লঘু এবং বাত, কফ, শ্বাস, কাস ক্রিমি, অর্শঃ, ব্রধ্ন, রক্তদুষ্টি, পাণ্ডুরোগ, ভ্রম ও অরোচক রোগে প্রযুজ্য। ইহার গুণ শ্বেত এরণ্ডের সমান।

শুল্‌ফা—

উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ।

ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নাশক।

সৈন্ধব—

সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্রং ত্রিদোষহৃৎ॥

ইহা মধুর রস, অগ্নিপ্রদীপ, পাচক, লঘু স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামি, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষ নাশক।

বিট্‌—

দীপনং লঘুতীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভ হৃদ্রুগগৌরব শূলনূৎ॥

ইহা দীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকারক ও ব্যবায়ি, বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ,হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুত্ব ও শূল ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচল লবণ—

রুচকং রোচনম্ভেদি দীপনম্পাচন পরম্।
সস্নেহং বাতনুন্নাতিপিত্তলং বিশদং লঘু॥
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহ শূলজিৎ॥

ইহা রুচিকারক, ভেদক, অগ্নি দীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, নাতি পিত্তকর, বিশদ গুণযুক্ত, লঘু উদ্গারশুদ্ধিকারক, সূক্ষ্ম স্রোতোগামি এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূল নাশক।

জীবনীয়গণ—

জবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী
ক্ষীরকাকোলী মুদ্গমাষপর্ণৌ জীবন্তী
মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি।

অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু—চরকসংহিতায় এই দশটি দ্রব্যকে জীবনীয় বলা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে—

জীবক এবং ঋষভকের গুণ—

জীরকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ।
মধুরৌ পিত্তদাহাস্র কার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ॥

অর্থাৎ এই দুই দ্রব্য বলকারক, শীতবীর্য্য, শুক্র ও কফ বর্দ্ধক এবং মধুর রস। ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদুষ্টি, কৃশতা, বায়ু ও ক্ষয়রোগ প্রশমক।

মেদা ও মহামেদা—

মেদাযুগং গুরু স্বাদুর্বৃষ্যং স্তন্য কফাবহম্।
বৃংহণং শীতলং পিত্তরক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ॥

মেদা ও মহামেদা গুরু ও স্বাদু। শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, কফ কারক, পুষ্টিকর, শীতলএবং রক্তপিত্ত ও জ্বর বিনাশক।

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী—

কাকোলী যুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাতদাহাস্র-পিত্তশোষজ্বরাপহম্॥

এই উভয় দ্রব্য শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, মধুর রস, গুরু ও পুষ্টিকারক। ইহা বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর নাশক।

মুগানি—

মুদ্গপর্ণী হিমারুক্ষা তিক্তাস্বাদুশ্চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রহণীজ্বরদাহনুৎ ॥
দোষত্রয় হরী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোহতিসারজিৎ ॥

ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্তমধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক ও লঘু। ইহা ক্ষত, শোথ, গ্রহণীযুক্ত জ্বর, দাহ, ত্রিদোষ গ্রহণী, অর্শঃ ও অতিসার বিনাশক।

মাষাণি—

মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রুক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ।
মধুরাগ্রাহিণী শোথবাতপিত্তজ্বরাস্রজিৎ।

ইহা শীতবীর্য্য, তিক্তমধুররস, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক ও ধারক। ইহা শোথ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষ বিনাশক।

জীবন্তী—

জীবন্তী শীতলা মাধ্বী স্নিগ্ধা স্বাদী রসায়নী।
চক্ষুষ্যা গ্রাহিকা বল্যা লঘ্বী ধাতু বিবর্দ্ধিনী ॥
বৃষ্যাকফকরী সূতবর্দ্ধিনী রক্তপিত্তহা।
বাতং ক্ষয়ং জ্বরং দাহং নেত্ররোগং ত্রিদোষকম ॥
রক্তদোষং ভূতবাধাং পিত্তঞ্চৈব বিনাশয়েৎ।

ইহা শীতবীর্য্য, মধুর রস, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, বলকারক, লঘু, ধাতুবর্দ্ধক, বৃষ্য, কফজনকপ্রভৃতি গুণবিশিষ্ট

ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, বাতজ রোগ, ক্ষয়, জর, দাহ, নেত্ররোগ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, ভূতবাধা ও পিত্তদোষ নিবারিত হয়।

যষ্টিমধু।—

যষ্টির্হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যাবলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথ বিষচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণ গ্লানিক্ষয়াপহা॥

ইহা শীতল, গুরু, মধুর রস, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সুস্নিগ্ধ, কেশ্য ও স্বরবর্দ্ধক। ইহা দ্বারা পিত্ত, বায়ু, রক্তদুষ্টি, ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয় নষ্ট হইয়া থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা—

মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ।
গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্মশোথ-যোন্যক্ষিকর্ণরুগ্॥
রক্তাতিসার কুষ্ঠাস্র-বীসর্প ব্রণমেহনুৎ॥

অর্থাৎ ইহা মধুরতিক্তকষায় রস, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য এবং স্বরবর্দ্ধক ও বর্ণকারক। ইহা ব্যবহারে বিষদোষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিরোগ, নেত্র ও কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, ব্রণ ও মেহ নাশ হয়।

চই—অগ্নিদীপক, বায়ু নাশক। চিতা—বাতশ্লেষ্মা প্রশমক। কটফল—বায়ু নাশক। শুঁঠ—বায়ু নাশক। পিঁপুল—আমবাত নাশক। মরিচ—শ্লেষ্ম নিঃসরক। পিঁপুলমূল—বায়ু নাশক।

রাস্না—

রাস্নামপাচিনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোথশ্বাসসমীরাস্র বাতশূলোদরাপহা॥
কাসজ্বর বিষাশীতি-বাতিকাময় সিধ্মজিৎ।

ইহা আম পাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য। কফ, বায়ু, শোথ, কাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর, বিষ, অশীতিপ্রকার বাত রোগ ও সিধ্ম ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয়।

যষ্টিমধু—বায়ুনাশক। সৈন্ধব—ত্রিদোষনাশক। দেবদারু—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক। গুলঞ্চ—ত্রিদোষ নাশক। কুড়—বায়ু ও কফ নাশক।

অশ্বগন্ধা—

অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশ্বিত্র-শোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্তকষায়োষ্ণাতি শুক্রলা॥

ইহা বায়ু, কফ, শ্বিত্ররোগ, শোথ ও ক্ষয় রোগ নাশক। ইহা বলকারক, রসায়ন, তিক্ত কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

বচ—কফ ও বায়ু নাশক। শঠী—বায়ু ও কফ নাশক।

তৈল প্রয়োগ সম্বন্ধে বক্তব্য।—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

ঘৃতাদষ্ট গুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ।

অর্থাৎ ঘৃত সেবন অপেক্ষা তৈল মর্দ্দনে আটগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে বাতব্যাধি রোগে তৈল যতটা উপকারী, এমন আর কিছুই নহে।

এই মহামাষ তৈলের ফলশ্রুতিতে শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

পক্ষাঘাতে হর্দ্দিতে বাতে বাধির্য্যে হনুসংগ্রহে।
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
পাণিপাদ শিরোগ্রীবা ভ্রমণে মন্দচংক্রমে।
কলায়খঞ্জে পাঙ্গুল্যে গৃধ্রস্যামববাহুকে॥

পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে।
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতরুজাপহম্॥

অর্থাৎ এই তৈল ব্যবহারে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এই তৈল পানে, মর্দ্দনে, বস্তিকর্ম্মে, নস্যে এবং কর্ণ ও চক্ষুপূরণে প্রশস্ত। বাস্তবিক এই মহামাষতৈলের তুলনা নাই। আমরা সকল প্রকার বাত ব্যাধিতে বহুস্থলে এই তৈল ব্যবহার করিয়াছি এবং সর্ব্বস্থলেই সুন্দর ফল পাইয়াছি। আমরা কেন, চিকিৎসক মাত্রেই এই তৈলের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন।

নিরামিষ মহামাষ তৈল।—

দশমূলাঢ়কং পক্ত্বা জলদ্রোণেঽঙ্ঘ্রি শেষিতে।
তদ্বন্মাষাঢ়ক ক্বাথে তৈল প্রস্থং পয়ঃ সমম্॥
কল্কৈরেতৈশ্চ মতিমান্ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
অশ্বগন্ধাশঠী দারু বলা রাস্না প্রসারণী॥
কুষ্ঠং পরূষকং ভার্গী দ্বে বিদার্য্যৌ পুনর্নবা।
মাতুলুঙ্গ ফলাজাজ্যৌ রামঠং শতপুষ্পিকা॥
শতাবরী গোক্ষুরকং পিপ্পলীমূল চিত্রকৌ।
জীবনীয়গণং সর্ব্বং সংহৃত্যৈব সসৈন্ধবম্॥
তৎসাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় মাষতৈলমিদং মহৎ॥

অর্থাৎ—তিল চারিসের। ক্বাথার্থ—মিলিত দশমূল আট সের, চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশেষে নামাইবে। তাহার পর মাষকলাই আট সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের, দুগ্ধ ষোল সের এবং কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, গন্ধভাদুলে,

কুড়, পরুষ ফল, বামুনহাটি, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলঙ্গলেবু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিং, শুলফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিঁপুলমূল, চিতামূল, জীবনীয় গণ ও সৈন্ধব লবণ সমস্ত দ্রব্য মিলিত এক সের। এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত চারিসের তিল তৈল যথা নিয়মে পাক করিবে। এই তৈল পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অববাহুক, বিশ্বচী, হনুস্তম্ভ, শিরোগ্রহ, মন্যাগ্রহ, খঞ্জত্ব, পঙ্গুতা, কর্ণনাদ ও শুক্রক্ষয় নিবারিত হয়। পান, অভ্যঙ্গ, নস্য ও বস্তি কর্ম্মে এই তৈল ব্যবহার করিতে পারা যায়।

নিরামিষ মহামাষ তৈলের উপাদান গুলির গুণ—

তিলতৈলের গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—বাতঘ্ন। দশমূল—বাত শ্লেষ্ম নাশক। মাষকলাই—বায়ু নাশক। দুগ্ধ—বায়ুনাশক, বলকারক। অশ্বগন্ধা—রসায়ন, বায়ু নাশক। শঠী—বায়ু ও কফ নাশক। দেবদারু—বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক।

বেড়েলা—

বলা চতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বল কান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্র পিত্তাস্রক্ষত নাশনম্॥

বেড়েলা চরি প্রকার, বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা। এই চতুর্ব্বিধ বলাই শীতবীর্য্য, মধুর রস। বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষত নাশক।

এস্থলে শ্বেত বেড়েলা গ্রহণীয়।

রাস্না—কফ ও বায়ু নাশক।

গন্ধভাদুলে—

প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধান কৃৎসরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্ত কফাপহা॥

ইহা গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, ভগ্ন সংযোজক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন ও তিক্তরস। ইহা বাত ও কফ নাশক।

কুড়—বায়ু নাশক।

পরূষ ফল—

তৎপক্কং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহনম্।
হৃদ্যন্তু পিত্তদাহাস্র জ্বরক্ষয় সমীরহৃৎ॥

পক্ক পরূষ ফলই গ্রহণীয়। অপক্ক পরূষ ফল—অম্লকষায় রস, পিত্ত বর্দ্ধক এবং লঘু। পক্ক ফল—মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক ও হৃদয়গ্রাহী। ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ; জ্বর ও ক্ষয় এবং বায়ু নাশক।

বামুন হাটি—বায়ু নাশক। কুষ্মাণ্ড—বাত নাশক।

ভুমিকুষ্মাণ্ড—

বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্য শুক্রদা।
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা॥
গুরুঃ পিত্তাস্রপবনদাহান্ হন্তি রসায়নী॥

ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলের বর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, জীবনীশক্তি বর্দ্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্তদোষ, রক্তদুষ্টি, বায়ু বিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে।

পুনর্নবা, ছোলঙ্গলেবু, জীরা প্রভৃতি ইহার অবশিষ্ট দ্রব্যগুলিও বায়ুনাশক শক্তি বিশিষ্ট এবং অনেকগুলি বলকারক।

অন্যান্য তৈলের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য।

বাতব্যাধি অধিকারের তৈল গুলিতে যে সকল উপাদান আছে,

তাহার সকল গুলিই বায়ু নাশক, কোনটি বা পিত্ত এবং কফ নাশক হইলেও যোগবাহী শক্তির জন্য সংযোজিত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রায় ঐ সকল তৈলে যে সকল উপাদান আছে, তাহার প্রায় সমস্ত উপাদানেরই গুণপরিচয় পূর্ব্বে অন্যান্য ঔষধের উপাদানের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সেই জন্য অতঃপর সকল তৈলের সমস্ত উপাদানের গুণ পরিচয় আর বিবৃত না করিয়া যে সকল তৈল ব্যবহার করা হয়, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছি।

সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল।—কাথার্থ মাষকলাই, বেড়েলা, রাস্না, মিলিত দশমূল ও ছাগ মাংস প্রত্যেক দ্রব্য দুই সের পরিমাণে পৃথক পৃথক ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যেকটির চারি সের অবশেষ রাখিবে, এবং যব, কুলশুঁঠ ও কুলথ কলায় মিলিত দুই সের, ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারিসের অবশেষ রাখিবে। পরে দুগ্ধ ষোল সের এবং কল্কার্থ রাস্না, আলকুশী মূল, সৈন্ধব, শুল্‌ফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবনীয়গণ, বেড়েলা ও ত্রিকটু—প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা পরিমাণে লইয়া চারিসের তিল তৈল যথারীতি পাক করিবে। পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্য ক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে অর্দ্দিত, অববাহুক, বাহুশোষ, শিরঃকম্প, হস্ত কম্প, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, গৃধ্রসী, কুব্জতা, অপতানক এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত সর্ব্ববিধ বায়ুবিকার প্রশমিত হয়।

মহা কুক্কুটমাংস তৈল।—কাথার্থ মাষকলায় চারিসের, মিলিত দশমূল ছয় সের এক পোয়া, বেড়েলা তিন সের অর্দ্ধপোয়া কেওড়ামূল তিনসের অর্দ্ধ পোয়া, কুক্কুটের মাংস ত্রিশপল, ঝাঁটিমূল পঁচিশ পল অর্থাৎ তিন সের অর্দ্ধ পোয়া। এই

সমস্ত দ্রব্য একত্র দুই দ্রোণ অর্থাৎ এক শত আটাশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া বত্রিশ সের অবশেষ রাখিবে। তাহার পর দুগ্ধ ষোলসের এবং কল্কার্থ জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কটফল, ত্রিকটু, রাস্না, পিঁপুলমূল. যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায়, আলকুশী, বীজ, এরণ্ডমূল, শুলফা, সৈন্ধব, বিট-লবণ, সচললবণ, পিঁপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শঠী, শুঁঠ, পিঁপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, কণ্টকারী ও বৃহতী—প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত চারিসের তিল তৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুগ্রহ, শিরোবেদনা, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, হস্ত কম্প, গৃধ্রসী, অববাহক, মন্যাস্তম্ভ, দণ্ডাপতানক, কর্ণনাদ ও বাধির্য্য প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে। এই তৈল বাতরক্ত, সূতিকা রোগ ও অন্ত্রবৃদ্ধি রোগেও অব্যর্থ। এই তৈল, পুষ্টি, অগ্নি ও শুক্রের বৃদ্ধি কারক।

পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল।—তিলতৈল চারিসের, ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলে সাড়ে বার সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের। অশ্বগন্ধা মূল ছয় সের এক পোয়া, জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের। শ্বেতপদ্ম রস চারি সের, শতমূলীর রস চারি সের, গব্য বা মহিষ দুগ্ধ ষোল সের। কল্কার্থ—শুলফা, পিঁপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণি, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপাতা, রাস্না, বচ, পুষ্করমূল, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী—প্রত্যেক দুই তোলা। পান, অভ্যঙ্গ এবং নস্য ক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিবে। খাঞ্জ্য, হনুগ্রহ, শিরোগ্রহ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বায়ু রোগ ও ভগ্নস্থানের বেদনাদি ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

পক্ষাঘাত যদি কফাধিক্য হয়, তাহা হইলে অষ্টাদশ শতিকা প্রসারণী ও মহারাজ প্রসারণী তৈল অধিক কার্য্যকরী। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে :—

অষ্টাদশ শতিকা প্রসারণী তৈল।—মূল, শাখা ও পত্র বিশিষ্ট গন্ধ ভাদুলে সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, শতমূলী সাড়ে বার সের, অশ্বগন্ধা সাড়ে বার সের, কেয়ার মুল সাড়ে বার সের, দশমূলের প্রত্যেক উপাদান সাড়ে বার সের, বেড়েলা সাড়ে বার সের এবং ঝাঁটি মূল সাড়ে বার সের, একত্র ছয় হাজার চারিশত সের অর্থাৎ একশত ষাট মন জলে পাক করিয়া চৌষট্টি সের অবশেষ থাকিতে নামাইবে। পরে কাঁজি একশত আটাশ সের, দধির মাত, দুগ্ধ, শুক্ত, ইক্ষু রস ও ছাগ মাংসের ক্বাথ—প্রত্যেক দ্রব্য ষোলসের এবং কল্কার্থ ভেলার মুঁটী, তগরপাদুকা, শুঁঠ, পিঁপুল, চিতামূল, শঠী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলে, পিঁপুল মূল, দেবদারু, শুল্‌ফা, ছোটএলাইচ, দারুচিনি, বালা, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দরুখোটী, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, ককোল, লালুকা, মুতা, কালিয়াকাষ্ঠ, নীলসুঁদী, তেজপত্র, শঠী, রেণুক, শৈলজ, নবনীত, খোটী, কেয়ারমূল, আলকুশী মূল, শতমূলী, সরল কাষ্ঠ, পদ্ম কেশর, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, জটামাংসী, পুনর্ণবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতা কস্তুরী ফল, জায়ফল, শুপারি ও শিলারস—প্রত্যেক দ্রব্য চব্বিশ তোলা, মিলিত ত্রিফলা চব্বিশ তোলা ও জীবনীয়গণের দশটি মিলিত চব্বিশ তোলা, মিলিত ত্রিফলা চব্বিশ তোলা ও জীবনীয়গণের দশটি মিলিত চব্বিশ তোলা। এই সমস্ত ক্বাথ ও কল্কাদির সহিত চৌষট্টি সের তিল তৈল যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গ দ্বারা ত্বগগত, পানদ্বারা কোষ্ঠগত, ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া

সেবন দ্বারা সূক্ষ্মগাড়ীগত, নস্য দ্বারা ঊর্দ্ধগত, বস্তি ক্রিয়া দ্বারা পক্বাশয় গত, এবং নিরূহণ ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্ব দেহগত বায়ু-বিকার প্রশমিত হয়। অঙ্গশোষ প্রভৃতি সমুদয় বাতব্যাধি এবং পিত্ত শ্লেষ্মজ ব্যাধিসমূহ এবং বন্ধ্যাত্ব দোষ, অকাল জরা-পলিতাদিও এই তৈল ব্যবহারে নিবারিত হইয়া থাকে।

মহারাজপ্রসারণী তৈল।—গন্ধভাদূলে সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, পীতঝাঁটি পঁচিশ সের, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, শতমূলী; রাস্না, পুনর্নবা, কেয়ামূল, দশমূলের দশটি দ্রব্য এবং পালিধা ছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে বার সের, দেবদারু ছয় সের এক পোয়া, শিরীষ ছাল ছয় সের এক পোয়া, লাক্ষা তিন সের দুই ছটাক ও লোধ তিন সের দুই ছটাক, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র দুইশত মন জলে সিদ্ধ করিয়া একশত আটাশ সের অবশেষে নামাইবে। পরে শুক্ত চৌষট্টি সের, দুগ্ধ চল্লিশ সের, দধি চল্লিশ সের, দধির মাত ষোল সের, ইক্ষুরস বত্রিশ সের এবং ছাগমাংস সাড়ে সাঁইত্রিশ সের। একশত আশী সের জলে সিদ্ধ-করিয়া আটষট্টি সের অবশেষ রাখিবে। আর ষাটপল মঞ্জিষ্ঠা, ষাট্ সের জলে সিদ্ধ করিয়া প'নের সের অবশেষ রাখিবে। এই সমস্ত কাথাদি দ্রব পদার্থের সহিত রক্তচন্দন, পিঁপুল, শুঁঠ ও মরিচ—প্রত্যেক দ্রব্য ছয় পল এবং হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্‌ফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরপুষ্পী, শঠী, মুতা, নাগরমূতা, পদ্মফুল, নীল সুঁদী ফুল, পিঁপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল, চাকুন্দে মূল, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ—(জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণী জীবন্তী, যষ্টিমধু, প্রত্যেক দ্রব্য চব্বিশ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত আটষট্টি সের তিল তৈলের যথাবিধি প্রথম পাক করিবে। তৎপরে লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, মৌরী, জটামাংসী,

দেবদারু, বালা, শিলারস, শ্বেতচন্দন, লালুকা-কাষ্ঠ ছোট এলাইচ; কুন্দরুখোটী, মুরামাংসী, কুলপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নখী, পদ্মপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নখীও অশ্বত্থমূলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নখী, দারুচিনি, তেজপত্র, চই, খটাশী, চাঁপারকলি, মৌফুল, রেণুক, পিড়িংশাক ও মরুয়া ফল প্রত্যেকটি তিন পল। এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক এবং পঞ্চাশ সের গন্ধ জলের সহিত (গন্ধজল প্রস্তুতের নিয়ম ঃ—তেজপাতা, পত্রক অর্থাৎ তেজপাতার ন্যায় একপ্রকার পাতা, বেণারমূল, মুতা ও বালামূল প্রত্যেক দ্রব্য ২০০ তোলা, কুড় ১০০ তোলা, জল ১০০ সের, শেষ ৫০ সের) এই তৈলের যথারীতি দ্বিতীয় পাক করিবে। তাহার পর নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, লতা কস্তুরি, লবঙ্গ, অগুরু, কক্কোল, জৈত্রী, জায়ফল, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য তিন পল, মৃগনাভি ছয় পল, কর্পূর বার তোলা— এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক এবং চন্দনের জল পঁচিশ সের ও পঁচিশ সের গন্ধ জলের সহিত সেই তৈলের তৃতীয় পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহার সহিত পুনর্নবা, মৃগনাভি ছয় পল ও কর্পূর বার তোলা মিশাইয়া রাখিবে।

সেবনের ঔষধ।—পক্ষাঘাত রোগ যদি কফপ্রধান হয়, তাহা হইলে **বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, চিন্তামণিচতুর্মুখ বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি**—এই তিনটি ঔষধের কোনো একটি প্রয়োগ করিবে। একবেলা এই তিনটি ঔষধের যে কোনোটি ও অপর বেলা **ছাগলাদ্য ঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত** ও মধ্যাহ্নে কোনো একটি পাচক অথচ আগ্নেয় ঔষধের ব্যবস্থা হিতকর। নিম্নে বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, চিন্তামণিচতুর্মুখ ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি এবং ছাগলাদ্য ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃতের উপাদান বলা যাইতেছে—

চিন্তামণিচতুর্মুখ।—রসসিন্দুর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা,

অভ্র ১ তোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা—একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিয়া এবং উহা এরণ্ডপত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া তিন দিন ধান্য রাশির মধ্যে রাখিবে। তৎপরে ২ রতি পরিমিত বটি করিবে। মধু ও ত্রিফলা ভিজান জল সহ ব্যবস্থেয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ, প্রমেহ, অশ্মরী প্রদর, সূতিকাজ্বর, যক্ষ্মা ও বহুমূত্র প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়। ইহা বল, অগ্নি, পুষ্টি ও কান্তিবর্দ্ধক।

উপাদানগুলির পরিচয়।—রসসিন্দুরের গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহা ত্রিদোষনাশক, অন্যান্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত হইলে অথবা অনুপানের প্রভেদ অনুসারে ইহার ক্রিয়া যোগবাহী হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় পুষ্টিকারক। লৌহ—ত্রিদোষনাশক। অভ্র—ত্রিদোষনাশক। স্বর্ণ—পরম পুষ্টিকর রসায়ন। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করায় ইহার পুষ্টিকারিতা শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ।—পারদ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী অমৃত, গণিয়ারি ও সোহাগার খই—একত্র মুণ্ডিরীর রস ও নিসিন্দাপাতার রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া দুই রতি বটী। পিঁপুলচূর্ণ ও জিঙ্গিরির ক্বাথসহ প্রযুজ্য। ইহা দ্বারা গৃধ্রসী, অববাহুক ও ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

উপাদানগুলির পরিচয়।—পারদ—ত্রিদোষনাশক, লৌহ—ত্রিদোষনাশক। স্বর্ণমাক্ষিক, অনেকটা স্বর্ণেরই অনুরূপ গুণবিশিষ্ট, রসায়ন। গন্ধক—কিছু পিত্তকর, কিন্তু রসায়ন। হরিতাল—কফ-পিত্ত-বিনাশক, কিন্তু রসায়ন। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক। কাঁকড়াশৃঙ্গী—বায়ুনাশক, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধবাত নিবারক। অমৃত—কফনাশক। গণিয়ারি—বায়ুনাশক। সোহাগার খই—ইহা বায়ু ও পিত্তকারক, কিন্তু অগ্নিবর্দ্ধক। মুণ্ডিরীর রস—ইহা গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি

যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদ ও গুহ্যস্থ ব্যাধি নাশক।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি।—হীরক, স্বর্ণ ও মুক্তাভস্ম—প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ এবং অভ্র ও রসসিন্দূর প্রত্যেক দ্রব্য ৪ ভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ রতি পরিমিত বটি। এই ঔষধ সেবনে বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত বিকারসমূহ এবং প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ পুষ্টি, আয়ু ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক। এই ঔষধ তরল কফে আদার রসসহ, শুষ্ক কফে মধুর সহিত, পিত্তদুষ্টিতে ঘৃত ও চিনির সহিত, দুষ্ট বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে পিঁপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত এবং প্রমেহ রোগে মধুর সহিত ব্যবস্থেয়।

উপাদানগুলির গুণ।—

হীরক—

আয়ুঃ পুষ্টি বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ জারিত হীরক সেবনে আয়ু বৃদ্ধি, দেহের পুষ্টি, বল, বীর্য্য ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্যসাধন, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও বিবিধ রোগ ধ্বংস হয়।

স্বর্ণ—পরম পুষ্টিকর রসায়ন।

মুক্তা।—

মুক্তাকষায়াস্বাদ্বী চ বলপুষ্টি-প্রদায়িনী।
বৃষ্যা নেত্রহিতা রাজযক্ষ্মঘ্নী বিষনাশিনী॥
স্ত্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাৎ গ্রহপাপনুৎ।

ইহা কষায়-মধুর রস, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃষ্য, নেত্রের হিতকর, বিষদোষ ও রাজযক্ষ্মানাশক। ইহা স্ত্রীদিগের কান্তি ও রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত করে। মুক্তা অঙ্গে ধারণ করিলে গ্রহদোষ ও পাপ নষ্ট হয়।

লৌহ—ত্রিদোষনাশক। অভ্র এবং রসসিন্দুর—পরম পুষ্টিকর রসায়ন।

ছাগলাদ্য ঘৃত।—গব্যঘৃত চারিসের, ছাগমাংস পঞ্চাশ পল ও দশমূল পঞ্চাশ পল, একত্র পাকার্থ জল চৌষট্টি সের, শেষ ষোল সের, দুগ্ধ চারিসের ও শতমূলীর রস চারি সের এবং কল্কার্থ জীবনীয়গণ মিলিত এক সের। যথা নিয়মে পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। এই ঘৃত সেবনে অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণশূল, বাধির্য্য, বাক্যের জড়তা, পঙ্গুতা, কুব্জতা, ও গৃধ্রসী প্রভৃতি নিবারিত হয়। কেহ কেহ এই ঘৃতের কল্ক দ্রব্যের মধ্যে ২ ভাগ যষ্টিমধু লইয়া থাকেন।

উপাদান গুলির পরিচয়—

গব্যঘৃত—

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥
মেধালাবণ্য কান্ত্যোজস্তেজো বৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মী পাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধি রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥

ইহা অত্যন্ত চক্ষুর হিতকর, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন পিত্তনাশক, কফাপহারক, মেধাজনক, লাবণ্য বর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, দুর্ভাগ্য বিনাশক, পাপহারক, রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধি, রুচিকারক ও মনোজ্ঞ। সমস্ত ঘৃত অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ।

ছাগমাংস।—

ছাগমাংসং লঘুস্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহিস্থাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।

অর্থাৎ ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, মধুর বিপাক, ত্রিদোষ নাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুর রস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীর্য্যকারক।

দশমূল।—

দশমূলং ত্রিদোষঘ্নং শ্বাসকাস শিরোরুজঃ।
তন্দ্রাশোথজ্বরানাহ পার্শ্বপীড়া রুচির্হরেৎ॥

দশমূল (বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর)—ত্রিদোষনাশক এবং শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, তন্দ্রা, শোথ, জ্বর, আনাহ, পার্শ্বশূল ও অরুচিনাশক।

জীবনীয়গণ।—

জীবনীয়গণঃ প্রোক্তঃশুক্রকৃদ্ বৃংহণো হিমঃ।
গুরুগর্ভ প্রদস্তন্য কফকৃৎ পিত্তরক্তহৃৎ।
তৃষ্ণাং শোষং জ্বরং দাহং রক্তপিত্তং ব্যাপোহতি॥

জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যষ্টিমধু, জীবন্তী, মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী ইহাদের মিলিত নাম জীবনীয়গণ। ইহারা মিলিত হইলে শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, শীতবীর্য্য, গুরু, গর্ভপ্রদায়ক, স্তন্যদুগ্ধজনক, এবং পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, শোষ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্ত বিনাশক।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ষোল সের, কল্কার্থ ছাগমাংস,

দশমূল, বেড়েলা ও অশ্বগন্ধা—প্রত্যেক দ্রব্য একশত পল অর্থাৎ সাড়ে বার সের, পৃথক পৃথক চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যেকটির ষোল সের অবশেষ রাখিবে এবং যথাক্রমে এক একটি ক্বাথের সহিত এক একবার ঘৃতপাক করিবে। তাহার পর ষোল সের দুগ্ধ ও ষোল সের শতমূলীর রসের সহিত পৃথক পৃথক পাক করিয়া কল্কপাক করিবে। কল্ক দ্রব্য—যথা জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, নীলশুঁদি, মুতা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানি, মাষানি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু. ত্রিফলা, তগরপাদুকা. তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতিপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, রেণুকা, এলবালুকা, বিড়ঙ্গ ও জীরা—প্রত্যেক দ্রব্য চারি তোলা। পাকশেষে ছাঁকিয়া ঐ ঘৃতের সহিত দুই সের চিনি মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃতের সমুদয় পাকই তাম্র পাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিতে সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা সেবনে পক্ষাঘাত, অপস্মার, উন্মাদ. গৃধ্রসী, অর্দ্দিত, ধনুঃস্তম্ভ ও অপতানক প্রভৃতি সকল প্রকার বায়ুরোগ এবং রক্তপিত্ত, শোষ, ক্ষয়, শুক্রমেহ, শুক্রতারল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, প্রদরাদি স্ত্রীরোগ, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, আনাহ এবং চাতুর্থক জ্বর প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ অতি বিরল।

পক্ষাঘাত যদি পিত্ত প্রধান হয়, তাহা হইলে প্রাতে অন্য ঔষধ না দিয়া **বৃহৎ বাতচিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি** কিম্বা **যোগেন্দ্র রসের** ব্যবস্থা করিবে। ত্রৈলোক্যচিন্তামণির উপাদান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্য দুইটি ঔষধের উপাদান নিম্নে বলা

বৃহৎ বাতচিন্তামণি।—স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ এবং রস সিন্দূর ৭ ভাগ। একত্র ঘৃতকুমারীর রস সহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটি। বিবেচনা পৃথক অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু বিকার ও পিত্তবিকার সমূহ নষ্ট হয়।

উপাদান গুলির পরিচয়।—ইহার সমস্ত উপাদানই বায়ুনাশক এবং বলকারক বলিয়া এই ঔষধ সকল প্রকার বাত-ব্যাধিতেই প্রশস্ত।

যোগেন্দ্র রস।—রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ—প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। একত্র ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া তিন দিন ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া ২ রতি পরিমিত বটি করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল ও চিনি। ইহা সেবনে উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত ও ইন্দ্রিয়নাশ প্রভৃতি বায়ুবিকার সমূহ এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগনাশক দ্রব্যের অনুপান সহ সেবনে পিত্তরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, অম্লপিত্ত, শূল, অর্শঃ, ভগন্দর ও কৃশতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

যদি কেবল বায়ুজনিত পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রাতে অন্য কোন ঔষধ না দিয়া কেবল **রসরাজ রসের** ব্যবস্থা করিবে। উহার উপাদান এই—

রসরাজ রস।—রসসিন্দুর ৮ আট তোলা। অভ্র ২ দুই তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা। একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী ও ক্ষীর-কাকোলী—প্রত্যেকটি, অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিবে। তাহার পর কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৫ পাঁচ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। দুগ্ধ ও চিনির জল অনুপানে সেবন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক,

হনুস্তম্ভ, মস্তক ঘূর্ণন এবং বাধির্য্য প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারক।

যদি পক্ষাঘাতে ব্যাধির স্থান শুষ্ক হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রাতে রসরাজ রস মধ্যাহ্নে কোন একটি আগ্নেয় ঔষধ এবং বৈকালে অশ্বগন্ধাঘৃত বা বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত সেবনের ব্যবস্থা করিবে। এরূপ অবস্থায় অন্যান্য তৈল অপেক্ষা অশ্বগন্ধা তৈল, সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল বা শ্রীগোপাল তৈলের মালিশ অধিক উপকারী। অশ্বগন্ধা ঘৃত, অশ্বগন্ধা তৈল ও শ্রীগোপাল তৈলের প্রস্তুত প্রণালী রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারে বলা যাইবে। এখানে কেবল সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈলের পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে—

সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল।—তিল তৈল ⁄৪ সের, মাষ কলায়ের কাথ ⁄৪ সের, বেড়েলার কাথ চারি সের, রাস্নার কাথ ⁄৪ সের, দশমূলের কাথ ⁄৪ সের, কুলথকলাই, কুলশুঁঠ ও যব—এই তিনটি দ্রব্যের মিলিত কাথ ⁄৪ সের ছাগমাংস কাথ ⁄৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, আলকুশী বীজ, সৈন্ধব, শুল্‌ফা, এরণ্ডমূল, মুতা ও ত্রিকটু—প্রত্যেকটি দুই তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কম্পবাত, বাহুশোষ, অববাহুক, অর্দ্দিত, কুব্জ ও অপতানক আরোগ্য হয়। কর্ণশূল, কর্ণনাদ ও খল্লীতেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

অর্দ্দিত।

ব্যবস্থা—অর্দ্দিত রোগে রসোন ছেঁচিয়া মাখনের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে। বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ ও এরণ্ডমূল প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—ইহাদের কাথ পানে অর্দ্দিত রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। অনেকে ঐ কাথের নস্য লওয়ারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মাষকলায় দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত

করিয়া নবনীতসহ ভক্ষণে অর্দ্দিতরোগে উপকার হইয়া থাকে। পক্ষাঘাত রোগে যে **মাসবলাদি কষায়ের** কথা বলা হইয়াছে, অর্দ্দিত রোগে নাসিকা দ্বারা ঐ ক্বাথ পান করিলে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। পক্ষাঘাতে যে মাষতৈল, মহামাষতৈল এবং মহাকুক্কুটমাংসতৈলের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলিও অর্দ্দিত রোগে হিতকর।

পক্ষাঘাতে যে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস এবং রসরাজ রসের কথা বলা হইয়াছে, অর্দ্দিত রোগেও সেগুলির ব্যবস্থা করিবে।

হনুগ্রহ চিকিৎসা।

ব্যবস্থা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হনুগ্রহ দুই প্রকার, সংবৃতাস্য অর্থাৎ মুখ বন্ধ হইলে ঐ অবস্থাতেই থাকে, আর বিবৃত করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় তিল, মসিনা প্রভৃতি তৈলাক্ত দ্রব্যের দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে এবং দুগ্ধ দ্বারা ঐসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বারংবার পুলটিশ প্রদান করিবে। ইহাতেও ঐরূপ অবস্থা দূরীভূত না হইলে পক্ষাঘাতে যে মহামাষ, নিরামিষ মহামাষ এবং মহাকুক্কুট মাংসতৈলের কথা বলা হইয়াছে, হনুদ্বয়ে তাহার কোনো একটি মালিশ করিবে। এইরূপ হনুগ্রহে সর্ব্বদাই কথা বলিবার চেষ্টা করা উচিত।

বিকৃতাস্য হনুগ্রহে চোয়াল এরূপভাবে আটকাইয়া যায় যে, মুখ আর বন্ধ করা যায় না। এরূপ অবস্থায় স্নেহাভ্যঙ্গ করিয়া স্বেদ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে এবং দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা পীড়ন করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা চিবুক উন্নত করিবার চেষ্টা করিবে।

মন্যাস্তম্ভ চিকিৎসা।

ব্যবস্থা।—এই রোগে কুক্কুটডিম্বের দ্রবাংশ সৈন্ধব লবণ ও গব্যঘৃত মিশাইয়া এবং গরম করিয়া গ্রীবাদেশে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

অশ্বগন্ধা মূলের প্রলেপ এবং খাঁটি সরিষার তৈল মর্দ্দন করিলেও এইরূপ অবস্থায় উপকার হয়। এই রোগে প্রথমতঃ কফহর ক্রিয়া করিয়া তাহার পরে বাতনাশক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; কারণ এই রোগ কফাবৃত বায়ুর কার্য্য। এই রোগে প্রথমতঃ বালুকাস্বেদ, মাষকলায় ভাজিয়া তাহার স্বেদ, ফ্লানেল দ্বারা স্বেদ, গরম জল পূর্ণ বোতলের স্বেদ প্রভৃতি উপকারী। এই রোগে মন্যা অর্থাৎ গ্রীবাপ্রদেশের শিরায় বেদনা বেশী অনুভূত হইলে রাইসরিষা, রসোন, সজিনাছাল ও সিদ্ধির উষ্ণ প্রলেপ দিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। এই রোগে প্রাতে **কৃষ্ণ-চতুর্ম্মুখ** বা **বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ** ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে **লক্ষ্মী-বিলাস** সেবনের ব্যবস্থা করিবে এবং **কুব্জপ্রসারণী তৈল,** মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। নিম্নে ঐ ঔষধগুলির উপাদান বলা যাইতেছে।

কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য এক ভাগ এবং স্বর্ণ সিকি ভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিয়া তিন দিন ধান্যরাশির মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধান্যরাশি হইতে বাহির করিয়া ২ রতি পরিমিত বটি করিবে। মধু ও ত্রিফলার জল অনুপানে বা অবস্থা বিবেচনায় অন্যরূপ অনুপানে প্রযুজ্য। ইহা দ্বারা মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, অর্শ, প্রমেহ, পাণ্ডু, শূল, শ্বাস, কাস, অম্লপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বলিপলিতনাশক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশের উপাদান পক্ষাঘাত চিকিৎসায় বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীবিলাসের উপাদান শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ অধিকারে বলা যাইবে।

কুব্জপ্রসারণী তৈলের উপাদান:—

কুব্জপ্রসারণী তৈল।—তিল তৈল ১৬ ষোল সের, গন্ধ-ভাদুলে ১২॥ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের,

রুধির মাত ষোল সের, কাঁজি ১৬ ষোল সের, দুগ্ধ ৩২ বত্রিশ সের, কল্কার্থ—চিতামূল, পিঁপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্‌ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিঁপুল, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটি—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই পল। যথাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুব্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বায়ুরোগ এবং বাতশ্লৈষ্মিক রোগসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে।

শিরোগ্রহ চিকিৎসা।

এই রোগে ঘৃত বা ঐরূপ অন্য স্নেহ পদার্থের কবল ধারণ হিতকর। সেবনের জন্য মহালক্ষ্মীবিলাসের ব্যবস্থা করিবে।

গৃধ্রসী চিকিৎসা।

ব্যবস্থা। গৃধ্রসী মাত্রেই শ্লেষ্মানুবন্ধ থাকে, এজন্য তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই গৃধ্রসী আবার দুইপ্রকার বাতজ ও বাতশ্লেষ্মজ। বাতজ গৃধ্রসীতে কম্প বা স্পন্দন অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থায় দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠের ক্বাথ উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ড তৈলের সহিত মিশাইয়া পান করিতে দিবে। রাস্না ৮ আট তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ১০ দশ তোলা—গব্যঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া এক আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিতে দিলে কম্প ও স্পন্দনযুক্ত বাতজ গৃধ্রসীতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। কেবলমাত্র দশমূলের ক্বাথ ও এরণ্ডতৈল পানেও এইরূপ বাতজ গৃধ্রসী উপশমিত হয়। মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দাপাতার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা শেফালিকা ফুলের পাতার ক্বাথ শুধু অগ্নিজালে প্রস্তুত করিয়া সকল প্রকার গৃধ্রসীতেই একবার করিয়া মহালক্ষ্মী বিলাসের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। বেদনা স্থানে মাষকলায় ভাজিয়া স্বেদ দিবার এবং প্রসারণী প্রভৃতি তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বিশ্বচী ও অববাহুক এবং বাহুশোষ চিকিৎসা।

এই রোগে মহামাষতৈল বা সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল মর্দ্দনের এবং রসরাজ, বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। দশমূল, ও মাষকলায় ইহাদের ক্বাথে তিল তৈল ও গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রাত্রিকালীন ভোজনের পর নস্য লইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। বাহুশোষরোগে শালপাণির সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা করিবে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষ ও পাদদাহ চিকিৎসা।

এই রোগের চিকিৎসা অনেকটা বাতরক্তের ন্যায়। গুগ্‌গুলুঘটিত ঔষধ এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী। শোধিত গুগ্‌গুলু অর্দ্ধ তোলা এরণ্ড তৈল ও ত্রিফলার ক্বাথসহ প্রত্যহ পান করিলে এই রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। বৃদ্ধদারকবীজ এক রতি এবং অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধ একত্র পান করিলেও এই রোগে উপকার হয়। ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলুটি একবার করিয়া এই পীড়ায় সেবনের ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে ঃ—

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু।—বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুষ (অভাবে ধনে,) গুলঞ্চ, শতমূলী গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুল্‌ফা, শঠী, যমানী ও শুঁঠ—প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত গুগগুলু ১২ তোলা এবং ঘৃত ৬ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া।• চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ বা গরম জলসহ সেব্য। ইহা সেবনে কটিগ্রহ গৃধ্রসী, হনুগ্রহ এবং বাহু, পৃষ্ঠ, জানু, পাদদ্বয়, সন্ধি অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুগত বাতরোগ বিদূরীত হয়।

বাতারি গুগ্‌গুলটি ও এই অবস্থায় উপকারী। উহার উপাদান আমবাত অধিকারে বলা যাইবে। বাতরক্ত অধিকারের **কৈশোর**

গুগ্‌গুল্, অমৃতাগুগ্‌গুল্, যোগরাজ গুগ্‌গুল্ প্রভৃতি এবং পক্ষাঘাতে যে **যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাতচিন্তামণির** কথা বলা হইয়াছে, সে গুলিও এই রোগে ব্যবস্থা করিবে।

পঙ্গু, খঞ্জ, কলায়ভঞ্জ ও বাতকণ্টক চিকিৎসা।

যে ত্রয়োদাঙ্গ গুগ্‌গুলুর পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইল, পঙ্গু, খঞ্জ, কলায়ভঞ্জ ও বাতকণ্টক চিকিৎসায় তাহা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ অবস্থায় দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠের ক্বাথসহ এরণ্ডতৈল পান হিতকর। দশমূল, রাস্না, মাষকলায়, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূলের স্বেদ প্রদানও এইরূপ অবস্থায় উপকারী। মহাকুক্কুটমাংস তৈল, সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল প্রভৃতি এই সকল রোগে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

জিহ্বাস্তম্ভ ও মিন্‌মিন্ গদগদ চিকিৎসা।

সৈন্ধব লবণের সহিত দশমূলের ক্বাথ মিশাইয়া কবল করিবার ব্যবস্থা করিবে। প্রাতে **চিন্তামণি বা ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, বৈকালে ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত এবং সন্ধ্যার সময় কল্যাণাবলেহ বা অষ্টাঙ্গ অবলেহ সেবনের** ব্যবস্থা এই রোগে হিতকর; অষ্টাঙ্গ অবলেহের কথা জ্বরবিকারে বলা হইয়াছে, এইস্থলে কেবল কল্যাণাবলেহ প্রস্তুতের বিধি বলা যাইতেছে :—

কল্যাণাবলেহ।—হরিদ্রাচূর্ণ, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব—প্রত্যেক সমভাগ, /০ এক আনা

মাত্রায় ঘৃতসহ লেহন করিবে। অবস্থা বিশেষে আদার রস ও মধুসহ লেহন করা যায়।

এই রোগে স্বরভঙ্গ অধিকারে **ব্রাহ্মীঘৃত** বিশেষ উপকারী। উহার উপাদান স্বরভঙ্গ অধিকারে বলা যাইবে।

অসংশোষ চিকিৎসা।

বাজীগন্ধাদি কষায় এই রোগে বিশেষ উপকারী।

ইহার উপাদান—

বাজীগন্ধাদি কষায়।—অশ্বগন্ধা, পীতবেড়েলা, গোরক্ষ, চাকুলে, দশমূল, শুঁঠ, শ্বেত কেলেকড়া, রক্ত কেলেকড়া ও রাস্না —মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। এই রোগে **প্রাতে রসরাজ রস, যোগেন্দ্র রস বৃহৎ বাতচিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি** প্রভৃতির কোনো একটি ঔষধ এবং **বৈকালে ছাগলাদ্যঘৃত বা মহাকল্যাণক ঘৃত** পানের এবং **মহামাষ তৈল, মহাকুক্কুট মাংস তৈল প্রভৃতি** মালিশের ব্যবস্থা করিবে। **মধ্যম নারায়ণ তৈল বা মহানারায়ণ তৈল**—যাহা উন্মাদ অধিকারে বলা হইয়াছে, তাহাও এই অবস্থায় উপকারী। মহাকল্যাণক ঘৃতের কথা স্বরভেদ অধিকারে বলা হইবে।

তূণী ও প্রতিতূণী চিকিৎসা।

এই উভয়রোগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ এক আনা মাত্রায় সেবন হিতকর।

পিপ্পল্যাদিগণ।—পিঁপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি পাতা, রেণুক, জীরে,

বামুনহাটি, মহানিম্ব ফল, হিং হরীতকী, কটকী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ ও মূর্ব্বামূল। প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ।

হিং ৩ রতি ও যবক্ষার চারি আনা একত্র মিশাইয়া এই রোগে বেদনা স্থানে মর্দ্দন ও ১ তোলা ঘৃতসহ পান করিলে এই অবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে।

এই রোগে **প্রাতে চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাত-চিন্তামণি প্রভৃতি** এবং অন্য সময়ে নাসাধিকারের ঔষধ সমূহ ও অষ্টাদশ শতিকাপ্রসারণী তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

আধ্মান চিকিৎসা।

আধ্মান রোগে পিঁপুল চূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীর মূল চূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা—একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিবে। দেবদারু, কুড়, শুল্‌ফা, হিং ও সৈন্ধবলবণ, বেড়েলা, একত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শূল ও আধ্মান রোগ আরোগ্য হয়। পেটে তৈল ও জল মালিশ করিয়া স্বেদ দিলেও আধ্মান রোগে উপকার হইয়া থাকে। তার্পিণতৈলের মালিশও আধ্মানে হিতকর। কুলের আঁটির শাঁস, কুলথকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, তিসী, তৈল বিশিষ্ট কোন ফল (যথা সরিষা), কুড়, বচ, শুলফা ও যবচূর্ণ—সমভাগে লইয়া কাঁজিতে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে আধ্মান রোগে উপকার হয়। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতির মালিশও আধ্মানে হিতকর।

সেবনের ঔষধ মধ্যে ভাস্কর লবণ ও বজ্রক্ষার মিশাইয়া গরম জলসহ সেবন করিতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই রোগে প্রাতে **চিন্তামণি, ত্রিফলা ভিজান জলসহ এবং বৈকালে ভাস্কর লবণ ও বজ্রক্ষার** মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের সকল ব্যবস্থাই আধ্মান রোগে হিতকর জানিবে।

প্রত্যাধ্মান চিকিৎসা।

আধ্মান রোগে বমন করান নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রত্যাধ্মান রোগে বমন করান ব্যবস্থা। এই অবস্থায় লবণ ও জল মিশাইয়া বমন করাইবার ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে বমন না হইলে তুঁতে চূর্ণ এক আনা বা অশোধিত তাম্রভস্ম—জলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। আধ্মানে যেমন বমন প্রশস্ত নহে, সেইরূপ প্রত্যাধ্মানেও বিরেচন নিষিদ্ধ।

এই রোগে ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য আহার করিতে দিবে না।

রোগের পরিমাণ কম না হইলে কোনো বিশেষ ঔষধ দিবারও প্রয়োজন নাই, রোগের পরিমাণ কম পড়িলে বজ্রক্ষার প্রভৃতি দীপনীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিও।

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা চিকিৎসা।

নারায়ণ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিষ্ণুতৈল প্রভৃতির মালিশ এই রোগে হিতকর।

এই রোগ যদি সঞ্চারী ও কেবল বাতময় হয়, তাহা হইলে গুল্ম রোগের ন্যায়, নতুবা অন্তর্বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। এই রোগে প্রাতে **চিন্তামণি-চতুর্ম্মুখ—ত্রিফলার জলসহ, মধ্যাহ্নে অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ ও বৈকালে গুল্ম কালানল রস বা কাঙ্কায়ন গুড়িকা** ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ধনুস্তম্ভ চিকিৎসা।

এই রোগে চোয়াল বন্ধ হইয়া যায়, ঘাড়ে বেদনা হয় ও পার্শ্বদ্বয়

ভাঙ্গিয়া পড়ে। চোয়ালে বালুকা স্বেদ ও মাষকলাইয়ের স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে প্রথমে কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ দিয়া পরে অবসাদক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

খল্বী চিকিৎসা।

তৈলের সহিত কুড়, সৈন্ধব লবণ ও চূক্র মিশাইয়া গরম করিয়া খালধরা স্থানে মালিশ করাইবে। বিশ্বচীতে যে সমস্ত ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে সেই সকল ব্যবস্থা করিবে।

বেপথু চিকিৎসা।

ইহাতে শীতল ক্রিয়া নিষিদ্ধ এবং গরমে থাকা কর্ত্তব্য। এই রোগে **কল্প ও চতুর্ম্মুখ** প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও **মাষতৈল** প্রভৃতির মর্দ্দন হিতকর।

সকল প্রকার বাতব্যাধিই অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ, অল্পদিনে ইহার উপশম হয় না। ঔষধ অপেক্ষা তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বাতব্যাধিতেই বেশী উপকার হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে ও রাত্রে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গী, কই, খলিসা প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, মাংসের যূষ। ডুমুর, মোচা, পটোল, মানকচু, বেগুন, কুমড়া, থোড়, এঁচোড় প্রভৃতির তরকারি। কলায় প্রভৃতির দাল। দুগ্ধ, নবনীত, ঘোল। পাকা পেঁপে, দাড়িম, কিসমিস, খেজুর প্রভৃতি এবং ঘৃত, ময়দা, সুজি ও চিনিতে প্রস্তুত সকল প্রকার দ্রব্য। পক্ষাঘাতে রাত্রিতে লুচি বা রুটী। পক্ষাঘাতে শীতল জলে স্নান বিধেয় নহে, উষ্ণ জলে সহ্যমত স্নান করিবেন। পক্ষাঘাতে স্নান যত কম হয় ততই মঙ্গল।

আমবাত (Rheumatism)

আমবাত কি ?—চলিত কথায় আমবাতকে সকলে বাতই বলিয়া থাকেন। ক্ষীর-মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার, অতিরিক্ত মৈথুন, স্নিগ্ধাদি দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, সন্তরণাদি জলক্রীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও গমনাগমন শূন্যতার অভাবে বায়ু কর্ত্তৃক আমাশয় ও সন্ধিস্থল প্রভৃতি কফ স্থানে সঞ্চিত ও দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। অঙ্গ মর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক ও শোথ—এই কয়টি আমবাতের লক্ষণ।

সাধারণ চিকিৎসা।—এই রোগ উৎপন্ন মাত্র চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, নতুবা ইহা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। লঙ্ঘন, স্বেদ ও বিরেচন আমবাতের প্রধান চিকিৎসা। স্বেদ কিন্তু স্নিগ্ধ দেওয়া উচিত নহে, বালুকার পোট্টলী উত্তপ্ত করিয়া তাহার দ্বারা স্বেদ দিবে। স্বেদের মত প্রলেপও আমবাতে হিতকর। সজিনার ছালের প্রলেপ আমবাতের প্রথম অবস্থায় বেশ উপকারী। কুলেখাড়া, কেউমূল, সজিনাছাল ও উইমাটি—গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতে উপকার হয়। শুলকা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণ ছাল, পীত বেড়েলা, পুনর্নবা, শঠী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তী ফুল ও হিং—এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে কিম্বা কৃষ্ণজীরা, পিঁপুল, নাটার বীজের শাঁস ও শুঁঠ—সমভাগে আদার রসের সহিত বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

আমবাতের বেদনা নিবারণের জন্য—তেকাটা সীজের আটা লবণ মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে লাগাইলে শীঘ্র বেদনার উপশম হয়।

শঙ্কর স্বেদ—আমবাতে বিশেষ উপকারী। উহার ব্যবস্থা এইরূপ:—কার্পাস বীজ, কুলত্থকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা ও শন বীজ এই সমস্ত দ্রব্য বা ইহাদের মধ্যে যে কয়টি পাওয়া যায়, তাহাই কুটিয়া ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটি পুঁটলী বাঁধিবে। একটি হাঁড়ির মধ্যে কাঁজি দিয়া, একখানি বহু ছিদ্রযুক্ত শরা দ্বারা সেই হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া সংযোগ স্থানে লেপ দিবে। তাহার পর ঐ কাঁজিপূর্ণ হাঁড়িটি জ্বালে চড়াইয়া শরার উপরে এক একটি পুঁটলি গরম করিয়া লইবে। ইহারই নাম শঙ্কর স্বেদ। ঐরূপ উত্তপ্ত পুঁটলি দ্বারা স্বেদ দিতে হয়। ইহাতে বাতের বেদনা আশু নিবারিত হয়।

আমবাতে জোলাপ।—আমবাতে এরণ্ড তৈলের জোলাপ লওয়া বিশেষ হিতকর। দশমূল বা শুঁঠের ক্বাথের সহিত অর্দ্ধ ছটাক বা ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে তদপেক্ষা অধিক বা অল্প মাত্রায় এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। তেউড়ী মূল চূর্ণ ১২ বার মাষা, সৈন্ধব লবণ ১২ বার মাষা ও শুঁঠ চূর্ণ ২ দুই মাষা একত্র মিশাইয়া চারি আনা বা ছয় আনা মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবন করিলেও বিরেচন হইয়া আমবাতের শান্তি হইয়া থাকে। কেবলমাত্র তেউড়ী চূর্ণ—তেউড়ীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত সেবন করিলেও বিরেচন হইয়া থাকে। চিতামূল, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ অথবা দেবদারু, বচ, মুথা, আতইচ ও হরীতকী—ইহাদের চূর্ণ আধতোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলেও আমবাতের উপশম হয়।

বাতপ্রধান আমবাতে **রাস্না দশমূল,** শরীরের অধিকাংশ স্থানে শোথ বা আমরস ব্যাপ্ত হইলে **রাস্না পঞ্চক** এবং সকল প্রকার আমবাতেই **রাস্না সপ্তক** পাচন বিশেষ হিতকর। নিম্নে ঐ গুলির উপাদান বলা যাইতেছে:—

রাস্না দশমূল কষায়।—দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু—সমভাগে ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। প্রক্ষেপ—এরণ্ড তৈল দুই তোলা পর্য্যন্ত।

রাস্নাপঞ্চক।—রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ—সমভাগে ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ক্বাথেও বিরেচনার্থ ২ তোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপের ব্যবস্থা করেন।

রাস্না সপ্তক।—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল ফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা—মিলিত ২ দুই তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। ইহাদের ক্বাথে শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠশূল নিবারিত হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বিরেচনার্থ এই ক্বাথে শুঁঠ না দিয়া ২ দুই তোলা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন।

শুঁঠ ও রসোন আমবাতের মহৌষধ। শুঁঠ চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় কাঁজির সহিত সেবনেও অনেক সময় আমবাতের বেশ উপকার পাওয়া যায়। **রসোনাদি কষায়টিও** অনেক সময় আমবাতগ্রস্থ অনেক রোগীকে ব্যবস্থা করিয়া আমরা ফল পাইয়াছি। নিম্নে উহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

রসোনাদি কষায়।—রসোন, শুঁঠ ও নিসিন্দা প্রত্যেকটি ॥৶১০, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। ইহা সকল প্রকার আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসোনপিণ্ড নামক ঔষধটি আমবাতের প্রথমাবস্থায় অনেকে ব্যবহার করেন এবং বিশেষ ফলও পাইয়া থাকেন।

রসোনপিণ্ড।—রসোন ১২॥০ সাড়ে বার সের, খোসা শূন্য তিল ৴॥০ আধসের, হিং, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পঞ্চ লবণ, শুল্ফা, কুড়, পিঁপুলমূল, চিতামূল, যমানী, বনযমানী ও ধনে—ইহাদের

প্রত্যেকটির ১ এক পল পরিমিত চূর্ণ—একটি ঘৃতভাবিত পাত্রে করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য একসের তিলতৈল ও ⁄২ দুইসের কাঁজির সহিত মিশাইয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১৬ ষোল দিন রাখিবে। তাহার পর অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরম জল অনুপান সহ সেব্য। ইহা সেবনে আমবাত, সর্ব্বাঙ্গ বাত, বাত, পক্ষাঘাত. অপস্মার, উন্মাদ, শ্বাস, কাস ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

মহারসোনপিণ্ড।—রসোন ১০০ একশত পল, খোসা শূন্য তিল ৫০ পঞ্চাশ পল, গব্য ঘোল ১৬ ষোল সের, ত্রিকটু, ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপুল, বনযমানী, দারুচিনি, এলাইচ ও পিঁপুলমূল—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক পল, চিনি ৮ আট পল, মরিচ ১ এক পল, কুড় ৪ চারিপল, কৃষ্ণজীরা ৪ চারি পল. মধু ⁄৷৷০ আধ সের, আদা ৪ চারি পল, ঘৃত ৮ আট পল, তিল তৈল ৮ আট পল, শুক্ত ২০ কুড়ি পল, শ্বেত সর্ষপ ৪ চারি পল, রাইসরিষা ৪ চারি পল, হিং ২ দুই তোলা ও পঞ্চ লবণের প্রত্যেক উপাদান ২ দুই তোলা পরিমাণে একত্র রৌদ্রে শুকাইবে এবং ঘৃত ভাবিত কলসে পূর্ণ করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ বার দিন রাখিবে। আধতোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধের সহিত ইহা সেব্য। এক মাস কাল ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার আমবাত, বাতব্যাধি, পিত্তবিকৃতি, শ্লেষ্ম দুষ্টি, গুল্ম, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, ক্ষয়, ক্ষত, অস্থিভঙ্গ ও যোনিশূল নিবারিত হয়। ইহা বলকারক ও আয়ুবর্দ্ধক।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু, বৃহৎ যোগরাজ গুগ্‌গুলু, সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, বাতারি গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ গুলিও আমবাতে বিশেষ উপকারী। নিম্নে ঐ গুলির উপাদান বলা যাইতেছে,—

যোগরাজ গুগ্‌গুলু।—চিতামূল, পিঁপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব,

কুড়ি, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্ব-সমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু। প্রথমতঃ ঘৃতের সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু মাড়িয়া তাহার সহিত চূর্ণগুলি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। আধতোলা মাত্রায় গব্যদুগ্ধ সহ ইহা সেব্য। ইহা সেবনে আমবাত, অস্থি-সন্ধিগত বাত্, উরুস্তম্ভ, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ ও আনাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নি, তেজ ও বলবৃদ্ধিকারক ঔষধ।

বৃহৎ যোগরাজ গুগ্‌গুলু।—ত্রিকটু ত্রিফলা, আকনাদি গুল্‌ফা, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, বন যমানী, বচ, হিঙ্গু হবুষা, গজপিপুল, ছোট এলাইচ শঠী, ধনে, বিটলবণ, সচল লবণ, সৈন্ধব, পিপুলমূল, দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধতুলসী, লৌহ, ধুনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইচ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতামূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, মূর্ব্বামূল, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র—প্রত্যেকটির চূর্ণ সমান, সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু, ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় সেব্য। আমবাত ও সকল প্রকার বাতব্যাধিতে ইহা প্রযুজ্য।

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু।—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,—প্রত্যেক দ্রব্য চারি সের এবং পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ এক সের, একত্র ৯৬ ছিয়ানব্বই সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৪ চব্বিশ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের সহিত ঐ গুগ্‌গুলু ও এরণ্ড তৈল /৷৹ অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, বিছাটি মূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ও মান—প্রত্যেক দ্রব্য চারি তোলা এবং জয়পাল বীজ ১০০০ এক হাজারটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক আলোড়ন করিবে।

শীতল হইলে সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী চারি তোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা চারি আনা। গরম জল বা বা গরম দুগ্ধ সহ সেব্য।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু।—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারি সের, শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ এক সের, জল ৯৬ ছিয়ানব্বই সের, শেষ ২৪ চব্বিশ সের। পরে ঐ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু গুলি বাহির করিয়া তাহা ৮ আট পল কটু তৈলে পেষণ করতঃ ঐ ক্বাথজলের সহিত পাক করিবে। আসন্নপাকে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল, মানকচু, পারদ ও গন্ধক—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি ৪ চারি তোলা এবং ১০০০ এক সহস্র জয়পাল বীজ উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ প্রদান করিয়া নাড়িতে লইবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত, অনুপান উষ্ণ জল বা উষ্ণ দুগ্ধ। ইহার দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং আমবাতাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

বাতারি গুগ্‌গুলু।—এরণ্ড তৈল, গন্ধক, গুগ্‌গুলু ও ত্রিফলা—একত্র পেষণ করিয়া এক মাস কাল অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরম জল বা গরম দুগ্ধ সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে আমবাত, গৃধ্রসী, পঙ্গুতা ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

আমবাতে **আমবাতারি বটি ও বাতগজেন্দ্র সিংহ** নামক ঔষধ ২টির কোনো একটি একবার করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে—

আমবাতারি বটি।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুঁতে, সোহাগা ও সৈন্ধব—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সমুদয়ের দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু

এবং গুগ্‌গুলুর চতুর্থাংশ তেউড়ী চূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ,—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া।০ আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। ত্রিফলা চূর্ণ অথবা ত্রিফলার জল অনুপানে ইহা একবার করিয়া সেব্য। এই ঔষধ পাচক ও বিরেচক। ইহা সেবনে আমবাত, বাতব্যাধি, শিরঃশূল, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃদ্ধি, গুল্ম, প্লীহা, উদর, অষ্ঠীলা, কামলা, পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অর্শ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয়।

বাতগজেন্দ্র সিংহ।—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, মিঠাবিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিং ও জায়ফল—প্রত্যেক দ্রব্য এক ভাগ এবং দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, ত্রিফলা ও জীরা প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৩ তিন রতি বটি করিবে। যথোপযুক্ত অনুপানে সেবন করিলে আমবাত এবং নানারূপ বায়ুবিকার ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও অগ্নিদীপ্তিকর।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল ও প্রসারণী তৈল—দুইটি আমবাতের প্রথমাবস্থায় বেশ উপকারী। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল।—এরণ্ড তৈল ⁄৪ চারি সের, শুলফার কাথ ⁄৪ চারি সের, কাঁজি ⁄৮ আট সের, দধির মাত ⁄৮ আট সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, গজপিঁপুল, রাস্না, শুলফা, যমানী, শ্বেত-ধূনা, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচললবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড় ও পিঁপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে যথানিয়মে পাক করিয়া পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত, বাতব্যাধি, হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আনাহ, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি উপশমিত হয়।

প্রসারণী তৈল।—এরণ্ড তৈল /৪ চারি সের, ১৬ ষোল সের, ভাদুলিয়ার রস সহ পাক করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ পান করিলে আমবাত ও সর্ব্ববিধ শ্লৈষ্মিক রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে অন্ন, রাত্রিতে রুটী বা লুচি। কুলথ কলাই, মুগ, ছোলা, মসূর প্রভৃতির দাল। পটোল, ডুমুর, মানকচু, উচ্ছে, সজিনার ডাঁটা, বেগুন, রসোন, আদা প্রভৃতির তরকারি। ঘৃত, ময়দা, সুজি ও ছোলার বেসমে প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য। রুক্ষ দ্রব্য দ্বারা গাত্রে স্বেদ দেওয়া, উপবাস, অল্প আহার, বিরেচন, তিক্ত দ্রব্য ব্যবহার উপকারক। দুগ্ধ উপকারী নহে, ঘৃত সহ্যমত। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করা উচিত। স্নান যত কম হয়, ততই মঙ্গল। কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এই পীড়ায় কর্ত্তব্য। অপথ্য—মৎস্য, দুগ্ধ, গুড়, পুঁইশাক, মাষকলাই, পিষ্টক, অধিক আহার। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় ও রোগ প্রবলভাব ধারণ করিলে দুই বেলাই অন্নাহার না করিয়া ফুল্কা রুটী খাওয়া উচিত।

শূল চিকিৎসা (Colic)

পরিচয়।—আমবাতও যেমন আমজনিত, শূল রোগও সেইরূপ আমজনিত। এই রোগে উদর মধ্যে শূল-নিখাতবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা আট প্রকার,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও আমদোষজাত ইহা ভিন্ন পরিণাম শূল ও অন্নদ্রব শূল নামে আরও ২ প্রকার শূল রোগ আছে।

শূল চিকিৎসার সাধারণ কথা।—বায়ু ভিন্ন শূল হইতে পারে না, এজন্য সকল প্রকার শূলেই বায়ুনাশক চিকিৎসা করা

কর্ত্তব্য। শূল রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, নতুবা ক্রমশঃ উহা অসাধ্য হইয়া পড়ে।

বিভিন্ন প্রকার যোগ।—উদরে স্বেদ প্রদান **বাতজ-শূলে** বিশেষ উপকারী। খানিকটা মৃত্তিকা জলে গুলিয়া আগুনে পাক করিয়া লইয়া ঘনীভূত অবস্থায় নামাইয়া কাপড়ের পুঁটলি করিয়া বেদনা স্থানে স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়। **পিত্তজশূলে** বমন করান সুব্যবস্থা। পটোল পত্র ও নিমছাল বাটিয়া দুগ্ধ বা জলের সহিত সেবন করাইলে বমন হইয়া পিত্তজ শূলের শান্তি হইয়া থাকে। মলবদ্ধতায় এরণ্ডতৈলের জোলাপ দিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। **কফজশূলে**—বমন এবং লঙ্ঘন দেওয়া হিতকর। কফজ শূলের সহিত আমদোষ থাকিলে মুথা, বচ, কটকী, হরীতকী ও মুর্ব্বামূল—সকল দ্রব্য সমানভাগে গুঁড়া করিয়া মোট চারি আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। **আমজশূলে**—যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ—সমানভাগে চূর্ণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবনে উপকার দর্শে। **ত্রিদোষজশূলে**—সুপক্ব দাড়িমের রস দুই তোলা এবং ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস দুইতোলা একত্র মিশাইয়া তাহার সহিত শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ—প্রত্যেকটি একমাষা মাত্রায় লইয়া ও একটু মধু মিশাইয়া সেবন করাইলে উপকার হয়। **পরিণাম শূলে**—এরণ্ডমূল, বিল্বমূলের ছাল, কণ্টকারি, বৃহতী, টাবালেবুর মূল, পাথরকুচি ও গোক্ষুর মূল সমানভাগে মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া,—এই ক্বাথের সহিত যবক্ষার, হিং ও সৈন্ধব লবণ এক আনা মাত্রায় ও এরণ্ডতৈল অর্দ্ধছটাক একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া রোগের উপশম হইয়া থাকে।

অম্লদ্রবশূলের চিকিৎসা—অম্লপিত্তের

ধাত্রীলোহ, নারিকেল লবণ, সপ্তামৃত লৌহ, তারামণ্ডুর, খণ্ডামলকী প্রভৃতি সকলপ্রকার শূলরোগের বিখ্যাত ঔষধ। নিম্নে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ধাত্রীলৌহ।—যবতণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল /২ দুইসের, শেষ অর্দ্ধসের, শতমূলীর রস, আমলকীর রস, দধি ও দুগ্ধ—ইহাদের প্রত্যেকটি /১ এক সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, গব্যঘৃত ও ইক্ষুরস—ইহাদের প্রত্যেকটি অর্দ্ধসের এবং বিশুদ্ধ মণ্ডুর ৪৮ তোলা।. সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে জীরা, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র ছোট এলাইচ গজপিঁপুল, মুতা হরীতকী, লৌহ, অভ্র, শুঁঠ, পিঁপুল. মরিচ, রেণুক, হরীতকী, আমলা. বহেড়া, তালিশপত্র ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা, অনুপান দুগ্ধ। শাস্ত্রকার ইহা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু সাধারণতঃ ইহা আহারের পূর্ব্বেই সেবন করান হয়।

ধাত্রী লৌহ আর এক প্রকার আছে, তাহা পাকের নহে, তাহার পরিচয়ও নিম্নপ্রদত্ত হইতেছে,—

ধাত্রী লৌহ।—আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা ও যষ্টিমধু চূর্ণ ১৬ তোলা। আমলকীর ক্বাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিয়া।০ আনা মাত্রায় ঘৃত সহ সেব্য। ইহা ভোজনের আদিতে সেবন করিলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ, মধ্যে সেবন করিলে বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং ভোজনের পরে সেবন করিলে অন্নদ্রব শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি প্রশমিত হয়। আমলকীর ক্বাথ প্রস্তুতের নিয়ম—আমলকী ১১২ তোলা, জল ৮৯৬ তোলা, শেষ ১১২ তোলা।

নারিকেল লবণ।—একটি সুপক নারিকেলের উপরি

ভাগে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে সৈন্ধব লবণ যতটা ধরিতে পারে পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকাসংযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক শুকাইয়া লইয়া পুট পাক করিবে এবং পাক শেষে উত্তোলন করিয়া চূর্ণগুলি বেশ করিয়া মিশাইয়া লইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে চারি আনা। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার শূলরোগেই বিশেষ উপকারী।

সপ্তামৃত লৌহ।—যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া—প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ চারি তোলা। একত্র মিশাইয়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে বমি, শূল ও অম্লপিত্ত এবং শূল রোগ নিবারিত হয়।

তারামণ্ডুর।—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মরিচ, পিঁপুল ও শুঁঠ—প্রত্যেকটির চূর্ণ সমভাগ। সমস্ত চূর্ণের সমান মণ্ডূর এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গোমূত্র এবং সর্ব্বসমান গুড়। প্রথমতঃ গোমূত্র, মণ্ডূর ও গুড়—একত্র পাক করিবে ও পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে চূর্ণগুলি নিক্ষেপ করিবে। এই ঔষধও ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেবনের ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ দিয়া গিয়াছেন। মাত্রা ।০ চারি আনা। সাধারণতঃ কিন্তু ভোজনের আদিতে বা অন্তেই ইহা সেবন করান হয়।

খণ্ডামলকী।—শতমূলীর রস চারি সের, গোমূত্র চারি সের, আমলকীর রস চারি সের, মণ্ডূর এক সের, চিনি দুই সের এবং ঘৃত অর্দ্ধ সের। সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিতে থাকিবে এবং পাক হইলে নামাইয়া বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, যমানী, গজপিঁপুল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, লৌহ ও অভ্র—প্রত্যেকটির চূর্ণ চারি তোলা নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। ভোজনের পূর্ব্বে সেব্য।

শ্রীশূল গজ কেশরী।—সকল প্রকার শূল রোগীর জন্যই ব্যবস্থেয়। ইহা সেবনে অষ্টবিধ শূল, প্লীহা, গুল্ম, উদর, জ্বর, অষ্টিলা, আনাহ, মেদ, মন্দাগ্নি, অরুচি, অম্লপিত্ত, আমবাত কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার উপাদান বলা যাইতেছে—

শ্রীশূল গজ কেশরী।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ। তাম্র ২ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত হাঁড়ীর মধ্যে লবণ রাখিয়া উক্ত ঔষধ তাহার উপরিভাগে স্থাপন করিয়া ঔষধের উপরিভাগে পুনর্ব্বার লবণ প্রদান করিয়া পরে উক্ত মৃদ্ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করতঃ গজ পুটে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য।

আমাদের ঘরের এক প্রকার শ্রীশূল গজ কেশরী আছে। ইহা অল্প ব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ অথচ বিশেষ কার্য্যকারী। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে ;—

শ্রীশূল গজ কেশরী।—ইন্দ্রযব ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা সোনামুখী ১ তোলা, কিসমিস ২ তোলা, মিছরি ২ তোলা। প্রথমে কিসমিস ও মিছরি—জলের সহিত বাটিয়া ঘুটিয়ার আগুণে পাক করিবে, পরে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিয়া ২৮টি বটি করিবে। অনুপান গরম জল।

শূলান্তকক্ষার নামক ঔষধটি সর্ব্বপ্রকার শূল বেদনার অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। এই ঔষধ কেবলমাত্র তেঁতুল গাছের চটা ভস্ম করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা। অনুপান ডাবের জল বা শীতল জল। বেদনার সময় ইহা সেবন করাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অবস্থা ভেদে অন্য ঔষধ।—সর্ব্বপ্রকার শূল রোগেই অবস্থা ভেদে অন্য রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বায়ুর

প্রাবল্য এই রোগে বর্ত্তমান থাকে—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই হিসাবে বায়ু রোগের ঔষধাদিও উপযুক্ত অনুপানে ১ বার করিয়া ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় শুভ ফল পাওয়া যায়।

পথ্যাপথ্য। পীড়ার প্রবল অবস্থায় অন্নাহার না দিয়া দুধ বার্লি, দুধ সাগু, দুধ খই প্রভৃতি পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। পীড়ার উপশম হইলে দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, শিঙ্গী, মাগুর, কই, মৌরলা প্রভৃতি মাছের ঝোল, মানকচু, ওল, বেগুন, পটোল, ডুমুর, সজিনার ডাঁটা প্রভৃতির তরকারি এবং রাত্রে যবের মণ্ড, দুধ বার্লি, দুধ খই প্রভৃতি। ডাবের জল এবং হিং এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী। মুড়ি ও নারিকেল—জলখাবারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নারিকেলের সন্দেশ ও কুমড়ার মেঠাইও উপকারী।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, সর্ব্বপ্রকার দাল, শাক, অম্ল, লঙ্কার ঝাল, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি একেবারে বর্জ্জনীয়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ।

উদাবর্ত্ত।—উদাবর্ত্তের পরিচয় আমরা জানিতে পারি, অধোবায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা, অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা—এই গুলির বেগ ধারণ করিলে প্রতিহত বায়ু—উদাবর্ত্ত নামক রোগ উপস্থিত করে। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—"ন বেগান ধারয়েদ্ধিমান।" অর্থাৎ কোন বিষয়েরই বেগ ধারণ করিবে না।

ভিন্ন ভিন্ন বেগ রোধে উৎপন্ন পীড়া।—অধো-বায়ুর বেগ ধারণের ফলে বায়ু, মূত্র ও মলের নিরোধ, উদরস্ফীতি,

ক্লান্তি, উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং আরও নানাপ্রকার বাতজ পীড়া উপস্থিত হয়। মলবেগ রোধের ফলে উদরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ ও শূল বেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা, মলনিরোধ, উদ্গার এবং কখন বা মুখ দিয়া মল নির্গম—এই সকল অবস্থা ঘটে। মূত্রের বেগ ধারণে—মূত্রাশয় ও শিশ্নে শূলবৎ বেদনা, অতিকষ্টে মূত্র নির্গম বা একেবারে মূত্র রোধ, শির:পীড়া, কুঁচকিতে আকর্ষণবৎ যাতনা, শরীর নুইয়া পড়া—প্রভৃতি হইয়া থাকে। জৃম্ভার বেগ ধারণে বায়ু জন্য মন্যাস্তম্ভ, গলস্তব্ধ, শিরোরোগ চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও মুখরোগ জন্মিয়া থাকে। আনন্দ বা শোকাদির জন্য চক্ষুতে জল উপস্থিত হইলে যদি তাহা রোধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে মস্তকভার এবং পীনস ও চক্ষুরোগ উপস্থিত হয়। হাঁচির বেগ ধারণে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত আধকপালে এবং ইন্দ্রিয় সকলের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। উদ্গারের বেগ ধারণে কণ্ঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা, আমাশয় ও হৃদয়ে সূচীভেদবৎ বেদনা, বাক্যের অস্পষ্টতা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভূতি, কণ্ডূ, কোঠ, অরুচি, মেচেতা প্রভৃতি মুখে কাল কাল দাগ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনের বেগ ও বিসর্প রোগ জন্মিতে পারে। শুক্রবেগ ধারণে মূত্রাশয়ে, গুহ্যদেশে ও কোষদ্বয়ে শোথ এবং বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রক্ষরণ এবং আরও অনেক প্রকার কষ্টসাধ্য ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। ক্ষুধার বেগ ধারণে তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ ও দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণার বেগ ধারণে কণ্ঠ ও মুখশোষ, শ্রবণশক্তির নাশ, হৃদয়ের বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। পরিশ্রমের পর দীর্ঘশ্বাস রোধ করিলে হৃদ্রোগ, মোহ, ও গুল্ম রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। নিদ্রা রোধ করিলে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, চক্ষু ও মস্তকের গুরুত্ব এবং তন্দ্রা হইয়া থাকে।

উদাবর্ত্তের অন্য অবস্থা।—উদাবর্ত্তের যে পরিচয়

গুলি দেওয়া হইল, তদ্ভিন্ন সদ্যঃ সদ্যঃ অন্য একপ্রকার উদাবর্ত্ত উপস্থিত হয়,—সাধারণতঃ উদাবর্ত্ত বলিলে তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত দ্রব্য ভোজনের ফলে কুপিত হইয়া ইহা উপস্থিত করে। ইহাতে কুপিত বায়ু দ্বারা বাত, মূত্র, মল, রক্ত, কফ ও মেদোবহ স্রোতঃ সমূহ আবৃত ও শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া হৃদয় ও বস্তিদেশে বেদনা, বমনেচ্ছা, অতিকষ্টে বাত-মূত্র-পুরীষের নির্গম এবং ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোধ, মনের ভ্রান্তি, শ্রবণ ক্রিয়ার বিকৃতি ও নানাপ্রকার বাতজ পীড়া জন্মিয়া থাকে।

উদাবর্ত্তের চিকিৎসা।—বায়ুর অনুলোমের ব্যবস্থাই উদাবর্ত্তের প্রধান চিকিৎসা। অধোবায়ু নিরোধের জন্য স্নেহ পান এবং স্বেদ প্রদান ও পিচকারীর প্রয়োগ হিতকর। **মলবেগ রোধের** জন্য বিরেচক ঔষধ প্রদান হিতকর। **মূত্রবেগ রোধ হইলে** কাঁকুড়বীজ চূর্ণ শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে উপকার দর্শে। এই অবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা আবশ্যক। **জৃম্ভা বেগ ধারণের ফলে উদাবর্ত্ত হইলে**—বায়ুনাশক ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবে। স্নেহ স্বেদ এই অবস্থায় উপকারী। **অশ্রুবেগ ধারণ জন্য উদাবর্ত্তে**—তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি ব্যবহেয়। **হাঁচি রোধে**—মরিচাদি তীক্ষ্ণদ্রব্যের নস্য প্রশস্ত। **উদ্‌গার রোধে**—গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শতমূলী (২ ভাগ), মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু—সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া, বসা, ঘৃত ও মোমের সহিত মিশ্রিত করিবে, তাহার পর তাহার বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া চুরুটের মত ধূম পান করিবে। **বমনবেগ রোধ জন্য উদাবর্ত্তে**—বমন এবং লঙ্ঘন করাইবে। **শুক্র-বেগ রোধ জন্য উদাবর্ত্তে**—মৈথুন, তৈলমর্দ্দন, অবগাহন,

মদ্যপান, মাংস রস প্রভৃতি পুষ্টিকর ভোজন হিতকর। **ক্ষুধারোধ জন্য উদাবর্ত্তে**—রুচিকারক অন্ন ব্যঞ্জনাদি ব্যবস্থেয়।

আনাহ।—আহার জন্য অপক্ক রস ও পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া ও বিগুণ বায়ু কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে নির্গত না হইলে তাহাকে আনাহ রোগ বলে। **অপক্ক রস জনিত আনাহ হইলে**—তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে যন্ত্রণা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে স্তব্ধভাব এবং উদগার রোধ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। **মলরোধ জন্য আনাহে**—কটি ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, মলমূত্রের নিরোধ, শূল, মূর্চ্ছা, শোথ, বিষ্ঠা বমন, আধ্মান অধোবায়ুর নিরোধ এবং অলসক রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগাদির দ্বারা উদাবর্ত্তের ও আনাহের উপশম না হইলে **নারাচ চূর্ণ, স্থিরাদ্যঘৃত এবং বৈদ্যনাথ বটি** প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। নিম্নে ঐগুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

নারাচ চূর্ণ। চিনি আট তোলা, তেউড়িচূর্ণ দুই তোলা ও পিঁপুল চূর্ণ চারি তোলা। একত্র মিশাইয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত সেব্য। উদাবর্ত্ত ও মলের কঠিনতা ইহা সেবনে নিবারিত হয়।

স্থিরাদ্যঘৃত।—বেলছাল, সোনাছাল পারুলছাল গাম্ভারীছাল গণিয়ারি ছাল, শ্বেতপুনর্নবা, সোঁদালফলের আটা ও নাটাকরঞ্জ—প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ তোলা—চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং এই ক্বাথের সহিত চারিসের ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, গরম দুগ্ধ সহ সেব্য।

বৈদ্যনাথ বটি।—হরীতকী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও শোধিত পারা—প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ; এবং শোধিত জয়পালবীজ দুই ভাগ।

একত্র থালকুনি ও আমরুল শাকের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটি।

পথ্যাপথ্য।—সর্ব্বপ্রকার বায়ুশান্তিকর পথ্যই ইহাতে প্রতিপাল্য। মিছরির সরবৎ, ডাবের জল, পাকা পেঁপে, আতা, বেদনা প্রভৃতি ইহাতে প্রচুর খাইতে পারা যায়।

গুরুপাক দ্রব্যাদি, রাত্রি জাগরণ, ব্যায়াম এবং ক্রোধ, শোকাদি এই পীড়ায় বর্জ্জনীয়।

গুল্ম রোগ (Tumour in the Abdomen)

সাধারণ কথা।—গুল্ম রোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ। মলমূত্রাদি অধোবায়ুর কষ্টে নির্গম, অরুচি, অন্ত্রকূজন, আনাহ ও বায়ুর ঊর্দ্ধ গমন—এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। হৃদয়, নাভি ও বস্তি—এই আভ্যন্তরিক স্থান কয়টিতে সময়ে সময়ে গোলাকার গ্রন্থি উদ্গত হয় বলিয়া ইহার নাম গুল্মরোগ।

প্রকারভেদের অবস্থা ও বাতজ গুল্ম।—এই গুল্মের অবস্থিতিস্থানের স্থিরতা নাই, কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বস্তিদেশে এই গুল্ম চলিয়া বেড়ায়। ইহার আকারও একরূপ থাকে না,—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গোলাকার, দীর্ঘাকার নানাপ্রকার হইয়া থাকে। এই গুল্মে আহার পরিপাক হইলে পীড়ার অধিক প্রকোপ এবং আহার করিবামাত্র পীড়ার শান্তিবোধ হইয়া থাকে। এই গুল্মে নানাপ্রকার যন্ত্রণা, মলরোধ, বায়ুর নিরোধ, মুখ ও গলনালীর শুষ্কত্ব, শরীরের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর অনুভূত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক গুল্মে—আহারের পরিপাক কালে অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্ম নির্গম, জ্বালা এবং গুল্মস্থান স্পর্শ করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূতি হইয়া থাকে। এই গুল্মে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের—বিশেষতঃ মুখের রক্তবর্ণতা হইয়া থাকে। এই গুল্ম কখনো কখনো পাকিতেও দেখা যায়।

কফজ গুল্মে—শরীর আদ্র বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, শীতজ্বর, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীর ভারবোধ, শীতানুভব, শারীরিক অবসন্নতা অনুভূত হয়। এই গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ গুল্ম—অত্যন্ত বেদনা ও দাহ যুক্ত, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, উন্নত, ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক, মন, শরীর ও অগ্নিবলের ক্ষয়কারক। এই গুল্ম অতি শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

রক্ত গুল্মের উৎপত্তি স্থান গর্ভাশয়। গর্ভস্রাব হইলে কিম্বা যথাকালে প্রসব হওয়ার পরে বা ঋতুকালে অহিতকর আহার বিহারাদি আচরণের ফলে বায়ু কুপিত হইয়া রজো রক্তকে দূষিত করিয়া এই গুল্ম উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদনা এবং পৈত্তিক গুল্মের ন্যায় লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়। এই গুল্ম হইলে ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, মুখ পীতবর্ণ হয়, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হয়, স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গমও হইতেছে দেখা যায়, বিবিধ দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা হয়, মুখ হইতে জলস্রাব হয়, আলস্য অনুভূতি হয়। এক কথায় গর্ভের মত এই গুল্মে সকল প্রকার লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। গর্ভের সহিত এই গুল্মের প্রভেদ এই যে, গর্ভ স্পন্দনকালে কোনরূপ বেদনা থাকে না, এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক সময়ে স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্মে সমস্ত পিণ্ডটিই অত্যন্ত বেদনা জন্মাইয়া দীর্ঘকাল-অন্তর স্পন্দিত হইয়া থাকে।

গুল্মের অসাধ্য অবস্থা।—গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া যদি সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, রস রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে, শিরাসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং কচ্ছপের ন্যায় উন্নত হইয়া থাকে এবং দুর্ব্বলতা, অরুচি, বমন বেগ, বমি, কাস, অসুস্থচিত্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা ও মুখ এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব প্রভৃতি যদি রোগীর হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই গুল্ম অসাধ্য বলিয়া জানিও। গুল্ম রোগীর হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি এবং গুল্ম যদি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা হইলেও ইহা অসাধ্য জানিবে।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠকাঠিন্যই গুল্ম রোগের প্রধান উপসর্গ, এজন্য সকল প্রকার গুল্ম রোগেই কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং বায়ু প্রশমক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। যে গুল্মে দোষবিশেষের লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয় না—অর্থাৎ কোন্ দোষজাত গুল্ম বুঝিতে অসুবিধা হইবে—সেখানেও বায়ুপ্রশমক ঔষধ ব্যবস্থেয়। এক কথায় বায়ুর শান্তিকর ঔষধ প্রয়োগ করিলে সকল-প্রকার গুল্মেরই উপশম করা যায়।

বাতজ গুল্মের বিশেষ ব্যবস্থা।—দুগ্ধ ও হরীতকী চূর্ণের সহিত এরণ্ড তৈল পান এবং স্নেহস্বেদ বাতজ গুল্মে উপকারী। সাচীক্ষার ২ মাষা, কুড় ২ মাষা কেতকীজটার ক্ষার ৪ মাষা—এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজ গুল্মের শান্তি হয়। শুঁঠ ৪ তোলা, খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল যোল তোলা, পুরাতন গুড় ৮ তোলা —একত্র পিষিয়া লইয়া অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতজ গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয়।

পৈত্তিক গুল্মে বিশেষব্যবস্থা।—পৈত্তিক গুল্মে বিরেচন হিতকর। ত্রিফলার ক্বাথের সহিত তেউড়ী চূর্ণ কিম্বা পুরাতন গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া পৈত্তিক গুল্মের শান্তি হইয়া থাকে। যদি দাহ, শূল বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অস্থিরতা ও জ্বর প্রকাশ পায়, তাহা হইলে গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে বুঝিবে এবং ব্রণ পাকিবার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গুল্ম পাকিলে অন্তর্বিদ্রধি রোগের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

কফজ গুল্মে বিশেষ ব্যবস্থা।—কফজ গুল্মে উপবাস ও স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু উহার দ্বারা যাহাতে বায়ু কুপিত হয়—এরূপ কদাচ যেন করিও না।

কফজ গুল্মে অবস্থা বিবেচনায় বমন করাইতেও পারা যায়। বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি ছালের যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলেও ককজ গুল্মের শান্তি হয়। যমানী চূর্ণ ও বিটলবণ—ঘোলের সহিত পান করাইলে বায়ু, ও পুরীষের অনুলোম হইয়া কফজ গুল্মের শান্তি হইয়া থাকে। তিল, এরণ্ডবীজ ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া উষ্ণ লৌহপাত্র দ্বারা তাহার উপর স্বেদ দিবে।

সকল প্রকার গুল্মে কতিপয় ব্যবস্থা।—হিং কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ—এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে ঐ চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় যবের ক্বাথের সহিত সেবন করাইলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব সমূহ দূরীভূত হয়। সর্জ্জিকাক্ষার অর্দ্ধতোলা এবং পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলেও গুল্ম রোগের শান্তি হয়।

রক্তগুল্মে।—রক্তগুল্মে একাদশ মাসের পর চিকিৎসা করা আবশ্যক, কারণ রক্তগুল্ম ও গর্ভ নির্ণয় করিয়া তাহার পর চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন রক্তগুল্ম পুরাতন হইলেই সুখসাধ্য হয়। এই গুল্মে প্রথমতঃ স্নেহপান, স্বেদকার্য্য ও স্নিগ্ধ বিরেচন আবশ্যক। গুলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাটি ও পিঁপুল —সমভাগে একত্র করিয়া তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করাইলে রক্তগুল্মের শান্তি হইয়া থাকে। তিলের ক্বাথের সহিত পুরাতন গুড়, হিং ও বামুনহাটি চূর্ণ ও এই গুল্মে সেবন করাইতে পারা যায়। মরিচ চূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান এই গুল্মে উপকারক।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—কাঙ্কায়ন গুড়িকা—সকল প্রকার গুল্ম রোগেরই মহৌষধ। এই ঔষধ মদ্য বা অম্লদ্রব্য সহ সেবনে বাতজ গুল্ম, দুগ্ধের সহিত সেবনে পৈত্তিক গুল্ম, গোমূত্রসহ সেবনে কফজ গুল্ম, ত্রিফলার ক্বাথ বা গোমূত্রসহ সেবনে সান্নিপাতিক গুল্ম এবং উটের দুগ্ধ সহ সেবনে স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়। নিম্নে এই ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে,—

কাঙ্কায়ন গুঁড়িকা।—শঠী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীমূল—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, অম্লবেতস ১৬ তোলা, যমানী, জীরা, মরিচ ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ও বনযামানী—প্রত্যেকের ৪ তোলা, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

এই ঔষধ সেবনের কোনো অনুপানের অভাব হইলে গরম জল অনুপানে সকল প্রকার গুল্মেই ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

অন্যান্য ঔষধ।—প্রাতে কাঙ্কায়ন গুড়িকা, মধ্যাহ্নে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ বা বচাদি চূর্ণ কিম্বা লবঙ্গাদি চূর্ণ ও বৈকালে গুল্মকালানল

রস অথবা যেখানে স্নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্যক, সেরূপ স্থলে ত্র্যূষণাদ্যঘৃত বা নারাচ ঘৃত—ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে এগুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।—হিং ১ তোলা. বচ ২ তোলা, বিটলবণ ২ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) ৭ তোলা, কুড় ৮ তোলা। চূর্ণ গুলি একত্র করিয়া ।০ আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেব্য। গুল্ম রোগ ভিন্ন উদর এবং অজীর্ণ রোগেও ইহা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

বচাদি চূর্ণ।—বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী—সমস্ত চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেব্য।

লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ী মূল, যমানী, শুঁঠ বচ, ধনে, চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিঁপুল, কটকী, কিসমিস, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রযব—এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাবে লইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেব্য। এই ঔষধে অর্শ, শোথ, আমবাত এবং বহুকালজাত সর্ব্বপ্রকার উদর রোগও প্রশমিত হয়।

গুল্মে কালানল রস।—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দেবদারু, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও খদির—ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতরা ও কেশুরিয়া—ইহাদের পত্রের রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমিত বটি। অনুপান জল বা দুগ্ধ। সর্ব্ববিধ গুল্ম, যকৃত, প্লীহা উদর, কামলা, পাণ্ডু ও শোথাদি আরোগ্য হয়।

ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল—সমুদায়ে /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধ সহ সেব্য।

নারাচ ঘৃত।—ঘৃত /১ সের। কল্কার্থ—চিতামূল হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সীজবৃক্ষের আটা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকের ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, প্লীহা ও অর্শ আরোগ্য হইয়া থাকে।

দন্তী হরীতকীও গুল্ম রোগের বিখ্যাত ঔষধ। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে:—

দন্তী হরীতকী।—বস্ত্রে পুটলী বাঁধা হরীতকী ২৫টি, দন্তী মূল তিন সের অর্দ্ধ পোয়া এবং চিতামূল তিন সের অর্দ্ধ পোয়া। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের, ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত তিন সের আধ পোয়া ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টা, ৩২ তোলা তিল তৈল দ্বারা ঈষৎ ভর্জ্জিত করিয়া গুড় মিশ্রিত ক্বাথ জলে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইলে তেউড়ী চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা মিশাইয়া লইবে এবং শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ ২ তোলা ও ১টি হরীতকী সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া প্লীহা শোথ, গুল্ম ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গুল্ম, প্লীহা উদর, অষ্ঠীলা, যকৃত, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর এবং শূল প্রভৃতি আরোগ্যের জন্য কেহ কেহ একবার করিয়া গুল্ম

বজ্রিণী বটিকা নামক ঔষধটি সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

গুল্মবজ্রিণী বটিকা।—পারদ, গন্ধক,তাম্র,কাংস, সোহাগার খই ও হরিতাল—প্রত্যেক এক পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা।

গুল্মশার্দ্দূল রস নামক ঔষধেও প্লীহা, যকৃত্, কামলা, উদাবর্ত্ত, শোথ এবং বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও রক্তজ গুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে। উহার উপাদানগুলি এই :—

গুল্মশার্দ্দূল রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, গুগগুলু, অশ্বত্থ ছাল, তেউড়ী, পিঁপুল, শুঁঠ, শঠী, ধনে, ও জীরা—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা ও জয়পাল বীজ চারি তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও উষ্ণ জলসহ ইহার ২ দুইটি করিয়া বটিকা সেবন করিতে দিবে।

কফজ গুল্মে কেহ কেহ অন্য ঘৃত না দিয়া **ভল্লাতক ঘৃত** সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। উহার উপাদানগুলি এই :—

ভল্লাতক ঘৃত।—ভেলা ২ পল, শালপাণি. চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর মিলিত ১ পল, বিদারী গন্ধা ১ পল, জল /১৬ সের শেষ, /৪ সের। কল্কার্থ, পিঁপুল, শুঁঠ, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিং, যবক্ষার, বিটলবণ, শঠী, চিতামূল, যষ্টিমধু ও রাস্না—প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, ঘৃত /৪ সের ও দুগ্ধ /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী ও কাসে ইহা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

ক্ষীর ষটপল ঘৃত ও, ধাত্রী ষটপল ঘৃত নামক ঔষধ দুইটিও কফজ গুল্মে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে—

ক্ষীরষট্‌পল ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুল, মুল, শুঠ ও যবক্ষার—প্রত্যেক ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস প্রভৃতিও এই ঘৃত সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে।

ধাত্রীষট্‌পল ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস ষোল সের, কল্কার্থ, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার–প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা এবং পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া পাক শেষ হইলে তিন পোয়া চিনি ও ১ পোয়া সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। সর্ব্ব প্রকার গুল্মেই ইহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

বাতব্যাধি অধিকারোক্ত চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বাতচিন্তামণি, বিষ্ণু তৈল প্রভৃতি এবং অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত ভাস্করলবণ নামক ঔষধটি অবস্থা বিবেচনায় গুল্মরোগে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

রক্তগুল্মে বিশেষ ব্যবস্থা।—তিলের ক্বাথে ত্রিকটু, হিং ও বামুনহাটি মিলিত সিকি তোলা ও ইক্ষু গুড় সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলে উপকার পাওয়া যায়। মন্ত সহ যবক্ষার ৵৹ আনা ও ত্রিকটু মিলিত ৵৹ আনা পান করাইলেও উপকার পাওয়া যায়। বজ্রক্ষার ৪ ভাগ ও রসসিন্দুর ১ ভাগ পেষণ করিয়া ৵৹ আনা মাত্রায় শীতল জল অথবা কাঁজিসহ সেবন করাইলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ঘৃত /৪ সের, অন্তর্ধূমে পলাশ ছাল ভস্ম /৮ সের, জল ৯৬ সের, শেষ ৩২ সের। এই জল ২১ বার পরিস্রুত করিয়া তাহার পর ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতে কল্ক দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা রক্তগুল্মের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

পথ্যাপথ্য।—লঘু আহার এবং অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও বলকারক দ্রব্য সকল গুল্মরোগে উপকারী।

শুষ্ক মাংস, কচি মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, ডাইল, আলু ও মধুর ফল গুল্মরোগীর পক্ষে বিশেষ অপথ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত।

(Straugnr, Retention of urine)

মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত কি?।—অতিশয় যাতনার সহিত মূত্র নির্গত হইলে তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রত্যাগের সময়ে আটকাইয়া আটকাইয়া মূত্ররোধ হইয়া যাইলে কিম্বা একেবারে মূত্ররোধ হইলে তাহাকে মূত্রাঘাত বলে। মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা মূত্রাঘাত রোগে মূত্র ত্যাগ কালে যন্ত্রণা কম বোধ হয়। বিন্দু বিন্দু মূত্র নির্গম, মূত্রের সহিত রক্ত নির্গম, মূত্রাশয়ের স্ফীতি, আধ্মান, অতিরিক্ত বেদনা, ঘন ঘন মূত্র নির্গম প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ মূত্রাঘাতে হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্রের বিভিন্ন অবস্থা।—**বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে** কুঁচকি স্থান, বস্তিতে ও শিশ্নে অতিরিক্ত বেদনা এবং বারংবার অল্প অল্প মূত্র নির্গম হয়। **পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র** পীত বা রক্তবর্ণ বেদনা ও জ্বালার সহিত বারংবার নির্গত হয়। **শ্লেষ্মজ মূত্রকৃচ্ছ্রে** পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয় এবং শিশ্নে ও বস্তি দেশে ভারবোধ ও শোষ হইয়া থাকে। **সান্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে** উপরোক্ত তিন প্রকার দোষের লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। **মূত্রবহস্রোত কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত বা কোনরূপে আহত হইলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে** তাহাতে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার নাম আগন্তুক মূত্রকৃচ্ছ্র। **মলের বেগ ধারণের ফলে** উদরাধ্মান ও শূলযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, ইহার নাম পুরীষ **পাথরী বা অশ্মরী রোগ জন্মিলে যে**

মূত্রকৃচ্ছ্র হয়, তাহার নাম অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র। এরূপ মূত্রকৃচ্ছ্রে হৃদয়ে বেদনা, কম্প, কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়। **শুক্র দূষিত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হইলে** বস্তিদেশে ও শিশ্নে শূলবৎ বেদনা এবং অতিকষ্টে মূত্র নির্গম হইয়া থাকে। ইহার নাম শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত।—মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত নিদানই মূত্রাঘাতের কারণ। এজন্য চিকিৎসাবিধি উভয় রোগেই প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা মূত্রাঘাত অতিশয় কষ্টদায়ক এবং কষ্টসাধ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রের মুষ্টিযোগ।—বায়ু জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর—সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া, মধুর সহিত পান করিলে উপকার দর্শে। **পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে**—চিনির সহিত শতমূলীর রস, কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুদরিদ্রা—আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবনে উপকার হয়। **কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে** শালিঞ্চা বীজ—ঘোলের সহিত সেবনে সুফল দর্শে। সকল প্রকার মূত্ররোধেই তেলা কুচার মূল—কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। কুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও চিনি মিশাইয়া পান করিলেও মূত্ররোধ নিবারিত হয়। কুশ, কেশে, বেণা, কৃষ্ণইক্ষু ও খাগড়ার মূল—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১৹ আনা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া—এই ক্বাথ এক আনা যবক্ষার বা সোরা মিশাইয়া সেবনে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস, বরুণাদ্য লৌহ এবং কুশাবলেহ—সকল প্রকার মূত্র কৃচ্ছ্রের প্রসিদ্ধ ঔষধ। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস।—পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার সমভাগ। মাত্রা এক আনা। চিনি ও ঘোলের সহিত সেব্য।

বরুণাদ্য লৌহ।—বরুণ ছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ লোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও অভ্র ২ তোলা—একত্র মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় তৃণ পঞ্চমূলের ক্বাথ যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সেব্য।

কুশাবলেহ।—কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণইক্ষু ও খাগড়া—ইহাদের প্রত্যের মূল ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ আট সের। এই ক্বাথের সহিত দুই সের চিনি মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া তাহার সহিত যষ্টিমধু, কাঁকুড় বীজ, কুমড়ার বীজ, শসার বীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণ ছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুই তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় শীতল জল সহ সেব্য।

পথ্যাপথ্য।—স্নিগ্ধ অথচ পুষ্টিকর আহার এই উভয় রোগে সুপথ্য. দিবসে অন্ন এবং রাত্রে লুচি, রুটি, মোহনভোগ প্রভৃতির ব্যবস্থা হিতকর। সকল প্রকার সুমিষ্ট ফল—এই উভয় রোগে যথেষ্ট খাইতে পারা যায়। প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

গুরুপাক ও তীক্ষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যাদি, দধি, গুড়, অধিক মৎস্য, কলাইয়ের দাল, লঙ্কার ঝাল, শাক, অম্ল, ব্যায়াম ও রাত্রি জাগরণ বিশেষ অনিষ্ট কর। মৈথুন ও অশ্বাদি যানে আরোহণও এই উভয় রোগে আহিতকর।

প্রমেহ (Gonorrhoea)

অতিরিক্ত কফজনক ক্রিয়াই সকল প্রকার প্রমেহের হেতু। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রমেহ রোগ বিংশতি প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সকল মেহই প্রথমতঃ কফজনক হয়, তাহার পর পিত্ত বা বায়ু দূষিত হইয়া পিত্তজ বা বাতজ মেহে পরিণত হয়। একেবারে অনলস হইয়া পরিশ্রম ত্যাগ, নিশ্চিন্তভাবে উপবেশন ও সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকা, অধিক নিদ্রা, দধি, দুগ্ধ, জলজাত ও জলভূমিজাত প্রাণীসমূহের মাংস ভোজন, নূতন চাউলের অন্ন ভোজন, বর্ষাকালের নূতন জল পান, গুড় বা গুড়জাত দ্রব্য অধিক ভোজন এবং যাবতীয় কফজনক আহার-বিহারাদি দ্বারা বস্তিগত কফ দুষ্ট হইয়া মেদ, মাংস এবং শরীরস্থ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া মেহ রোগ উৎপন্ন করে। এইরূপ উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবনের ফলে পিত্তকুপিত হইয়া—মেদ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ উৎপন্ন করে। আর কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া, পড়িলে বায়ু কুপিত হইয়া উঠে এবং বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা পদার্থকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতজ মেহ উৎপাদন করিয়া থাকে।

প্রকার ভেদ—কফজ মেহ দশ প্রকার, যথা—উদক মেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতা মেহ, শীতমেহ, শনৈর্ম্মেহ ও লালা মেহ। পিত্তজ মেহ ছয় প্রকার, যথা—ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ। বাতজ মেহ চারি প্রকার—বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তীমেহ। সকল প্রকার মেহ উৎপন্নের পূর্ব্বেই দন্ত, চক্ষু, ও কণ্ঠাদি স্থানে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত ও পদের জালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা, মুখের মধুরতা—

এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলতা—এই লক্ষণ দুইটিও সকল প্রকার মেহেই বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।—প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা করান উচিত, কারণ এই রোগ স্বভাবতঃই কষ্টসাধ্য। বিশেষতঃ যথাকালে চিকিৎসিত না হইলে পরিণামে পীড়কা উৎপন্ন হইলে এই রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। **বঙ্গ**—সকল প্রকার মেহ রোগেই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস, শিমুল মূলের রস, গঁদ ভিজান জল বা কাঁচাহরিদ্রার রস বা হরিদ্রা চূর্ণের সহিত ২ রতি পরিমিত বঙ্গভস্ম সেবন করিলে সকলপ্রকার প্রমেহই নিবারিত হয়। প্রথমতঃ কতকগুলি মুষ্টিযোগ ও কষায় প্রয়োগের কথা বলিয়া পরে এই রোগের ঔষধের কথা বলা যাইতেছে।

মুষ্টিযোগ।—(১) শতমূলীর রস ও কাঁচা দুগ্ধ এবং জল একত্র প্রাতঃকালে পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহই বিনষ্ট হয়। (২) গুলঞ্চের পাল—মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার মেহের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকার হয়। (৩) পলাশ পুষ্প ১ তোলা এবং চিনি অর্দ্ধ তোলা—একত্র বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়। (৪) ফটকিরী চূর্ণ—সজল নারিকেলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ফটকিরি চূর্ণ সংযুক্ত জল পান করিলে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কষায় প্রয়োগের মধ্যে 'ফলত্রিকাদি' এবং 'দার্ব্বাদি' নামক দুইটি কষায়ই সকল প্রকার প্রমেহ হিতকর। নিম্নে ঐ দুইটির উপাদান বলা যাইতেছে—

ফলত্রিকাদি

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং মুস্তাঞ্চ নিঃক্বাথ্য নিশাংশকল্কম্।

বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা ও মুতা—ইহাদের ক্বাথে হরিদ্রা চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ উপশমিত হয়।

দার্ব্ব্যাদি—

কটঙ্কটেরী মধুক-ত্রিফলা চিত্রকৈঃ সমৈঃ।
সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহাণাং বিনাশনঃ॥

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে। ক্বাথ প্রস্তুতের নিয়ম—সকল দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া।

সকলপ্রকার প্রমেহ নিবারণের জন্য আরও কতকগুলি যোগের কথা বলা যাইতেছে :—

(১) লোধ, অর্জ্জুনছাল, বেণার মূল ও রক্তচন্দন (২) নিমছাল, বেণারমূল, আমলকী ও হরীতকী (৩) আমলকী, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল ও কুড়চিছাল (৪) নীলোৎপল, তিনিস ও অর্জ্জুনছাল—এই চারি প্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকার দ্রব্যের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রমেহ রোগীকে পান করিতে দিবে।

এইবার অন্যান্য ঔষধের কথা বলা যাইতেছে। প্রাতে প্রথমাবস্থায় '**স্বল্প বা বৃহদ্বঙ্গেশ্বর**', মধ্যাহ্নে পরিপাক ক্রিয়ায় জন্য একটি পাচক অথচ সারক ঔষধ (**যথা বৃহৎ অগ্নিকুমার**) এবং বৈকালে **চন্দনাদি চূর্ণ** ব্যবস্থা করিলে অনেকস্থলেই শুভ ফল দর্শিয়া থাকে। নিম্নে ঐ ঔষধগুলির উপাদান বলা যাইতেছে :—

স্বল্প বঙ্গেশ্বর।—রসসিন্দুর ১ তোলা ও বঙ্গ ১ তোলা—একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান, পেষিত কুচের মূল ও দুগ্ধ অথবা যজ্ঞডুমুরের রস বা চূর্ণ ও মধু।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর, অভ্র—প্রত্যেকটি দুই তোলা এবং স্বর্ণ ও মুক্তা—প্রত্যেকটি অর্দ্ধতোলা। কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটি। অনুপান পূর্ব্বের ন্যায়।

চন্দনাদি চূর্ণ।—শ্বেতচন্দন, শিমুল মূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মুথা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলা, সোণামুখী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বংশলোচন, বামুনহাটি, দেবদারু ও হরীতকী—সকল দ্রব্য সমভাগ। লৌহ সর্ব্বসমান। মাত্রা এক আনা। ইহা সর্ব্ববিধ মেহরোগনাশক।

'মেহমুদ্গর রস', 'মেহকুলান্তক রস' এবং 'বঙ্গাষ্টক' নামক ঔষধ কয়টির যে কোনোটিও বৈকালে 'চন্দনাদি চূর্ণের' পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে পারা। নিম্নে ঐ গুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

মেহমুদ্গর।—রসাঞ্জন, বিটলবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। লৌহ ৬ তোলা। একত্র গব্যঘৃতে বাটিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা সেবনে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক প্রতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

মেহকুলান্তক রস।—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিঁপুলমুল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ মুতা, বেলশুঁঠ গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা। বনকাঁকুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান ছাগদুগ্ধ ও জল। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

বঙ্গাষ্টক।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অভ্র ও তাম্র—প্রত্যেকটি সমভাগ। সর্ব্ব সমান বঙ্গ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান—হরিদ্রা চূর্ণ, আমলকীর রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হইয়া থাকে।

'বিড়ঙ্গাদি লৌহ' নামক আর একটি ঔষধ আমরা মেহ রোগের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকি। তাহার উপাদান গুলি এই—

বিড়ঙ্গাদি লৌহ—বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, পিঁপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সর্ব্ব সমান লৌহ। জল দিয়া মর্দ্দন। মাত্রা ৩ ৪ রতি। সর্ব্বপ্রকার মূত্রবিকার ও প্রমেহ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

'শুক্র মাতৃকা বটি' সকল প্রকার মেহরোগের বিখ্যাত ঔষধ। প্রাচীন চিকিৎসকগণ এই ঔষধটির বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। ইহার উপাদান—

শুক্র মাতৃকা বটি—গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা ও দাড়িম বীজ,—প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা, গুগগুলু ২ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকটি আট তোলা। জল দিয়া মর্দ্দন করতঃ ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিয়া ২ আনা পরিমাণে সেব্য। অনুপান দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক—সকল প্রকার মেহ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

কুশাবলেহ—যে প্রমেহে জ্বালা যন্ত্রণা অধিকভাবে বর্ত্তমান, সে স্থলে বিশেষ উপকারী। ইহার উপাদান মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রে বলা হইয়াছে।

শিলাজতু—সকল প্রকার প্রমেহের একটি বিখ্যাত ঔষধ। ত্রিফলা চূর্ণ, লৌহ ও শিলাজতু একত্র একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে প্রমেহে মূত্রাধিক্য হইয়া থাকে, সেই প্রমেহ রোগীকে **'সোমেশ্বর' রস, 'সোমনাথ রস', বা বসন্ত, কুসুমাকর রসের'** ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে—

সোমেশ্বর রস।—শালমূলের ছাল অর্জ্জুন মূলের ছাল, লোধকাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারিমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম্ববীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল ও বেণার মূল—প্রত্যেকটী ৪ তোলা এবং পারদ, গন্ধক, ধনে, মুতা, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা এবং গুগ্‌গুলু ৪ তোলা। সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গব্য ঘৃতে মাড়িয়া ষোল রতি প্রমাণ বটী। অনুপান ;ছাগ দুগ্ধ, নারিকেল জল, যবের যূষ প্রভৃতি। ইহা সেবনে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কামলা, হলীমক ও সোমরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

সোমনাথ রস।—পালিধার রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলার কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত আট তোলা লৌহ মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাতে অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য এক তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ির রসের ভাবনা দিবে। ২ রতি পরিমিত বটি। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি যাবতীয় মূত্রবিকার ইহার দ্বারা আরোগ্য হয়।

বসন্ত কুসুমাকর রস।—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য দুইভাগ বঙ্গ, সীসা ও লৌহ প্রত্যেক দ্রব্য তিনভাগ এবং অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা —প্রত্যেক দ্রব্য চারিভাগ, সকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসক ছালের রস, লাক্ষার ক্বাথ, বালার ক্বাথ, কদলী মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস, কুঙ্কুমের জল ও মৃগনাভি—এই সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা পুরাতন প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেবলমাত্র শুক্র মেহ নিবারণের জন্য '**চন্দনাসব**' একটি অপূর্ব্ব ঔষধ। দুর্ব্বল শুক্রমেহগ্রস্ত রোগীদিগকে ইহা সেবন করান উচিত।

চন্দনাসব।—শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত চন্দন, আকনাদি, চিরাতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শঠী, ক্ষেৎপাঁপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল, ও মোচরস—প্রত্যেক দ্রব্য এক পল, ধাইফুল ১৬ ষোল পল, দ্রাক্ষা ২০ কুড়ি পল, চিনি ১২॥ সের, গুড় /৬।০ সওয়া ছয় সের, একত্র একশত আটাশ সের জলে মিশ্রিত করিয়া আবৃত ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। পরে উহার কল্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রব্যাংশ ছাঁকিয়া লইবে।

প্রমেহের পরিণতি বাত এবং নানাপ্রকার ব্যাধি। যে প্রমেহ রোগী অনেক দিন ভুগিয়া বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা বিবেচনায় প্রমেহের অন্যান্য ঔষধের সহিত একবার করিয়া 'দেবদার্ব্বরিষ্ট' ব্যবস্থা করিও। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

দেবদার্ব্বরিষ্ট।—দেবদারু /৬।০ ছয় সের এক পোয়া, বাসক ছাল /২॥০ আড়াই সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ ও অর্জ্জুন

ছাল—প্রত্যেকটি এক সের এক পোয়া। যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ কটকী ও চিতামূল—প্রত্যেকটি এক সের। পাকার্থজল ৫১২ পাঁচশত বার সের, শেষ ৬৪ চৌষট্টি সের। একত্র পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ৩৭॥০ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, ধাইফুল /২ দুই সের, ত্রিকটু /।০ এক পোয়া, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ—প্রত্যেক /॥০ আধ সের, প্রিয়ঙ্গু /॥০ সের এবং নাগেশ্বর /।০ এক পোয়া—এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ঐ ক্বাথে নিক্ষেপ করিয়া এবং ঘৃতভাণ্ডে এক মাস রাখিবে।

প্রমেহ মিহির তৈলটি সকল প্রকার প্রমেহেই মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। উহার উপাদান—

প্রমেহমিহির তৈল।—তিল তৈল /৪ চারি সের, ক্বাথার্থ লাক্ষা /৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের, শতমূলীর রস চারি সের, দুগ্ধ চারি সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ—শুল্‌ফা, দেবদারু, মুতা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুকা, কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, দারুচিনি, এলাইচ, বামুনহাটি, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, লালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, লোধ, মৌরি, বচ, জীরা, বেণারমূল, জায়ফল বাসকছাল ও তগরপাদুকা—প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে।

প্রমেহের সহিত যেখানে শুক্রতারল্য সেখানে একবার করিয়া "স্বর্ণবঙ্গের" ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। ইহার উপাদান—

স্বর্ণবঙ্গ।—পারদ, নিশাদল, ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে এবং উভয়ে মিশ্রিত হইলে তাহাতে নিশাদল ও গন্ধক চূর্ণ দিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে একটী কাচের শিশিতে তাহা পুরিয়া শিশির উপরে বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে মকরধ্বজ

পাকের ন্যায় বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। স্বর্ণকণার উজ্জ্বল পদার্থ হইলে ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাত্র ২ রতি। অনুপান—প্রমেহ রোগের অবস্থা বিবেচনায় অব্যবস্থা করিবে।

মেহরোগে মূত্ররোধ হইলে।—কাঁকুড় বীজচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রিফলা—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলের সহিত পান করিতে দিবে কিম্বা এলাইচ, শিলাজতু, পিঁপুল ও পাথরকুচি - প্রত্যেক দ্রব্য দুই আনা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিতে দিবে কিম্বা কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণেক্ষু ও খাগড়ার মূল—প্রত্যেকটি ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া এক আনা সোরা মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে।

ঔপসর্গিক মেহ বা আগন্তুক মেহ।—আজকাল গণোরিয়া বলিয়া যে রোগটি বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদের বিংশতি প্রকার প্রমেহের অন্তর্নিহিত নহে। এই ঔপসর্গিক মেহ-প্রমেহ নিদানে লিখিত হয় নাই এজন্য তাহার এখানে একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

বেশ্যাগমনই বিষাক্ত গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ উৎপত্তির প্রধান কারণ। বহুসংসর্গ জন্য বেশ্যারা প্রায়ই ক্লিন্না ও ক্ষতযোনি হইয়া থাকে। এই রোগবীজ অন্যের সংসর্গে তাহাদের যোনিমধ্যে সঞ্চারিত হয়। তাহার সহবাসের ফলে পুরুষ সেই রোগবীজ নিজ দেহে সংক্রামিত করিয়া লয়। এই রোগ-বীজ মূত্রনালীর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইবামাত্রই তিন দিন হইতে একুশ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই রোগে লিঙ্গের অগ্রভাগে কণ্ডু, এবং মূত্রনালীর মধ্যে বিষাক্ত ক্ষত ও প্রদাহ উপস্থিত হয়। বারংবার মূত্রত্যাগে ইচ্ছা হয়, প্রস্রাবের বেগ আসে অথচ প্রস্রাব

বাহির হইতে অসহ্য কষ্ট উপস্থিত হয়। মূত্রনালীর মধ্যে ভয়ানক জ্বালা, মুহুর্মুহুঃ অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ অল্প অল্প প্রস্রাব, জননেন্দ্রিয়ের আরক্তিম ভাব এবং জননেন্দ্রিয় হইতে পূঁযের মত রস নির্গত হইতে থাকে। কখন বা অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত দুইধারায় মূত্রনির্গম ও মূত্রত্যাগ কালে রক্ত নির্গমও হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় সরলভাবে প্রস্রাব নির্গম এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে কুশ, কাশ বেণা, কৃষ্ণেক্ষু ও খাগড়ামূলের পাচনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকারী। গোক্ষুরের ফাণ্ট এবং গোক্ষুরবীজ, কাঁকুরবীজ, শসার বীজ, ও পাথরকুচি—একত্র বাটিয়া সেবন করিতে দিলে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই রোগের চিকিৎসা দীর্ঘ দিন ধরিয়া করিবার প্রয়োজন। অচিকিৎসা বা দুষ্ট চিকিৎসার ফলে এই রোগ হইতে ষ্ট্রীকচার বা মূত্রনালীর সংকীর্ণতা উপস্থিত হয়। এই রোগের পরিণতি নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি। সন্ধিবাতগ্রস্ত অনেক রোগীরই মূল অন্বেষণ করিলে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রমেহ রোগে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মূত্রকারক ঔষধগুলিই এই রোগে প্রযুজ্য। মূত্রকোষে ক্রমাগত মূত্র সঞ্চিত হইয়াছে অথচ মূত্র বাহির হইতেছে না—এইরূপ অবস্থা হইলে শলাকা প্রবেশ করাইয়া প্রস্রাব করান উচিত,নতুবা জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা করা যায়। বস্তিকর্ম্ম বা পিচকারির সাহায্যে প্রস্রাব করানও মন্দ নহে। ত্রিফলার ক্বাথ, বাবলার ছালের ক্বাথ, অশ্বত্থছালের ক্বাথ, জাতীপাতার ক্বাথ, খদির ভিজান জল এবং দধির মাত দ্বারা পিচকারি দিলে ক্ষতের শান্তি এবং যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। কাবাব চিনির গুঁড়া তিন আনা, সোরা এক আনা সোনামুখীর গুঁড়া এক আনা,—গরম জলসহ প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে কিম্বা কাবাব চিনির গুঁড়া এক

আনা, কর্পূর দুই রতি ও অহিফেন অর্দ্ধ রতি ও একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে গণোরিয়ার উপকার হইয়া থাকে! যে "**বঙ্গেশ্বরের**' এবং "**মেহ মুদ্গরে**"র কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে. ঐ দুইটির কোনো একটি ঔষধ বাবলাপাতার রস বা গঁাদ ভিজান জল সহ সেবন করাইলে ক্লেদ ও পুয়াদির স্রাব শীঘ্র উপশমিত হয়। এ দুইটি ঔষধ—তেজপাতার কাটি ভিজান জল বা গুলঞ্চের রস সহ সেবন করাইলে অসহ্য যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। স্ফীত লিঙ্গ ঈষদুষ্ণ জাতীপত্রের ক্বাথে বা ত্রিফলার ক্বাথে ডুবাইয়া রাখিলে জ্বালা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পীড়ায় সর্ব্বদা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লিঙ্গ বেষ্টিত ও কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিবে। স্থলপদ্মের পাতা অথবা পাতরকুচির পাতার রসের সহিত যে 'কুশাবলেহে'র কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মূত্র পরিষ্কারের জন্য তাহা সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিও।

পথ্যাপথ্য—এক বেলা পুরাতন চলের অন্ন ও এক বেলা আটার রুটি বা লুচি। মসূর, মুগ, ছোলারদাল, অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, শশক, ঘুঘু প্রভৃতি মাংসরস—পটোল ডুমুর, বেগুণ মানকচু, সজিনার ডাটা, থোড়, মোচা, ঠোটে কলা প্রভৃতির তরকারী, পাতি বা কাগজী লেবু এবং সকল প্রকার তিক্ত ও কষায় রস যুক্ত দ্রব্য প্রমেহে উপকারী। জলখাবার ইক্ষু, খেজুর. বাদাম পানিফল, ছোলা ভিজা কিসমিস, বাদাম প্রভৃতি। বেশী মিষ্ট ভাল নহে। স্নান সহ্য মত। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় স্নান কম করিলে ভাল। অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, অধিক মৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, কলাইয়ের দাল, দধি, গুড়, লাউ, অম্ল দ্রব্য এবং সকল প্রকার কফবর্দ্ধক দ্রব্য বর্জ্জনীয়। মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মূত্রের বেগ ধারণ, রৌদ্রলাগান এবং অধিক ধূমপান একেবারে বর্জ্জনীয়।

বেরিবেরি ও শোথ রোগ

বেরিবেরি কি ?—বেরিবেরি নামটা এদেশের লোকে আগে জানিত না, গত ১৮৭৭ সালে বা তাহার কিছুকাল আগে হইতে এই নামটা এদেশবাসী শুনিয়াছে। শুধু শুনিয়াছে তাহাই নহে, এই রোগ সেই সময় হইতে দেশে একটা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় নাম শুনিলেই সকলের শঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

নানাদেশে নানা নাম।—এই রোগের নামের উৎপত্তির মূল কি, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে এই রোগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (Beri Beri) বেরিবেরি। মরিসস্ বাসিগণ ইহার নাম দিয়াছেন (Beribiers) বারবিয়াস। ব্রেজিলবাসী ইহার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Morbus Innominatus) মর্ব্বস ইনোমিনেটস্। বোহিয়া ইহার নাম দিয়াছেন (Sugar works Sickness) সুগার ওয়ার্কস সিকনেস। সিংহল দ্বীপের অধিবাসীগণ ইহার নাম দিয়াছেন, (Bad Sickness) ব্যাড সিকনেস। জাপান হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে (Kakke) কাকে। বলা বাহুল্য সকল নামই বেরিবেরি সংজ্ঞাজ্ঞাপক। ডাক্তার হার্ক্লটস (Herklotts) বলেন, হিন্দী ভাষায় ভেড়ী শব্দ হইতে বেরিবেরি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দী ভেড়ী শব্দের অর্থ মেষ বা ভেড়া। হার্ক্লটসের যুক্তি —বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পাদবিক্ষেপভঙ্গির সহিত ভেড়া বা মেষের পদক্ষেপের সৌসাদৃশ্যই দেখা যায় বলিয়াই এইরূপ নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় 'ভেরভেরী' অর্থে ক্ষত ও প্রদাহযুক্ত স্ফীতি। ম্যান্‌শন গুড (Monson Good) বলেন, বেন্‌টিয়স (Bentius) কর্ত্তৃক বেরিবেরিয়া (Beri Beria) প্রচলিত হইয়াছে এবং তাঁহার অনুমান, এই নাম প্রাচ্য দেশ হইতে উদ্ভূত। কার্টার

(Carter) বলেন, 'ভর' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে "ভরি" অর্থাৎ নাবিক এবং "ভারভার" শব্দের অর্থ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা—ফলে উহা হইতে বেরিবেরি উৎপন্ন হইয়াছে। কার্টারের এই অনুমানের কারণ আফ্রিকা এবং আরব দেশীয় নাবিকদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল; কেহ কেহ বলেন, সিংহল দেশীয় কোনো দৌর্ব্বল্যবাচক শব্দ হইতে বেরিবেরি নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ মালাবার উপকূলস্থ প্রদেশে ম্যালেরিয়া, বাতব্যাধি ও অন্যান্য কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় উহার জ্ঞাপনার্থ সিংহল দেশবাসীরা এই শব্দটা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত। এই রোগের নাম আমরা কিছুকাল হইতে শুনিলেও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলেন, এই পীড়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই বহু দেশের অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কারণ গ্রীক, রোমান ও বহু দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। জাপান ও চীন দেশের ইতিবৃত্তে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ডেন্‌মার্ক নিবাসী (Duch) জাতির যে সময়ে পৃথিবীর পূর্ব্ব মহাখণ্ডে গতিবিধি ছিল, সেই সময় তাহারা এই পীড়া ও ইহার প্রকৃতি পরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল দেশে জনপদোদ্ধংসী মূর্ত্তিতে ইহার প্রকোপ হয় এবং সেই সময় জাপানেও নাম বদলাইয়া ইহা প্রকাশ পায়।

শরীরের ত্বকগত স্নায়ুজালের অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখার বিশেষ প্রাদাহিক অবস্থা ও তদানুষঙ্গীন বা আংশিক শোথ এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ-প্রবণতাই বেরিবেরির প্রকৃত সংজ্ঞা বলিয়া ডাক্তারেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই রোগের আক্রমণে সার্ব্বাঙ্গীন অথবা আংশিক শোথ প্রকাশ ভিন্ন নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে বলিয়া ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন,—(১) শরীরের মাংসাশের অপকর্ষ (২) কোনো কোনো

স্থানে রক্তের জলীয় অংশের সঞ্চার (৩) হস্ত এবং পদদ্বয়ের অবশ ভাব, ঐ সকল স্থানে বেদনা ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা, হৃদয়ের অস্বাচ্ছন্দ্য ও বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, রক্তবর্ণ প্রস্রাব. নিদ্রালুতা।

এই রোগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশজ রোগ বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরিমিত আহার অনুপযুক্ত আহার, অযথা আহার, প্রদুষ্ট জল বায়ু সেবন, শৈত্য সংস্পর্শ, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সেবন, রাত্রি জাগরণ, মাদক সেবন প্রভৃতি এই রোগ উৎপত্তির কারণ বলিয়া তাঁহারা আরও নির্ণয় করিয়াছেন। বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে এই পীড়া বড় একটা হইতে দেখা যায় না। পঞ্চদশ হইতে ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সেই এই রোগ সমধিক হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্র, কারাগৃহের বন্দী প্রভৃতির মধ্যে এই পীড়ার প্রাবল্য দেখা যায়। টায়ফয়েড জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, ক্ষয়রোগ, সিফিলিস বা উপদংশ প্রভৃতি পীড়ার পরিণামে এই রোগ হইতেও দেখা যায়। গর্ভিণী, আসন্নপ্রসবা ও প্রসূতিদিগের এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হওয়া সম্ভাবনা।

এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অল্প শিরোবেদনা, ক্রুরকোষ্ঠ, ক্ষুধামান্দ্য, হস্তপদাদিতে বেদনা, মাংসাপেশীর দুর্ব্বলতা, হৃদ্‌স্পন্দন, কখন বা অতিসার, কখনবা সামান্য জ্বর ভাব ও সঙ্গে সঙ্গে শোথাদির লক্ষণাদি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে।

এই পীড়া উপস্থিত হইলে অর্দ্ধাঙ্গিক পক্ষাঘাত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। ত্বক কিয়ৎ পরিমাণে স্পর্শজ্ঞান বিহীন হয়। জঙ্ঘাদেশের সম্মুখ-ভাব, চরণের উপরিভাগ ও উরুদ্বয়ের পার্শ্ব ভাগের ত্বকের স্পর্শজ্ঞানহীনতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও বাহু এবং দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানের কিয়ৎ-পরিমাণে স্পর্শজ্ঞান-

হানতাও ঘটিয়া থাকে। পাদডিম্বের কৃশতা ও উরু ।ডম্বের শিথিলতা বিশেষ ভাবে হইয়া থাকে। ঐ দুই স্থানে হস্ত দ্বারা পীড়ন করিলে এরূপ বেদনা অনুমিত হয় যে, রোগী শিহরিয়া উঠে। উরু দেশের মাংসপেশীও ঐরূপ বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাক্তারেরা বেরিবেরিকে যে কয়ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উপরিউক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট বেরিবেরির নাম—পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি: এই পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি দুই প্রকারে আরম্ভ হয়,—১ম—আকস্মিক উৎপত্তি অর্থাৎ পূর্ব্বে কোনো চিহ্নই প্রকাশ পাইল না, রোগী রাত্রিকালে নিদ্রার পর প্রাতে পীড়াক্রান্ত হইয়া জাগরণ করিল। ২য়—চিরাগত উৎপত্তি, এইরূপ অবস্থার লক্ষণ সমূহ প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। পূর্ব্বে যে বেরিবেরির পূর্ব্বরূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই পূর্ব্বরূপ এই চিরাগত উৎপত্তির অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

এই পক্ষাঘাতিক বেরিবেরিতে যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন মূত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এই মূত্রাধিক্যের কারণ রোগীর স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হওয়া। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা (Brain and spinal cord) শরীরস্থ স্নায়ু মণ্ডলীর কেন্দ্র স্থান। এই কেন্দ্র কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলে ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদিতে তাহাদের অনুভূতির উদ্রেক শক্তি প্রতিফলিত হইবে। এইজন্য স্নায়ু শাখা প্রশাখা দ্বারা সেই উত্তেজনা বা অনুভূতি উদ্রেক শক্তি মূত্রযন্ত্রে (Kidney) প্রতিফলিত হয় বলিয়াই মূত্রাধিক্য ঘটিয়া থাকে। এই অনুভূতি-উদ্রেকশক্তির জন্য জানুসন্ধিতে কোন প্রকার উত্তেজনার লক্ষণ অনুভব করিতে পারা যায় না অর্থাৎ জানুসন্ধিতে আদৌ বল থাকে না। এই অবস্থায় রোগীর কোনো ইন্দ্রিয়েরই বল থাকে না। কোনো দ্রব্য হস্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক পান আহারাদি, কোনরূপ কার্য্য রোগী করিতে

সমর্থ হয় না। অনেক সময়ই হস্ত কম্পনাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষু, মুখমণ্ডল, চর্ব্বণযন্ত্র, জিহ্বা প্রভৃতির মাংসাশের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উপলব্ধি হয় না। শরীর ভারবোধক মাংসপেশী সকলের ও মূত্রাশয়ের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে না। অন্ন-মহাস্রোতের কার্য্যকলাপও যথাবিধি সম্পাদিত হয়। কখন কখন অজীর্ণ প্রযুক্ত উদরাধ্মান ও আহারান্তে উদরের প্রপীড়ন উপস্থিত হইয়া থাকে। গুল্‌ফসন্ধির বলহানি এইরূপ অবস্থায় যথেষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। শয্যাশায়িত রোগী শয্যা হইতে পদদ্বয় উত্তোলন করিতে পারে না এবং লম্বাভাবে বা ঊর্দ্ধভাবে একের উপরে দ্বিতীয় পাদ স্থাপনায় সক্ষম হয় না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা বিশারদগণ পক্ষাঘাতিক বেরিবেরি ভিন্ন বেরিবেরির আর যে সকল শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে ২য়টির নাম হৃৎপিণ্ড বৈষম্য ও শোণিত সঞ্চারণ বৈষম্য বিশিষ্ট বেরিবেরি। এই পীড়ায় হৃৎপিণ্ড অল্প বা অধিকভাবে দূষিত হয়, বাম স্তনের নিকট এক প্রকার স্পন্দন অনুভূত হয়। শুধু বামস্তনের নিকটই নহে, এই প্রকার বেরিবেরি রোগে বক্ষঃপ্রাচীরের অনেক দূর পর্য্যন্ত হৃৎস্পন্দন উপলব্ধি হইয়া থাকে। গ্রীবা ও কণ্ঠদেশে জগুলার (Jagulars) নামক ধমনীদ্বয়েও স্পন্দন অনুভব হয়।

এইরূপ বেরিবেরি রোগে বক্ষঃ প্রাচীরে অঙ্গুলী প্রতিঘাত করিলেই স্পন্দন উপলব্ধি হইয়া থাকে। হৃদ্দেশে কর্ণ প্রয়োগ করিলে দুইটি শব্দ শ্রুত হয়। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের মত হৃদপিণ্ডে দুই প্রকার শব্দ হয়। ১ম শব্দ, পরে সামান্য বিশ্রাম তাহার পর ২য় শব্দ ও সর্ব্ব শেষে সামান্য বিশ্রাম সময়। এইরূপ বেরিবেরি রোগে হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয়। সামান্য পরিশ্রমেই ইহা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। শোণিত সঞ্চার যন্ত্রটি বিকৃত হওয়াই ইহার কারণ। আর একপ্রকার

বেরিবেরি আছে, তাহার নাম শোথ বিশিষ্ট বেরিবেরি (Dropsical Beriberi) এইরূপ বেরিবেরি রোগ স্ফীতকায় হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায়—মুখমণ্ডল স্ফীত ও গুরুভাব ধারণ করে, ওষ্ঠ নীলাভ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বস্থানে বিশেষতঃ হস্ত পদাদিতে বিশেষ ভাবে শোথ প্রকাশ পাইয়া থাকে, Kidney অর্থাৎ মূত্র-পিণ্ডে তীব্র প্রদাহ হইয়া থাকে। এই বেরিবেরি শোথের বিশেষত্ব যে, ইহাদিগের শোথ—সকল সময় সকল স্থানে থাকে না, একস্থান হইতে অপর স্থানে শোথ উপস্থিত হয়; এইরূপ পীড়ায় হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি-লক্ষণও উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগী গমনাগমন করিতে কষ্ট বোধ করে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা এইরূপ রোগীর পাদশোথ চলচ্ছক্তির প্রতিরোধক হয়। এইরূপ অবস্থায় গুল্ফ সন্ধির পাক্ষাঘাতিক অবস্থাও হইয়া থাকে এবং জানুসন্ধির স্পন্দন (knee jerk) লুপ্ত হইয়া থাকে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ও জঙ্ঘার সম্মুখাংশ অসার হয়। এই শোথ-বিশিষ্ট বেরিবেরি রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হয়, না জিহ্বাও পরিষ্কার থাকে। হৃদ্‌প্রদেশে বক্ষের ঊর্দ্ধে অস্বস্তি বোধ হয়। এই কারণে এ শ্রেণীর রোগী ক্ষুধা সত্ত্বেও বেশী আহার করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়। বেরিবেরির শ্রেণীবিভাগে আরও দুই প্রকার বেরিবেরির পরিচয় পাওয়া যায়। একপ্রকার একত্র শোথ ও পক্ষাঘাত বিশিষ্ট বেরিবেরি (Mixed paraplegic and Dropsical) cases), আর এক প্রকার গুরুত্ব ও বহু সংযোগ অনুসারে লক্ষণের সংখ্যাধিক্য (Great Variety in Degree and combination of Symptoms)। শোথ ও পক্ষাঘাতিক বিশিষ্ট বেরিবেরি রোগে জঙ্ঘার সম্মুখাংশ পদদ্বয়, পার্শ্বদেশ কোমর, বক্ষঃ প্রাচীরের মধ্যস্থল, গ্রীবার প্রারম্ভ স্থল প্রভৃতি স্থানে কঠিন শোথ হয়। জঙ্ঘা-প্রদেশে অসাড়ত্ব অনুভূতি হয়। এই রোগে

জানু সন্ধির স্পন্দন হয় না। হৃৎপিণ্ডের শব্দ প্রবলভাবে উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় সাধারণতঃ রোগীর স্বাস্থ্য বিশেষ বিকৃত হয় হয় না, জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। প্রস্রাব কম হয়।

গুরুত্ব ও বহু সংযোগ অনুসারে লক্ষণের সংখ্যাধিক্যযুক্ত বেরিবেরির কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে রোগী সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে ও অনায়াসে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। প্রথমতঃ রোগ অতি সামান্য বলিয়াই মনে হয়, যখন বেশী হইয়া পড়ে তখন রোগীকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। সেই সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সামর্থ্যশূন্য হইয়া পড়ে। রোগী এই সময় কঙ্কালসার হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থার রোগীকে কখন কখন শোথ প্রযুক্ত স্ফীত হইতে দেখা যায়। স্বরভঙ্গ এরূপ রোগীর একটী বিশেষ লক্ষণ।

সকল প্রকার বেরিবেরিতেই যে মৃত্যু হইয়া থাকে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদেরা স্বীকার করেন না। পক্ষাঘাত সম্বন্ধীয় লক্ষণাবলী দৃষ্ট হইলে তাহাকে প্রাণ-নাশক বলিয়া বিবেচনা করিবার কোনো কারণ নাই। যদি বেরিবেরিতে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক মাংসপেশীসমূহ বিশেষভাবে জড়িত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বেরিবেরিতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ—এই রোগে মৃত্যুর প্রধান কারণ। ফুস্‌ফুসে জল, হৃদয়াবরণে জল সঞ্চয়, বায়ু দ্বারা পাকাশয়ের পরিপূর্ণতা—বেরিবেরি রোগে মৃত্যুকে আনয়ন করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে বেরিবেরি—

আয়ুর্ব্বেদে বেরিবেরি বলিয়া কোনো ব্যাধি নাই। তবে নিদান-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা শোথ রোগের সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রমাণ করিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদে শোথের লক্ষণ এইরূপ—

বহুদিন কোনো পুরাতন ব্যাধিতে ভুগিয়া শরীর দুর্ব্বল ও রক্তহীন

হইলে বাতাদি দোষ কুপিত হওয়ায় ত্বক ও মাংসাশ্রিত বায়ু যখন দূষিত রক্ত, পিত্ত, ও কফকে বাহিরের শিরা সমূহে আনয়ন করিয়া তদ্বারা নিজে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া পড়ে, সেই ফুলার নামই শোথ। যকৃৎ দোষ, হৃদরোগ এবং বহুমূত্র বা মুত্রাল্পতা প্রভৃতি মূত্রাশয়ের পীড়া—এই ত্রিবিধ কারণেই সাধারণতঃ শোথ রোগ জন্মায়।

শোথের প্রকার ভেদ।—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বন্দ্বজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ এবং বিষজ ভেদে শোথ নয় প্রকার। **বিভিন্ন শোথের উপদ্রব ও লক্ষণ।**—**বাতজ শোথ** একস্থানে ঠিক থাকে না, স্থানে স্থানে চলিয়া বেড়ায়। ঝিঁঝি ধরার মত উহা ভারী হয়. টিপিলে মধ্যস্থলে বসিয়া যায় অর্থাৎ টোল খাইয়া পড়ে, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠে। এই প্রকার শোথ রাত্রে কমে এবং দিবসে বাড়ে। **পিত্তজ শোথ** কোমল, উহার উপর হস্ত রাখিলে উষ্ণতা অনুভূত হয়। এই প্রকার শোথ রক্তবর্ণ। জ্বালা-যন্ত্রণা, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসাদি ইহার আনুসঙ্গিক উপদ্রব। **কফজ শোথ**—স্থূল, ভারী, অথচ একস্থানে স্থায়ী এবং পাণ্ডুবর্ণ। এই শোথ ধীরে ধীরে বহু বিলম্বে বর্দ্ধিত হয় এবং চিকিৎসা দ্বারা ধীরে ধীরে কমে। শোথ স্থানে টিপিলে টোল্ খাইয়া যায়, চাপ উঠাইয়া লইলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি চাপের দাগ থাকে। কফজ শোথ রাত্রে বৃদ্ধি পায় এবং দিবসে শুকাইয়া আসে। **বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ**—এই তিন প্রকারের দ্বন্দ্বজ শোথে দুই দুইটী মিলিত লক্ষণ এবং **ত্রিদোষজ শোথে** সর্ব্ব প্রকার মিলিত লক্ষণই প্রকাশ পায়। **অভিঘাতজ শোথ**—শীতলবায়ু লাগিলে, তুষার পাতে, সমুদ্রের জলে স্নান বা সমুদ্রের বায়ু সেবনে ও শুঁয়াপোকা, আলকুশী,

ভেলা প্রভৃতির চোঁচ্ বা রস লাগিলে উৎপন্ন হয়, ইহার লক্ষণাদি পিত্তজ শোথের মত এবং ইহা সচল। **বিষজ শোথ**—বিষ ভক্ষণ, জল, সংযোগবিরুদ্ধ আহার দ্বারা, বিষ ক্রিয়া হেতু, সবিষ সরিসৃপাদির অর্থাৎ মাকড়সা ও বৃশ্চিকাদির দংশন-সংস্পর্শে এবং তাহাদের মল মূত্রাদি গাত্রে লাগিলে অথবা বিষাক্ত বৃক্ষের বায়ু সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়। ইহা দাহকর, বেদনাদায়ক এবং দেহের উর্দ্ধ হইতে নিম্নদেশে সঞ্চরণশীল ও কোমল স্পর্শ।

সাধ্যাসাধ্য।—সর্ব্ব উপদ্রবযুক্ত শোথ এবং বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল রোগীর শোথ আরোগ্য হওয়া কঠিন। মধ্য দেহে ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইলে তাহাও কষ্টসাধ্য। অন্য কোনো বিশেষ রোগ ব্যতীত যদি পুরুষের প্রথমে পদাদি নিম্নদেশে শোথ জন্মিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে মুখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং স্ত্রীলোকের যদি প্রথমে মুখাদি উর্দ্ধদেহে শোথ জন্মিয়া ক্রমশঃ নিম্নদেহে পদাদি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে শোথ অসাধ্য। কিন্তু যদি উক্ত শোথ পাণ্ডু, অর্শ প্রভৃতি রোগ সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সাধ্য। শোথের সহিত শ্বাস, অরুচি, জ্বর, পিপাসা, বমি এবং দৌর্ব্বল্য—এই সকল উপদ্রব এক কালে উপস্থিত হইলে সে শোথ প্রাণনাশক হয়। স্ত্রী বা পুরুষের তলপেটের (মূত্রাশয়) উপরিভাগ ফুলিয়া পড়িলে এবং পুরুষের লিঙ্গ ও কোষ এবং স্ত্রীলোকের যোনি ফুলিলে, সে শোথে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। উপরোক্ত কয় প্রকারের দুলক্ষণাক্রান্ত শোথ ব্যতীত অপর সকল প্রকার শোথ অত্যন্ত প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হইলেও সুচিকিৎসায় আরোগ্য হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ জনপদব্যাপী শোথ বা Epedemic Dropsyর কথা তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করিলেও তাঁহারা কিন্তু 'এই জনপদব্যাপী শোথের সহিত বেরিবেরির সাদৃশ্য ঠিক স্বীকার

করেন না। তাঁহারা বলেন,—(১) জনপদব্যাপী শোথ অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ, বেরিবেরি সেরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। (২) শোথ রোগ সৰ্ব্ব প্রকার লোকের মধ্যেই উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু বেরিবেরি রোগ যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মিতাচার সম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই হয় না। (৩) বহুজনের একত্র সমাবেশ বেরাবেরি রোগ-বিস্তারের সাহায্য করে। জনপদ ব্যাপী শোথ রোগে বহু জনের সমাবেশ ক্ষতির কারণ হয় না। (৪) পাকাশয় সংক্রান্ত রোগ বিশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে শোথ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু বেরিবেরিতে সেরূপ হইবার কোন কারণ নাই। (৫) শোথ রোগের প্রথম অবস্থায় গাত্রে বিস্ফোটক (Erruption) উদ্গত হয়; বেরিবেরিতে সেরূপ হয় না। (৬) কোন কোন পীড়ার পর শোথ রোগ হইলে সকল সময় শোথ নাও থাকিতে পারে। (৭) অনেক সময় শোথ রোগের প্রথমে বা শোথের সঙ্গে জ্বর থাকে, বেরিবেরিতে জ্বর হয় না। (৮) বেরিবেরি রোগে পক্ষাঘাত একটা প্রধান লক্ষণ। শোথ রোগে কিন্তু পাক্ষাঘাতিক লক্ষণ থাকে না। (৯) শোথ রোগে হৃৎপিণ্ড ও শোণিতসঞ্চারের বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ও প্রসারিত হয় এজন্য ত্বকে দানা ও শোথ জন্মে। অঙ্গুলি পীড়নে দানাগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু ক্রমশঃ কাল শিরার ন্যায় স্থায়ী চিহ্ন উপস্থিত হয়। বেরিবেরি রোগে হৃৎপিণ্ড ও শোণিত সঞ্চারে বিশৃঙ্খলতা ঘটে বটে, কিন্তু দানা উদ্গম বা কালশিরা চিহ্নের আবির্ভাব ঘটে না। (১০) শোথ রোগে মূত্র কদাচিৎ অ্যালবিউমেন যুক্ত হয়। কিন্তু বেরিবেরিতে অ্যালবিউমেন থাকে না। (১১) শোথ রোগে শোণিত-পরীক্ষায় একটি বিষ পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বেরিবেরি রোগে এই বিষ পদার্থ লক্ষিত হয় না।

বেরিবেরি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসার এইরূপ মতদ্বৈধ

হইলেও আমরা অনেক সময় ডাক্তারেরা যাহাকে বেরিবেরি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাকে শোথ রোগের চিকিৎসা করিয়া কিন্তু সুফলই পাইয়াছি। হইতে পারে, বিসূচিকা ও কলেরার মত বেরিবেরি ও শোথ রোগে কিছু পার্থক্য আছে। হইতে পারে, ঋষিযুগের বিসূচিকার সহিত এখনকার কলেরার যেরূপ অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, ঋষিযুগের শোথ ও এখনকার বেরিবেরির মধ্যে সেইরূপ বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু শোথ ও বেরিবেরির মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে অনেকটা একই স্বভাবের রোগ বলিয়া যদি উভয়কে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঋষি উপদিষ্ট শোথ রোগের চিকিৎসার বিধি বেরিবেরিতে প্রয়োগ করিলে বিফল মনোরথ হইবার তো কোন দেখি না। বেরিবেরি ও শোথ রোগ উভয় পীড়াতেই Heart বা হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে, শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট উভয় পীড়াতেই বর্ত্তমান, এ অবস্থায় বেরিবেরি ও শোথ স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া সাব্যস্থ হইলেও উভয় রোগেই Heart যাহাতে ভাল থাকে, শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট যাহাতে বিদূরিত হয়, তাহা তো করিতেই হইবে, সুতরাং চিকিৎসায় গোলযোগ হইবার কোন কারণই নাই।

চিকিৎসা।—যাক্, এইবার আমারা শোথের চিকিৎসার কথা বলিব। মল, মূত্র পরিষ্কার রাখা শোথ রোগের প্রধান চিকিৎসা। **বাতিক শোথে**—দশমূলের কাথের সহিত বা দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল যথোপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হইয়া শোথের উপশম হয়। **পিত্তজ শোথে**—তেউড়ী মূল চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করাইলে উপকার হয়। **কফজ শোথে**—মরিচ চূর্ণের সহিত বিল্বপত্রের রস বিশেষ কার্য্যকারী।

পুনর্নবাষ্টক পাচন।—শ্বেত পুনর্নবা, নিম্বমূলের ছাল,

পলতা, শুঁঠ, কটকী গুলঞ্চ, দারু হরিদ্রা ও হরীতকী—প্রত্যেক দ্রব্য ।• চারি আনা। জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া। এই পাচনটি সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার শোথ, পার্শ্বশূল ও শ্বাস সমন্বিত পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

শোথারি লৌহ ও শোথকালানল নামক ঔষধ দুইটি সর্ব্বপ্রকার শোথেই বিশেষ উপকারী। নিম্নে ইহাদের উপাদান বলা যাইতেছে।

শোথারিলৌহ।—শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ সর্ব্ব সমান। মাত্রা এক আনা। অনুপান বেল পাতার রস বা ত্রিফলার কাথ ও মধু।

শোথকালানল।—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপুল, সৈন্ধব পিঁপুল, লবঙ্গ, জাতীফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ। সকল দ্রব্য সমান ভাগ। ১ রতি বটি। অনুপান কুলেখাড়ার রস মধু বা শ্বেত পুনর্নবার রস ও মধু।

একখানি ব্যবস্থা পত্র।—প্রাতে শোথারি লৌহ, বৈকালে বজ্রক্ষার ২। রতি ও মকরধ্বজ ১ রতি, সন্ধ্যায় শোথারি লৌহ এবং পুনর্নবাষ্টক পাচন প্রাতে প্রস্তুত করিয়া উহার অর্দ্ধেক প্রাতে ঔষধ সেবনের অল্পক্ষণ পরে অর্দ্ধেকটা এবং বাকী অর্দ্ধেকটা বৈকালের ঔষধ সেবনের অল্পক্ষণ পরে এবং রাত্রে শয়ন কালে হরীতকীর গুঁড়া অর্দ্ধতোলা, চিনি একছটাক ও গরম জল সহ যদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে যে সকল শোথ অতীসার হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সেইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পেটের পীড়া না থাকিলে শোথরোগে **মানমণ্ড** বিশেষ উপকারী। ইহা পথ্য স্বরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নিম্নে উহার প্রস্তুত বিধি বলা যাইতেছে।

মানমণ্ড।—পুরাতন মানকচুচূর্ণ ১ তোলা, আতপ চাউল চূর্ণ ২ তোলা ও দুগ্ধ ৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া একটু মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া সেব্য।

পর্পটী।—শোথ যদি পেটের পীড়া জনিত হয়, তাহা হইলে পর্পটীর তুল্য আর কোন ঔষধ নাই। এই পর্পটীর কথা গ্রহণী অধিকারে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। এই পর্পটী সেবন করাইতে হইলে লবণ জল বন্ধ রাখিতে হইবে।

সোম রোগ (Diabetes)

সংজ্ঞা ও লক্ষণ।—এই রোগের সাধারণ নাম বহুমূত্র। এই রোগে সর্ব্ব দেহস্থ জলীয় পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ইহাতে সোম অর্থাৎ জলীয়াংশের ক্ষয় হয় বলিয়াই ইহার নাম সোম রোগ। এই রোগে অতিশয় বলক্ষয় হইয়া পৃষ্ঠব্রণ প্রভৃতি দুরারোগ্য স্ফোটকাদি উপস্থিত হইলে তাহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—যজ্ঞডুমুরের রস বা উহার বীজচূর্ণ, জামের আঁটির শাঁস চূর্ণ, কদলীমূলের রস, তেলাকুচা মূলের রস, কচি পেয়ারা ভিজান জল, মোচার রস, আমলকীর রস এবং ঝিঙ্গে পোড়ার জল সেবন করিলে মূত্রাধিক্য কমিয়া থাকে। পাকা কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু চারি মাষা, চিনি চারি মাষা ও দুগ্ধ এক পোয়া—একত্র সেবন করিলে ও বহুমূত্রের শান্তি হয়।

প্রমেহ অধিকারে যে **সোমেশ্বর রস, সোমনাথ রস এবং বসন্তকুসুমাকর রসের** কথা বলা হইয়াছে, সেই

তিনটি ঔষধ সোমরোগে বিশেষ উপকারী। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সোমরোগে বিশেষ ফলপ্রদ :—

কদল্যাদি ঘৃত।—ঘৃত ৪ সের, কদলীপুষ্প ১২৷৷০ সের। পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলী মূল, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েদবেল, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপলমূল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, জাম, বনজাম, কুল, মউল, লোধ, অর্জ্জুন, কেঁদু, কটকী, কদম্ব, শিরীষ ও পলাশ—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা। এই ঘৃত গরম দুগ্ধসহ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় সেব্য।

তারকেশ্বর রস।—রসসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ—প্রত্যেকটি সমভাগ। মাত্রা ২ রতি। অনুপান যজ্ঞডুমুরের রস তেলাকুচার রস ইত্যাদি।

হেমনাথ রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা এবং লৌহ, কর্পূর প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা লইয়া তাহাতে অহিফেনের ক্বাথ, মোচার রস ও যজ্ঞডুমুরের রসের ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটি করিবে। অনুপান যজ্ঞডুমুরের রস প্রভৃতি।

পথ্যাপথ্য।—সকল প্রকার জলীয় পানাহার এই রোগে কর্ত্তব্য নহে। পীড়ার প্রবল অবস্থার অন্নাহার করাও ঠিক নহে। প্রবল না হইলে এক বেলা রুটি বা লুচি। গব্য ঘৃত, মাংস, ব্যায়াম ও ভ্রমণ এই রোগে হিতকর। মৈথুন এবং সকল প্রকার কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য এই পাড়ায় বর্জ্জনীয়।

অশ্মরী (Stone)

কারণ।—চলিত কথায় ইহার নাম পাথরী রোগ। এই রোগে কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক বস্তিগত ও শুক্র কিম্বা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হওয়ায় এক প্রকার কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ ভেদে এই রোগ চারি প্রকার।

প্রকার ভেদে অবস্থা। বাতজ অশ্মরীর আকৃতি শ্যাব বা অরুণ বর্ণ ইহা অতিশয় যন্ত্রণা প্রদ। পিত্তজ অশ্মরী ভেলার বীজের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। কফজ অশ্মরী পিঙ্গল বর্ণ। শর্করা ও সিকতা অশ্মরীর প্রভেদ এই যে, এই অশ্মরী অধিক টেপাটেপির জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে শর্করা এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে সিকতা নামে অভিহিত হয়।

চিকিৎসা।—সকল প্রকার অশ্মরী রোগেই বরুণ ছালের ক্বাথ বা রস পান বিশেষ হিতকর। বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর প্রত্যেক দ্রব্য ॥৶০ আনা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া, এই ক্বাথে দুই আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার অশ্মরীরোগেই উপকার হয়। গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁঠ ও বরুণ ছাল প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, এই ক্বাথের সহিত ঐরূপ দুই আনা যবক্ষার মিশাইয়া সেবন করিলে সকল প্রকার অশ্মরী রোগেই উপকার হয়।

বরুণ ঘৃত।—ঘৃত ৴৪ চারি সের, ক্বাথার্থ কুট্টিত বরুণ ছাল সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কল্কার্থ —বরুণ মূলের ছাল, কদলী মূল, বেল ছাল, কুশ, কেশে, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু, খাগড়ার মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাঁকুড় বীজ, বাঁশের মূল,

তিলনালের ক্ষার, পলাশের ক্ষার ও যুঁই মূল প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ সেব্য।

পাষাণ বজ্র রস।—শ্বেত পুনর্নবার রসের সহিত ১ ভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক একদিন মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। পাক শেষে বাহির করিয়া গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী। রাখাল শাসার মূলের কাথ অথবা কুলত্থকলায়ের কাথ সহ সেব্য।

কুশাদ্য ঘৃত।—কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাথরকুচি, উলুমূল, ভূমি কুষ্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, শালিধান্য মূল, গোক্ষুর, শোনা, পারুল, আকনাদি, শালিঞ্চ পীতঝাঁটি, রক্তপুনর্নবা, শ্বেত পুনর্নবা ও শিরীষ এই সকল দ্রব্যের কাথ এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শশাবীজ ও কাঁকুড় বীজ ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। দুগ্ধসহ সেব্য। ইহা পিত্তজ অশ্মরীতে বিশেষ উপকারী।

পথ্যাপথ্য।—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের অনুরূপ।

উদর রোগ (Ascites, Dropsy)

কারণ।—সকল প্রকার উদর রোগেই বায়ু, পিত্ত ও কফ—তিনটি দোষই প্রকুপিত হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্য হইতেই এই দোষ-ত্রয় কুপিত হয়, ইহা ভিন্ন অজীর্ণ দোষজনক অন্ন ভোজন এবং উদরে জল সঞ্চয়—এই দুইটিও উদর রোগের কারণ। ঐ সকল কারণে সঞ্চিত বাতাদি দোষ স্বেদবহ ও জলবহ স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ এবং প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া এই রোগ উপস্থিত করে। প্লীহা এবং যকৃতের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে কিম্বা অন্ত্রনাড়ী

কোনরূপে ক্ষত হইলে অথবা অন্ত্রমধ্যে জল সঞ্চয় হইলেও উদর রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

প্রকার ভেদ।—উদর রোগও আট প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, প্লীহা ও যকৃত জনিত, মল সঞ্চয় জনিত, ক্ষয়জ ও উদরে জলসঞ্চয় জনিত। ইহাদের মধ্যে **বাতজ উদর রোগে** হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ হয়। **পিত্তজ উদর রোগ** জলোদররূপে পরিণত হয় এবং ইহা শীঘ্রই পাকিয়া উঠে। **শ্লেষ্মজ উদর রোগ** দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। **ত্রিদোষজ উদর রোগ** বৃষ্টি বাদলার দিনে বর্দ্ধিত হয় এবং সকল প্রকার উদর রোগের লক্ষণ ইহাতে সমস্তই বিদ্যমান থাকে। **প্লীহোদর ও যকৃদুদর** রোগে প্লীহা বা যকৃৎ অল্পাধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া উদরকেও বর্দ্ধিত করে। মলসঞ্চয় জনিত **বদ্ধগুদোদরে** হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। **ক্ষতজ উদর রোগে** গুহ্যদ্বার দিয়া জলবৎ পদার্থ স্রাব হইতে থাকে, ইহা অতিশয় যন্ত্রণা প্রদ। **জলোদরে** উদর চিক্কণ, বৃহৎ, জলপূর্ণের ন্যায় স্ফীত এবং সঞ্চালিত হইলে ক্ষুব্ধ, কম্পিত ও শব্দ হইয়া থাকে ও ইহাতে নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনা হয়।

সাধ্যাসাধ্য।—জলোদর ও ক্ষতোদর রোগ সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য, অস্ত্র চিকিৎসা এইরূপ উদর রোগে আবশ্যক। অন্যান্য উদর রোগেও যদি বলক্ষয় থাকে এবং রোগ অধিক দিনের হয়,—তাহা হইলে তাহাও আরোগ্যের আশা অতি অল্প।

চিকিৎসা।—সর্ব্ববিধ উদর রোগেই বাতাদি তিন দোষের শান্তিকর ঔষধ ব্যবস্থেয়। **বাতোদরে** প্রথমতঃ পুরাতন ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ মালিশ করিয়া স্বেদ দেওয়া হিতকর। তাহার পরে বিরেচন করাইয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উদর বন্ধন করিয়া রাখা আবশ্যক। ঘোল সর্ব্ব

প্রকার উদর রোগেই ব্যবস্থা করা মন্দ নহে, ইহা দ্বারা দেহের ভার ও অরুচি বিনষ্ট হয়। **বাতোদরে** পিঁপুল ও সৈন্ধব লবণের সহিত, **পিত্তোদরে** চিনি ও মরিচের সহিত, **শ্লেষ্মোদরে** যমানী, সৈন্ধব লবণ, জীরা, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচের সহিত ঘোল পান হিতকর। **প্লীহা ও যকৃদুদরে** প্লীহা ও যকৃৎ রোগোক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। **বদ্ধোদরে** সর্ব্ব প্রথমে স্বেদ দিয়া তীক্ষ্ণ বিরেচন করান প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি উদর রোগে বিশেষ উপকারী।

উদরারি।—পারদ, ঝিনুক, তুঁতে, জয়পাল বীজ ও পিপুল সমভাগে লইয়া সোঁদাল ফলের মজ্জা ও বীজের আটায় মর্দ্দন করিয়া ১ মাত্রা পরিমিত বটী। অনুপান তেঁতুলের রস। পথ্য—দধি ও অন্ন। ইহা দ্বারা তীব্র বিরেচনের পরে জলোদর নষ্ট হয়।

ত্রৈলোক্য সুন্দর রস।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধব লবণ, বিষ, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের রস, চিতা, যমানী ও যবক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা। নিসিন্দা, চিতা ও টাবা-লেবুর রসে সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া দুই রতি বটী করিবে। গব্যঘৃত সহ সেব্য। ইহা বাতোদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারাচ রস।—পারদ, সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, গন্ধক, পিঁপুল ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য দুইভাগ এবং খোসা শূন্য জয়পাল বীজ নয় ভাগ। একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া দুই রতি বটী। অনুপান আতপ চাউল ধোয়া জল। ইহা দ্বারা উদর, প্লীহা ও গুল্মরোগ নষ্ট হয়।

ইচ্ছাভেদী রস।—শুঁঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ ও জয়পাল তিন ভাগ। একত্র জলসহ মর্দ্দন

করিয়া দুই রতি বটী। চিনির জল অনুপানে প্রযুজ্য। ইহা সেবনের পরে যত গণ্ডূষ চিনির জল পান করা যায়, ততবার দাস্ত হইয়া থাকে। পথ্য — ঘোল ও অন্ন।

বিন্দুঘৃত।—ঘৃত চারি সের, কল্কার্থ আকন্দের আঠা ষোল তোলা সীজের আঠা আটচল্লিশ তোলা, হরীতকী, কমলাগুড়ি, শ্যামালতা, সোঁদাল ফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরপুষ্পী ও চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য আট তোলা, জল ষোল সের, একত্র পাক করিবে। এই ঘৃতের যত বিন্দু পান করান যায়, ততবার দাস্ত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—উদর রোগে পীড়ার প্রবল অবস্থায় অন্য পথ্য না দিয়া কেবল মানমণ্ড খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। পীড়া অধিক প্রবল না থাকিলে দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগের দাল, পটোল, বেগুন, ওল, মানকচু প্রভৃতি এবং রাত্রে দুগ্ধসাগু দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য আহার, স্নান, দিবানিদ্রা এবং পরিশ্রম অহিতকর।

কোষবৃদ্ধি রোগ (Hydrocele, Hematocele, Elephantiasis of Scrotum, Hernia)

প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—বৃদ্ধি রোগ সাত প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ। এই রোগে স্বকীয় প্রকোপক কারণ সমূহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া কুঁচকি স্থান হইতে অণ্ডকোষে আগমন করে এবং তাহার পরে পিত্তাদি দোষ ও দূষ্যকে কুপিত করিয়া অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে **বাতজ বৃদ্ধি রোগে** অণ্ডকোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইয়া বায়ুপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের মতস্পর্শ বিশিষ্ট হয়। **পৈত্তিক বৃদ্ধি রোগ** পাকা যজ্ঞ ডুমুরের ফলের মত, ইহা দাহ ও উষ্মা বিশিষ্ট। ইহা পাকিয়া থাকে। **কফজ বৃদ্ধি রোগে** প্রবৃদ্ধ কোষ শীতল, ভারাক্রান্ত, চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত। **রক্তজ বৃদ্ধি রোগ** কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটক ব্যাপ্ত ও পিত্তজ বৃদ্ধি রোগের লক্ষণাক্রান্ত। **মেদোজ বৃদ্ধি রোগ** কফজ বৃদ্ধি রোগের লক্ষণাক্রান্ত, ইহা মৃদু, পক্কতাল ফল সদৃশ নীল বর্ত্তুল।

মূত্রজ বৃদ্ধি রোগের কারণ সর্ব্বদা মূত্ররোগ রোধ করা। এই রোগে গমন কালে কোষ জলপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের ন্যায় ক্ষোভযুক্ত মৃদু ও বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং সঞ্চালিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে।

অন্ত্র বৃদ্ধি।—অতিশয় কষ্টকর এবং অসাধ্য ব্যাধি। ইহাকে ইংরাজীতে হার্ণিয়া বলে। এই রোগে বায়ু ক্ষোভিত অর্থাৎ চালিত হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বঙ্ক্ষন সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে।

একশিরা ও বাতশিরা।—একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে কম্প ও সন্ধি সমূহে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সহিত প্রবল জ্বর হইয়া যে কোষ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে একশিরা বা বাতশিরা বলে। ইহা ২।৩ দিন পরে আবার আপনা আপনিই সারিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সকল প্রকার বৃদ্ধি রোগেরই প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা না করাইলে উহা অসাধ্য হইয়া থাকে। **বিরেচন** সকল প্রকার বৃদ্ধি রোগেই হিতকর। একখানি তাওয়ায় অগ্নিজালে জয়ন্তী পাতা গরম করিয়া কোষে বাঁধিয়া রাখিলে সকল প্রকার কোষবৃদ্ধির উপশম হয়। অন্ত্রবৃদ্ধি যে পর্য্যন্ত কোষ পর্য্যন্ত উপস্থিত না হয়, সেই

সময়ের মধ্যে চিকিৎসা করিলে উপশমিত হইতে পারে। মূত্রজ বৃদ্ধিতে অস্ত্র বিশেষ ভেদ করিয়া জলস্রাব করান হিতকর। নিম্ন লখিত ঔষধগুলি বৃদ্ধিরোগে উপকারী।

বাতারি।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলার প্রত্যেক উপাদান মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ ও গুগগুলু ৫ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র এরণ্ড তৈল সহ মর্দ্দন করিয়া দুই তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস ও তিল তৈল।

শশিশেখর রস।—লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দুর, একত্র ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী।

রস রাজেন্দ্র।—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক চারি মাষা, সীসা দুই মাষা, একত্র করিয়া বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চী, স্থলপদ্ম ও পদ্ম—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পৃথক পৃথক সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে ভাত এবং রাত্রিতে রুটী বা লুচি। মুগ, মসূর, ছোলা ও অরহরের দাল, পটোল, বেগুন, মোচা, ডুমুর, সজিনার ডাঁটা প্রভৃতি। গরম জল শীতল করিয়া পান করা উচিত। এই রোগে "ল্যাঙোট" ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুঁইশাক, মাষকলাই, পাকা কলা, অধিক মিষ্টদ্রব্য সেবন, শীতল জল পান, ভ্রমণ মল মূত্রাদির বেগ ধারণ প্রভৃতি অনিষ্টকর।

গলগণ্ড গণ্ডমালা (Gaitre Bronchocele)

চিকিৎসা।—ইহা শ্লেষ্মজ ব্যাধি, এজন্য এই সকল রোগে শ্লেষ্মানাশক চিকিৎসা করা আবশ্যক। শ্বেতসরিষা, সজিনা ছাল, মসিনা, যব ও মূলার বীজ—এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া ঘোলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রথমাবস্থায় উপকার হয়। পরিপক্ক তিতলাউয়ের রসের সহিত বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণের নস্য লইলেও গলগণ্ডের প্রথমাবস্থায় উপকার হয়। **পাড়ুকা ও অর্ব্বুদ** প্রভৃতিতে পুঁইপাতার রসের প্রলেপ দিয়া পুঁইপাতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হইয়া থাকে। **অর্ব্বুদে** বটের আঠা, কুড় ও পাংশু লবণ সমানভাগে মিশাইয়া লেপন করিলে অনেক সময় অর্ব্বুদ নষ্ট হয় গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসাভস্ম—সমান ভাগে লইয়া কৃকলাসের রস মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও অর্ব্বুদে উপকার হয়। শিম, খইল, কুলত্থ কলায় ও অধিক পরিমাণে মাংস একত্র দধির সহিত বাটিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিয়া অনেকক্ষণ রাখার পর যখন মক্ষিকা ও ক্রিমি সকল সন্তান প্রসব করিতেছে এবং অর্ব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে দেখা যাইবে, তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে এবং অল্পাবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে এবং অল্পাবশিষ্ট অংশ সীসা, তাম্র অথবা লৌহ নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিঃশেষিত করিবে।

নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটি ব্যবহারে গলগণ্ডাদি রোগের উপকার হয়।

কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু।—কাঞ্চন ছাল পাঁচ পল, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক দ্রব্য এক পল, হরীতকী, বহেড়া আমলা—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধপল, বরুণ ছাল দুই তোলা, তেজপত্র, এলাইচ ও

দারুচিনি—প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, সকলের সমান গুগ্‌গুলু। একত্র মর্দ্দন করিবে, মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, অনুপান হরীতকীর ক্বাথ।

শাখোটক তৈল।—শেওড়ার ছালের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল। ইহা নস্যরূপে ব্যবস্থা করিলে গণ্ডমালায় উপকার হয়।

শ্লীপদ (Elephantiasis)

শ্লীপদ কি।—সাধারণ কথায় ইহাকে 'গোদ' বলিয়া থাকে। এই রোগ উৎপন্নের পূর্ব্বে জ্বরের সহিত জঙ্ঘাদেশে বেদনাযুক্ত শোথ হয়, পরে সেই শোথ ক্রমে ক্রমে পাদে উপস্থিত হয়। ইহা প্রায় একরূপ অসাধ্য ব্যাধি, বিশেষতঃ যে শ্লীপদ বল্মীকের ন্যায় বহু শিখর বিশিষ্ট হয় এবং যাহা এক বৎসরের অধিক কালজাত, তাহা কখনই আরোগ্য হয় না।

চিকিৎসা।—সকল প্রকার শ্লীপদই কফপ্রধান, এজন্য কফনাশক চিকিৎসা ইহাতে আবশ্যক। ধুতুরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, শ্বেত পুনর্নবা, সজিনা ও শ্বেত সরিষা—এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে লইয়া বাটিয়া প্রথমাবস্থায় প্রলেপ দিলে উপকার হয়। শ্বেত সরিষা, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ—মনসাসীজের পাতার রস সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও প্রথমাবস্থায় উপকার হইতে পারে। এরণ্ডতৈলে হরীতকী ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করাইলেও এই রোগে উপকার হয়। তালের রসের সহিত বেড়েলামূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার শ্লীপদেই উপকার হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি শ্লীপদে উপকারী বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিত্যানন্দরস।—হিঙ্গুলোথ, পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই পিঁপুলমূল, হবুষা, বচ শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দন্তীমূল—সকল দ্রব্য সমান ভাগ, হরীতকীর কাথ সহ মর্দ্দন করিয়া দশ রতি পরিমিত বটি। অনুপান হরীতকী ভিজান জল।

শ্লীপদারি।—নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র ও মধুর সহিত ১ তোলা পরিমাণে সেব্য।

শ্লীপদ গজ কেশরী।—শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, মিঠাবিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনঃশিলা, সোহাগা ও জয়পাল। সকল দ্রব্য সমান ভাগ। যথাক্রমে ভীমরাজ, গোক্ষুর জামীর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী। অনুপান গরম জল।

কোষবৃদ্ধি রোগে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, শ্লীপদেও সেই সকল ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। পথ্যাপথ্যও কোষবৃদ্ধির মত।

বিদ্রধি ও ব্রণ (Abscess, ulcnr, wound)

বিদ্রধি কি?—ইহার সাধারণ নাম ফোড়া। বাতাদি দোষত্রয় অস্থিকে আশ্রয় করিয়া ত্বক, রক্ত, মাংস ও মেদকে দূষিত করিয়া যে যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন করে, তাহাকেই চলিত কথায় ফোড়া বলিয়া থাকে। বাহ্য ও অন্তর্ব্বিদ্রধি—দুইপ্রকারে ইহা দেখা দেয়। ইহার মধ্যে নাভির উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ প্লীহা, যকৃৎ, পার্শ্ব, কুক্ষি, হৃদয় ও ক্লোম স্থানে যে সকল অন্তর্ব্বিদ্রধি হইয়া থাকে, তাহারা যদি ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে পূযাদি মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে এবং নাভির

নিম্নদেশে অর্থাৎ বস্তি, গুহ্য ও কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে যদি উহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুহ্যদ্বার দিয়া পূযাদি নিঃসৃত হইয়া থাকে; যাহাদের মুখ দিয়া পূযাদি স্রাব হয়, তাহাদের বাঁচিবার আশা নাই।

ব্রণ কি ?—ব্রণের সাধারণ নাম ঘা। প্রথমতঃ ব্রণ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে একটি শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নাড়ীব্রণ বা নালী ঘা।—ব্রণশোথ পাকার পর যদি যথা সময়ে তাহার পূযাদি নির্গত না হয়; তাহা হইলে সেই পূঁয ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম সকল বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিয়া নালী উৎপন্ন করে, ইহারই নাম নালী ঘা।

বিদ্রধি ও ব্রণের চিকিৎসা।—এই দুই রোগের অপক্কাবস্থায় জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদু বিরেচন, লঘু আহার ও স্বেদ প্রদান প্রভৃতি হিতকর। সজিনামূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অনেক সময় বিদ্রধি বসিয়া যায়। যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিদ্রধিতে উপকার হয়। যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল সমান ভাগে পিষিয়া একটু ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে অথবা ধুতুরার মূল ও সৈন্ধব লবণ একত্র বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। এই সকল প্রক্রিয়া করিয়া বসিয়া না গেলে পাকাইবার চেষ্টা করিয়া পাকিলে পূঁযাদি নির্গত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। শণবীজ, মূলার বীজ, সজিনাবীজ, তিল, সরিষা, মসিনা, যব, গম প্রভৃতির পুলটিশ দেওয়া এই সময় হিতকর।

ব্রণ পাকিলে।—ব্রণ পাকিলে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে, নতুবা আতার পাতা বাটিয়া অথবা কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের মূল ও পাতা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ ফাটিতে পারে। ব্রণ ফাটিলে ক্ষতস্থান নিমপাতার জলে ধৌত করিয়া করঞ্জাদি ঘৃত লাগান হিতকর। নিম্নে উহার প্রস্তুত বিধি বলা যাইতেছে।

করঞ্জাদিঘৃত।—ঘৃত চারি সের, কল্কার্থ ডহরকরঞ্জার কচি পত্র ও বীজ, মালতীপত্র, পটোলপত্র, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, যষ্টিমধু, কটকী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণামূল, নীলসুঁদি, অনন্তমূল ও শ্যামালতা—প্রত্যেক দ্রব্য দুইতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা সদ্যোব্রণ, দুষ্টব্রণ এবং নাড়ীব্রণ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

সদ্যোব্রণ চিকিৎসা।—শস্ত্রাদির আঘাতে কোনস্থান ক্ষত হইলে তাহাকে সদ্যোব্রণ বলে। ইহার প্রথমাবস্থায় জলপটি বাঁধিয়া দেওয়া ভাল। খানিকটা চিনি লাগাইয়া দিলে অথবা আপাং, আয়াপান, কুকসিমা বা দূর্ব্বাঘাসের রস প্রয়োগ করিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। শতধৌতঘৃতের সহিত কর্পূর মিশাইয়া ক্ষতস্থান পূর্ণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষতস্থান আর পাকিতে পারে না।

নাড়ীব্রণে।—শ্বেত ভেরেণ্ডার আটা ও খদির—একত্র সমান ভাগে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। হাপরমালী ও দুগ্ধিকার আঠা নালীর উপরের চর্ম্মের উপর লাগাইলে উপকার হয়।

ভগন্দর (Fistula in Ans)

চিকিৎসা।—পাকিবার পূর্ব্বে ইহার চিকিৎসা না করিলে ইহা আরোগ্য করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। পীড়কা পাকিলে ব্রণ শোথের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। অপক্কাবস্থায় রক্ত শোষণই ইহার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, নিতান্ত না পাকিলে অস্ত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক।

ক্ষত নিবারণ জন্য।—মনসা সীজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ সমান ভাগে মিশাইয়া ভগন্দর মধ্যে রাখিলে ক্ষত নিবারিত হয়

নব কার্ষিক গুগগুলু ও সালাসার ন্যায় রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ ইহাতে সেবনের জন্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিম্নে নবকার্ষিক গুগ্‌গুলুর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু।—হরীতকী, আমলা, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা ও গুগ্‌গুলু ১০ তোলা এবং পিঁপুলচূর্ণ ২ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধসহ সেব্য।

বাতরক্ত অধিকারে যে **পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলুর** কথা বলা যাইবে, তাহাও এই রোগে প্রযুজ্য।

কুষ্ঠ ও শ্বিত্র

(Leprosy, Tubear cular Leprosy Etc)

প্রকার ভেদ।—কুষ্ঠ রোগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, মহাকুষ্ঠ ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্য জিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম ও কাকন নামে ৭ সাত প্রকার কুষ্ঠের নাম মহাকুষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে **কাপালকুষ্ঠ** কতকটা অরুণ ও কতকটা কৃষ্ণবর্ণ, ইহা যন্ত্রণাদায়ক এবং পাতলা ত্বক বিশিষ্ট। **ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ** দাহ ও কণ্ডূ যুক্ত এবং ইহা যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, যে স্থানে এই কুষ্ঠ হয়, সে স্থানের লোম সকল পিঙ্গলবর্ণ হয়। **মণ্ডলকুষ্ঠ** ও শ্বেত ও রক্ত বর্ণ মিশ্রিত। **ঋষ্যজিহ্বকুষ্ঠ** প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ ও মধ্যে শ্যাববর্ণ এবং বেদনাযুক্ত। ইহা হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। **পুণ্ডরীক কুষ্ঠের** আকার রক্তপদ্মের ন্যায়, ইহা শ্বেত মিশ্রিত রক্তবর্ণ ও উন্নত। **সিধ্ম কুষ্ঠ**—ইহাও শ্বেত মিশ্রিত বর্ণের পাতলা চামড়া বিশিষ্ট. ইহা দেখিতে লাউ ফুলের ন্যায়।

এই কুষ্ঠ বক্ষঃস্থলেই প্রায় হইয়া থাকে, ইহা ঘষিলে গুঁড়া পদার্থ বাহির হয়। **কাকনকুষ্ঠ** কুঁচের মত, মধ্যে কৃষ্ণ ও প্রান্তভাগে রক্ত বর্ণ, এই কুষ্ঠ অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং ইহা পাকিয়া থাকে।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ।—ক্ষুদ্রকুষ্ঠ এগার প্রকার। এই কুষ্ঠগুলির মধ্যে যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না এবং যাহা বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকে এবং যাহার আকার মৎস্যের আঁইসের মত, তাহার নাম **এককুষ্ঠ**। হস্তীচর্ম্মের মত রুক্ষ, কৃষ্ণ বর্ণ ও স্থূল কুষ্ঠের নাম **চর্ম্মকুষ্ঠ**। হাত, পা ফাটিয়া তীব্র বেদনা যুক্ত যে কুষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহার নাম **বৈপাদিক কুষ্ঠ**। ক্ষত স্থানের ন্যায় খরস্পর্শ কুষ্ঠের নাম **কিটিমকুষ্ঠ**—এই কুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, রুক্ষ ও শুষ্ক। যে কুষ্ঠ কণ্ডূ বিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ স্ফোটক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত তাহার নাম **অলসক**। উন্নত, মণ্ডলাকার কণ্ডূযুক্ত ও রক্তবর্ণ পিড়কা সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে **দদ্রু** বলে। রক্তবর্ণ, শূলবৎ বেদনা যুক্ত, কণ্ডূযুক্ত এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে তাহাকে **চর্ম্মদল** বলে। দাহ, কণ্ডু ও স্রাবযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পীড়কা সমূহের নাম **পামা বা চুলকণা**। এই পামা অতিশয় দাহযুক্ত এবং স্ফোটক ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে **কচ্ছু বা খোস** বলে। শ্যাব বা অরুণ বর্ণ এবং পাতলা চামড়া বিশিষ্ট স্ফোটকের নাম **বিস্ফোটক**। শ্যাব বা রক্তবর্ণ এবং দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট অনেকগুলি ব্রণ একত্র হইলে তাহার নাম **শতারুঃ**। শ্যাববর্ণ, স্রাবযুক্ত, কণ্ডূ ও পীড়কা বিশিষ্ট কুষ্ঠের নাম বিচর্চ্চিকা ও উহা পাদদ্বয়ে হইলে তাহার নাম **বিপাদিকা**।

শ্বিত্র বা ধবল এবং কিলাস।—ঐ সকল কুষ্ঠ ব্যতীত আর দুই প্রকার কুষ্ঠ আছে, তাহাদের নাম শ্বিত্র বা ধবল এবং কিলাস। শ্বিত্ররোগে শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণ দাগ হয় এবং কিলাসে রক্ত বর্ণের দাগ হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র **কুষ্ঠের চিকিৎসা**।—কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া মাত্র চিকিৎসা না করিলে ইহা আরোগ্য হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র কুষ্ঠ নিবারণের জন্য (১) দূর্ব্বাঘাস, হরীতকী, সৈন্ধব লবণ, চাকুন্দাবীজ ও তুলসী পত্র—সমান ভাগে লইয়া কাঁজির সহিত অথবা ঘোলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ; দদ্রু ও বেদনা নিবারিত হয়। (২) ধুনা, তুষ, চাকুন্দে বীজ, হরীতকী কাঁজির নিম্নস্থ অন্ন, সমান ভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। (৩) বিড়ঙ্গ, চাকুন্দবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও শ্বেত সরিষা—কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। (৪) চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধব, শ্বেত সরিষা ও বিড়ঙ্গ—সমান ভাগে কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (৫) কালকালসুন্দার মূল—কাঁজির সহিত পিষিয়া প্রলেপদিলে দদ্রু আরোগ্য হয়। (৭) চাকুন্দেবীজ সীজের ক্ষীরে সাত দিবস ভাবনা দিয়া গোমূত্রে মিশাইয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিট্টিম কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

মহাকুষ্ঠে।—মহাকুষ্ঠ নিবারণের জন্য মঞ্জিষ্ঠাদি, অমৃতাদি পাচন, অমৃত গুগগুলু, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু, অমৃতভল্লাতক, মহাভল্লাতক গুড়, রসমাণিক্য প্রভৃতি সেবনের ঔষধ ব্যবস্থেয়। নিম্নে এগুলির উপাদান বলা যাইতেছে ঃ—

মঞ্জিষ্ঠাদিপাচন।—মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়ার বীজ, পটোলপত্র, বেণামূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন—সমান ভাগে মিলিত দুই তোলা, জল আধ সের, শেষ আধপোয়া। এই ক্বাথ সেবনে কুষ্ঠ ভিন্ন বাতরক্তেও ফল হইয়া থাকে।

অমৃতাদি পাচন।—বচ, বাসক, পলতা, নিমছাল ও

প্রিয়ঙ্গু—মিলিত দুই তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। মদন ফল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেব্য।

অমৃত গুগ্‌গুলু।—গুলঞ্চ সাড়েবার সের, দশমূল সাড়ে বার সের, আকনাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কটকী, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ড মূল প্রত্যেকটি দশপল, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ বহেড়া একশটা, হরীতকী দুইশতটা, আমলকী একশতটা এবং দোলাস্থ পোট্টলীবদ্ধ গুগগুলু দুই সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একশত বিরানব্বই সের জলে পাক করিয়া চব্বিশ সের থাকিতে নামাইয়া এবং এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহার সহিত দুই সের গুগ্‌গুলু গুলিয়া দুই সের ঘৃত মিশাইয়া এবং পূর্ব্বোক্ত হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার বীজ বাহির করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথে ফেলিয়া সমুদয় একত্র পাক করিয়া এবং পাক শেষ হইলে গুলঞ্চের চিনি ও শুঁঠ চূর্ণ—প্রতেকটি যোল তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশাইয়া লইবে। ইহা সেবন আঠার প্রকার কুষ্ঠ এবং বাতরক্ত নষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু।—ঘৃত চারি সের। ক্বাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোল পত্র ও কণ্টকারী ইহাদের প্রত্যেকটি আশী তোলা, শ্লথপোট্টলীবদ্ধ শোধিত গুগ্‌গুলু চল্লিশ তোলা. পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত পোট্টলীবদ্ধ অবশিষ্ট গুগগুলু মিশাইয়া লইবে। এই ক্বাথ জল দ্বারা উল্লিখিত ঘৃত পাক করিতে থাকিবে এবং কল্কার্থ—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিঁপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, চই, কুড়, লতাফটকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কটকি, বচ, পিঁপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বনযমানী—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ লইয়া

উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

অমৃত ভল্লাতক।—বৃক্ষ হইতে পতিত সুপক্ক ভেলা ৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক ইষ্টক চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ ও জলে প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ উক্ত ভেলা গুলি দ্বিখণ্ড করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে এবং ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পুনর্ব্বার ৪ সের ঘৃতের সহিত পাক করিবে। তাহার পর পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া উহার সহিত ৪ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া লইয়া এবং অন্য পাত্রে ঔষধ স্থাপন করিয়া এক সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে। সপ্তাহ অতীত হওয়ার পর এই ঔষধ সেবন করা উচিত। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। প্রাতঃকালে ইহা সেবন বিধেয়।

মহাভল্লাতক গুড়।—নিমছাল, শ্যামালতা, আতইচ, কটকি, বলাডুমুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, ক্ষেৎপাঁপড়া, সোমরাজী বীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি শুঁঠ, শঠী, বামনহাটি, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুড়চি মূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখাল শসার মূল, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণ পলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোঁদাল ফল, ছাতিম ছাল, কালিয়ালতা ওকড়াফল, গুল, চিনা-ঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেমূল, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কটফল, শরপুঙ্খ ও শিরীষছাল, ইহাদের প্রত্যেকটি ১৬ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, ৮ সের শেষ। খণ্ডীকৃত ভেলা তিন হাজারটি, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই উভয় ক্বাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ৬৪ সের ও

এক সহস্র ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে. তাহার পর উহাতে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, সৈন্ধব লবণ ও যমানী—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা ও গন্ধক ৩২ তোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা। অনুপান —গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা দুগ্ধ।

রসমাণিক্য।—বংশপত্র হরিতাল—কুমড়ার জলে ও অম্ল দধিতে যথাক্রমে ৩ বার ও ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করতঃ তণ্ডুলাকৃতি চূর্ণ করিবে। তৎপর শরাবক যন্ত্রে স্থাপন করিয়া বদরী পত্রের লেপ দিয়া যে পর্য্যন্ত অধঃস্থ পাত্র অরুণ বর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। পরে শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া মাণিক্য সদৃশ দীপ্তি বিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু।

নিম্নলিখিত তৈলগুলি কুষ্ঠ রোগে ব্যবহৃত হয়—

মরিচাদ্যং তৈলম্।—কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, মুতা, আকন্দের ক্ষীর, শ্বেত করবী মূল, তেউড়ী মূল, গোময়রস, রাখাল শসার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন—ইহাদের প্রত্যেকটি ৪ তোলা এবং কাঠবিষ ৮ তোলা ও গোমূত্র ১৬ সের।

বৃহন্মরিচাদ্যং তৈলম্।—সর্ষপ তৈল ১৬ সের, কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ী মূল, দন্তীমূল, আকন্দের ক্ষীর, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসার মূল, শ্বেত করবী মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে বীজ, শিরীষ ছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, ছাতিম ছাল, সিজের ক্ষীর গুলঞ্চ, সোঁদাল, ডহর করঞ্জবীজ, মুতা, খদিরকাষ্ঠ, পিঁপুল, বচ ও লতা

ফটকী—প্রত্যেকটি ৮ তোলা এবং কাঠবিষ ১৬ তোলা ও গোমূত্র ৬৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে

সোমরাজী তৈল।—সর্ষপ তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—সোমরাজী বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত সর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও সোঁদাল পত্র—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত এক সের। যথাবিধি পাক করিবে।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। সর্ষপ তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, ঈশলাঙ্গলামূল, শুঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহর করঞ্জবীজ, হরিতাল, মনঃশিলা, হাফরমালী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিম ছাল, গোময় কাষ্ঠ, নিমপত্র, মরিচ ও কালকাসুন্দে, ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা। ক্কাথার্থ সোমরাজী বীজ ১২॥ সের পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চাকুন্দেবীজ ১২॥ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং গোমূত্র ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিবে।

কন্দর্পসার তৈল।—কটু তৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ—ছাতিছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষ ছাল, আকনাদি, জয়ন্তী পত্র, তিত্‌লাউ, গোরক্ষ চাকুলে ও হরিদ্রা, ইহাদের প্রত্যেকটি ৮০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। সোঁদাল পত্রের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, জয়ন্তী পত্রের রস, ধুতুরা পত্রের রস, হরিদ্রার রস, সিদ্ধি পত্রের রস, চিতার রস, খেজুর পত্রের রস, গোময় রস, আকন্দ পত্রের রস ও সিজ পত্রের রস, প্রত্যেকটী ৪ সের। কল্কার্থ—মাকাল ফল, বচ, রাস্নাশাক, তিত্‌লাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুচিলা, পটোল পত্র, হরিদ্রা, মূতা, পিঁপুল মূল, সোঁদাল ফল, আকন্দের ক্ষীর, কালকাসুন্দের মূল. ঈশুমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদি রাখাল শসার মূল, বিছাটি পত্র, করঞ্জ মূল, হাফরমালী, মূর্ব্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষ ছাল, কুড়চি ছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমের ছাল,

গুলঞ্চ, সোমরাজী বীজ, চাকুন্দে বীজ, ধনে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, ওল, কটকী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী মূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাঁঠিয়ান (অভাবে পিঁপুল মূল), অগুরু, কুড়, কর্পূর, কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, ছোট এলাইচ, বাসক ছাল ও বেণার মূল ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা। যথানিয়মে পাক করিবে।

পথ্যাপথ্য।—এই রোগে পথ্যাপথ্য বাতরক্তের অনুরূপ।

উরুস্তম্ভ বা আঢ্যবাত (Locomotor Ataxia)

উরুস্তম্ভ কি ও কর্ত্তব্য।—এই রোগে উরুপ্রদেশ কফ ও মেদের দ্বারা স্তম্ভিত হয় বলিয়া ইহার নাম উরুস্তম্ভ। সর্ব্বপ্রকার কফের শান্তিকর অথচ যাহাতে বায়ুর প্রকোপ বর্দ্ধিত না হয় সেই সকল ক্রিয়াই উরুস্তম্ভের চিকিৎসা। প্রথমে স্বেদ, লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। এই রোগে স্নেহ পান, অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন নিষিদ্ধ।

মুষ্টিযোগ।—দুই আনা পরিমিত শিলাজতু ও চারি আনা গুগ্‌গুলু—একত্র দশমূলের ক্বাথ সহ এই রোগে সেবন করাইলে প্রথমাবস্থায় সুফল দর্শে। উইমাটি ও সরিষা চূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া এবং ধুতুরা পাতার রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

নিম্নলিখিত তৈলগুলি এই রোগে উপকারী :—

মহাসৈন্ধবাদি তৈল।—তিল তৈল চারি সের, কল্কার্থ—সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, বচ, বামুনহাটি, যষ্টিমধু, শালপাণি, জায়ফল, দেবদারু, শুঁঠ, শঠী, ধনে, পিপুল, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, আতইচ, এরণ্ড মূল, নীলবৃক্ষ ও নীলঝুঁদী—সমস্ত দ্রব্য মিলিত এক সের। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে।

অষ্ট কটূর তৈল।—সর্ষপ তৈল চারি সের, দধির মাত

চারি সের, দধির ঘোল ৩২ সের এবং কল্কার্থ পিঁপুলমূল ও শুঁঠ প্রত্যেক দুই পল। যথাবিধি পাক করিবে।

সেবনের জন্য **বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ ও মহালক্ষ্মী-বিলাস** ব্যবস্থেয়। ইহা ভিন্ন **গুঞ্জাভদ্র রসেও** উপকার হইয়া থাকে। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

গুঞ্জাভদ্র রস।—পারদ ১॥ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, শ্বেত কুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়পালবীজ অর্দ্ধ। সমস্ত দ্রব্য জয়ন্তী, জম্বীর ধুস্তুর ও কাকমাচীর রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া এবং সর্ব্ব শেষে গব্যঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটি। অনুপান হিং ও সৈন্ধব লবণ।

পথ্যাপথ্য।—এক বেলা অন্ন ও এক বেলা রুটি বা লুচি। স্নান যত কম হয়, ততই ভাল। কফ নাশক অথচ বায়ুর অবিরোধী পথ্যাপথ্যই ইহাতে পালনীয়।

অম্ল পিত্ত (Acidity)

প্রকার ভেদ ও চিকিৎসা।—বাতজ, শ্লেষ্মজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ ভেদে অম্লপিত্ত চতুর্ব্বিধ। এই পীড়া উৎপন্ন হইবা মাত্র চিকিৎসা না করাইলে ইহা কঠিন হইয়া পড়ে। এই রোগে অত্যন্ত বুক জ্বালা এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া উপযুক্ত। পলতা, নিমপাতা, ও মদন ফল—প্রতেকটি ॥৵০ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করাইলে বমন হইয়া অম্লপিত্তের শান্তি হয়। বিরেচনের জন্য চারি আনা বা ছয় আনা তেউড়ী চূর্ণ—মধু ও আলকীর রসের সহিত সেবন করাইবে।

অধোগ অম্লপিত্ত হইলে অতীসার বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য বিশেষ সাবধানতা সহ অতীসার নিবারণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি অম্লপিত্ত রোগে ব্যবস্থেয়।

অবিপিত্তকর চূর্ণ।—শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা, বিটলবণ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র—প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ ভাগ, ও তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪৪ ভাগ এবং চিনি ৬৬ ভাগ একত্র মিশাইয়া ।০ হইতে ॥০ তোলা মাত্রায় গরম জল সহ সেবনের ব্যবস্থা।

অম্লপিত্তান্তক লৌহ।—রসসিন্দুর, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ ও হরীতকী চূর্ণ ৩ ভাগ একত্র মিশাইয়া ৵০ আনা পরিমাণে গরম জলসহ সেবনে অম্লপিত্ত জনিত বুকজ্বালার নিবৃত্তি হয়।

ধাত্রী লৌহ।—আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহ ভস্ম ৪ পল, যষ্টিমধুচূর্ণ ২ পল। আমলকীর ক্বাথ বা রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ⁄০ আনা পরিমিত বটি। কেহ কেহ এই ঔষধে আমলকীর পরিবর্ত্তে গুলঞ্চের রসের বা ক্বাথের ভাবনা দিয়া থাকেন। অনুপান শীতল জল।

সিতামণ্ডূর।—৮ তোলা মণ্ডূর অগ্নিতে ৭ বার দগ্ধ করিয়া ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া ঐ মণ্ডূর চূর্ণ ৮ তোলা, চিনি ৪০ তোলা, পুরাতন ঘৃত ৬৪ তোলা এবং গব্য দুগ্ধ দুই সের, সমস্ত দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং উহার জলীয়াংশ নিঃশেষ হইয়া পাক সমাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, ছোটএলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ—প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া এবং উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। অনুপান গব্যদুগ্ধ।

পিপ্পলীখণ্ড।—পিপুল চূর্ণ ৩২ তোলা, ঘৃত ৪৮ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, চিনি ১২৮ তোলা, এবং দুগ্ধ ৮ সের। একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, মুতা, ধনে, শুঁঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী—প্রত্যেকটির চূর্ণ ১।০ তোলা এবং মরিচ ও খদিরসার চূর্ণ প্রত্যেকটি ৸০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া এবং উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে ও শীতল হইলে ২৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা। অনুপান—দুগ্ধ।

শুণ্ঠীখণ্ড।—শুঁঠ চূর্ণ ॥০ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের এবং দুগ্ধ ৮ সের। একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমলকী, ধনে, মুতা, কৃষ্ণজীরা পিঁপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী—প্রত্যেকের চূর্ণ ১॥০ তোলা এবং মরিচ ও নাগেশ্বর—প্রত্যেকের চূর্ণ ৸০ আনা মিশাইয়া শীতল হইলে ২৪ তোলা মিশাইয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা। অনুপান শীতল জল।

সৌভাগ্য শুণ্ঠী মোদক।—শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, বনযমানী, লৌহ, অভ্র, কাকড়াশৃঙ্গী, কটফল, মুতা ছোটএলাইচ, জাতীফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধ মাত্রা, শঠী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শুঁঠ চূর্ণ ২৮ তোলা, চিনি ১১২ তোলা ও গব্য দুগ্ধ ৪৪৮ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।০ আনা, জল বা দুগ্ধসহ সেব্য।

পথ্যাপথ্য।—শূল রোগোক্ত সমুদয় পথ্যাপথ্য ইহাতে পালনীয়। অবস্থা বিবেচনায় শূল রোগের ঔষধ গুলিও ইহাতে ব্যবস্থা করা যায়।

হাম ও বসন্ত Measles and Small Pox

বসন্তরোগের কথা বলিতে হইলে আগে রোমান্তী বা হামের কথাটি বলিতে হয়, সেইজন্য আগে হামের কথাটি বলিয়া বসন্তের কথা বলিব। হামের সংস্কৃত নাম রোমান্তী এবং বসন্তের সংস্কৃত নাম মসূরিকা। কালপ্রভাবে অধুনা আমাদের দেশে নিত্য নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুইটি ব্যাধি আমাদের দেশে নূতন নহে, বরাবরই এ দুইটি ব্যাধির প্রকোপ যে আমাদের দেশে হইত, তাহা আমরা শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি। রোমান্তী বা হাম হইবার পূর্ব্বে জ্বর ও সর্ব্ব শরীরে অত্যন্ত বেদনা হয়, প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ঐ জ্বর ২।৩ দিন একজ্বরী থাকিয়া বিরাম হইবার সময় হাম উৎপন্ন হয়। এই হাম প্রথমে কপালে এবং চিবুকে বাহির হইয়া গাত্রের সকল স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্বরের সময় কোষ্ঠ-রোধ বা উদরাময়, অরুচি, কাস ও কষ্টে শ্বাস নির্গম এই লক্ষণ কয়টি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। লোমকূপের উন্নতির ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হওয়াই হাম বা রোমান্তীর সংজ্ঞা। যদি এই সকল পীড়কা ভালরূপে বাহির না হইয়া মিলাইয়া যায়, তাহা হইলে অবস্থা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। বালকেরাই এই পীড়ায় বেশী আক্রান্ত হইয়া থাকে।

বসন্তরোগ জন্মিবার প্রধান কারণ—ক্ষীর, মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, দূষিত অন্ন আহার এবং শিম, শাক ও কটু, অম্ল ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বে আহার। ইহা ভিন্ন দেশের প্রতি ক্রূর গ্রহগণের দৃষ্টি পতিত হইলেও এই পীড়া দেশ মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে।

বসন্তরোগের সংস্কৃত নাম মসূরিকা, ইহার কারণ—ইহার পীড়কা

সমূহের আকৃতি ও পরিমাণ মসূর কলায়ের ন্যায়। এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও জ্বর, কণ্ডূ, গাত্র, বেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও রক্তবর্ণতা এবং চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা প্রকাশ পায়। এই রোগ ধাতুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নানারূপ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

রস ধাতুগত বসন্তের আকৃতি জলবিম্বের মত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ফোস্কার মত। উহা বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হয়। চলিত কথায় ইহার নাম পাণিবসন্ত বা জলবসন্ত। ইংরাজীতে ইহাকে chicken pox বলে। ইহা সুখসাধ্য। রক্তগত মসূরিকার বর্ণ কৃষ্ণ এবং উহা পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। এই বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া থাকে ও বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত অত্যধিক দূষিত না হইলে ইহাও সুখসাধ্য। মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্নিগ্ধ ও স্থূল চর্ম্মবিশিষ্ট। এই বসন্তে গাত্রে শূলবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, কণ্ডু, জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত; স্থূল, চিক্কণ ও বেদনাযুক্ত। এই বসন্তে অত্যন্ত জ্বর, মনোবিভ্রম ও সন্তাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা ক্ষুদ্র, রুক্ষ, চিড়ার ন্যায় চেপ্টা ও কিঞ্চিত উন্নত. কিন্তু ইহার গাত্র সমবর্ণ দেখা যায়। এই বসন্তে চিত্তের অস্থিরতা, অত্যন্ত, মোহ, বেদনা এবং মর্ম্মস্থান ছিন্ন হওয়ার ন্যায় ও সর্ব্বাঙ্গে ভ্রমর দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শুক্রগত মসূরিকা চিক্কণ, সূক্ষ্ম, অত্যন্ত বেদনা-যুক্ত এবং দেখিতে পক্ক তুল্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পক্ক নহে—এইরূপ হইয়া থাকে। এই বসন্তে গাত্রে আর্দ্র বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, চিত্তের অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, দাহ ও মত্ততা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মসূরিকায় যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে পীড়কাগুলি শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ ও তীব্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয়। এই অবস্থায়

পীড়কাগুলি বিলম্বে পাকিয়া থাকে। পিত্তের আধিক্যে স্ফোটক সকল রক্ত, পীত ব কৃষ্ণবর্ণ, দাহ ও উগ্র বেদনাযুক্ত হয়; এই বসন্ত শীঘ্র পাকে। এই বসন্তে সন্ধিস্থান ও অস্থি সমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, চিত্তের অস্থিরতা, ক্লান্তি, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ এবং তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব থাকে। শ্লেষ্মার আধিক্যে স্ফোটক সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল এবং কণ্ডূ ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। এই বসন্ত দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে। এই বসন্তে, কফস্রাব, শরীরে আর্দ্র-বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভূতি, শিরোবেদনা গাত্রের গুরুতা, বমন বেগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান থাকে। রক্তের আধিক্যে মলভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের পাক চক্ষুর রক্তবর্ণতা, তীব্র বেগের সহিত দারুণ জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে মসূরিকা লালবর্ণ, চিড়ার ন্যায় চেপ্টা ও মধ্য ভাগে অত্যন্ত বেদনা ও দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত হয়। এই অবস্থার পীড়কা গুলি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন চর্ম্মদল নামক এক প্রকার মসূরিকা আছে, তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি স্তম্ভিত ভাব, প্রলাপ ও চিত্তের অস্থিরতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

ত্রিদোষজ, চর্ম্মদল এবং মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রগত মসূরিকা অসাধ্য। ইহা ভিন্ন যে মসূরিকা কতকগুলি প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি জাম ফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি তমাল ফলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়—সে গুলিও অসাধ্য জানিবে। যে মসূরিকা রোগে কাস, হিক্কা, চিত্তের বিভ্রমতা, অস্থিরতা, অতি কষ্টপ্রদ তীব্রজ্বর, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, গাত্র ঘূর্ণন ও অতি বেদনার সহিত শ্বাস নির্গম—প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়,—তাহাও অসাধ্য জানিবে। মসূরিকা রোগী যদি অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হয় এবং অপতনকাদি বাতব্যাধি-

গ্রস্ত হয়,—এবং মুখ ব্যতিরেকে কেবল নাসিকা দিয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহারও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মসূরিকা—নিবৃত্তির পরে কনুই, হাতের কব্জি এবং স্কন্ধদেশে শোথ হইলে তাহাও অতিশয় কষ্টদায়ক এবং দুশ্চিকিৎস্য জানিবে।

চিকিৎসা।—হাম এবং বসন্ত—উভয় রোগেই অধিক রুক্ষ ক্রিয়া বা অধিক শীতল ক্রিয়া কিছুই কর্ত্তব্য নহে। অধিক রুক্ষ ক্রিয়া করিলে পীড়কা সকল ভালরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। অধিকন্তু শীতল ক্রিয়া দ্বারা সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইতে পারে। পীড়কা সম্পূর্ণরূপে উদ্গত না হইলে কাঁচা হরিদ্রার রস, তেলাকুচার পাতার রস বা শতমূলীর রস, মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখাইবে। তুলসীর পাতার রসের সহিত যমানী বাটিয়া মাখাইলেও এই অবস্থায় উপকার হয়। এই উভয় পীড়ারই প্রথমাবস্থায় মেথী ভিজান জল, কুড় ও বাবুই তুলসীর ক্বাথ কিম্বা কুড়, বাবুইতুলসী, পানার শিকড় ও মানকচুর শিকড়ের ক্বাথ—সেবন করান ফলপ্রদ। কেবল হাম রোগে বচ, ঘৃত, বাঁশের কোঁড়া, নীল, যব, বাসকমূল, কার্পাস বীজ, ব্রাহ্মীশাক, তুলসী পাতা, আপাং ও লাক্ষা এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করা উচিত। সর্দ্দি ও কাসি থাকিলে যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত মকরধ্বজ বা লক্ষ্মীবিলাস সেবন করিতে দিবে।

বসন্তের প্রথম অবস্থায়—ঘণ্টাকুণ্ডাক্ক বা কুমুরিয়া নামক লতার ক্বাথের সহিত হিং-চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। সুপারির মূল, নাটা করঞ্জের মূল, গোক্ষুর মূল অথবা অনন্ত মূল—শীতল জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে। জয়ন্তী বীজ ২৫টা, ঘৃতে বাটিয়া, ৮ তোলা বাসি জলের সহিত পান করাইবে। হরিদ্রা পত্র ২ তোলা, তেঁতুল পত্র ১ তোলা, ৮ তোলা বাসি জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে। বাতজ বসন্তে দশমূল, বাসক, দারু

হরিদ্রা, বেণামূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুথা—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইবে এবং মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল—এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। বাতজ মসূরিকা পাকিবার উপক্রম হইলে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, বৃহৎ পঞ্চমূল, রক্তচন্দন গাম্ভারী ফল, বেড়েলা মূল, বৈঁচি মূল—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ অথবা গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করাইবে। পিত্তজ মসূরিকায়—নিমছাল, ক্ষেৎপাঁপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেণারমূল, কটকী, আমলকী, বাসক-ছাল ও দুরালভা—ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, চালতা ও বট—ইহাদের ছাল শীতল জল সহ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ মসূরিকার ব্রণ ও দাহ নষ্ট হয়। কফজ মসূরিকায় বাসক, মুথা চিরাতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পটোলপত্র ও নিমছাল—ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে এবং শিরীষ ছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, খরিদ ও নিমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। গুড়ের সহিত কুলচূর্ণ সেবন করিলে সকল প্রকার বসন্তই সত্বর পাকিয়া উঠে। পটোল পত্র, গুলঞ্চ, মুথা, বাসক-ছাল, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেৎপাঁপড়া—ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে সকল প্রকার অপক্ক বসন্তই পাকিয়া থাকে। এই ক্বাথের আর একটি বিশেষগুণ—ইহা সেবনে পক্ক বসন্তও শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হয়। এই ক্বাথে বসন্তের জ্বরেরও বিশেষ উপকার হয়।

বসন্ত রোগে—দাহ শান্তির জন্য কলমী শাকের রস মাখানর ব্যবস্থা করিবে।

এইবার দোষ ভেদে পাচনের কথা বলা যাইতেছে। বসন্ত রোগে মুষ্টিযোগ এবং পাচন বিশেষ হিতকর। বাতজ বসন্তে বিল্বাদি পাচনটি প্রথমাবস্থায় হিতকর; নিম্নে ইহাদের উপাদান বলা যাইতেছে :—

বিল্বাদি পাচন।—বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারি ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, বেণারমূল, গুলঞ্চ, ধনে, মুতা—যথারীতি পাচন প্রস্তুতের নিয়মে ক্বাথ করিবে।

বাতজ বসন্ত পাককালে উপরিলিখিত পাচনের পরিবর্ত্তে গুড়ূচ্যাদি পাচন দিবে। উহার উপাদান গুলি এই—

গুড়ূচ্যাদি পাচন—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন গাম্ভারী ফল, শ্বেতবেড়েলার মূল, বঁইচি মূল। যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

পিত্তজ বসন্তে—দ্রাক্ষাদি পাচনটি হিতকর। উহার উপাদান গুলি—

দ্রাক্ষাদি।—কিসমিস, পিণ্ডখেজুর, গাম্ভারী ফল, পলতা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, খই, আমলা, দুরালভা। যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

শ্লেষ্মজ বসন্তে—দুরালভাদি পাচনটি হিতকর। উহার উপাদান গুলি ঃ—

দুরালভাদি পাচন—দুরালভা, ক্ষেৎপাঁপড়া, চিরতা, কটকি, প্রত্যেক আধ তোলা। যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিবে।

ত্রিদোষজ বসন্তে নিম্বাদি পাচন উৎকৃষ্ট। উহার উপাদান গুলি ঃ—

নিম্বাদি।—নিমছাল, ক্ষেৎপাঁপড়া, আকনাদিমূল, পলতা, কটকী, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্ত চন্দন। যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই পাচনটি দ্বারা অপক্ক বসন্ত পাকিয়া উঠে। যদি বসন্ত হঠাৎ মিলাইয়া যায়, তাহা হইলে এই পাচনটি সকল প্রকার বসন্তেই সেবন করিতে দিবে।

পূঁয নিবারণের ব্যবস্থা।—বসন্ত রোগে পূঁয অধিক নির্গত হইতে থাকিলে বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বকুলের ছাল চূর্ণ—ক্ষত স্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে। বিল ঘুঁটের ছাই অথবা গোবরের চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেও উপকার হয়।

চক্ষু মধ্যে বসন্ত হইলে।—গোরক্ষ চাকুলে ও যষ্টিমধুর কাথ দ্বারা—চক্ষুদ্বয় সেচন করিবে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মুর্ব্বামূল, দারু হরিদ্রা, দারুচিনি নীলসুঁদী বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা -এই সকল দ্রব্যের কাথের দ্বারাও চক্ষুদ্বয় সেচন করিলে উপকার দর্শে।

রস প্রয়োগ।—শোধিত গন্ধক দুই ভাগ ও শোধিত রস এক ভাগ—বজ্জলী করিয়া ২ রতি মাত্রায় পানের রস সহ সেবনের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। **উর্ব্বষণাদি চূর্ণ, সতোভদ্র রস, ইন্দুকলা বটী** ও **এলাদ্যরিষ্ট** প্রভৃতি ঔষধ এই রোগে ব্যবস্থেয়। নিম্নে উহাদের প্রস্তুত-প্রণালী বলা যাইতেছে।

উষণাদি চূর্ণ।—মরিচ, পিঁপুল মূল, কুড়, গজপিঁপুল, মুতা, যষ্টিমধু, মুর্ব্বামূল, বামুনহাটি, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসক ছাল, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ চূর্ণ মাত্রা ৵০ আনা। জল সহ সেব্য।

সর্ব্বতোভদ্র রস।—রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, মনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সম ভাগ। বংশ লোচন ২ ভাগ এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান গুগ্ গুলু। জলসহ মর্দ্দন করিয়া ৵০ আনা পরিমাণ জল সহ সেব্য।

ইন্দুকলাবটী।—শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। বাবুইতুলসীর রস সহ মর্দ্দন। ১ রতি বটি। জল সহ সেব্য।

এলাদ্যরিষ্ট।—এলাইচ পঞ্চাশ পল, বাসক ছাল কুড়ি পল, মঞ্জিষ্ঠা; কুড়চি ছাল, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না,

বেণারমূল, যষ্টিমধু, শিরীষ ছাল, খরিদ কাষ্ঠ, অর্জ্জুন ছাল, চিরতা, নিম-ছাল, চিরতা, কুড় ও মৌরী—প্রত্যেক দ্রব্য দশ পল। জল পাঁচ শত বার সের, শেষ চৌষট্টি সের। একত্র পাক করিবে এবং ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে ধাইফুল ষোল পল, মধু সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ, শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, জটামাংসী, মুরামাসী মুতা, শৈলজ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা—প্রত্যেক দ্রব্য আট তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া—আবৃত" পাত্রে একমাস রাখিবে। ইহা ছাঁকিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে হাম, বসন্ত, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, উপদংশ, প্রমেহ, পীড়কা, শ্বাস এবং কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া আরোগ্য হয়।

পথ্যাপথ্য—রোগের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ সাগু, দুগ্ধ বালি প্রভৃতি লঘু পথ্য ব্যবস্থেয়। জ্বরাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া অন্ন ও পটোল, বেগুন, কাঁচকলা, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী। কমলা লেবু, আনারস, বেদানা, কিসমিস প্রভৃতি। সর্ব্বদা মোটা কাপড় গাত্রে রাখা উচিত। মৎস্য, উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য, গুরু পাক দ্রব্য, তৈল মর্দ্দন, বায়ু সেবন—এই পীড়ায় একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রতিষেধক বিধি।—যাঁহারা টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় তাঁহারা আবারও উহা গ্রহণ করিবেন।

প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবেন।

সর্ব্বদা শুচি ভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যার সময় ঘরে ধুনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনো ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না।

প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত দু'একটি উচ্ছে ও উহার বীচি খাইবেন। পলতা এবং নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী। উচ্ছের স্থলে করলা উচ্ছে আরও ভাল।

পচা ও বাসি মাছ তো একেবারেই খাইবেন না, তা' ছাড়া, মাছ খাওয়াটা তুলিয়া দিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গি, মাগুর এবং জেয়োল মাছ একেবারেই খাইবেন না।

মাংস এবং ডিম একেবারে খাইবেন না। পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক দ্রব্য বসন্তের সময় খাওয়া উচিত নয়।

বাজারের দুগ্ধ পান বন্ধ রাখিবেন। দোকানের চা একেবারে ছাড়িয়া দিবেন। বাজারের খাবারও পরিত্যাগ করা উচিত।

হরীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া সুতা দিয়া পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকেরা বাম হস্তে ধারণ করিবেন।

কাঁচা কণ্টকারীর মূল চারি আনা ও গোলমরিচ ৫ পাঁচটা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে ২দিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। এই মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের, শিশুদের মাত্রা ঐ অনুসারে বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে।

বৈকাল বেলা মোচার রস দ্বারা শ্বেত চন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস অথবা মধু দ্বারা যষ্টিমধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে ২ দিন করিয়া পান করিবেন।

তেলা কুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস—প্রত্যেকটী দ্রব্যের পাতার রস ।৵১০, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া। এই ক্বাথ সপ্তাহে ১ দিন করিয়া পান করা হিতকর।

হিঞ্চে শাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা শ্বেতচন্দন ঘসার সহিত মিশাইয়া পান করিলে আরও ভাল হয়।

নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা—শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে পান করিলেও বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকা যায়।

বাতরক্ত (Leprosy)

বাতরক্ত কি ?—রক্ত বিদগ্ধ হইয়া কুপিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যাহারা অধিক মাংস ভোজী—এই রোগে তাহারাই বেশী আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ এই ব্যাধি পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অনেকে ইহাকে কুষ্ঠ রোগেরই প্রকার ভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক হউক আর না হউক কুষ্ঠের অনেক লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—এই রোগ প্রকাশ পাওয়া মাত্র চিকিৎসা না করাইলে অসাধ্য হইয়া পড়ে। দুষ্টরক্তই এই রোগের কারণ, এ জন্য রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ সকল ইহাতে ব্যবস্থেয়। বিরেচন এই রোগে বিশেষভাবে আবশ্যক।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বাতরক্ত রোগে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

বাতরক্তান্তকরস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, মুতা, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগগুলু, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, সমুদ্রফেন, পুনর্ণবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা ও শ্বেত অপরাজিতা—সমস্ত দ্রব্য সমানভাগ, ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া মাষকলায়ের মত বটি। এই ঔষধ প্রাতঃকালে গব্যঘৃত সহ মাড়িয়া নিমের পত্র, পুষ্প ও ছালের কাথ অনুপানে ব্যবস্থেয়।

গুড়ুচ্যাদি লৌহ।—গুলঞ্চের চিনি, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া চিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা ও লৌহ

১০ তোলা। একত্র জলসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটি। গুলঞ্চের ক্বাথ বা ধনে ও পলতার ক্বাথের সহিত ইহা ব্যবস্থেয়।

কৈশোর গুগ্‌গুলু।—শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু দুই সের, হরীতকী, আমলা, বহেড়া মিলিত দুই সের ও গুলঞ্চ চারি সের, একত্র ছিয়ানব্বই সের জলে পাক করিয়া আটচল্লিশ সের অবশিষ্ট রাখিয়া ছাঁকিয়া লইয়া এবং পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ঘৃতে মাড়িয়া ঐ ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিবে, তাহার পর কোন লৌহ পাত্রে উহা পাক করিয়া এবং ঘনীভূত হইলে তাহার সহিত হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে ৪ তোলা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ মিলিত ৬ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ চারি তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ দুই তোলা এবং গুলঞ্চ চূর্ণ ৮ তোলা ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, অনুপান দুগ্ধ বা জল।

স্বল্পগুড়ূচ্যাদি তৈল।—তিল তৈল চারি সের, ক্বাথার্থ গুলঞ্চ সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ এক সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়।

মধ্যম গুড়ূচী তৈল।—তিল তৈল ৪ চারি সের, গুলঞ্চের ক্বাথ ষোল সের। কল্কার্থ—কুট্টিত গুলঞ্চে এক সের। দুগ্ধ চারি সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল।—তিল তৈল চারি সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের। শেষ ষোল সের। দুগ্ধ ষোল সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষ চাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিঁপুলমূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখাল শসারমূল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, গুন্দ্রকা ও ছাতিম ছাল প্রত্যেকটি

২ তোলা। এই তৈল পান, মর্দ্দন ও নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে বাত-রক্ত নষ্ট হয়।

মহারুদ্র তৈল।—কটু তিল চারি সের, ক্বাথার্থ গুলঞ্চ আট সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বাসক পত্রের রস ৪ সের। কল্কার্থ—পুনর্ণবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, দাড়িম ফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটার মূল, বাসক ছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতুরা, আপাং মূল, জয়ন্তী, দন্তী, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকটি ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ—প্রত্যেকটি ১৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্য।—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ বা ছোলার দাল, সর্ব্ব প্রকার তিক্ত রস বিশিষ্ট তরকারী, পটোল, ঠোটে কলা, মানকচু, ছাঁচি কুমড়া প্রভৃতির তরকারী। রাত্রিতে সুজির রুটী, দুগ্ধ। ছোলা ভিজা বিশেষ উপকারী। মৎস্য, মাংস, শিম, মটর, গুড়, দধি, তিল, মাষকলাই, মূলা, পেঁয়াজ, লসুন, লঙ্কারঝাল, অধিক মিষ্ট অপথ্য। ব্যায়াম, মৈথুন, আতপ সেবন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়।

স্ত্রীরোগ (Menorrhagia, Lecorrhœa, Dismeneorrhœa, and Sterility Etc.)

সাধারণতঃ প্রদর ও বাধক—এই দুইটী রোগকে আমাদের শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীরোগ সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি রোগের নিদান এবং চিকিৎসার কথাই আজ বলিব।

প্রদর রোগের নিদান এবং লক্ষণ। অন্যান্য রোগের মত অজীর্ণ হইতেও এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন (যেমন ক্ষীর ও মৎস্যাদি একত্রে

ভোজন), অপক্ক দ্রব্য ভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্য্যটন, অধিক যানাদি আরোহণ, শোক, উপবাস, ভারবহন, মদ্যপান, উপবাস, অভিঘাত ও অতিনিদ্রা—এই সকল কারণে এই প্রদর রোগ উপস্থিত হয়। এই প্রদরের অন্য নাম অসৃগ্দর। যোনিদ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হওয়া ও অঙ্গমর্দ্দ এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। রুক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও মাংস ধোয়া জলের ন্যায় যদি স্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে বাতজ প্রদর, পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব যদি দাহ ও চিমচিমি বেদনার সহিত নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে পিত্তজ প্রদর এবং অপক্ক রসযুক্ত, পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় যদি স্রাব নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে কফজ প্রদর বলিয়া স্থির করিয়া লইবে। মধু, ঘৃত বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জার মত ও শবের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট স্রাব নির্গত হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ প্রদর বলিয়া জানিবে। এই ত্রিদোষজ প্রদর অসাধ্য ব্যাধি। যে প্রদর-রোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইয়াছে অথচ সর্ব্বদাই স্রাব নিঃসৃত হইতেছে এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রব যে প্রদর-রোগিণীর বর্ত্তমান, তাহাও অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

বিশুদ্ধ ঋতু।—এই প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের বিশুদ্ধ ঋতুর কথা একটু বলা আবশ্যক। যে ঋতু মাসে মাসে ঠিক একই সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচ দিন অবস্থিত থাকে এবং দাহ, বেদনা প্রভৃতি কোনো শারীরিক যন্ত্রণা যে সময় উপস্থিত হয় না, রক্ত পিচ্ছিল এবং পরিমাণে অল্পও নহে, অধিকও নহে, উহার বর্ণ লাক্ষা রসের ন্যায় দেখায় এবং যে রক্ত বস্ত্রে রঞ্জিত হইলেও জলে ধৌত করিলেই উঠিয়া যায়—তাহাই বিশুদ্ধ রক্ত বলিয়া জানিবে। যদি এই অবস্থায় কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা পীড়া হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

বাধকের লক্ষণ।—আয়ূর্ব্বেদশাস্ত্রে এই বাধক রোগও

প্রদর রোগেরই অন্তর্নিহিত। বাধক চলিত নাম। এই রোগ নানা প্রকারে দেখা দিয়া থাকে। কোনো কোনো বাধকে কটিদেশ ও নাভির অধোভাগ, পার্শ্বদ্বয় ও স্তনদ্বয়ে বেদনা এবং কখন কখন এক মাস বা দুই মাস ব্যাপিয়া রজঃস্রাব হইয়া থাকে। কোন কোন বাধকে যোনিতে জ্বালা অনুভূতি হয়, চক্ষু জ্বালা করে, হস্ত পদেও জ্বালা করে, নাভির নিম্নদেশে শূলবৎ বেদনা অনুভূতি হয়। রোগিণী কৃশতা অনুভব করে, এই অবস্থায় কখন কখন তিন চারি মাস অন্তর রজঃস্রাব হয়, স্তনদ্বয়ে গুরুতা বোধ হয়, রজঃস্রাবের পরিমাণ অতি অল্প হয়। কোনো বাধকে রজঃস্রাব একেবারেই হয় না, কিন্তু মাসান্তে রজঃস্রাবের নির্দ্দিষ্টকালে কটিতে, তলপেটে, স্তনদ্বয়ে এবং সর্ব্ব শরীরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল প্রকার বাধকেই কিন্তু মধ্যে মধ্যে যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প শ্বেতস্রাব নির্গত হইতে থাকে।

যোনিরোগ।—যোনিরোগ নানাপ্রকার। অনুপযুক্ত আহার, বিহার, দুষ্টরজঃ এবং বীজদোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে যোনি রোগে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ফেনযুক্ত রজঃ নিঃসরণ হয়, তাহার নাম উদাবর্ত্ত। যে যোনি রোগিণীর রজঃ দূষিত হইয়া সন্তোনোৎপত্তি শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়, তাহার নাম বন্ধ্যা। এক প্রকার যোনিরোগ আছে—তাহাতে সর্ব্বদাই যোনিতে বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাহার নাম বিপ্লুতা। যে যোনি রোগে মৈথুনকালে অত্যন্ত বেদনা অনুভূতি হয়, তাহার নাম পরিপ্লুতা এই চারিটি যোনি-রোগই বাতজ রোগ বলিয়া জানিবে। যোনি কর্কশ, কঠিন এবং শূল ও সূচীভেদবৎ বেদনা এই চারিটি যোনি রোগেই হইয়া থাকে। পিত্তজ যোনিরোগও চারি প্রকার। ১ম লোহিত ক্ষয়—এই যোনি-রোগে দাহ এবং রক্তক্ষয় হয়। ২য় যামিনী নামক যোনিরোগ, এই রোগে বায়ুর সহিত রক্ত মিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। ৩য় প্রংসসিনী

যোনিরোগ,—এই রোগে যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে সঞ্চিত ও বায়ু জন্য উপদ্রব যুক্ত হয়, সন্তান প্রসবকালে অনেকের যে কষ্ট হইয়া থাকে—তাহা এই যোনিরোগের ফল বলিয়া জানিবে। ৪র্থ পুত্রঘ্নী যোনিরোগ,—এই রোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভ সঞ্চার হয়—কিন্তু বায়ু দ্বারা রক্ত ক্ষয় জন্য সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। কফজ যোনিরোগও চারি প্রকার। ১ম অত্যানন্দা, এই যোনিরোগে আক্রান্তা রোগিণীর মৈথুনে তৃপ্তিবোধ হয় না। ২য়—কর্ণিনী যোনিরোগ,—এই যোনিরোগে কফ ও রক্ত দ্বারা মাংসকন্দের ন্যায় গ্রন্থি বিশেষ যোনিদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩য়—অচরণা যোনিরোগ,—এই রোগে পুরুষের রেতঃপাত হওয়ার অগ্রেই স্ত্রীর রেতঃপাত হইয়া যায়। এজন্য সে স্ত্রী বীজ গ্রহণে সমর্থ হয় না। ৪র্থ—অতিচরণা যোনিরোগ,—যে যোনিরোগিণীর অতিরিক্ত মৈথুনজন্য বীজ গ্রহণের শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাকে অতিচরণা যোনিরোগিণী বলা হয়। এই চারি প্রকার শ্লেষ্মজ যোনি রোগিণীর যোনি পিচ্ছিল,কণ্ডু যুক্ত ও অত্যন্ত শীতলস্পর্শ হয়।

উল্লিখিত কয় প্রকার যোনিরোগ ভিন্ন আরও কয় প্রকার যোনিরোগ আছে। ১ম ষণ্ডী নামক যোনিরোগ। এই প্রকার যোনি রোগে আক্রান্তা স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি কর্কশস্পর্শ বোধ হয়। ২য় অণ্ডলীনামক যোনিরোগ, অল্প বয়স্কা ও সূক্ষ্ম যোনিদ্বারবিশিষ্টা স্ত্রীলোক স্থূল লিঙ্গ পুরুষের সহিত যদি সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার যোনি অণ্ডকোষের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে,—এই রোগিণীর নাম অণ্ডলী যোনিরোগাক্রান্তা। ৩য়—মহাযোনি এবং সূচীবক্ত্রা। যাহাদের যোনি অতি বিস্তৃত আকারের, তাহাদের যোনিকে মহাযোনি এবং সূক্ষ্ম দ্বার বিশিষ্ট যোনিকে সূচীবক্ত্রা বলে।

আর একপ্রকার রোগ স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে,—তাহার নাম যোনিকন্দ। দিবানিদ্রা, অতিশয় ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিরিক্ত মৈথুন কিম্বা কোন কারণে যোনিদেশ ক্ষত হইলে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া পূঁয রক্তের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও মান্দার ফলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একপ্রকার মাংসকন্দ যোনিদেশে উৎপাদন করে, ইহারই নাম যোনিকন্দ। সাধারণ লোকে এই যোনিকন্দের নাম প্যাঁদ বলিয়া থাকে। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে কন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ এবং ফাটা ফাটা হয়। পিত্তের আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে দাহ হইতে থাকে, জ্বরও হয়। কফের আধিক্যে কন্দটি নীলবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত হয়। ত্রিদোষের আধিক্যে সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে হয়।

চিকিৎসা।—বাতজ প্রদররোগে দধি ৬ তোলা, সচললবণ ৵০ আনা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, ও নীলোৎপল প্রত্যেকটি ।০ আনা এবং মধু ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা—একত্র মিশাইয়া—দুই তোলা মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর দিবসে ২ বার সেবন করাইবে। পিত্তজ প্রদর রোগে বাসকের রস কিম্বা গুলঞ্চের রস চিনি মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে। রক্ত প্রদরে রসাঞ্জন, চাঁপানটের মূল ও মধু—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। যজ্ঞ ডুমুরের রস বা লাক্ষাভিজান জল সেবনে প্রদর রোগের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। অশোক—রক্ত প্রদরের মহৌষধ। কেবলমাত্র অশোকছাল সিদ্ধ পান না করাইয়া অশোক দুগ্ধ বা অশোকক্ষীর পান করিতে দিবে। উহা প্রস্তুতের নিয়ম অশোকছাল ২ তোলা, চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত /২ সের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের অতি

তীব্রতর রক্তপ্রদরও ইহা পানে নষ্ট হইয়া থাকে। দার্ব্বাদি পাচনটি সকল প্রকার প্রদরেই বিশেষ কার্য্যকরী।

উহার উপাদানগুলি এই—

দাৰ্ব্বীরসাঞ্জন বৃষাব্দ কিরাত বিল্ব-
ভল্লাতকৈরব কৃত মধুনা কষায়ঃ।
পাক্তোজয়ত্যাতি বলং প্রদরং সশূলং-
পাতাসিতরুণ বিলোহিত নীল শুক্লম্॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন বাসক, মুতা, চিরতা, বেলশুঠ, ও ভেলা—মিলিত সমান ভাগে ২ তোলা। জল আধসের, শেষ আধ পোয়া। ইহা পানে শূলবৎ বেদনা বিশিষ্ট অতি প্রবল পীত, কৃষ্ণ, অরুণ, লোহিত, নীল ও শ্বেত প্রদরও নষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার প্রদর রোগেই কাঁটান'টের মূল—চারি আনা মাত্রায় চালধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া এক আনা রসাঞ্জন চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করাইলে সর্ব্ববিধ প্রদর আরোগ্য হইয়া থাকে।

কুশের মূল চারি আনা মাত্রায় লইয়া চাউল ধোয়া জলসহ তিন দিন সেবন করাইলে সকলপ্রকার প্রদর রোগই আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বেত বেড়েলার মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মধুসহ প্রদররোগে সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

আমলকী ২ তোলা পরিমাণে পেষণপূর্ব্বক সকলপ্রকার প্রদররোগেও সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

ধাইফুল চারি আনা পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত সেবন করাইলেও সকলপ্রকার প্রদররোগে উপকার পাওয়া যায়।

যজ্ঞডুমুরের স্বরস বা যজ্ঞডুমুরের বিচির গুড়া ও মধু ও প্রদররোগে হিতকর ব্যবস্থা।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—**পুষ্যানুগ চূর্ণ, প্রদরারি লৌহ, প্রদরান্তক লৌহ**—এই তিনটি ঔষধ প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় সাধারণতঃ ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এই গুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

পুষ্যানুগচূর্ণ।—আকনাদি, আমের এবং জামের আঁটির শাঁস, পাথরকুচি, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী (অভাবে আকনাদি,) লক্ষণামূল, মোচরস. বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঠ, লোধ, স্বর্ণগৈরিক, ত্রিফলা, মরিচ, শুঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু অর্জ্জুনছাল শোনাছাল—সমপরিমাণে চূর্ণ। মাত্রা ৵০ আনা হইতে চারি আনা। অনুপান আতপ চাউল ধোয়া জল। সকল প্রকার প্রদর যোনিদোষ, অতিসার ও অর্শরোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। পুষ্যানক্ষত্রে এই ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা উচিত।

প্রদরারি লৌহ।—কুড়চীছাল ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহার সহিত বরাহক্রান্তা, মোচরস আকনাদি, বেলশুঠ মুতা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্র, লৌহ—প্রত্যেক এক্ পল চূর্ণ মিশাইবে। কুশমুল বাটিয়া জলে গুলিয়া সেই অনুপানসহ চারি আনা হইতে এক তোলা মাত্রায় ইহা সেবন করাইলে প্রদর, কটিশূল, কুক্ষিশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

প্রদরান্তক লৌহ।—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রোপ্য, ও খর্পর ও কড়িভস্ম প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ তোলা এবং লৌহ তিন তোলা। একত্র ঘৃতকুমারীর সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটি করিবে।

আমলকীর রস, যজ্ঞডুমুরের রস, লাক্ষার রস প্রভৃতি কোন একটি অনুপানে ইহা সেবনের ব্যবস্থা দিবে।

স্ত্রীরোগে অশোক।—সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও স্ত্রীরোগে অশোকের মত ঔষধ নাই। প্রায় সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়—অশোকই এই রোগের একমাত্র ঔষধ। অশোক দুগ্ধ ছাড়া **অশোক ঘৃত** এবং **অশোকারিষ্ট** নামক যে দুইটি ঔষধ শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—সে দুইটি ঔষধ যাবতীয় প্রদর রোগেই একবার করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এই দুইটি ঔষধের মধ্যে যেখানে রোগিণীর অজীর্ণের ধাত, অগ্নিবল কমিয়া গিয়াছে, অম্ল পীড়া সময়ে সময়ে হইয়া থাকে, সেখানে অশোকঘৃত সহ্য হইবে না, সেরূপ স্থলে **অশোকারিষ্টই** সুব্যবস্থা। যদি অশোকারিষ্ট প্রস্তুত না থাকে, অশোক দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিও, তাহাতেও ফল পাইবে নিম্নে অশোক ঘৃত ও অশোকারিষ্ট—দুইটি ঔষধেরই প্রস্তুতবিধি বলা যাইতেছে :—

অশোক ঘৃত।—গব্য ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ অশোক মূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। জীরা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। আতপ চাউল ধোয়া জল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কেশুরিয়ার রস /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালসার অথবা পিয়ালবীজ, ফলসা ফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোক মূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী ও কাঁটা নটের মূল —প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ১ সের চিনি মিশাইয়া লইবে। ইহা দ্বারা রক্ত প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব নিবারিত হয়। ইহা পুষ্টিকর, বল ও বর্ণবর্দ্ধক।

অশোকারিষ্ট।—অশোক ছাল ১২॥ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে ২৫ সের গুড় ঢালিবে।

পথে ধাইফুল ১৬ পল (/২ সের) এবং কৃষ্ণজীরা, মুতা, শুঁঠ, দারু হরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, ত্রিফলা, আমের আঁটির শাঁস, জীরা, বাসক মূলের ছাল ও রক্তচন্দন—প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল দিয়া বদ্ধমুখভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে। মাত্রা ৪ তোলা। সমস্ত দিনে ২।৩ বার সেব্য। ইহা সকল প্রকার প্রদরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাধক চিকিৎসা।—বাধক রোগে রজঃস্রাব থাকিলে প্রদর রোগের মতই চিকিৎসাই করিতে হয়। যদি রজোরোধ হইয়া যায়, তাহা হইলে জবাফুল, কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইতে দিবে এবং মুসব্বর, হীরাকস, অহিফেন ও দারুচিনি—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, জলসহ মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বড়ি করিয়া শীতল জলসহ বা মিছরি ভিজান জলসহ প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। বাধকে রজঃস্রাব করাইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাটী উপকারী :—

তিতলাউ বীজ, দন্তীমূল, পিঁপুল, গুড়, মদনফল, যষ্টিমধু, মূলার বীজ,—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া মনসাসীজের আটার সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনি মধ্যে ধারণের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়।

বাধক রোগে তলপেটে বেদনা থাকিলে গমের ভূষির পুলটিশ দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা।

নানা প্রকার যোনি রোগের চিকিৎসা।—বাতপ্রধান যোনিরোগে বাতনাশক ঘৃতাদি পান হিতকর। গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও দন্তী—ইহাদের ক্বাথে যোনি সেচন এবং তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু—ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে যোনিতে তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ড ধারণ ও পিত্তনাশক শীতল ক্রিয়া প্রশস্ত। কফপ্রধান যোনি রোগে রুক্ষ ও উষ্ণ বীর্য্য ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। পিঁপুল, মরিচ,

মাষকলাই শুল্‌ফা, কুড় ও সৈন্ধব—এই সকল দ্রব্য দ্বারা তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মত বড়ি প্রস্তুত করিবে এবং যোনি মধ্যে ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। যে জবাফুল বটিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বাধক রোগের রজঃস্রাব না থাকিলে সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহা উদাবর্ত্ত নামক যোনিরোগে বিশেষ হিতকর। এই অবস্থায় লতা কটকির কচি পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইবার ব্যবস্থা দিলেও উপকার হয়। **রজঃ প্রবর্ত্তিনী বটি**—এই অবস্থায় শীতল জলসহ বা মিছরির জলসহ ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে—

রজঃ প্রবর্ত্তিনী বটিকা—সোহাগার খই, হিং, হীরাকস ও মুসব্বর—সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন। ১ রতি বটি।

এই উদাবর্ত্ত যোনিরোগে রসসিন্দুর ও বজ্রক্ষারএকত্র মিশাইয়া শীতল জল সহ সেবনের ব্যবস্থাও দিবে।

উদাবর্ত্ত যোনিরোগে তেউড়ী ও স্নেহদ্রব্য সেবন এবং সেক প্রদানে উপকার হয়।

কর্ণিনী নামক যোনিরোগে কুড়, পিঁপুল, আকন্দপাতা ও সৈন্ধব লবণ একত্র ছাগ মূত্রসহ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইবে।

বিদীর্ণ যোনি প্রশমনের জন্য শুলফা ও কুলের পাতা পেষণ করিয়া তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

অন্তঃ প্রবিষ্ট যোনি বহির্গত করিবার জন্য করলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিবে।

প্রসংসিনী নামক যোনিরোগে—ইঁদুরের বসা মর্দ্দন করিলে পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয়।

যোনির শিথিলতা নিবারণের জন্য বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা—সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৎ

জায়ফল ও কর্পূর অথবা মদন ফল ও কর্পূর—মধুর সহিত মিশাইয়া যোনি মধ্যে প্রয়োগ করিবে।

যোনিতে দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য আম, জাম, কয়েদ, বেল, টাবালেবু ও বেল—ইহাদের কচি পাতা, যষ্টিমধু ও মালতী ফুল—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃতে বস্ত্রখণ্ড মাখাইয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

বন্ধ্যারোগ নিবারণের জন্য অশ্বগন্ধার ক্বাথসহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নানের পর সেবন করিতে দিবে। পীত ঝাঁটির মূল, ধাইফুল, বটের শুঙ্গী ও নীলোৎপল—এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কিম্বা শ্বেত বড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্তবড়েলা, বটের শুঙ্গা ও নাগেশ্বর—এই—সমস্ত দ্রব্য মধুসহ পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতসহ সেবন করিলে বন্ধ্যারোগ নিবারিত হয়। **ফল কল্যাণ ঘৃত** বন্ধ্যারোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

ফল কল্যাণ ঘৃত।—গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিনি, বেড়েলামূল, মেদ, ক্ষীর বিদারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কটকী নীলোৎপল, কুমুদ, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, কিসমিস, কাকোলী, ক্ষীর, কাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লক্ষণামূল—ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং শতমূলীর রস ১৬ সের ও দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃত পানে যোনিদোষ ও রজোদোষ প্রভৃতি নানা প্রকার স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃতে লক্ষণামূলের উল্লেখ না থাকিলেও বৃদ্ধ বৈদ্যগণ কল্কার্থ লক্ষণামূল প্রদান করিয়া থাকেন। এই ঘৃত জীবিতবৎসা ও এক বর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয় এবং ঘুঁটের আগুনে পাক করিতে হয়।

যোনিরোগের মধ্যে কন্দরোগ নিবারণের জন্য ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা যোনি ধৌত করিবার ব্যবস্থা দিবে। গেরিমাটি, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কটফল—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ—মধু মিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে। ইঁদুরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিল তৈলের সহিত পাক করিবে। ঐ তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য। প্রদর ও যোনিরোগে দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ, ও ছোলার দাল, পটোল, ডুমুর, পাকা কুমড়া, মোচা, বেগুন, আলু, উচ্ছে, কাঁচকলা প্রভৃতির তরকারি, অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্য ও মাংসের যূষ। রাত্রিতে রুটি, লুচি ও ঐ প্রকার তরকারী। অম্লের মধ্যে পাতি লেবু। তৈলে পাক করা দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া ঘৃতপক্ক দ্রব্য ব্যবহার কর্ত্তব্য। জল খাবার—ময়দা সুজি ও ছোলার বেসমে প্রস্তুত সকল প্রকার দ্রব্য। খেজুর, দাড়িম, পাণিফল, কিসমিস, মিছরি, ইক্ষু প্রভৃতি। স্নান—যত কম হয় ততই মঙ্গল। যে দিবস স্নান করিবে, গরম জলে স্নান করা হিতকর।

অপথ্য—শাক, অম্ল, কলাইয়ের দাল, লঙ্কার ঝাল, গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্যদ্রব্য, দধি, বৃহৎ মৎস্য, অধিক লবণ, অধিক দুগ্ধ, দিশি কুমড়া, সূর্য্যাদির তাপ লাগান, ভারি দ্রব্য উত্তোলন, অধিকবার উচ্চ স্থান হইতে নামা উঠা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, হিম লাগান, রাত্রি জাগরণ, পথ পর্য্যটন প্রভৃতি অনিষ্ট কর। মৈথুন একেবারে নিষিদ্ধ।

গর্ভিণী রোগ

(Abortion and unnatural Labour)

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় জ্বরাদি হইলে তাহার চিকিৎসা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক করিবার আবশ্যক হয়। জ্বরাদি রোগের সাধারণ চিকিৎসার রীতি অনুসরণ করা কখনও গর্ভাবস্থায় কর্ত্তব্য নহে। বিবমিষা ও বমন, শিরোঘূর্ণন, জ্বর প্রকাশ বা জ্বরভাব, কাহারও কাহারও প্রবল জ্বর, শোথ—এই সমস্ত রোগের লক্ষণ গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ অনেক গর্ভিণীরই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক স্থিরবুদ্ধি হইয়া চিকিৎসা না করিলে এই সকল অবস্থায় বিপদ ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা। নিম্নে যে সকল রোগ এবং ঔষধের কথা বলা যাইতেছে, গর্ভিণীর জ্বরাদি রোগে এই সকল ব্যবস্থায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

গর্ভিণীর জ্বরে। যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণারমূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপত্র প্রত্যেক দ্রব্য ৵১০ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া গর্ভিণীদিগের সাধারণ জ্বরে সেই কাথ দুইবার করিয়া পান করিতে দিবে অথবা রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা করিয়া লইয়া ঐরূপ ভাবে কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। যদি ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া জ্বরের উপশম না হয়, তাহা হইলে **গর্ভচিন্তামণি রস** ও **গর্ভবিলাস রস** বা **গর্ভপিযূষবল্লী রস**—ইহাদের যে কোন একটি ঔষধ উল্লিখিত কাথ দুইটির কোন একটির সহিত সমস্ত দিনে দুইবার

করিয়া সেবন করাইবে। নিম্নে ঐ তিনটি ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে ;—

গর্ভচিন্তামণি রস। রসসিন্দুর, রৌপ্য ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা, অভ্র চারি তোলা, এবং কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র জায়ফল, জৈত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে—প্রত্যেক দ্রব্য এক তোলা। একত্র জল সহ মাড়িয়া দুই রতি বটী। এই ঔষধে গর্ভিণীর জ্বর, দাহ, প্রদর এবং সূতিকা রোগ উপশমিত হয়।

গর্ভবিলাস রস। পারদ, গন্ধক, ও তুঁতে, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। গোঁরা লেবুর রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটু অর্থাৎ শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ—এই তিনটি দ্রব্যের ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিয়া চারি রতি পরিমিত বটি করিবে।

গর্ভপীযুষবল্লী রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, মাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া ব্রাহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেৎপাঁপড়া ও দশমূল—ইহাদের রস বা ক্বাথের সহিত সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটি করিবে।

গর্ভাবস্থায় জ্বরের জন্য উপরিউক্ত ব্যবস্থা ভিন্ন জ্বর রোগোক্ত পাচন ঔষধ গুলির মধ্যে যে গুলি মৃদুবীর্য্য—বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সেগুলির প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

অতিসার এবং গ্রহণী রোগে।—আমছাল এবং জামছালের ক্বাথের সহিত খৈচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। **হ্রীবেরাদি ক্বাথ, লবঙ্গাদি চূর্ণ ইন্দুশেখর রস** এবং অতিসার ও গ্রহণী রোগের মৃদুবীর্য্য ঔষধগুলিও এইরূপ অবস্থায় ব্যবহার করান যায়।

হ্রীবেরাদি ক্বাথ।—বালা, আতইচ, মুথা, মোচরস ও ইন্দ্রযব—প্রত্যেক দ্রব্য ৹।৵১০। জল আধ সের, শেষ আধপোয়া।

এই ক্বাথ সেবনে শুধু অতিসার এবং গ্রহণী রোগ নহে, প্রচলিত গর্ভ স্থিতিশীল হয় এবং প্রদর ও কুক্ষিশূল উপশমিত হয়।

লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুলফা, দাড়িম ফলের ছাল জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলোৎপল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঠ, আতইচ, কাঁকড়শৃঙ্গী, খদির ও বালা—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা চারি আনা, ছাগীদুগ্ধ সহ সৈব্য। এই ঔষধে গ্রহণী ও অতিসার, আমরক্ত, শূল, শোথ এবং জ্বরও প্রশমিত হয়।

ইন্দুশেখর রস।—শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দূর, প্রবাল, লৌহ স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম ও কুড়চি ছালের রসে ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটি। এই ঔষধে গর্ভিণীর অতিসার ও গ্রহণী ভিন্ন জ্বর, কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য নষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভিণীর মল রোধে।—গর্ভিণীর মল রোধ হইলে আম, পাকা বেল, কিসমিস, পাকা পেঁপে ও গরম দুগ্ধ প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করিবে। বিরেচক ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে গর্ভপাতের বিশেষ আশঙ্কা।

গর্ভিণীর শোথে।—গর্ভিণীর শোথে শুষ্ক মূলা, শ্বেতপুনর্ণবা, গোক্ষুরবীজ, কাঁকুড়বীজ ও শসাবীজ প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০, জল আধসের শেষ আধ পোয়া, এই ক্বাথে চিনি মিশাইয়া পান করিতে দিবে। মনসা সীজের পাতার রস শোথ স্থানে মালিশ করিবারও ব্যবস্থা করিয়া দিবে। প্রায় অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়াছে, গর্ভিণী-দিগের শোথ—প্রসবের পর আপনা আপনি সারিয়া থাকে, সুতরাং ব্যস্ত হইয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভিণীর বমনে।—বমনের ইচ্ছা বা বমন হওয়া গর্ভাবস্থার সাধারণ নিয়ম। এজন্য তাহা নিবারণের জন্য সহসা কোন ঔষধের ব্যবস্থা না করা উচিত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ মিছরির সরবৎ বা দুগ্ধ খাইতে দিলে স্বাভাবিক বমির হ্রাস হইয়া থাকে। যদি সর্ব্বদাই বমি হইতে থাকে, তাহা হইলে খৈ চূর্ণ, দ্রাক্ষা ও চিনি—একত্র জল সহ মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিবে অথবা দ্রাক্ষা, শসাবীজ, বড় এলাইচ, মৌরি একত্র সমভাগে বাটিয়া এবং শ্বেত চন্দন ঘষিয়া উহার সহিত শীতল জল মিশাইয়া অল্প অল্প পান করিতে দিবে। এই অবস্থায় **গর্ভবিলাস রস** এবং বাতব্যাধি অধিকারোক্ত **বিষ্ণু তৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈল,** প্রভৃতি মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। গর্ভিণীর শিরোঘূর্ণন হইলেও এই সকল তৈল মস্তকে ব্যবহার করা আবশ্যক।

গর্ভিণীর মূত্ররোধে।—গর্ভাবস্থায় মূত্ররোধ হইলে **তৃণপঞ্চমূল** অর্থাৎ কুশ, কেশে, বেণার মূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল ও খাগড়া মূল ইহাদের ক্কাথ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত।—গর্ভ সঞ্চার অবধি চারিমাস পর্য্যন্ত দ্রব থাকার জন্য চারিমাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হয়, উহাকে গর্ভস্রাব বলে এবং চারিমাসের পর স্থির শরীরাপন্ন হয় বলিয়া পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে যদি রক্ত স্রাব হইয়া গর্ভ নষ্ট হয়,—তাহা হইলে গর্ভপাত বলে।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের নিদান।—অত্যন্ত মৈথুন, পথ পর্য্যটন, জ্বর, উপবাস, উর্দ্ধ হইতে পতন, প্রহার, অজীর্ণ, দ্রুতবেগে গমন, বমন, বিরেচন, কুন্থন, গর্ভপাতকারক দ্রব্য সেবন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, উৎকট ভাবে উপবেশন বা শয়ন এবং তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, তিক্ত ও রুক্ষ দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন এই সকল কারণে গর্ভপাত হইয়া

থাকে। গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের পূর্ব্বে যোনি হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

রক্তস্রাবের চিকিৎসা।—গর্ভের প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাঁকোলী ও দেবদারু—এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে। দ্বিতীয় মাসে রক্ত স্রাব হইলে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী, তৃতীয় মাসে পরগাছা অর্থাৎ বাঁদরা, ক্ষীরকাকোলী, নীলসুঁদী ও অনন্তমূল, চতুর্থ মাসে অনন্তমূল শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটি ও যষ্টিমধু, পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী ফল, বটাদি অর্থাৎ বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস বৃক্ষের ছাল ও শুঙ্গা এবং গব্যঘৃত, ষষ্ঠ মাসে চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু, সপ্তম মাসে পাণিফল, মৃণাল, কিসমিস, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি, অষ্টম মাসে কয়েদবেল, বৃহতী, পটোল পত্র ও ইক্ষু মূল, নবমমাসে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা এবং দশম মাসে কেবল শুঁঠের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

গর্ভবেদনার চিকিৎসা।—যদি প্রথম মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও মদনফল সম পরিমাণে আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করাইবে অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল—এই সমুদয় দ্রব্য দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত পান করাইবে এবং ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে। দ্বিতীয় মাসের গর্ভবেদনায় পদ্ম, পানিফল ও কেশুর—তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করাইবে। তৃতীয় মাসের বেদনায় শতমূলী ২ ভাগ ও আমলকী ১ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইবে অথবা পদ্ম, নীলসুঁদী ফুল ও শালুক, চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন

করাইবে। ৪র্থ মাসের বেদনায় নীলসুঁদী, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলসুঁদী—এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। পঞ্চম মাসের বেদনায় নীলসুঁদী ও ক্ষীরকাকোলী—দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইবে অথবা নীলসুদী, ঘৃতকুমারী ও কাঁকলা, সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া দুগ্ধ সহ পান করাইবে। ষষ্ঠ মাসের বেদনায় টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু রক্তচন্দন, ও নীলসুঁদী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কিম্বা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খই চূর্ণ—শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। সপ্তম মাসের বেদনায় শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধের সহিত কিম্বা কয়েদ বেল, সুপারি মূল, খই ও চিনি—শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে। অষ্টম মাসের বেদনায় সপ্তম মাসোক্ত দ্রব্য আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া পান করিতে দিবে। নবম মাসের বেদনায় এরণ্ড মূল ও কাঁকলা—কাঁজির সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে। দশমাসের বেদনায় যষ্টিমধু, ও মুগ—চিনির জল বা দুগ্ধে বাটিয়া সেবন করাইবে। একাদশ মাসের বেদনায় যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলসুঁদী অথবা ক্ষীরকাকোলী নীলসুঁদী, কুড়, বরাঙ্গক্রান্তা ও চিনি—এই সমস্ত দ্রব্য শীতল জলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। দ্বাদশ মাসের বেদনায় চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীর কাঁকোলী এই সমস্ত দ্রব্য শীতল জলের সহিত বাটিয়া সেবন করাইবে।

গর্ভবেদনার বিশেষ কথা।—নবম, দশম একাদশ ও দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসব কাল। এ সময় গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহা প্রসব বেদনা কিনা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি প্রসব বেদনা হয়, তাহা হইলে, বেদনা নিবারক কোনও ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।*

গর্ভস্থান ভ্রষ্ট হইলে।—কোন কারণে গর্ভ স্থান ভ্রষ্ট হইলে আমাশয় ও পক্বাশয়ের ক্ষুব্ধতা এবং কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় গর্ভ চালিত হইলে, কুম্ভকারগণ হাঁড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য মর্দ্দনাদি দ্বারা যে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেই মৃত্তিকা অর্দ্ধ তোলা, এক পোয়া—ছাগ দুগ্ধ ও চারি আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে অথবা—বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইন্দ্রযব—এই সকল দ্রব্যের এক একটি ।৵১০ ওজনে লইয়া আধসের জলে জ্বাল দিয়া এবং আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা গর্ভ চালনা, কুক্ষিশূল ও পার্শ্বশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

গর্ভিণীর শূলে।—গর্ভস্থান ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে গর্ভিণীর কুক্ষিশূল বা পার্শ্বশূল উপস্থিত হইলে কুশমূল, কেশেমুল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর মূল প্রত্যেক দ্রব্য ।০ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল, ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা—ইহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

স্রাবজনিত শূলে।—গর্ভিণীর স্রাবজনিত শূল বেদনায়—কেশুর, পনিফল, পদ্মকেশর, নীলশুঁদী, মুগানি ও যষ্টিমধু—ইহাদের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে।

প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে।—প্রসব বেদনা উপস্থিত অথচ প্রসব হইতেছে না, গর্ভিণী কষ্ট, পাইতেছে—এরূপ অবস্থায় ঈশলাঙ্গলার মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া পদদ্বয়ে লেপন করিবে। বাসকের মূল কটিতে বাঁধিয়া দিবে অথবা বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। কাঁজির সহিত গৃহঝুল, ঘৃতের সহিত ছোলঙ্গ লেবুর মূল ও যষ্টিমধু, শালপাণি, ফস্‌লাফল, আকনাদি, ঈশলাঙ্গলা ও আপাং ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি

দ্রব্যের মূল নাগদানার মূল ও চিতামূল সমভাগে পেষণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলেও সুখে প্রসব হইয়া থাকে। ঈশঙ্গলার মূল বা সূর্য্যাবর্ত্তের মূল—সূত্র দ্বারা হস্তে ও পদে বন্ধন করিলে শীঘ্র প্রসব হয়। পুঁইশাকের মূল পেষণ করিয়া তিলতৈল সহযোগে যোনির অভ্যন্তরে লেপন করিলে বিনাক্লেশে প্রসব হয়। পিঁপুল ও বচ—জলদ্বারা পেষণ করিয়া এরণ্ড তৈলসহ নাভিদেশে—লেপন করিলে বহুদোষে পীড়িতা নারীও সহজে প্রসব করিয়া থাকে।

মৃতসন্তান প্রসবের উপায়।—গর্ভস্থ শিশু জীবিত না থাকিলে প্রায়ই প্রসব হয় না, এরূপ অবস্থায় অনেক সময় শস্ত্র-প্রয়োগের আবশ্যক হয়। কিন্তু গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্রায় সীজের আঠা প্রদান করিলে অনেক সময় মৃতসন্তান সহজে প্রসব হইয়া থাকে। পিঁপুল ও বচ জলে পেষণ করিয়া এরণ্ড তৈলসহ নাভিতে প্রলেপ দেওয়ার কথা পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, গর্ভস্থ শিশু মৃত হইলে উহা দ্বারাও তাহা প্রসব হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় নাগদানার মূল ও চিতামূল বাটিয়া চারি আনা মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা পূর্ব্বে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারাও উপকার হইবে।

ফুল পতিত করণের উপায়।—যথা সময়ে ফুল পতিত না হইলে তিতলাউ, সাপের খোলস, ঘোষালতা, ষর্পপ তৈল, এই সমস্ত দ্রব্যের ধূপ প্রস্তুত করিয়া যোনিতে প্রদান করিবে। অঙ্গুলিতে কেশ জড়াইয়া সেই অঙ্গুলি দ্বারা প্রসূতির কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ঈশলাঙ্গলার মূল পেষণ করিয়া হস্ত পদে লেপ দিবে।

মক্কল শূল চিকিৎসা।—প্রসবের পর বস্তি ও শিরো-দেশে অত্যন্ত বেদনা হইলে তাহাকে মক্কলশূল বলে। যবক্ষার—ঘৃত

ও গরম জলের সাহত এরূপ অবস্থায় সেবন করান হিতকর। পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল শুঁঠ মরিচ, গজপিঁপুল, রেণুকা, বড় এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়া নিমের ফল, হিং, বামুনহাটি, মূর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটকী—সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, আধসের জলে জ্বাল দিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

গর্ভিণী শুষ্ক হইতে থাকিলে।—গর্ভাবস্থায় বায়ু অতিশয় কুপিত হইলে গর্ভিণী শুষ্ক হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় গর্ভ ও গর্ভিণী শুষ্ক হইয়া উপযুক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না। যষ্টিমধু ও গাম্ভারী ফল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করান এরূপ অবস্থায় হিতকর অথবা এরূপ অবস্থায় গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী মুগানি, মাষানী, জীবন্তী, ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে।

গর্ভাবস্থায় পথ্যাপথ্য।—লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর ও রুচি জনক আহার করা গর্ভাবস্থায় সাধারণ নিয়ম। গর্ভাবস্থায় অধিক পরিশ্রম করাও যেরূপ অনিষ্টকর, সেইরূপ একেবারে বসিয়া থাকাও অনিষ্ট জনক। যে সকল কার্য্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বেশীক্ষণ রুদ্ধ রাখিতে হয়, অধিক বেগ দিতে হয় কিম্বা তলপেটে চাপ পড়ে—সেই সকল কার্য্য একেবারে পরিহার করা আবশ্যক। পদব্রজে বা দ্রুতযানে গমনাগমন —গর্ভাবস্থায় বিশেষ অনিষ্টকর। উপবাস রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, অগ্নিসন্তাপ, মৈথুন, ভারবহন, কঠিন শয্যায় শয়ন, উচ্চ স্থানে আরোহণ ও মল মূত্রাদির বেগ ধারণ—গর্ভিণীগণ একেবারে পরিহার করিবেন।

ইহাভিন্ন গর্ভাবস্থায় যে সকল পীড়া হইবে, সেই সকল রোগোক্ত নিয়ম সকল তাঁহাদের পক্ষে পালনীয়। উপবাসযোগ্য পীড়ায় কিন্তু একেবারে উপবাস না দিয়া অল্প ভোজন করিতে দিবে। অতিরিক্ত বায়ু কর্ত্তৃক গর্ভিণী ও গর্ভ শুষ্ক প্রাপ্ত হইতেছে বুঝিলে ঘৃত, দুগ্ধ, হংসডিম্ব ও ছাগাদির মাংস প্রভৃতি আহারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

প্রসবান্তে পথ্য।—প্রসবের দিন হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ বা দুগ্ধসাগু প্রভৃতি লঘু পথ্য ব্যবস্থেয়। প্রসবের পর দিন হইতে দুগ্ধ ভাত দিলেও ক্ষতি নাই। প্রসবের পর পাঁচ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে উঠিয়া বসিতে বা বেড়াইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সাতদিন পর্য্যন্ত স্নান করিতে দিবে না। তাহার পরও ১৫।১৬ দিন গরম জলে স্নান করান উচিত। অগ্নি সন্তাপ সেবন, শুঁঠ ও গোলমরিচ, আদা, কৃষ্ণ জীরা প্রভৃতি দ্রব্য বাটিয়া এদেশে যে ঝাল খাওয়ানর ব্যবস্থা আছে তাহা বিশেষ উপকারী। প্রসূতিদিগকে মলিন বস্ত্রে ও মলিন শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

সূতিকা রোগ

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় যেরূপ নানারূপ রোগ হইতে পারে, সেইরূপ প্রসবের পরও অনুচিত আহার, দোষজনক দ্রব্য ভক্ষণ, বিষমাশন এবং অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন দ্বারা জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দন, পিপাসা, গুরু গাত্রতা, শোথ, শূল ও অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। শাস্ত্রকারগণ সেই সকল রোগের নাম দিয়াছেন সূতিকারোগ। এরূপ

অবস্থার পীড়াগুলি বিশেষ কষ্টসাধ্য, এই গুলিকে বাতশ্লৈষ্মিক বলিয়া জানিবে।

চিকিৎসা।—ভাবমিশ্র বলেন, সূতিকারোগ প্রশমনার্থ বাতনাশক চিকিৎসাই প্রশস্ত। এরূপ অবস্থায় জ্বর হইলে "সূতিকা দশমূল পাচন"টি বিশেষ উপকারী। নিম্নে ইহার উপাদানগুলি বলা যাইতেছে—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্।
দাসী প্রসারণী বিশ্ব গুড়ূচী মুস্তকং তথা॥
নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরং দাহ সমন্বিতম্।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টি, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা। প্রত্যেক দ্রব্য ১৯ রতি ২ ধান। জল আধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। জ্বর ও দাহ সমন্বিত সূতিকারোগে ইহা প্রযুজ্য।

যে "হ্রীবেরাদি" পাচনটার কথা গর্ভিণীরোগে বলা হইয়াছে, সেটাও সূতিকাজনিত জ্বরে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। "অমৃতাদি" নামক নিম্নলিখিত পাচনটিও সূতিকা জ্বরে বিশেষ উপকারী ঃ—

অমৃতানাগর সহচর ভদ্রোৎকট পঞ্চমূল জলদ জলম্।
শীতং মধুযুতং নিবারয়তি সজ্বরং সূতিকাতঙ্কম্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিণ্টী, গন্ধভাদুলে, পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এবং মুতা, মিলিত সমভাগে দুইতোলা। জল আধসের, শেষ আধপোয়া। মধু সহ সেব্য।

সূতিকাজ্বরে রস প্রয়োগ করিতে হইলে **সূতিকারি রস, বৃহৎ সূতিকা বিনোদরস** এবং বিষমজ্বররোগোক্ত "বিষম-জ্বরান্তক লৌহ" (পুটপক্ক) প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

সুতিকারি রস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও তাম্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। থুলকুড়ীর রসে মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। আদার রস সহ ইহা সেবনে সূতিকাবস্থার জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও শোথ নষ্ট হয়।

বৃহৎ সুতিকা বিনোদরস।—শুঁঠ, ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পিঁপুল ৩ ভাগ, পাঙ্গা লবণ অর্দ্ধভাগ, জৈত্রী ২ ভাগ ও তুঁতে ভস্ম ২ ভাগ। একত্র নিসিন্দার পাতার রসের সহিত ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি। মধুর সহিত সেব্য।

উপরোক্ত ঔষধ দুইটির কোন একটি ঔষধ সমস্ত দিনে ২বার সেব্য।

সূতিকাজ্বরে যদি গাত্রবেদনা থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত ঔষধ দুইটির একটি ভিন্ন জ্বরাধিকারের, **লক্ষ্মীবিলাস রস** ১বার করিয়া ব্যবস্থা করিবে এবং দশমূল পাচন সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। যদি জ্বরের সহিত কাসোপদ্রব থাকে, তাহা হইলে ১বার করিয়া **সূতিকান্তক রসের** ব্যবস্থা করিও।

সুতিকান্তকরস।—পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, (শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ), অমৃত—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, জলসহ নাড়িয়া, ৪ রতি বটি। এই ঔষধে সূতিকাজনিত কাস, শ্বাস, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার নষ্ট হইয়া থাকে।

এরূপ অবস্থায় কাস শান্তির জন্য কাসরোগোক্ত **শৃঙ্গারাভ্র রস** প্রভৃতিও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

আমি একটি সূতিকা জ্বরাক্রান্ত জীর্ণ রোগিণীর কথা বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করিতে পারি,—তাঁহার জ্বর—নানা চেষ্টাতেও আরোগ্য করিতে পারি নাই, শেষে জীর্ণ জ্বর অধিকারের **সুদর্শন চূর্ণ** টোটকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। এ ঔষধের

ফলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই রোগিণী জ্বরমুক্তা হন। এরূপ অবস্থায় ঐ ঔষধটি সূতিকাজ্বরে আমি বিশেষভাবে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা দিতে পারি। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত—ঐ ঔষধে চিরতার আধিক্য থাকায় ঐ ঔষধটি সারকগুণ সম্পন্ন, এজন্য যদি জ্বরের সহিত অতীসার দোষ থাকে, তাহা হইলে ঐ ঔষধের ব্যবস্থা আদৌ চলিবে না।

সূতিকাজনিত অতিসার ও গ্রহণীতে **জীরকাদি, মোদক, সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক এবং সূতিকাবল্লভ রস** ব্যবস্থেয়।

জীরকাদিমোদক—জীরা ৮ আট পল, শুঁঠ তিন পল, ধনে তিন পল, শুল্‌ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক এক পল। দুগ্ধ ‌/৮ আট সের, চিনি ৫০ পল এবং ঘৃত ৮ আট পল। যথা নিয়মে পাক করিয়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুতা ও লবঙ্গ—প্রত্যেক দ্রব্য এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। দুগ্ধসহ বা জলসহ সেব্য। ইহা সেবনে সূতিকা ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক।—কেশুর, পাণিফল, পদ্মবীজ মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, শঠি, ধাইফুল, বড় এলাইচ, শুল্‌ফা, ধনে, গজপিঁপুল, পিঁপুল, মরিচ ও শতমূলী—প্রত্যেক দ্রব্য চারি তোলা। শুঁঠচূর্ণ ‌/১ এক সের। মিছরি ত্রিশ পল। ঘৃত এক সের এবং গব্যদুগ্ধ আট সের। যথানিয়মে পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ বা শীতল জল সহ সেব্য। সূতিকারোগ, অতিসার ও গ্রহণী রোগ ইহাতে আরোগ্য হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

সূতিকাবল্লভ রস।—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, জায়ফল, জৈত্রী—প্রত্যেক

দ্রব্য সমভাগ। মুতা, বেড়েলা ও শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি। এই ঔষধে প্রবল অতিসারযুক্ত সূতিকা আরোগ্য হয় এবং লবণ জল বন্ধ রাখিয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে সূতিকাজনিত শোথ প্রশমিত হয়।

সূতিকার অজীর্ণ ও আধ্মানাদিতে নিম্নলিখিত ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ।

বজ্র কাঞ্জিক।—কাঁজি এক সের। পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিটলবণ ও সচল লবণ মিলিত ৬ তোলা। জল চারিসের, শেষ এক সের। ইহা সেবনে অজীর্ণ ও আধ্মানাদি নষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি ও মক্কলশূল আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু জ্বর বা অতিসারের প্রবলাবস্থা থাকিলে এ ঔষধের ব্যবস্থা করিও না।

ঠুনকো—দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফ—দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধহীন স্তনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া থাকে। এই প্রকার দোষত্রয় আশ্রিত হইলে প্রসূতির স্তনে নানাপ্রকার ফোড়া বা বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। এই স্তনবিদ্রধিকে চলিতকথায় ঠুনকো বলে।

চিকিৎসা।—স্তনদেশে শোথ হইলে বিদ্রধি অধিকারের বিধান অনুসারে চিকিৎসা করিবে। স্তনরোগ অপক্ক অবস্থায় বেদনাযুক্ত হইলে অথবা পাকিয়া দাহ যুক্ত হইলে, পিত্তনাশক ও শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। জোঁক দ্বারা রক্ত মোক্ষণ এ অবস্থায় বিশেষ হিতকর। রাখাল শসার মূল অথবা হরিদ্রা ও ধুতুরার পাতা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলেও এ অবস্থায় উপকার হয়। পাকিলে শস্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধাদির দ্বারা পূযাদি নির্গত করিয়া ব্রণ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করা উচিত। এই রোগে স্তনে শোথ হইবামাত্র দুগ্ধ গালিয়া ফেলা উচিত।

দোষভেদে দূষিত স্তন্য চিকিৎসা—বায়ু কর্ত্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে দশমূলের ক্বাথ পান করাইবে। পিত্ত দূষিত স্তন্যে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল—মিলিত সমস্ত দ্রব্য দুই তোল। জল আধসের, শেষ আধ পোয়া। এই ক্বাথ সেবন করাইবে। কফদূষিত স্তন্যে ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,) মুতা, চিরতা, কটকী, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ ও আকনাদি এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিতে দিবে। ত্রিদোষজ ও দ্বিদোষজ স্তন্য দুষ্টিতে ঐরূপ মিলিত দ্রব্যের ক্বাথ পান করিতে দিবে। স্তন্যদুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গেলে বন কাপাসের মূল ও ইক্ষুমূল সমভাগে কাঁজির সহিত বাটিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুঁলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ কিম্বা বচ, মুতা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইবে।

সূতিকা রোগে পথ্যাপথ্য—রোগবিশেষানুসারে সূতিকারোগে নিয়ম সকল প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। সাধারণ সূতিকা-রোগে পুরাতন দাদখানি চাউলের অন্ন, অগ্নিদীপক আহার ও পান, মসূরের যূষ, বেগুন, কচি মুলা, দাড়িম, বাতশ্লেষ্মা নাশক সমস্ত ক্রিয়া এবং আহার উপকারী। গুরুপাক এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য খাদ্য ভোজন, অগ্নি সন্তাপ, পরিশ্রম, শীতল সেবা ও মৈথুন সূতিকারোগে বিশেষ ভাবে বর্জ্জনীয়।

স্তন্যদুষ্টিতে বাতাদি দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সেই দোষনাশক পথ্যাপথ্য এবং স্তনবিদ্রধি প্রভৃতি রোগে বিদ্রধি প্রভৃতি পীড়ার পথ্যাপথ্য পালনীয়।

শিশু-চিকিৎসা।

শিশু চিকিৎসা বড়ই কঠিন। সর্ব্বাপেক্ষা ইহাদিগের রোগ নির্ণয় অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। কারণ ইহারা নিজের যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহাদের ক্রন্দন এবং পীড়িত স্থানে বারংবার হস্ত প্রদান—এই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের রোগ নির্ণয় করিতে হয়। গলায় ব্যথা হইলে ইহারা বারংবার গলায় হাত দেয়। শিরঃপীড়া হইলে ইহাদের কপালের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া যায় এবং ইহারা বারংবার মাথায় হাত দিতে থাকে। যদি সুস্থ শিশু বারংবার কাঁদিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পেট কামড়াইতেছে বুঝিতে হইবে। যদি কোন শিশু স্তন্য পান করিবার সময় বারংবার স্তন ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার সর্দ্দি হইয়া নাক বন্ধ হইয়াছে এবং তাহারই জন্য সে নিঃশ্বাস লইবার জন্য বারংবার স্তন ছাড়িয়া দিতেছে।

শিশুদিগের নাড়ীর গতি স্বভাবতঃই দ্রুত, এ অবস্থায় নূতন চিকিৎসকের পক্ষে নাড়ী ধরিয়া তাহার রোগ পরীক্ষা অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। এরূপ অবস্থায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করা উচিত।

শিশুদিগের উদর স্বভাবতঃই মোটা। এ অবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থা ভিন্ন অধিক মোটা দেখিলে যকৃৎ, প্লীহা বা অজীর্ণের আশঙ্কা করা উচিত। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে যদি শিশুদিগের নাকের ছিদ্র বড় দেখায় এবং নাকের পাতা নড়িতে থাকে, তাহা হইলে তাহার কাসি অতি গুরুতর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৩।৪ মাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগের কাঁদিবার সময় চক্ষু দিয়া জল পড়ে না, ৩।৪ মাস বয়সের পর জল পড়িতে থাকে। এরূপ অবস্থায় ৩।৪ মাস বয়সের অধিক বয়স্ক শিশুর পীড়া

হইলে কাঁদিবার সময় যদি তাহার চক্ষু দিয়া জল না পড়ে, তাহা হইলে তাহার পীড়া অতি কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শিশুদিগের পীড়া উৎপত্তির কারণ, জননী বা ধাত্রীর দূষিত স্তন্য পান। বাতদুষ্ট স্তন্য পানের ফলে শিশু বাতরোগাক্রান্ত, ক্ষীণ স্বর ও কৃশাঙ্গ হয় এবং তাহার মলমূত্র ও অধোবায়ুর নির্গমনে কষ্ট হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট স্তন্য পানের ফলে ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, গাত্র সন্তাপ, কামলা ও নানাপ্রকার পিত্ত জনিত রোগ উৎপন্ন হয়। কফদুষ্ট স্তন্য পানের ফলে লালাস্রাব, নিদ্রা, জড়তা, শূল, দুধ তোলা, চক্ষুর শুক্ল বর্ণতা এবং নানাপ্রকার শ্লেষ্মজ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে একাধিক দোষের ফলে শিশুর পীড়া হইলে যে দুইটি বা তিনটি দোষের সংমিশ্রণে তাহার পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শিশু চিকিৎসার প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ শিশুদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন—দুগ্ধপায়ী, অন্নভোজী এবং দুগ্ধান্নভোজী। যদি দুগ্ধপায়ী শিশু কোনো পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ধাত্রীকে নিয়ম পালন করাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে, এরূপ অবস্থায় শিশুকে যে ঔষধ প্রদান করিবে—তাহা মাতৃস্তন্যেই মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। অন্নভোজী বালকদিগকে ঔষধ প্রদান করিবে এবং দুগ্ধান্নভোজী শিশুর পীড়া শান্তির জন্য শিশু ও তাহার মাতাকে ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

এঁড়ে লাগা। শিশুর জননী গর্ভবতী হইলে তাঁহার স্তন্য দূষিত হয় এবং সেই স্তন্য পান করার ফলে শিশুর যে রোগ জন্মিয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে এঁড়ে লাগা বলে। ইহার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম পারিগর্ভিক। কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও উদর বৃদ্ধি—এই সকল লক্ষণ এই অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় এই সকল রোগ ভিন্ন আরও নানারূপ ব্যাধি শিশু-শরীরে উপস্থিত হইতে পারে।

এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে জননীর স্তন্য পান শিশুকে বন্ধ করিয়া দিবে। অগ্নি বৃদ্ধির জন্য অগ্নিমান্দ্য রোগের হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ বা ঐরূপ কোনো মৃদুবীর্য্য ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া প্রস্তুত করিতে হয়;—শুঁঠ, পিপুল মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, চূর্ণগুলি মিশাইয়া লইলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই ঔষধ ভিন্ন দুগ্ধের সহিত চূণের জল বা মৌরির জল মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। অতিসার হইলে "দাড়িম্ব চতুঃসম বা "ধাতক্যাদি চূর্ণের" ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের ব্যবস্থা বলা যাইতেছে;—

দাড়িম্ব চতুঃসম। জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, সোহাগার খই—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ লইয়া একত্র করিয়া একটি দাড়িম ফলের মধ্যে পুরিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা ½ রতি হইতে বয়স বিবেচনায় ২ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান ছাগ দুগ্ধ বা শীতল জল।

ধাতক্যাদি চূর্ণ। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব, ও বালা প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া ঐরূপ ½ রতি হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত সেব্য।

দন্তোদ্গম রোগ। শিশুদিগের প্রথম দন্তোদ্গমকালে জ্বর, উদরাময়, কাসি, বমন, শিরোবেদনা ও নেত্ররোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ কোন বিশেষ ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিও না। দাঁত উঠিলে আপনা হইতেই সেই সকল রোগ সারিয়া যাইবে। তবে দাঁত উঠিতে দেরী হইতেছে দেখিলে, ধাইফুল ও পিঁপুল চূর্ণ কিম্বা আমলকীর রস দাঁতের মাড়িতে ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র দন্ত উদ্গত হয়। এইরূপ অবস্থায় অন্যান্য রোগের জন্য অর্থাৎ জ্বর, অতি-

সার, আক্ষেপ প্রভৃতি নিবারণের জন্য ঔষধ দিবার আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

দন্তোদ্ভেদ গদান্তক। পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা বিড়ঙ্গ, বড়এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা শটী কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিটলবণ অভ্র, শঙ্খ ভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে জলসহ মাড়িয়া ২ রতি বটি। ইহা জলে ঘসিয়া দাঁতে লাগাইলে শীঘ্র দন্ত উদ্গত হয় এবং উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করাইলে দন্তোদ্গমকালীন জ্বর, অতিসার ও আক্ষেপ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কুমারকল্যাণ রস। রসসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটি করিবে। শিশুর বয়স বিবেচনায় ইহার ১ বা অর্দ্ধ বটি দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করাইলে জ্বর, শ্বাস, বমন এঁড়েলাগা, গ্রহদোষ, স্তন্য পান না করা, কামলা, অতিসার ও অগ্নিবিকৃতি নিবারিত হয়।

শিশুকল্যাণ ঘৃত। ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ, পিঁপুল, ধাইফুল, আমলকী, কেশুর, বচ, মুর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, আকনাদি, কটকী, আতইচ, মুতা, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত বয়স বিবেচনায় এক আনা মাত্রায় ইহা সেবন করাইলে দন্তোদ্ভেদজনিত সমস্ত পীড়ার উপশম হয়।

দুধ তোলার চিকিৎসা। দুধ তোলা নিবারণের জন্য দুধের সহিত চূণের জল মিশাইয়া পান করিতে দিবে। তাহাতেও উপশমিত না হইলে দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া অল্প অল্প মাংস রস অর্থাৎ ব্রথ পান করাইবে। বৃহতী ও কণ্টকারি ফলের রস কিংবা

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই। চিতামূল ও শুঁঠ—এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প চাটিতে দিবে। আম্রকেশী, খই ও সৈন্ধব লবণ—ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প সেবন করাইবে। টাটকা সরিষার তৈল দিবসে তিন চারিবার পেটে মালিশ করিয়া দিবে এবং এক টুকরা ফ্লানেল পেটে জড়াইয়া রাখিবে।

কুকুণক। দূষিত দুগ্ধ পান, সূতিকা গৃহের দোষ এবং হিম লাগান প্রভৃতি কারণে শিশুদিগের চক্ষুর পাতায় কুকূণক বা কোথ নামক পীড়া জন্মিয়া থাকে। ইহাতে চক্ষু চুলকায়, বারংবার চক্ষু হইতে জলস্রাব হয়। শিশু কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় গরম জল আধ হাত উঁচু হইতে ধারাণী করিয়া উত্তমরূপে চক্ষু ধুইয়া দিবে। গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া চক্ষুর পিঁচুটি মুছাইয়া দিবে। ১ রতি তুঁতে এক ছটাক পরিষ্কার জলে গুলিয়া একটি শিশিতে রাখিবে এবং ঐ জল লইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার চক্ষুতে ছাট দিবে। সেওড়ার আটার কাজল পাতিয়া চক্ষুতে সেই কাজলের আঞ্জন দিবে। ছাগ দুগ্ধের সহিত দারুহরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটি পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিব।

তালুকণ্টক।—শিশুর তালুদেশে শ্লেষ্মাদূষিত হইলে তালুকণ্টক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে ব্রহ্মতালু বসিয়া যায়। স্তন্য পানে দ্বেষও হয়, কারণ স্তন্য পান করিতে কষ্ট হয়। পিপাসা, মলভেদ. চক্ষু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা. দুধ তোলা ও ঘাড় নুইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে প্রকাতি হয়। এইরূপ অবস্থায় হরীতকী, বচ ও কুড় বাটিয়া মধু ও স্তন দুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করিতে দিবে এবং দুধ তোলা প্রভৃতির জন্য যে প্রকার চিকিৎসা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—তাঁহার ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমি।—মলদ্বার চুলকান ও নাসিকা সুড় সুড় করিলে বুঝিতে হইবে—শিশুদিগের উদরে ছোট ছোট ক্রিমি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সময় সময় নাক রগড়াইতে রগড়াইতে শিশু কাঁদিয়া উঠে। বড় ক্রিমি হইলে নিদ্রাকালে শিশু চমকিয়া উঠে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং তাহার মুখে দুর্গন্ধ হয়। কখনো কখনো জিউলির আটার ন্যায় সবুজ বর্ণ ও তৈল মিশ্রিতের ন্যায় স্নিগ্ধ বা চক্‌চকে দাস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ছোট ক্রিমি বুঝিলে খানিকটা জলে লবণ মিশাইয়া তাহার পিচকারী দেওয়া বিশেষ উপকারী। পিচকারী দিতে হইলে পিচকারীর ছুচলা অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ তৈল মিশাইয়া লইও। পিচকারী প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই জল বহির্গত হইয়া পড়ে, এজন্য পিচকারী দেওয়ার পরে ২।৩ মিনটকাল অঙ্গুলি দ্বারা গুহ্য দ্বার টিপিয়া ধরিতে হয়। ২৩ দিন এইরূপ লবণের পিচকারী দিলে সমস্ত ছোট ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

বড় ক্রিমি নষ্ট করিবার জন্য ভাটপাতার রস অথবা পালিধা মাদারের পাতার রস সিকি ঝিনুক ও মধু কয়েক ফোঁটা মিশাইয়া সেবন করাইবে। পালিধা মাদারের পাতার রসে ছোট বড় সকল প্রকার ক্রিমিই নষ্ট হইয়া থাকে।

চূণের পরিস্কৃত জল ও আনারসের পাতার রসও শিশুদের ক্রিমি রোগে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। শিশুর ক্রিমি কদাচ উপেক্ষা করিও না, ক্রিমি শিশুদের ভয়ঙ্কর শত্রু। ক্রিমির ফলে শিশুর জ্বর, অতিসার, ওলাউঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে।

তড়কা।—ক্রিমি হইতে প্রায়ই শিশুদিগের তড়কা উপস্থিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় ক্রিমি নাশক যোগ বা ঔষধ দেওয়া খুবই দরকার। তড়কায় প্রথমতঃ চেতনা সম্পাদনের জন্য উপায় বিধান করিতে হয়। হলুদ বা লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কপালে

অল্প অল্প তাপ দিবে। চোখে শীতল জলের ছাট দিবে। এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হইলে নিশাদল ও চূণ একত্র মিশাইয়া নাকের নিকট ধরিবে। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর কি জন্য তড়কা হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ক্রিমির জন্য তড়কা হইলে বিড়ঙ্গের গুঁড়া বয়স বিবেচনায় অর্দ্ধ হইতে দুই রতি মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে। ক্রিমির জন্য তড়কাগ্রস্থ শিশুর পক্ষে এক বেলা বিড়ঙ্গচূর্ণ ও মধু ও ১ বেলা পালিধামাদারের পাতার রস ও মধু—উত্তম ব্যবস্থা ইহা কয়েকদিন করিলেই আর তাহার তড়কা হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

যদি অতিরিক্ত জ্বর সন্তাপের জন্য তড়কা হয়, তাহা হইলে চোখে, মুখে ও মাথায় শীতল জলের ছাট দিবে। পিঠের দাঁড়ায় ও মাথায় পশ্চাদ্দেশে জলের ছাট দিবে এবং জল ও তৈল একত্র মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে।

যদি দুর্ব্বলতার জন্য তড়কা হয়, তাহা হইলে রাইসরিষার গুঁড়া কিছু বেশী পরিমাণে লইয়া গরম জলে মিশাইয়া তাহাতে পা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে। তড়কার অবস্থায় শিশুকে যেন অধিক নাড়াচড়া না করা হয়। দুর্ব্বলতার জন্য তড়কায় ঐরূপ প্রক্রিয়া করিয়া পা পর্য্যন্ত গরমজলে ডুবানর পর খানিকটা রাইসরিষার গুঁড়া, তাহার সম পরিমিত ময়দার সহিত জলে গুলিয়া শিশুর দুই পায়ের ডিমে তাহার পটি বসাইয়া দিবে। বগলে, হাতে ও পায়ে আগুনের সেঁক দিবে। এবং হাতে, পায়ে ও বগলে শুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিবে। ইহা ভিন্ন **সকল প্রকার তড়কাতেই** হাতে সহ্য হয় এরূপ গরমজল একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে এবং আধ হাত উঁচু হইতে ধারাণী করিয়া শীতল জল মস্তকে ঢালিবে। এইরূপ ৫।৭ মিনিটের বেশী

করা উচিত নহে। ৫।৭ মিনিট এইরূপ ব্যবস্থা করার পর শিশুর গা মোছাইয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিবে।

সকল প্রকার তড়কাতেই তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া সুস্থ হওয়ার পর দাস্ত করানর ব্যবস্থা করিবে। ঐরূপ অবস্থায় এরণ্ড তৈল ও দুগ্ধ মিশাইয়া দাস্ত করান ভাল। তড়কার আক্রমণ ঘন ঘন হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় খুব অল্প পরিমাণে **মৃত সঞ্জীবনী সুরা** শীতল জল মিশাইয়া পান করাইলে শীঘ্র নিদ্রা হইয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ বন্ধ হইয়া থাকে।

ধনুষ্টঙ্কার।—ধনুষ্টকার রোগেও তড়কার মত সকল প্রকার উপায়েরই ব্যবস্থা করিবে। এরূপ অবস্থায় সুস্থ করিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত। মাই টানিতে না পারিলে মাতৃস্তন্য গালিয়া ঝিনুকে করিয়া পান করাইবে। স্তন দুগ্ধের অভাবে গব্য দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। এরূপ অবস্থাতেও বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করা করা আবশ্যক। বিরেচক ঔষধ খাইতে না পারিলে এরণ্ড তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ তার্পিণ তৈল মিশাইয়া উদরে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। ফলে **ধনুষ্টঙ্কারে দাস্ত করান একান্ত আবশ্যক।** নাভির ঘায়ের উপর গাঁজা বা সিদ্ধিপত্র জলসহ বাটিয়া তাহার পুলটিশ দিলে নিদ্রা হইয়া এ রোগের উপশম হয়। "মৃত সঞ্জীবনী" সেবন করাইয়াও নিদ্রার ব্যবস্থা করান যায়। নিদ্রার ব্যবস্থা এই রোগে বিশেষ আবশ্যক। **কুব্জ প্রসারিণী** প্রভৃতি বাতব্যাধি অধিকারের তৈল মর্দ্দনও এই পীড়ায় আবশ্যক।

জ্বর।—শিশুর জ্বরে **ভদ্রমুস্তাদি** নামক নিম্নলিখিত পাচনটি বিশেষ উপকারী। নাগর মুতা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র ও যষ্টি মধু। যথারীতি পাঁচন প্রস্তুত করিয়া বয়সাদির উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য।

শিশুর জ্বরে **পটোলাদি পাচনও** ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহার দ্রব্যগুলি এই—

পলতা, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিমছাল ও হরিদ্রা। এই পাচনে জ্বর ভিন্ন শিশুর ক্ষত, বিসর্প ও বিস্ফোটক আরোগ্য হয়।

উল্লিখিত পাচন দুইটি সেবন করিয়া যদি জ্বর আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে **রামেশ্বর রস** ব্যবস্থেয়। তাহা এই :—

রামেশ্বর রস পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক—প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা। কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা. পান, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চা ও থলকুড়ির রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া মরিচ চূর্ণ চারি আনা, ও শ্বেত অপরাজিতার মূল চারি আনা মিশ্রিত করিয়া সরিষার মত বটী করিবে। ইহা দ্বারা শিশুদের ত্রিদোষজনিত উৎকট জ্বরও আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ঔষধের সহিত অর্দ্ধতোলা স্বর্ণমাক্ষিক মিশাইয়া এবং ভাবনার দ্রব্যগুলি হইতে পানটি বাদ দিলে "বাল রোগান্তক" নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

শিশুর প্লীহা ও জ্বরের **বালকল্যাণ রস** উত্তম ব্যবস্থা। উহার উপাদান গুলি এই :—

বালকল্যাণ রস পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, সোহাগা কটফল ও রসসিন্দুর—আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী।

শিশুর সর্ব্ববিধ জ্বরে **বালক রস** বেশ উপকারী। ইহার উপাদান গুলি :—

বালকরস।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধতোলা। একত্র কজ্জলী করিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ ও নিসিন্দার স্বরসে লৌহখলে লৌহদণ্ডে ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী। অনুপান পানের রস। জ্বর কাস ও বেদনায় ইহা বিশেষ উপকারী।

শিশুর প্লীহারোগে "গুড়পিপ্পলী" অতি উত্তম ব্যবস্থা। উহার উপাদান গুলি :—

গুড়পিপ্পলী।—বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিঁপুল,মরিচ, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেনা. চিতামূল, গজপিঁপুল, কৃষ্ণজীরা, তালজটাক্ষার, কুমড়ার ডাঁটাভস্ম, আপাংভস্ম ও তেঁতুলছাল ভস্ম। প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা ও পিঁপুল চূর্ণ ২২ তোলা এবং পুরাতন ইক্ষু গুড় ৮৮ তোলা সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ মোদক প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। বয়স বিবেচনায় মাত্রা করিবে।

সামান্য প্লীহায় কালমেঘের রস বা কালমেঘকে বটী করিয়া লইয়া ব্যবহার করাইলেও বেশ ফল পাওয়া যায়। কুলেখাড়ার রস মধুর সহিত মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও শিশুদিগের প্লীহায় ফল হইয়া থাকে। ফল কথা শিশুর সকল পীড়াতেই বড় ঔষধ দিবার পূর্ব্বে ছোট ছোট ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে ফল না পাইলে তখন বড় ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। শিশুর জ্বর এবং প্লীহায় অনেক সময় কেবলমাত্র গুলঞ্চের রস ব্যবস্থা করিয়াও আমরা বেশ ফল পাইয়াছি। সামান্য জ্বরে কেবল তুলসীর পাতার রস ও মধু, সিউলি পাতার রস ও মধু বেশ কার্য্যকরী। ফলকথা শিশু-চিকিৎসা খুবই কঠিন। এজন্য শিশুকে কখনই সহসা বড় ঔষধের ব্যবস্থা করিবে না।

জ্বরাতিসার।—শিশুর জ্বরাতিসার রোগে **বালচতুর্ভদ্রিকা চূর্ণ** বা **ধাতক্যাদি চূর্ণ** উত্তম ব্যবস্থা। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে :—

বালচতুর্ভদ্রিকা চূর্ণ।—মুতা, পিঁপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, মধুর সহিত সেব্য। এই

ঔষধে শুধু জ্বরাতিসার নহে, শ্বাস, কাস ও বমিও নষ্ট হইয়া থাকে। মাত্রা ১ রতি হইতে বয়স বিবেচনায় ২।৩ রতি পর্য্যন্ত।

ধাতক্যাদিচূর্ণ।—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। অনুপান মধু। মাত্রা ২রতি।

অতিসার।—শিশুর অতিসারে প্রথমাবস্থায় কখনই বড় ঔষধ দিয়া অতিসার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিও না। অতিসারের প্রথমাবস্থায় সোহাগার খই অর্দ্ধ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সমস্ত দিনে ২ বার প্রয়োগ করিলে বেশ ভাল পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বেলশুঁঠের গুঁড়া বা ধাইফুলের গুঁড়াও এইরূপ ভাবে ব্যবস্থেয়। উহাতে না সারিলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিবে :—

(১) আমড়াল, আমছাল ও জামছাল চূর্ণ—সমভাগ, মাত্রা ২ রতি—মধুর সহিত লেহন করিয়া হয়।

(১) বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও শূকশিম্বীমূল—ইহাদের কল্ক সহ যবাগু প্রস্তুত করিয়া দিবে।

এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও আরোগ্য করিতে না পারিলে লবঙ্গচতুঃসম বা দাড়িম্বচতুঃসম—নামক ঔষধ দুইটির মধ্যে একটির ব্যবস্থা করিয়া দিবে। নিম্নে এই দুইটি ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে :—

লবঙ্গচতুঃসম।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত ২ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রযুজ্য! এই ঔষধে আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শান্তি হইয়া থাকে।

দাড়িম্ব চতুঃ সম।—জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। একটি দাড়িম ফলের মধ্যে পুরিয়া পুট পাক করিয়া অর্দ্ধ রত্তি হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় ছাগদুগ্ধ

বা জল সহ ইহা সেব্য এই ঔষধটি এঁড়েলাগা বা পারিগর্ভিক রোগের অধিকারেও বলা হইয়াছে, শিশুর সকলপ্রকার অতিসারেই ইহা ব্যবস্থেয়।

রক্তাতিসার।—রক্তাতিসার নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির কল্ক সহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা।

(১) মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্মকেশর, সমভাগ। যথাবিধানে যবাগূ প্রস্তুত করিবে।

(২) ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস একত্র মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

(৩) বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, বালা মোচরস ও মুতা সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা একপোয়া ছাগদুগ্ধ ও একসের জলসহ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইা ছাঁকিয়া তাহাই একটু একটু করিয়া পান করাইবে।

গ্রহণীরোগে।—শিশুর গ্রহণী রোগেও উপরিলিখিত দুগ্ধটি যাহা লিখিত হইল, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ইহা ভিন্ন মরিচ ১ ভাগ ও শুঁঠ ২ ভাগ দ্রবং কুড়চির ছাল চারিভাগ—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পুরাতন গুড় ও ঘোলের সহিত সেবন করাইবে কালজীরা ও ধূনার গুঁড়া সমভাগে লইয়া বিল্বপত্রের রসের সহিত সেবন করাইবে। কেবলমাত্র শ্বেত ধূনার চূর্ণ গুড়ের সহতি সেবন করাইলেও শিশুর গ্রহণী আরোগ্য হইয়া থাকে। মাত্রা ঐ সকল দ্রবের অর্দ্ধ রত্তি হইতে ২ রত্তি পর্য্যন্ত। অতিসার নাশক অন্যান্য যোগ এবং ঔষধও গ্রহণী রোগে ব্যবস্থা করিবে গ্রহণী রোগ একটু বেশীভাবে দাঁড়াইয়াছে দেখিলে নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বাল কুটজাবলেহ।—কুড়চি মূলের ছাল ৮ তোলা জল ⁄১ সের, শেষ ⁄।০ এক পোয়া। এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইয়া আসিলে আতইচ, আকনাদি, জীরা,

বেলশুঠ, আমের আঁটির শাঁস, শুলফা, ধাইফুল, মুতা ও জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিবে। শিশুর আমশূল ও রক্তভেদে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী ঔষধ।

বালচাঙ্গেরী ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। আমরুলের রস /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ কয়েদবেল, শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, বরাহক্রান্তা, নীলসুঁদী, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস মিলিত /১ সের, যথানিয়মে পান করাইবে। অনুপান দুগ্ধ। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। এই ঔষধ পুরাতন অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণী রোগে উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

আনাহ ও বাতিক শূল রোগে।—সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্গু ও বামনহাটি—ইহাদের চূর্ণ জলসহ পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তৃষ্ণারোগে। দাড়িম বীজ, জীরা ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধূর সহিত সেবন করাইবে।

হিক্কায়।—শিশুর হিক্কায় গেরিমাটি চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে।

ভেদ বমনে।—শিশুদিগের ভেদবমনে বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির মজ্জা মোট দুই তোলা মাত্রায় লইয়া ক্বাথ করিয়া খই চূর্ণ ও চিনি মিশাইয়া সেবন করাইবে।

(২) কুল, আমরুল, কাকমাচি ও কয়েদবেল ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও শিশুর ভেদ বমন প্রশমিত হয়।

কণ্টকারির রস বা ক্বাথের সহিত মকরধ্বজ মাড়িয়া অল্প অল্প করিয়া সেবন করাইবে।

কাসে।—(১) বৃহতীফল, কণ্টকারিফল ও পিঁপুল, সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করাইবে। (২) কুড়,

আতইচ, পিঁপুল ও দুরালভা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া অর্দ্ধরতি হইতে ২ রতি মাত্রায় মধুসহ লেহন করাইবে। (৩) নিম্নলিখিত ঔষধটি শিশুদিগের সর্ব্ববিধ কাস রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে।

কণ্টকারি ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কণ্টকারি, বৃহতী, বামনহাটি ও বাসকছাল ইহাদের প্রত্যেকের রস বা ক্বাথ /৪ সের। কল্কার্থ গজপিঁপ্‌ল, পিঁপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিঁপুলমূল, জটামাংসী, চই, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, দাড়িম ফলের ছাল ও দেবদারু—মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে শিশুদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, অরুচি, শূল ও কফের শান্তি এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দুরালভা, হরীতকীও পিঁপুল ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগের শান্তি হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রে।—শিশুদিগের সরলভাবে মূত্র নির্গত না হইলে পিঁপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব—সমস্ত দ্রব্য সমভাগ; একত্র মিশাইয়া লেহন করাইতে হয়।

মুখের ঘায়ে।—সোহাগার খই মধুর সহিত মিশাইয়া ঘায়ের উপরে লাগাইয়া দিবে। ভেড়ার দুধ এইরূপ ঘায়ে বিশেষ উপকারী।

কাণ পাকিলে।—কাণ পাকিয়া কর্ণ হইতে পুঁয নির্গত হইলে গরম জল কিম্বা কাঁচা দুধ ও জল একত্র করিয়া পিচকারীর সাহায্যে ধৌত করিয়া দিবে, তাহার পরে একটি সরু কাটিতে ন্যাকড়া জড়াইয়া ধীরে ধীরে কর্ণ মুছাইয়া দিয়া দুই তিন ফোঁটা আতর কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দিবে।

আলতা গুলিয়া গরম করিয়া কর্ণ মধ্যে ফুট দিলে বা ব্র্যাণ্ডি গরম করিয়া ফুট দিলে অথবা ফটকিরির জলের ফুট দিলেও কাণপাকা নিবারিত হয়।

দুর্ব্বল শিশুর পুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য "**অশ্বগন্ধা ঘৃতের**" ব্যবস্থা করিবে উহার উপদানগুলি নিম্নে বলা যাইতেছে :—

অশ্বগন্ধা ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ চল্লিশ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা /১ সের যথাবিধি পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দুর্ব্বল শিশুর ক্ষীণাঙ্গের পরিপোষক।

শিশুর মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নিম্নলিখিত ঘৃতটি উপকারী :—

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেত সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিঁপুল মিলিত /১ সের। জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত সেবনে শিশুর মেধা ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং গ্রহাবেশ জন্য সমস্ত পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

শিশুর নাভি শোথে।—শিশুর নাভি শোথ অর্থাৎ নাভি পাকিলে (১) একখণ্ড মৃত্তিকা অগ্নিতে পোড়াইয়া লইয়া ঐ মৃত্তিকা পিণ্ড দুগ্ধে ডুবাইয়া মৃত্তিকা পিণ্ড গরম থাকিতে থাকিতে স্বেদ দিবে। (২) হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সহ তৈল পাক পূর্ব্বক নাভিতে মর্দ্দন করিবে। (৩) অথবা ঐ সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক নাভিতে ঘর্ষণ করিবে। শিশু চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন জ্বরাদি রোগে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজন হইলে অতি অল্পমাত্রায় সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

শিশুর ঔষধের. সাধারণ মাত্রা ১ মাস বয়স্ক শিশুকে ১ রতিরও কম। খুব অল্পবয়স্ক শিশুকে কখনো বেশী মাত্রায় যেন ঔষধ প্রয়োগ করিওনা, তাহার ফলে হিতে বিপরীত হইতে পারে।

শুক্র তারল্য ও ধ্বজভঙ্গ এবং রসায়ন ও বাজীকরণ।

শুক্রতারল্যের নিদান।—ইন্দ্রিয় সমূহের সম্যক প্রকারে পরিপুষ্টিলাভের পূর্ব্বে স্ত্রীসহবাস, অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রস্খলন বা অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসের ফলে শুক্রতারল্য রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। **ধ্বজভঙ্গ রোগ ইহারই পরিণতি।** শুক্রতারল্য ঘটিলে স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন বা কখন কখন স্মরণ মাত্রেই শুক্র স্খলন হইয়া থাকে। পীড়া একটু প্রবল হইলে সঙ্গমের পূর্ব্বেই শুক্রপাত, স্বপ্নাবস্থায় শুক্র স্খলন, চক্ষুর চারিদিকে কালিমার চিহ্ন প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা, উদ্যমশূন্যতা, নির্জ্জনপ্রিয়তা—প্রভৃতি এই পীড়ায় অনুসঙ্গী।

আরও কারণ। উল্লিখিত লক্ষণগুলি ভিন্ন নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণেও ধ্বজভঙ্গ রোগ উপস্থিত হইতে পারে। ভয়, শোক বা অন্য কোনরূপে মনোমধ্যে আঘাত প্রাপ্ত হইলে, বিদ্বেষভাষিণী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, ঔপদংশিক পীড়া বা অন্য কোন কারণে শুক্রবাহিনী শিরার বিকৃতি ঘটিলে, কাম বেগে উত্তেজিত হইয়া সহবাস না করিলে অথবা অত্যধিক পরিমাণে কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণরস যুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা।—এই রোগে শুক্ররক্ষার জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুষ্টিকর অথচ উত্তেজক ঔষধ সমূহ এরূপ অবস্থায় প্রযুজ্য।

প্রাতে পূর্ণচন্দ্র রস বা চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, বৈকালে অমৃতপ্রাশ ঘৃত বা অশ্বগন্ধা ঘৃত এবং সন্ধ্যার সময় শ্রীমদনানন্দ মোদক এরূপ অবস্থায় হিতকর। নিম্নে ঐ ঔষধ গুলির উপাদান বলা যাইতেছে :—

পূর্ণচন্দ্ররস।—শিলাজতু, রসসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, ও বিড়ঙ্গ। শীতলজলে মর্দ্দন করিয়া ৪.৫ রতিবটি করিবে। ইহা বল্য, বৃষ্য, রসায়ন, প্রমেহনাশক, মূত্রকারক ও বস্তিশোধক। আলকুশীর বীজ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস।—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র ও কাঁস্য প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা, এবং জায়ফল, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুতা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলার কাথ ও এরণ্ড মূলের রসে ভাবনা দিয়া চণক পরিমিত বটি করিবে। পানের রস ও মধু সহ সেব্য।

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।—জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা, স্বর্ণ ৵০ আনা, মৃগনাভি ৵০ আনা রসসিন্দুর চারি তোলা চারি আনা। একত্র মাড়িয়া ৪ চারি রতি বটী। পানের রস ও মধু অথবা মাখন ও মিছরি সহ সেব্য।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল ও শোধিত পারদ ৮ আট পল, একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত ষোল পল গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তাহাতে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসের ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। তাহার পর ঐ সকল দ্রব্য সমতল বোতলের

মধ্যে সংস্থাপন করিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড খড়িমাটি চাপা দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে উর্দ্ধমুখে এমনভাবে বসাইবে—যেন বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ, থাকে, তাহার পর তাহাতে তিনদিন ক্রমাগত জ্বাল দিবে। এই প্রক্রিয়ায় বোতলের গলদেশে লাল রঙ্গের যে সকল ঔষধ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষয় ১ পল, কর্পূরচূর্ণ চারি পল, জায়ফল, মরিচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য চারি পল, এবং মৃগনাভি ॥০ অর্দ্ধতোলা—সমস্ত দ্রব্য একত্র মাড়িয়া লইবে। দুই রত্তি পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিবে।

অমৃত প্রাশ ঘৃত।—ঘৃত চারি সের। মূর্চ্ছার্থ কুঙ্কুম চারি তোলা। ক্বাথার্থ ছাগ মাংস সাড়ে বার সের ও অশ্বগন্ধা সাড়ে বার সের, পৃথক পৃথক ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। পরে ছাগদুগ্ধ ষোলসের, কল্কার্থ বেড়েলার মূল, গোধুম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, ঋষভক, শটী, দারু হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্টা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুকা, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী, ছোট এলাইচ, নীলসুঁদি, অনন্ত মূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞডুমুর—প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে যথাবিধি পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত একসের চিনি মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ দুগ্ধ সহ সেব্য।

বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত।—ঘৃত চারি সের। ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা সাড়ে বার সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগ মাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক আলকুশী বীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, পিপুঁল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড মিলিত ১ সের। একত্র পাক

করিয়া পাক শেষ হইবার কিঞ্চিত পূর্ব্বে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক শেষে শীতল হইলে অর্দ্ধ সের চিনি ও অর্দ্ধ সের মধু মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা ১ তোলা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটি, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালিশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ধনে, গজপিঁপুল, শঠী, বালা, মুতা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিদ্ধড়ক বীজ ও সিদ্ধিবীজ—প্রত্যেকের এক এক তোলা চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে, পরে ঐ চূর্ণ সমষ্টির এক চতুর্থাংশ—শিমুলমূল চূর্ণ ও শিমুলমূল চূর্ণ সহ সমুদয় চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধি চূর্ণ এবং সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, প্রথমতঃ ঐ চিনি উপযুক্ত ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে এবং আসন্ন পাকে চূর্ণ গুলি প্রক্ষেপ দিবে। পাকশেষে কিঞ্চিৎ দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ত্রিকটু চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু তাহার সহিত মিশাইয়া।০ আনা হইতে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা শুক্র ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং সূতিকা, গ্রহণী, বহুমূত্র, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

রোগ প্রবলভাব ধারণ করিলে, সঙ্গমকালে **সুরসুন্দরী গুড়িকা** মুখে ধারণ করিতে দিবে। উহার উপাদান গুলি এই :—

সুরসুন্দরী গুড়িকা।—অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ স্বর্ণ ও রসসিন্দুর—প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া হিজলের রসের

সহিত মাড়িয়া পুটপাক করিবে। ইহা শুক্রস্তম্ভ এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধিকর ঔষধ। এতদ্ভিন্ন ইহা বয়ঃ স্থাপক।

কেহ কেহ প্রবলভাব ধারণ করিতেছে দেখিলে প্রাতে পূর্ণচন্দ্র রস না দিয়া **অষ্টাবক্র রস** সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সে ঔষধটির উপাদান এই :—

অষ্টবক্র রস।—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য অর্দ্ধ তোলা এবং সীসা, তামা, খর্পর ও বঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা। একত্র বটের অঙ্কুরের রসসহ একপ্রহর ও ঘৃত-কুমারীর রস সহ এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মকধ্বজের ন্যায় পাক করিবে। পাক শেষে দাড়িম ফলের ন্যায় ইহার বর্ণ হইয়া থাকে। ২ রতি পরিমাণে পানের রসের সহিত ইহা সেব্য। ইহা দ্বারা শুক্র সবল ও বৃদ্ধি হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিকারক, মেধা ও কান্তি বর্দ্ধক এবং বলি ও পলিত প্রভৃতি নিবারক।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ও অষ্টাবক্র রস না দিয়া কেহ কেহ প্রাতঃকালে **মকরধ্বজ রস**।—সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। উহার প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ :—

মকরধ্বজ রস।—শোধিত স্বর্ণের সূক্ষ্ম পত্র ১ পল, পারদ, আট পল ও গন্ধক ২৪ চব্বিশ পল, রক্তবর্ণ কার্পাসের রস ও ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া মকরধ্বজের ন্যায় পাক করিবে। সেই মকরধ্বজ ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ ও জায়ফল—প্রত্যেক দ্রব্য চারি তোলা—এবং মৃগনাভি ৬ ছয় মাষা—একত্র মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবন করাইবে। ইহা কামোদ্দীপক, রতিশক্তি বর্দ্ধক এবং মেধা, কান্তি ও অগ্নিবর্দ্ধক।

স্মর সুন্দরী গুড়িকার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ শয়নের পূর্ব্বে **কামিনী**

বিদ্রাবণ রস বা শুক্রবল্লভ রস সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। উহা প্রস্তুতের নিয়ম ঃ—

কামিনী বিদ্রাবণ রস।—আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিঁপুল, জায়ফল, জৈত্রী ও চক্তচন্দন—প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা, হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা এবং অহিফেন আট তোলা। একত্র জল সহ মাড়িয়া তিন রতি বটি। শয়ণের পূর্ব্বে অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকারক ও রতিশক্তি বর্দ্ধক।

শুক্রবল্লভ রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন দুই তোলা ও সিদ্ধিবীজ চূর্ণ আট তোলা। একত্র সিদ্ধির ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। দুগ্ধ অনুপানে সায়ংকালে ইহা সেব্য। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকারক ও রতিশক্তিবৃদ্ধিকর।

পূর্ব্বে যে "মকরধ্বজ রসের" কথা বলা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ **কামদেব রসের** ব্যবস্থা করেন। সে ঔষধটি এই—

কামদেব রস।—রক্তবর্ণ কার্পাসের রসের সহিত একপল পারদ ও দুই পল শোধিত গন্ধক মর্দ্দন করিয়া একটি কাচকুপির ভিতর পূরণ করিবে। পরে সোহাগার দ্বারা তাহার মুখবন্ধ করিয়া বালুকা যন্ত্রে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়া সমস্ত দিন রাত্রি অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া তাহার মধ্য হইতে হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ সঞ্চিত ভস্ম গ্রহণ করিয়া ১ মাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনের পর দুগ্ধ, গুড়, ঘৃত, কাজলীইক্ষু, চিনি, দ্রাক্ষা, ও খর্জ্জুর ভক্ষণ করিবে। পিত্তাধিক্য রোগী হইলে ত্রিফলা ও মধুর সহিত ইহা সেব্য। বাত বেদনা থাকিলে নিসিন্দা পাতা ও মধু অনুপানে সেব্য। শাস্ত্রকার বলেন, এই ঔষধ সেবনে সকল রোগ

বিনষ্ট হইয়া রোগী নূতন কলেবর ধারণ করে। এই ঔষধ এক বেলা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা পুত্রবতী হয়।

মহালক্ষ্মী বিলাস বা কামধেনু নামক ঔষধ দুইটিরও একটি কেহ কেহ একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান ঃ—

মহালক্ষ্মী বিলাস।—অভ্র আট তোলা, গন্ধক চারি তোলা, বঙ্গ দুই তোলা রৌপ্য এক তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক এক তোলা, তাম্র অৰ্দ্ধ তোলা, কর্পূর চারি তোলা, জৈত্রী, জায়ফল, বিদ্ধড়কবীজ ও ধুতুরাবীজ—প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা। একত্র পানের রসসহ মর্দ্দন করিয়া দুই রতি বটি। পানের রস অথবা উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেব্য। প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, লিঙ্গ শৈথিল্য, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, আমবাত, নাসারোগ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি বহুবিধ, পীড়া ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

কামধেনু।—শোধিত গন্ধক চূর্ণ পাঁচ পল ও সুপক্ক আমলকী চূর্ণ, পাঁচ পল একত্র করিয়া তাহাতে আমলকীর রসের ও শিমুলমূলের রসের যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত দশ পল চিনি ও মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ চারি মাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করা আবশ্যক। শাস্ত্রকার বলেন—এই ঔষধ সেবনে অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধেরও রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

শ্রীগোপাল তৈল শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উহা প্রস্তুতের নিয়ম ঃ—

শ্রীগোপাল তৈল।—তিল তৈল ষোল সের। শতমূলীর রস, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস বা ক্কাথ প্রত্যেক ষোল সের। ক্কাথার্থ অশ্বগন্ধা, পীতঝিণ্টি ও বেড়েলা—প্রত্যেক সাড়ে বার সের। পৃথক পৃথক চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের করিয়া অবশিষ্ট

রাখিবে। পরে বৃহৎ পঞ্চমূল, কণ্টকারী, মুর্ব্বামূল, কেয়ারমূল, নাটাকরঞ্জের মূল ও পালিধা ছাল প্রত্যেক দ্রব্য দশ পল পরিমাণে একত্র চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া ষোল সের থাকিতে নামাইবে এবং কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, চোরপুষ্পী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অগুরু, মুতা, গন্ধতৃণ, শিলায়স, অগুরু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা মুর্ব্বামূল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী যষ্টিমধু, ত্রিকটু, কুঙ্কুম, খাটাশী, কস্তুরী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, নাগর মুতা, মৃণাল, নীলসুঁদী, বেণার মূল, জটামাংসী, মুরামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমের বীজ, ধনে, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা ও ছোট এলাইচ—প্রত্যেক দ্রব্য চারি তোলা পরিমাণে পাককালে তাহাতে দিবে। ইহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনীয়।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও দশমূলারিষ্ট—নামক ঔষধ দুইটিও এই পীড়ার বিশেষ উপকারী। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে :—

মৃতসঞ্জীবনী সুরা :—নূতন গুড় সাড়ে বার সের, বাবলাছাল, কুলছাল ও সুপারি—প্রত্যেক দ্রব্য দুই সের, লোধ অর্দ্ধসের, আদা এক পোয়া। সমুদয়ের আটগুণ জল লইয়া প্রথমে জলে গুড় গুলিয়া যথাক্রমে আদা, বাবলা ছাল ও কুলছাল উহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। তাহার পরে সুপারি ও লোধ প্রক্ষেপ করিয়া শরা দ্বারা মুখাচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া কুড়ি দিন তদবস্থায় রাখিবে। তাহার পর মৃণ্ময়মোছিকা বা ময়ূরাখ্যযন্ত্রে তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। তাহার পর পাত্র মধ্যে সুপারি, এলবালুক দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন, শুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারুচিনি এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ মেথী, মৌরী ও রক্তচন্দন—প্রত্যেক দ্রব্য চারিতোলা

পরিমাণে কুটিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পরে যথবিধি চুয়াইয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। আহারের পূর্ব্বে ধাতু ও বয়স বিবেচনায় এই ঔষধ জল মিশাইয়া সেব্য।

দশমূলারিষ্ট।—দশমূলের প্রত্যেক উপাদান পাঁচপল। চিতামূল পঁচিশ পল, কুড় পঁচিশ পল, লোধ কুড়িপল, গুলঞ্চ কুড়িপল, আমলা ষোল পল, দুরালভা বার পল, খদির, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী—প্রত্যেক আটপল, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু বামুনহাটী, কয়েদবেল, বহেড়া পুনর্ণবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, রেণুক, রাস্না, পিঁপুল, সুপারি, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি—প্রত্যেক দ্রব্য দুইপল এবং পাকার্থ জল সমুদয়ের আটগুণ, শেষ সিকি এবং দ্রাক্ষা যাট পল, জল ত্রিশ সের শেষ সাড়ে বাইশ সের। এই উভয় ক্বাথ একত্র করিয়া মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহাতে চারি সের মধু, পঞ্চাশ সের গুড়, ত্রিশ পল ধাইফুল এবং কাকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও পিঁপুল প্রত্যেক দ্রব্য দুই পল ও মৃগনাভি অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশাইয়া এক মাস মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবে। তৎপরে উহা উত্তোলন করিয়া আট তোলা নির্ম্মলী ফল নিক্ষেপ করিয়া রসকে নির্ম্মল করিবে। গ্রহণী, অরুচি শূল, শ্বাহ, কাস, ভগন্দর বাতব্যাধি; ক্ষয়, সর্দ্দি, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, অর্শ, মেহ, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি বহুবিধ পীড়ায় ইহা প্রযুজ্য। আহারের পূর্ব্বে এক কাচ্চা হইতে দুই কাচ্চা মাত্রায় শীতল জল মিশাইয়া ইহা সেব্য। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর ও কামোদ্দীপক।

পথ্যাপথ্য।—সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর আহার এই সকল রোগে সুপথ্য। দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, রোহিত প্রভৃতি মৎস্য। ছাগ

মেষ, চটক প্রভৃতির মাংস, মুগ, মসূর, ছোলার দাল, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মানকচু, কপি, শালগ্রাম প্রভৃতির তরকারী। রাত্রিতে রুটী বা লুচি এবং ঐরূপ ব্যঞ্জনাদি। শাক, অম্ল, কলাইয়ের দাল গুরুপাক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, দিবা নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ এবং স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ।

উপদংশ ও ব্রধ্ন (Syphilis and Bubo)

কারণ।—দূষিতযোনি স্ত্রীর সহিত সহবাস, ব্রহ্মচারিণী-সহবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, মৈথুনের পরে লিঙ্গ ধৌত না করা প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। এই পীড়ায় সর্ব্বপ্রথমে লিঙ্গমুণ্ডে বা আবরক চর্ম্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মিয়া ক্রমে পীড়কার চতুর্দ্দিক কঠিন হইয়া পড়ে। ঐ সকল পীড়কা পাকিয়া বিদীর্ণ হয় এবং তাহা হইতে পূঁয, ক্লেদ ও জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—স্নেহ স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক লিঙ্গ মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া কিম্বা জলৌকা সংলগ্ন করিয়া রক্ত মোক্ষণ করান উপদংশের প্রথম অবস্থায় হিতকর। এই রোগে বমন ও বিরেচন করাইয়া দেহ শুদ্ধি করাও আবশ্যক। লিঙ্গনালস্থ শোথ যদি পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে লিঙ্গনাল ক্ষয় হইতে পারে, অতএব ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটি মুষ্টিযোগের কথা বলা যাইতেছে—

(১) প্রত্যহ ত্রিফলার কাথে কিম্বা ভৃঙ্গরাজের রসে ক্ষতস্থান ধৌত করা আবশ্যক।

(২) নূতন হাঁড়ির মধ্যে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া—সমান ভাগে স্থাপন করিয়া হাঁড়ির উপরে সরা ঢাকা দিয়া অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ করিবে, উক্ত দগ্ধীকৃত ভস্ম মধু সহ প্রলেপ দিলে ক্ষত শুকাইয়া থাকে।

(৩) শিরীষ, গুলঞ্চ ও রসাঞ্জন একত্র করিয়া কিম্বা রসাঞ্জন ও মধু একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত প্রশমিত হয়। **সর্ব্ব-প্রকার উপদংশ নিবারণের জন্য ভুনিম্বাদ্য ঘৃতটি** বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে ;—

ভুনিম্বাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—চিরতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোল পত্র, করঞ্জ মূল, জাতীপত্র, খদির কাষ্ঠ ও পিতশাল—সমভাগে মিলিত /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের।

সেবনের জন্য **"ভৈরব রস" বরাদি গুগ্‌গুলু ও রসশেখর রস** বিশেষ ফলপ্রদ, নিম্নে ঐ ঔষধগুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

ভৈরব রস।—বিশুদ্ধ পারদ ১০ রতি ও চিনি ৩০০ রতি একত্র লৌহ পাত্রে রাখিয়া নিমের দণ্ড দ্বারা এক প্রহর পর্য্যন্ত বাটিয়া উহার সহিত ১০০ রতি খরিদ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলবৎ করতঃ উহা দ্বারা ২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বটিকাগুলি গোধূম চূর্ণের মধ্যে রাখিয়া দিবে। উপদংশ জনিত পীড়কা গাত্রে নিঃশেষিতরূপে নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। সেবনের নিয়ম—প্রথম ৩ দিবস প্রাতে ৩টি করিয়া এবং ৪র্থ দিবস হইতে প্রত্যহ ১টি করিয়া জলসহ সেব্য। ১৪ দিন এইরূপ করিলেই রোগ প্রশমিত হইবে। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া জলপান এবং জল স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। পথ্য—চিনি এবং অল্প ঘৃত মিশ্রিত অর্দ্ধ উষ্ণ অন্ন।

বরাদি গুগ্‌গুলু।—ত্রিফলা, নিমছাল, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, পিয়াশাল ও বাসক—ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং চূর্ণ সমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু। একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেব্য।

রসশেখর রস।—২ রতি পারদ এবং ১২ রতি অহিফেন একত্র লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ড দ্বারা তুলসী পত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ২ রতি হিঙ্গুল দিয়া পুনর্ব্বার তুলসী পত্রের রস সহ মাড়িবে। তৎপরে জৈত্রী, জায়ফল, খোরাসানি যমানী ও আকর করা—প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ রতি এবং সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ খদির তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া তুলসী পত্রের রস সহ মর্দ্দন করিবে। বুট কলাইয়ের ন্যায় বটী। সায়ংকালে সেব্য।

ব্রধ্ন।—উপদংশ হইতে প্রায়ই ব্রধ্ন বা বাগী উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উপদংশের ব্রধ্ন প্রায়ই পাকিয়াও থাকে।

ব্রধ্নের চিকিৎসা।—উপদংশ জনিত ব্রধ্ন পাকাইয়া শস্ত্র প্রয়োগ করাই উত্তম ব্যবস্থা। শস্ত্র প্রয়োগের পর যে সকল ক্ষত শুকাইবার যোগের কথা বা করঞ্জাদ্য ঘৃতের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সেই সকলের ব্যবস্থা করিলে অতি শীঘ্র শুকাইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—এই সকল পীড়ায় দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন এবং রাত্রিতে রুটী বা লুচি ব্যবস্থা করিবে। মুগ, মসুর, অরহড় ও ছোলার দাল, পটোল, ডুমুর, মানকচু, বেগুন, সজিনার ডাঁটা, পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির তরকারি। ছাগ বা পারাবতের মাংস মধ্যে মধ্যে খাইতে পারা যায়। মিষ্ট দ্রব্য, শীতল দ্রব্য, কফবর্দ্ধক দ্রব্য, দুগ্ধ ও মৎস্য ভোজন, স্নান, মৈথুন, দিবানিদ্রা এবং ব্যায়াম অনিষ্টকর।

বিসর্প ও বিস্ফোট (Erysipelas)

বিসর্প চিকিৎসা।—বিসর্প রোগে কফের আধিক্য থাকিলে বমন এবং পিত্তের আধিক্য থাকিলে বিরেচন করান আবশ্যক। পটোল পত্র, নিমছাল ও ইন্দ্রযব—মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া এই ক্বাথ পানে বমন হইয়া থাকে। বিরেচনের জন্য ত্রিফলার ক্বাথের সহিত ঘৃত ৵০ আনা ও তেউড়ী চূর্ণ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

বিস্ফোট চিকিৎসা।—চাউল ধোয়া জলের সহিত ইন্দ্র-যব বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোট রোগে উপকার হয়। বিস্ফোটের দাহ নিবৃত্তি জন্য রক্তচন্দন, নাশেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদে নটে শিরীষ ছাল ও জাতী পুষ্প এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে।

সকল প্রকার বিসর্প ও বিস্ফোটে দশাঙ্গলেপ ও **অমৃতাদি কষায়** বিশেষ হিতকর। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে ;—

দশাঙ্গ লেপ।—শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা—এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

অমৃতাদি কাষায়।—গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, পটোল পত্র, মুতা, ছাতিম ছাল, খদির কাষ্ঠ, কৃষ্ণবেতস মূল, নিমপত্র, হরিদ্রা, ও দারু হরিদ্রা—মিলিত ২ তোলা। জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া।

নব কাষায় গুগ্‌গুলু ও পঞ্চতিক্তক ঘৃত নামক ঔষধ দুইটি সকল প্রকার বিসর্প ও বিস্ফোটে সেবনের ব্যবস্থা করিবে ;—

নবকষায় গুগ্‌গুলু।—গুলঞ্চ বাসকছাল, পটোল পত্র, নিমপত্র, ত্রিফলা, খদিরসার ও সোঁদাল—মিলিত ২ তোলা, ইহাদের ক্বাথে অর্দ্ধ তোলা গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চতিক্তক ঘৃত।—পটোল পত্র, ছাতিম ছাল, নিম ছাল, বাসকছাল ও গুলঞ্চ—ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের এবং /১ সের ত্রিফলার কল্কের সহিত চরি সের ঘৃত যথারীতি পাক করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেব্য।

পথ্যাপথ্য।—বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগে যে সকল পথ্যাপথ্য বলা হইয়াছে, ইহাতে সেই সকল পালনীয়।

শীতপিত্ত

শীতপিত্ত কি?—চলিত কথায় ইহার নাম আমবাত। এই রোগে বোলতার কামড়ের মত শোথের ন্যায় এবং অতিশয় চুলকানি যুক্ত অল্প রক্ত বর্ণ একরূপ দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া দাগ শরীরের স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা এই রোগে একান্ত আবশ্যক। শ্বেত সরিষা, হরিদ্রা, চাকুন্দেবীজ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া এই রোগে প্রলেপ দিলে সুফল দর্শিয়া থাকে। দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। সেবনের জন্য **হরিদ্রাখণ্ড বা আদ্রক খণ্ডের** ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

হরিদ্রা খণ্ড।—হরিদ্রা ৬৪ তোলা, ঘৃত ৪৮ তোলা, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের এবং চিনি ১২ তোলা। মৃদু অগ্নিজ্বালে মৃত্তিকা পাত্রে যথা নিয়মে পাক করিয়া শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট-

এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নাগেশ্বর, মুতা ও লৌহ প্রত্যেকটির ৮ তোলা নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

আদ্রকখণ্ড।—আদার রস /৩ সের, গব্য ঘৃত /২ সের, গব্য দুগ্ধ /৮ সের এবং চিনি /৪ সের, যথাবিধি পাক করিয়া আসন্নপাকে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শঠী—প্রত্যেকটির ১ পল চূর্ণ মিশাইয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য।—বাতরক্তের অনুরূপ।

মুখ রোগ।

প্রকার ভেদের কথা।—মুখ রোগ নানাবিধ। ওঠগত দন্তগত, জিহ্বাগত, তালুগত প্রভৃতি। অধিকাংশ মুখ রোগেই কিন্তু কফের প্রাধান্য অধিক থাকে।

চিকিৎসা।—গব্য ঘৃতের সহিত মোম মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে কিম্বা লোবান, ধুনা, গুগ্‌গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে ওষ্ঠগত মুখরোগে উপকার হয়। দন্তগত মুখরোগে নিম্ন লিখিত ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

দন্তরোগাশনি।—জাতীপত্র, পুনর্ণবা, পিঁপুল, ঝিন্টিপত্র, মুতা, বচ, যমানী ও হরীতকী সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিতে হয়।

স্বল্পখদির বটিকা ও বৃহৎ খদির বটিকা সকল প্রকার মুখরোগের বিখ্যাত ঔষধ। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে:—

স্বল্প খদির বটিকা।—ক্বাথার্থ খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং পাকশেষ হইয়া আসিলে জৈত্রী কর্পূর, সুপারি, কাঁকোলী ও জাতীফল প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া এবং উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে সকলপ্রকার মুখরোগ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ খদির বটিকা।—খদির ১৮৸০ সের, বিঃ খদিরের সার (° অভাবে খদির ২৫ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের) এই ক্বাথ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে ছোট এলাইচ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, অগুরু, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, পৌণ্ডরীক, গেরিমাটি, দারুহরিদ্রা, কটফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটেরঝুরি, দুরালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, শল্বকী ও দারুচিনি—প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং কাকোলী, জাতীফল, জৈত্রী ও লবঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং ঔষধ শীতল হইলে ৩২ তোলা কর্পূর মিশ্রিত করিয়া কলায় সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করতঃ শুষ্ক করিয়া লইবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার মুখরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—সাধারণতঃ কফনাশক দ্রব্য মাত্রেই মুখরোগে উপকারক। অম্লদ্রব্য, মৎস্য, গুড়, মাষকলাই ও কঠিন দ্রব্য ভোজন, অধোমুখে শয়ন এবং দন্তকাষ্ঠ দ্বারা মুখধাবন অহিতকর।

কর্ণরোগ

প্রকার ভেদ।—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকন্দ, কর্ণগূথ, কর্ণপ্রতিনাহ, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ এবং ক্রিমিকর্ণক প্রভৃতি নামে কর্ণ রোগও নানাপ্রকার। এই সমস্ত পীড়া ব্যতীত অর্ব্বুদ এবং কীট প্রবেশ বা আঘাতাদি কারণে অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়া—কর্ণমধ্যে জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—রসুনের রস, আদার রস, সজিনার রস, কাঁচা মূলার রস অথবা কলার বাগুড়ার রস—ইহাদের মধ্যে কোনো একটির রস অল্প গরম করিয়া কর্ণপূরণ করিলে অথবা কাঁজি দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কিম্বা সমুদ্রফেন চূর্ণ কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়।

সজিনার রস ও তিলতৈল একত্র গরম করিয়া কর্ণ মধ্যে পূরণ করিয়া রাখিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়।

আদার রস অর্দ্ধতোলা, মধু চারি আনা, সৈন্ধব ১ রতি ও তিল তৈল ।০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য ও কর্ণক্ষ্বেড় উপশমিত হয়।

পাকা আকন্দ পত্রে ঘৃত লেপন পূর্ব্বক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রস নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ঐ রস কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল ও বেদনা বিনষ্ট হয়। ছাগমূত্রের সহিত সৈন্ধব লবণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণে প্রদান করিলে তীব্রশূল ও ক্লেদযুক্ত কর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধ ও তৈলগুলি কর্ণ রোগে ব্যবস্থেয়।

ভৈরব রস।—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, কড়িভস্ম ও মরিচ চূর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি। আদার রসসহ ইহা সেবনে কর্ণরোগ ও শ্লেষ্মবিকৃতি প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

ইন্দুবটি।—শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ এবং স্বর্ণভস্ম ½ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য কাকমাচী, শতমূলী আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি। আমলকীর রস বা ক্বাথের সহিত সেবনে কর্ণনাদাদির শান্তি হইয়া থাকে।

শম্বুক তৈল।—কটু তৈল /১ সের, কল্কার্থ শাম্বুকের মাংস ১৬ তোলা এবং পাকার্থ জল /৪ সের। এই তৈল কর্ণে দিলে কর্ণনালী প্রশমিত হয়।

সর্জ্জিকাদ্য তৈল।—তিল তৈল /৪ সের, কাঁজি ১৬ সের এবং কল্কার্থ সাচীক্ষার, শুষ্কমূলা, হিং, পিঁপুল, শুঁঠ ও শুলফা সমুদয়ে মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা ও কর্ণস্রাব নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য।—কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্বেড় ও বাধির্য্য প্রভৃতি বায়ু প্রধান কর্ণরোগে বাতব্যাধির ন্যায় ও কর্ণস্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্মপ্রধান রোগে আমবাতাদির ন্যায় পথ্যাপথ্য পালনীয়।

নাসারোগ

প্রকার ভেদ।—পীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, পূয়রক্ত রোগ, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্ত, প্রতিনাহ, নাসাস্রাব, নাসাশোষ, প্রতিশ্যায় নাসার্শ প্রভৃতি নামে নাসারোগ নানাবিধ। নাসার্শের চলিত কথায় নামকরণ হইয়াছে "নাসারোগ"। এই নাসারোগে প্রবল জ্বরও উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা।—পীনস রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্র গুড় ও দধির সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দুরালভা—ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া আদার রসসহ সেবনে পীনস, স্বরভঙ্গ, নাসাস্রাব প্রভৃতি

আরোগ্য হইয়া থাকে। ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটকী, কুড়, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে মিশাইয়া নস্য লইলে পূতিনস্য নিবারিত হয়। নাসাপাক রোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পূযরক্ত রোগে রক্তপিত্তনাশক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ক্ষবথুরোগে শুঁঠ, কুড়, পিঁপুল, বেলমূল ও দ্রাক্ষা—ইহাদের ক্বাথ ও কল্কের সহিত যথারীতি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ হিতকর। গুগ্‌গুলু ও মোম সমানভাগে একত্র করিয়া তাহার ধূম প্রদান করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথু উপশমিত হয়। ঘৃতভৃষ্ট আমলকী—কাঁজিসহ পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। প্রতিশ্যায় রোগে জ্বরাধিকারে যে "স্বল্পলক্ষ্মী বিলাসে"র কথা বলা হইয়াছে তাহার ব্যবস্থা করিবে। নাসার্শঃ রোগে সূচীদ্বারা নাসামধ্যস্থ রক্তপূর্ণ শোথ বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, তাহার পর লবণমিশ্রিত আকন্দের আটা বা সর্ষপ তৈল অথবা তুলসী পত্রের রসের নস্য লইবে। নাসার্শের জ্বরে ঔষধ সেবন করাইবার প্রায়ই প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হইলে জ্বরনাশক ঔষধাদি ব্যবস্থেয়।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি নাসারোগে ব্যবস্থেয়।

ব্যোষাদ্য চূর্ণ।—শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা—মিলিত ২ পল, এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি—মিলিত চারি তোলা এবং ৫০ পল পুরাতন গুড়। একত্র পাক করিয়া উষ্ণজলের সহিত ।০ আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেব্য।

লক্ষ্মী বিলাস।—অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা এবং বিদ্ধড়কবীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলেরমূল, বেড়েলারমূল, গোক্ষুর

বীজ ও হীজলবীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা একত্র পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি বটী। মধু এবং পান বা আদার রসসহ সেবনে প্রতিশ্যায় প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

শিগ্রু তৈল।—সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধব—ইহাদের কল্ক এবং বেলপাতার রসসহ যথাবিধি পাক করিয়া নস্য লইলে পূতিনস্যে বিশেষ উপকার হয়।

পথ্যাপথ্য।—পীনস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি কফপ্রধান নাসা রোগে কফ শান্তিকর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পূযরক্ত ও নাসাপাক রোগে অর্শরোগোক্ত পথ্যাপথ্য পালনীয়।

নেত্র রোগ।

প্রকার ভেদ।—নেত্ররোগ বহুপ্রকার, ইহার অধিকাংশই শস্ত্রসাধ্য। নেত্রাভিষ্যন্দ বা চোখ উঠা, দৃষ্টিক্ষীণতা ও রাত্র্যান্ধতার কতকগুলি ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

অভিষ্যন্দ বা চোখ উঠা।—করবীরের কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষুতে দিলে কিম্বা দারুহরিদ্রার ক্বাথ দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে অভিষ্যন্দ জন্য জলস্রাব, দাহ ও বেদনা অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়। সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটি, হরীতকী ও রসাঞ্জন একত্র সমানভাগে মর্দ্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে চারিদিকে প্রলেপ দিলে শোথ ভাল হয়, ইহা দ্বারা বেদনারও শান্তি হইয়া থাকে। গেরিমাটি, রক্তচন্দন শুঁঠ, খড়ি ও বচ এই সকল দ্রব্য শীতল জলে পিষিয়া লইয়া চক্ষুতে সেচন করিলে রক্তাভিষ্যন্দ নিবারিত হয়। ফটকিরির জল বা গোলাপজল চক্ষু মধ্যে দিলে চক্ষুর রক্ত বর্ণতা নিবারিত হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি চক্ষু রোগে হিতকর :—

চন্দ্রোদয় বর্ত্তী।—হরীতকী, বচ, কুড়, পিঁপুল, মরিচ বহেড়ার আঁটির শাস, শঙ্খনাভি ও মনছাল এই সমস্ত দ্রব্য ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত মাড়িয়া ইহার অঞ্জন লইলে চক্ষুর কণ্ডু, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বৃহৎ চন্দ্রোদয় বর্ত্তী। রসাঞ্জন, এলাইচ, কুঙ্কুম, মনছাল, শঙ্খনাভি, সজিনাবীজ ও চিনি সমানভাগে লইয়া একত্র জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তী প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্ববৎ অঞ্জন দিবে।

বিল্বাঞ্জন।—বিল্বপত্রের রস ৪ মাষা, সৈন্ধবলবণ ২ রতি ও গব্যঘৃত ৪ রতি, এই সকল দ্রব্য তাম্র পাত্রে রাখিয়া কড়ির দ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে নারীর দুগ্ধ দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য তরল করিয়া লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন লাগাইবে। ইহা দ্বারা চক্ষুর শোথ, চক্ষুশূল, রক্তস্রাব, বেদনা ও অভিষ্যন্দ উপশমিত হয়।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা /৪ সের এবং কল্কার্থ মিলিত ত্রিফলা /১ সের। সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধসহ এই ঘৃত পান করিলে অচিরকাল মধ্যে তিমির রোগ প্রশমিত হয়।

মহা ত্রিফলাদ্য ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। ভৃঙ্গরাজের রস /৪ সের, বাসক পাতার রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গুলঞ্চের রস অথবা কাথ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের এবং কল্কার্থ পিঁপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীর,

কাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারি মিলিত /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় সেব্য।

পথ্যাপথ্য।—অভিষ্যন্দ পীড়ায় শ্লেষ্মানাশক, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ও রাত্র্যন্ধতা রোগে পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ ও বায়ুনাশক দ্রব্য হিতকর। রুক্ষসেবা ব্যায়াম, রৌদ্রাদির আতপ সেবন, চক্ষুতে আলো লাগান, পরিশ্রম, পর্য্যটন, অধ্যয়ন ও স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি সকল প্রকার চক্ষুরোগে বর্জ্জনীয়।

ক্ষুদ্র রোগ।

প্রকার ভেদ।—মুগ কলায়ের মত আকৃতি বিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্র সমবর্ণ, গাঁট গাঁট ও বেদনা শূন্য পীড়কা শিশু শরীরে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **অজগল্লিকা** ইহার চলিত নাম আঁচিল,। ইহা কফ বাতোদ্ভব। যবের ন্যায় মধ্যস্থল ও গাঁট গাঁট যে পীড়কা মাংসল স্থানে উপস্থিত হয় নাম **যবপ্রখ্যা**। ইহাও কফবাতজ। অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার ও অল্প পূষযুক্ত যে পীড়কা উদ্ভূত হয়, তাহার নাম **অন্ত্রালজী**। ইহাও বাতশ্লেষ্মজ। পক্ক উড়ুম্বর সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত দাহযুক্ত, মণ্ডলাকার ও বিবৃত মুখ যে পীড়কা জন্মে, তাহার নাম **বিবৃতা**। ইহা পিত্তজ ব্যাধি। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও অতি কঠিন এবং পাঁচ ছয়টি একত্রে গ্রথিত পীড়কা জন্মিলে তাহাকে **কচ্ছপিকা** বলে, ইহাও বাতশ্লেষ্মজ। গ্রীবা, স্কন্ধ, হস্ত, পদ, সন্ধিস্থল ও গলদেশে বল্মীকের ন্যায় বহু শিখর যুক্ত পীড়কার নাম **বল্মীক**, ইহা ত্রিদোষজ। এই ব্যাধি অচিকিৎস্য হইলে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্রাব ও সূচিবেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট উন্নতাগ্র বহু মুখ দ্বারা বিসর্প রোগের ন্যায় বিসর্পিত হয়। পদ্মবীজ কোষের বীজ সমূহ যেরূপ মণ্ডলাকারে সংস্থিত, ত্বকের উপর সেইরূপ ভাবের পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে **ইন্দ্রবিদ্ধা** বলে, ইহা

বাতপৈত্তিক রোগ। মণ্ডলাকারের উৎপন্ন এবং গোল গোল উঁচু রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত পীড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত ব্যাধির নাম **গর্দ্দভিকা**। ইহা বাতপিত্তজ। চোয়ালের সন্ধিস্থলে যে বেদনাযুক্ত চিক্কণ শোথ জন্মে, তাহার নাম **পাষাণ গর্দ্দভ**। ইহা বাতশ্লেষ্মজ। কর্ণের অভ্যন্তরে উগ্র বেদনাযুক্ত স্থির যে পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **পনসিকা,** ইহা অন্তর্ভাগে পাকে। বিসর্পের ন্যায় ক্রমশঃ বিস্তৃতিশীল এবং দাহ ও জ্বরযুক্ত যে শোঘ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **অগ্নিবাত বা জালগর্দ্দভ,** ইহা প্রায়ই পাকে না, ক্বচিৎ পাকিয়া থাকে এবং ইহার উপরের চামড়া পাতলা। এই রোগ পিত্তজনিত। উগ্র বেদনা ও জ্বরদায়ক গোলাকার পীড়কা মস্তকে জন্মিলে তাহাকে **ইরিবেল্লিকা** কহে, ইহা ত্রিদোষজ ও ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত। বাহু, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও বগলে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে **কক্ষা** বলে ইহা পিত্তপ্রকোপজ। শরীরের অন্যান্য স্থলে ত্বকের উপর কক্ষার ন্যায় স্ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে **গন্ধমালা** বলে, ইহাও পিত্ত প্রকোপজ। বগলে প্রদীপ্ত অঙ্গারের মত এক প্রকার স্ফোটক জন্মে, তাহাতে চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভিতরে অত্যন্ত দাহ থাকে এবং জ্বর হয়, ইহার নাম **অগ্নিরোহিণী,** ইহা অসাধ্য এবং ত্রিদোষজ। ৭ দিন, ১০ দিন বা ১৫ দিনে এই রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়। বায়ু ও পিত্ত নখের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম **আঙ্গুলহারা** বা **চিপ্প**। নখের মাংস অল্প দূষিত হইয়া প্রথমে নখের কোণদ্বয় পরে সমুদয় নখ নষ্ট বা কদর্য্য করিলে তাহাকে কুণী বা কুনখ বলে। পায়ের উপরে অল্প শোথযুক্ত, গাত্র সমবর্ণ ও অন্তরে পাক বিশিষ্ট যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **অনুশয়ী**। কক্ষ ও বঙ্খন সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের মত গোলাকার শোথ জন্মিলে তাহাকে

বিদারিকা বলে। ইহা ত্রিদোষজ এবং ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত। যে রোগে দূষিত বায়ু ও কফ কর্ত্তৃক মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদ দূষিত হইয়া প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, পরে সেই সকল গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া, তাহা হইতে ঘৃত, মধু ও বসার ন্যায় স্রাব হইতে থাকে ও তজ্জন্য ধাতুক্ষয় হইয়া মাংস শুষ্ক হইয়া যায় এবং সেই জন্য গ্রন্থিস্থান অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে। তাহাকে **শর্করার্ব্বুদ** বলে। এই অর্ব্বুদস্থ শিরা সকল হইতে দুর্গন্ধ, পচা ও নানাবর্ণ বিশিষ্ট স্রাব হইতে দেখা যায়, কখন কখন রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

পাদদারি প্রভৃতি।—যে সকল ব্যক্তি পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদতলদ্বয় রুক্ষ হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক বিদারিত হয় অর্থাৎ ফাটিয়া যায়। ইহার নাম **পাদদারি**।—ইহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়। কাঁকর বা কণ্টকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, কুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহার নাম **কদর**। চলিত কথায় ইহার নাম কুল আঁঠি। দুষ্ট কদ্দম সংস্পর্শে পদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগে ক্লিন্ন এবং কণ্ডু দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে **অলস** বা পাঁকুই বলে। কুপিত বায়ু ও পিত্ত লোমকূপস্থ হইয়া তত্রত্য কেশ সকলকে উঠাইয়া দেয় এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত ঐ লোমকূপ সকলকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তজ্জন্যই ঐ স্থানে আর কেশ উঠে না। ইহার নাম **ইন্দ্রলুপ্ত, খালিত্য বা রুজ্য।** চলিত কথায় ইহার নাম টাক। কেশভূমি কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও কাটা কাটা হইলে তাহার নাম **দারুণক,** চলিত কথায় ইহার নাম খুস্কী বা রুক্ষী, ইহা বাত শ্লেষ্মজ ব্যাধি। মস্তকে বহু ক্লেদযুক্ত ব্রণ সমূহ উৎপন্ন হইলে তাহার **অরুংষিকা**। কফ, রক্ত ও ক্রিমি হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ, শোক ও শ্রমজনিত দেহোষ্মা এবং পিত্ত শিরোগত হইয়া কেশ সকলকে অকালে

পক্ক করে, ইহার নাম **পলিত** বা চুলপাকা। যুবকদিগের মুখে শিমুলকাঁটার ন্যায় যে সকল পীড়কা জন্মে, তাহার নাম **যুবান্ পীড়কা** বা বয়োব্রণ, কফ, বায়ু ও রক্তের দোষে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। ত্বকের উপরে পদ্মকাঁটার ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডূযুক্ত ও গোলাকার যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **পদ্মিনী কণ্টক বা পদ্মকাঁটা**। ইহা বাতশ্লেষ্মজব্যাধি। ত্বকের উপর মাষকলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কিঞ্চিৎ উন্নত, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাশূন্য যে পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **মাষক**, ইহা একপ্রকার আঁচিল। বায়ু প্রকোপ জন্য এই পীড়কা উৎপন্ন হয়। ত্বকের উপর তিলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহার নাম **তিলকালক** বা তিল, ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। গাত্রে শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ, বেদনা শূন্য ও মণ্ডলাকার যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহার নাম **ন্যচ্ছ বা ছুলি**। বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া মুখে শ্যাববর্ণ, অনুন্নত ও বেদনা শূন্য এক প্রকার মণ্ডলাকার চিহ্ন উৎপাদন করে, ইহার নাম **মুখব্যঙ্গ বা মেচেতা**। ইহা অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহার নাম **নীলিকা**। ইহা গাত্রেও হইয়া থাকে।

পরিবর্ত্তিকাদি।—লিঙ্গ অতিশয় মর্দ্দিত, পীড়িত বা কোনরূপ আহত হইলে লিঙ্গচর্ম্ম দূষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বা হয়, ইহার নাম **পরিবর্ত্তিকা বা মুদো**। যদি লিঙ্গচর্ম্ম উলটাইয়া গিয়া মুদ্রিত না হয়, তাহা হইলে তাহার নাম **অবপাটিকা**। বেগধারণাদির ফলে গুহ্যদ্বার সংকীর্ণ হইয়া সেই দ্বার দিয়া অতিকষ্টে মল নিঃসৃত হইলে উহাকে **সন্নিরুদ্ধ গুদ** বলে। কুপিত বায়ু লিঙ্গচর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় লিঙ্গমণি বিবৃত করিতে না পারিলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং মূত্রস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায় অথবা সূক্ষ্মদ্বারে মূত্র নির্গত হয়, ইহার নাম

নিরুদ্ধ-প্রকাশ। শিশুদিগের গুহ্যদেশস্থ মলমূত্র ঘর্ম্মাদি ধুইয়া না দিলে ঐ সমস্ত ক্লেদ জন্য গুহ্যদেশে কণ্ডু জন্মে, উহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয়। ইহার নাম **অহিপূতনক**। স্নান বা গাত্র মার্জ্জনাদি না করার ফলে অণ্ডকোষস্থ মলা ঘর্ম্ম দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া কণ্ডু উৎপাদন করে এবং সেই কণ্ডু চুলকাইলে স্রাব নির্গত হয়. ইহার নাম **বৃষণ কচ্ছু**। অতিশয় কোঁথ দেওয়া বা অধিক মলভেদের জন্য রুক্ষ ও দুর্ব্বল রোগীর গুদ নাড়ী বহির্গত হইলে তাহার নাম **গুদভ্রংশ**। শরীরের স্থানে স্থানে পাকিয়া যদি ক্ষত হয় এবং ঐ গুদের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ও দাহ, কণ্ডু, তীব্র বেদনাযুক্ত হয় ও উহার জন্য জ্বর হয়, তাহা হইলে তাহার নাম **বরাহ দংষ্ট্রক বা বরাহ দাঁড়।**

চিকিৎসা।—বাসক মূল ও রাখাল শসার মূল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা রোগ প্রশমিত হয়। নূতন কণ্টিকারি গাছের কাঁটা দ্বারা পীড়কা সকল বিদ্ধ করিলে, তাহা পাকিয়া সত্বর প্রশমিত হয়। পাষাণগর্দ্দভ রোগে দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় পিষিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। বল্মীক রোগে অস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার অগ্নি প্রয়োগ করিবে এবং মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোটএলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র এই দ্রব্য গুলির কল্কদ্বারা তৈল পাক করিয়া ক্ষত স্থানে লেপন করিবে। পাদদারী রোগে মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার দ্বারা কাটা স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। মেদীপাতা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁকুই বিনষ্ট হয়। গাম্ভারীর সাতটি কোমল পত্র বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে চিপ্প রোগের উপশম হয়। কুনখ রোগে নখ মধ্যে সোহাগা চূর্ণ প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। পদ্মকণ্টক রোগে পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

নীলের শিকড় ও পটোলের মূল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভরোগ উপশমিত হয়। ত্রিফলা ও খদিরের ক্বাথ দ্বারা অহিপূতনক রোগে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ডানকুনি, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে। নিম্নলিখিত তৈলটি গুদভ্রংশে উপকারী :—

মূষিকাদ্য তৈল।—তিল তৈল অর্দ্ধসের, ক্বাথার্থ অন্ত্রাদি রহিত মূষিক মাংস দুইসের, মহৎ পঞ্চমূল সমভাগে মিলিত /২ সের, দুগ্ধ /৪ সের এবং জল /৮ সের। একত্র পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশেষে রাখিবে। পরে উক্ত ক্বাথ ও ভদ্রদার্ব্বাদি গণোক্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত অর্দ্ধপোয়া লইয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল গুহ্যদেশে মালিশ করিতে হয়।

নিম্নলিখিত ঘৃতটিও গুদভ্রংশে উপকারী :—

চাঙ্গেরী ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, আমরুলের রস /৪ সের, শুষ্ক কুলের ক্বাথ /৬ সের, অম্ল দধি /৬ সের, যবক্ষার অর্দ্ধ সের ও শুঁঠ অর্দ্ধ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় পান করিতে হয়।

নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গ রোগে নিম্নের তৈলটি উপকারী :—

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল।—তিল তৈল অর্দ্ধ সের, কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, মউল, দাক্ষা, টাবালেবুর মূল ও যষ্টিমধু—প্রত্যেকটি ২ তোলা। ছাগ-দুগ্ধ /১ সের, পাকার্থ জল /২ সের। ইহা মর্দ্দনে উপরোক্ত রোগ গুলির উপকার হয়।

ত্রিফলাদ্য তৈলটি দারুণক রোগে উপকারী, নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে—

ত্রিফলাদ্য তৈল।—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভীমরাজ, নীলোৎপল, অনন্ত মূল ও সৈন্ধবলবণ—মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা দারুণক রোগে মর্দ্দন করিবে।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মর্দ্দনে কেশ পতন, শিরোভঙ্গ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, শিরোরোগ, কর্ণ রোগ, চক্ষু রোগ, খালিত্য ও ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হয়। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে—

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল।—তিল তৈল ৴৪ সের। ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ দুগ্ধপিষ্ট মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গেরিমাটি বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, পৌণ্ডরিক ও শ্যামালতা—প্রত্যেকটি ৮ তোলা। ইহা নস্যরূপে ব্যবহার ও মর্দ্দন করিতে হয়।

ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র রোগ গুলির মধ্যে যে সকল রোগ যে যে দোষে উৎপন্ন, সেই সকল দোষনাশক চিকিৎসা করিলে উপশমিত হইয়া থাকে।

দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

শীত—ইহা হ্লাদন অর্থাৎ সুখকারী, স্তম্ভন অর্থাৎ অতিসার ও রক্ত প্রবৃত্তি রোধক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্ম প্রশমক।

উষ্ণ—শীতগুণের বিপরীত। **স্নিগ্ধ**—ইহা স্নেহ ও মৃদুত্বের কারণ এবং বল ও বর্ণোৎপাদক। **রুক্ষ**—স্নিগ্ধের বিপরীত।

পিচ্ছিল—জীবন ও প্রাণধারক, বলজনক, ভগ্ন ও ছিন্নের সংযোজক, শ্লেষ্মজনক এবং গুরু। **বিশদ**—পিচ্ছিলের বিপরীত।

তীক্ষ্ণ—দাহজনক, ব্রণাদি পাকাইতে সমর্থ এবং লালা ও রসাদির স্রাব করায়। **মৃদু**—তীক্ষ্ণের বিপরীত। **গুরু**—অঙ্গগ্লানি জনক, মলবৃদ্ধিকারী, বলকৃৎ, তৃপ্তিজনক এবং দেহ বৃদ্ধিকর। **লঘু**—গুরুর বিপরীত। **শ্লক্ষ্ণ**—পিচ্ছিলের তুল্য। **কর্কশ**—বিশদের তুল্য। **সর**—অপান বায়ু ও মলের প্রবর্ত্তক। **মন্দ**—দেহ যাত্রা নির্ব্বাহকারী। **ব্যবায়ী**—অপক্কাবস্থাতেই সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া

পশ্চাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয়। **বিকাসী**—ইহাও ব্যবায়ীর মত পরিপাকের পূর্ব্বে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, অধিকন্তু ইহা ধাতুশৈথিল্য জন্মায়। **সূক্ষ্ম**—সত্বর শরীরের অতি সূক্ষ্ম স্রোতঃ সমূহ অনুসরণ করে। **দীপন**—পাচকাগ্নি দীপ্ত করে কিন্তু আম পরিপাক করিতে পারে না। **পাচন**—আম পরিপাক করে কিন্তু পাচকাগ্নিকে উদ্দীপিত করে না। **শমন**—যে বস্তু বায়ু, পিত্ত, কফকে ঊর্দ্ধাধোমার্গ দ্বারা অপসারিত করে না, সমান মানে স্থিত দোষকে প্রকুপিত করে না কিন্তু বর্দ্ধিত দোষকে প্রশমিত করে।

অনুলোমন—অপক্ক দোষের পাক করিয়া, রুদ্ধ বায়ুকে সরল করিয়া, অধোমার্গ দ্বারা মল পতিত করে। **স্রংসন**—কোষ্ঠস্থিত অপক্ক মল, কফ ও পিত্তকে সেই অপক্কাবস্থাতেই অধোমার্গে প্রবর্ত্তিত করে। **ভেদন**—পাৎলা কিম্বা গাঢ় অথবা বায়ু দ্বারা পিণ্ডিত ও গুট্‌লে মলকে অধঃপাতিত করে **রেচন**—পক্ক বা অপক্ক মলাদিকে দ্রব করিয়া অধঃপতিত করায়। **বমন**—দেহের সঞ্চিত মল স্বস্থান হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ বা অধঃপাতিত করে।

গ্রাহি—যে বস্তু দীপন, পাচন এবং উষ্ণত্ব হেতু শরীরের দ্রব বস্তুকে শোষণ করিয়া থাকে। **স্তম্ভন**—রুক্ষত্ব, শৈত্য, কষায়ত্ব এবং লঘুপাকী হেতু যে দ্রব্য প্রতিলোম ভাবে বায়ু প্রকোপকারী হইয়া অধোগামী মলাদির রোধ জন্মায়। **ছেদন**—যে বস্তু জমাট কফাদিকে অপসারিত করিয়া থাকে। **লেখন**—যে বস্তু শরীরের ধাতু ও মল শোষণ পূর্ব্বক কৃশ করে। **বাজীকরণ**—যে বস্তু নারীতে বাজিবৎ পুরুষের রমণ-সামর্থ্য জন্মায় কিংবা শুক্র বর্দ্ধিত করে।

শুক্রল—যে দ্রব্য শুক্রধাতু বর্দ্ধিত করে। **রসায়ন**—যে বস্তু সেবন করিলে শরীর সতত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যহত থাকে এবং যাহা অকাল জরা উপস্থিত হইতে দেয় না। **অভিষ্যন্দি**—পিচ্ছিলত্ব ও গুরুত্ব হেতু যে দ্রব্য রসবহা শিরাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া দেহের গুরুতা জন্মায়। **বিদাহি**—যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্ল, উদ্গার, তৃষ্ণা এবং বুক জ্বালা উপস্থিত হয় এবং যাহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

সমাপ্ত।

কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে দুইজন প্রসিদ্ধ কবিরাজের অভিমত

ভারত বিখ্যাত কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহোদয়—

"কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত "কায় চিকিৎসা" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবিরাজজি কবিরাজ সম্প্রদায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ইহা পাঠে বেশ উপলব্ধি হয়। ইনি শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ কবিরাজের অনুকরণ করিয়াছেন বলিলে ঠিক বলা হয় না। বাস্তবিক ইহাতে অনেক নূতন সমাবেশ আছে। সকল মতের সহিত আমার মিল না হইলেও আমি এ পুস্তকের সমর্থন করি এবং চিকিৎসাকল্পে ইহা সহায়ক হইয়া দেশের ও দশের উপকারে আসিবে এমন আশা করি। বর্ত্তমানের কবিরাজ সম্প্রদায় ইহা দ্বারা লাভবান হইবেন না এমন মনে করি না। কবিরাজজি দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ পুস্তক সকল প্রণয়ন দ্বারা জগতের উপকার সাধন করুন—ইহাই কামনা।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস, মহোদয় —"শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত "কায় চিকিৎসা" গ্রন্থখানির পূর্ব্বাংশ স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। নূতন প্রণালীতে লিখিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির এই গ্রন্থখানি যথার্থ দ্রব্যগুণবিজ্ঞানমূলক এবং সুচিকিৎসকের অভিজ্ঞতাপূর্ণ। আয়ুর্ব্বেদের ঔষধগুলি যে কেবল গতানুগতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত (Empirical) নহে, কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—

(Scientifie) তাহা আপনি উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন—অথচ আপনার গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের বাগবৈদগ্ধী বা আস্ফালন নাই—ছাত্রদের উপকারের জন্য যেরূপ সহজ ভাষায় যে টুকু বলা উচিত তাহাই আপনি বলিয়াছেন। আশা করি আপনার এই এই অভিনব গ্রন্থ ছাত্র ও চিকিৎসক সমাজে সমাদৃত হইবে।"

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের অভিমত ঃ—

দৈনিক বসুমতী, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩৪। এই পুস্তকে চরক-সুশ্রুত প্রভৃতি হইতে কায়চিকিৎসা প্রদ্ধতি বিশেষরূপে বিবৃত করা হইয়াছে, অধিকন্তু ঔষধের গুণপরিচয় স্থলে সেই সেই ঔষধের উপাদানগুলির পরিচয় দিয়া শিক্ষার্থী তথা চিকিৎসকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোধহয় ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থে প্রত্যেক ঔষধের সহিত উপাদানগুলির পরিচয় দেওয়া হয় নাই। এতদ্ভিন্ন বংশ পরম্পরাগত ব্যবহৃত কতকগুলি ঔষধের পরিচয় থাকায় গ্রন্থখানি শিক্ষার্থীর অধিকতর উপযোগী হইয়াছে। শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণ ইহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সাপ্তাহিক বসুমতী ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৪। "কায় চিকিৎসার" চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ নুতন ধরণের। এই সম্বন্ধে যত প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, চরক সুশ্রুত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেই ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। ঔষধের উপকরণগুলির

উপাদানসমূহ গুণপরিচয় স্থলে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতৎসহ কবিরাজসম্প্রদায়ের পুরুষ পরম্পরাগত পরীক্ষিত ঔষধের প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী থাকায় গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পুস্তক দ্বারা চিকিৎসক তথা শিক্ষার্থী সকলেই উপকৃত হইবেন।

বাঙ্গলার কথা, মাঘ, ১৩৩৪। যে সকল স্থানে ডাকিবামাত্র ডাক্তার পাওয়া যায় না, সে সকল স্থানের গৃহস্থগণ এক খানি 'কায় চিকিৎসা' ঘরে রাখিলে দায়ে অদায়ে তাঁহাদের অনেক উপকার হইবে। এই পুস্তকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে; তাহা ছাড়া বহু গাছগাছড়ার গুণও লিখিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীরা এই পুস্তক হইতে অনেক জিনিষ শিখিতে পারিবেন।

ভ্রম সংশোধন—৫৩৩ পৃষ্ঠা স্থলে ৫৩১ পৃষ্ঠা হইবে।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭,—

ইংরাজী বসুমতী বলেন—

REVIEW.

The book contains a lncid description of all kinds of diseases to which human body is suceerptis with its various symytoms, which make diagnosis simple and accurate, and treatment as recommended by Charaka, Susruth and Rash in simple and unadorned language that is intelligible to all. In addition it gives a list of medicines whose marvellous curative power is known to the author and which has been handed down to him by his family as heirlooms, embodying their Past experience of its methods and treatment. In short its perusal will amply reward the reader, as in it will be fonnd extracts gathered from the various books written by the ancient Rishis on the subject, principally on the basis of which the book has been written. It claims to be nnique of its kind, inasmubh as it has never been published in this form. Its further merit lies in the fact that it is a guide not only to the beginers but is an invaluable help for those whoe are already in the profession.

কায়চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি পত্র।

কটক রাভেন্সা কলেজিয়েট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার, গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বিভাগের পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধ্যাপক, রায় সাহেব—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন।—আপনার "কায়-চিকিৎসা প্রথম খণ্ড" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। পুস্তক নানাপ্রকারের অনেক সময় পাইয়া থাকি, কিন্তু সেগুলি পড়িবার ইচ্ছাও হয় না, অবসরও থাকে না। আপনার পুস্তকখানি সেজাতীয় নহে। ইহা প্রাপ্ত হইয়াই পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। পুস্তকখানির আকারও যেরূপ, ভাষা ও বিষয় সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাহা না হইলে, 'চিকিৎসা ব্যবসায়ী না হইয়াও আমার এত আগ্রহ হইবে কেন? যাহাদের কবিরাজি শাস্ত্রে কোন জ্ঞানই নাই, সেইরূপ মাদৃশজনের পক্ষে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

পুরাতন বিষয়কে নূতন আকারে প্রকাশ করিতে আপনাকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। কবিরাজী শাস্ত্রে আপনার অভিজ্ঞতা যে কত গভীর, এবং চিকিৎসা বিষয়ে আপনার বহুদর্শিতা যে কতদূর সুপ্রশস্ত—তাহা চিন্তা করিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। গভীর জ্ঞানের উপর বিস্তৃত শ্রমসাধ্য আলোচনা একত্র যুক্ত হইলে যে কিরূপ অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। আধুনিক প্রণালীতে কবিরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আপনি দেশীয় চিকিৎসার উন্নতিকামী জন সাধারণকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী প্রণীত ও অনুবাদিত কয়েকখানি গ্রন্থ।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল ও প্রয়োজন অন্বয়সহ স্বরূপ ভাব ও তাৎপর্য্য প্রকাশক ব্যাখ্যা অতীব সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বিদ্বৎ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন মহাশয় এই গীতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

স্বামী উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতা আমি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। স্বামীজি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি সাধনশীল তত্ত্বদর্শী পুরুষ ছিলেন—তাঁহার গীতা ব্যাখ্যা পড়িলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সহজ সরল ভাষায় সংক্ষেপে তিনি গীতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। গীতাপাঠকের পক্ষে তাঁহার ব্যাখ্যা পরম উপকারী। তাঁহার ব্যাখ্যাপুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইতি ১৫ই ফাল্গুন ১৩২৩।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

২। দেবমতি।

ইহা একখানি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, সদসৎ চরিত্র অবলম্বনে এই উপদেশপূর্ণ গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।

মূল্য ১৲ এক টাকা

৩। অষ্টাবক্রসংহিতা।

(মহর্ষি অষ্টাবক্রবিরচিত অষ্টাবক্রসংহিতার সান্বয় বঙ্গানুবাদ ও পদ্যানুবাদ।)

এই সংহিতায় বেদান্তের তাবৎ তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহা বেদান্তের সারভূত গ্রন্থ, সাধকের হৃদয়। সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদিত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রকৃত শান্তিলাভে ইচ্ছুক ও জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ আনন্দ পাইবেন। মূল্য ৸০ বার আনা।